Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No 3/241
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

7/3/83	Sri M. Shah.			12/3/83

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/241

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতের সন্ধানে

3/241

ব্রহ্মচারী আনন্দ স্বরূপ

বুক সাপ্লাই এজেন্সি
১৩ নং কলেজ রো
কলিকাতা - ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সূরখেল
১৩নং কলেজ রো
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৯

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
শ্রীগনেশ দাসগুপ্ত

দাম—চারি টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :—
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা - ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/241

অমৃতের সন্ধানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/241

দক্ষিণ বিহারের এক গ্রাম্য পথ ধরে চলেছি। শরীরটা খুব সুস্থ নয়। ক'মাস ধরে রোগ ভোগ করে, একটু সুস্থ হোতেই পথের মায়া হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। যেখানে ছিলাম তারা ছাড়তে চায় না। বলে,—আরো কিছুকাল থাক, সুস্থ হও, তারপর যেও। সকলের মুখে এক পরমাত্মীয়ের পরিচয়। আজ দু'মাস এদের কাছে আছি। চাষী-প্রধান গ্রাম। তাদের গ্রামের মাঝে এক ঠাকুরবাড়ীতে আমায় রেখেছিল। পরিচয়—আমি সাধু, ব্যাস্—আর কিছু দরকার নেই, এই এক পরিচয়েই আমি সকলের। কেউ জল এনে দেয়, কেউ ভুট্টা তুলে আনে, কেউ গরুর দুধটুকু দিয়ে যায়। অবসর সময়ে কাছে এসে বসে। মাথায় না আছে তেল, পরনের কাপড়ে নেই কোন শুভ্রতার স্পর্শ। মাটি-মায়ের ছেলেমেয়ে এরা, তাই মাটিকেই আপন ক'রে নিয়েছে। মাট ছাড়া যেন এরা আর কিছু কল্পনা কোরতে পারে না। মাটির উপরে বিচুলি বিছিয়ে, তার উপরে চট পেতে বিছানা করে দিয়েছিল। মথার উপরে বিচুলির ছাউনি; চারদিক ঘিরে দিয়েছিল পাটকাঠি দিয়ে। বাইরে এক ধুনি জ্বালানো। সন্ধ্যায় সবাই এসে বসে ধুনীর ধারে। ভগবৎ-কথা শুনতে শুনতে কারুর আর হুঁস থাকে না। সেই পুরাতন কথা,—রামচরিত্র, কৃষ্ণ গুণগান অনেক শুনেছি, কিন্তু এদের মুখে শুনে নূতন লাগে। কথা কইতে গিয়ে দেখি চোখে অগুন—বিশ্বাস যেন মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাম নাম কোরতে কোরতে চোখের জলে ভেসে যেতো সকলে, বসে বসে দেখতাম—আস্বাদন করতাম। ভাবতাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশ্বাস, এই প্রেম পাবার জন্যই বেরিয়েছি, আর সামনেই তা দেখছি। এই-ই আমায় পেতে হবে। এদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে যে সুখ পেতাম তার তুলনা নেই। প্রকৃত সৎ সঙ্গের আস্বদন হোত এদের সঙ্গে। বহুদিন এক জায়গায় থাকা নিষেধ, মহাত্মা বোলতেন—"সৎসঙ্গ কিছুদিন এক এক জায়গায় করে, মধু ফুরিয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়বে। ভিক্ষায় যা পাবে-খাবে, কোন বড়লোকের দরজায় যাবে না। পয়সা ছোঁবে না। ভিক্ষায় যেদিন যা পাবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা ভগবৎ ইচ্ছা বলে গ্রহণ কোরবে। নয়টি বাড়ীর বেশী ভিক্ষা কোরবে না এবং ভিক্ষায় কখনও একা যাবে না। খাবার আগে ডাকবে—কেউ অভুক্ত আছো? কেউ এলে তাকে চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে, বাকীটা গ্রহণ কোরবে।" এই রকম ভাবে থাকতে থাকতে অন্ন প্রায়ই জুটতো না। তারা যা খেতো, আমায় তাই দিতো। কখনও ছাতু, কখনও ছোলা, কখনও বাজরা, কখনও ভুট্টা, কখনও আটা আবার কখনো মিলতো চাল। এইভাবে থাকতে থাকতে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মহাত্মা বলেছিলেন,—"বাচ্চা, ডরো মৎ সব কুছ উসকো উপর মেঁ ছোড় দেও, ওহি তোমকো সন্ত বানায় দেগা। সব কুছ অবস্থাপর সন্তোষ মে রহো।" কথা ক'টা ভাল লেগেছিল। পালন করতে চেস্টা কোরতাম, তার মাঝে ত্রুটি হোত অনেক। বাঙ্গালীর শরীর—চালের প্রতি একটা টান দেখতে পেতাম। ভিক্ষায় যা আসতো তাই খেতাম; কিন্তু মনে হোত চাল পেলে ভাল হয়। এই দুর্ব্বলতা আমার বহুদিন যাবৎ ছিল, এবং বহুদিন পর আস্তে আস্তে বহু কষ্টে গিয়েছিলো।

যাবো যাবো করেও কিছুতেই বেরুতে পারছি না। অসুস্থ শরীরের চিন্তাও বাধা দেয়, মনে হয় আর সপ্তাহ খানেক পরে বেরুবো, এরা বলছে এদের কথাই না হয় রাখি, বেশ তো সৎসঙ্গ চলছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে ক'টা সপ্তাহ চলে যাবার পর, একদিন ধ্যান করছি,—যে-যার চলে গ্যাছে। হটাৎ মনের মাঝে বিবেকের কষ্টিপাথরে মনের জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেল। দেখলাম, সুবিধার মাঝে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি। যে পথকে ঘর করবার কথা, তা ছেড়ে আবার ঘরে বসেছি। একটু নিশ্চিন্ত আরাম পেয়ে বসতে ছাইছে মন। এই তো মায়া! তবে আর ঘর ছাড়ার দরকার কি ছিল? বিবেকের সেই শাসনবাক্য শুনে, মন চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো। পরদিন ভোরের আলো ফোট্‌বার আগেই বেরিয়ে পড়বার জন্য পথকে স্বাগত জানালাম। মনে আর কোন দুর্ব্বলতা নেই, সেই পরমানন্দ ভাব।

সবাই এলো। কত আকুতি জানালো। কিন্তু মন তখন পথের ডাকে দিশেহারা। সকলের চোখের জলের মাঝে যাত্রা কোরলাম। অনেক দূর সাথে এসে এগিয়ে দিয়ে গেল। অনেক উপদেশ দিল—কি ভাবে চলবো রাস্তায়, ঠাণ্ডা পড়ছে, কি ভাবে থাকতে হবে। যেন পরমাত্মীয়কে বিদায় দিচ্ছে। সকলের কথা,—"বাবা আবার এসো, আমাদের ভুলো না।"

সঙ্গে কিছুই নেই, দণ্ডকমণ্ডলু আর বহির্বাস। একখানা কম্বল পর্য্যন্ত থাকতো না, বইতে পারতাম না ব'লে। কেবল একখানা সুতীর চাদর, গায়ে হাতেকাটা সুতোয় তৈরী একটা জামা, পায়ে মটর টায়ারের জুতো।

গ্রামের পর গ্রাম চলতে চলতে দুপুর বেলায় এক গ্রামের পাশে এসে এক গাছতলায় বসে পড়েছি। গায়ে ঘাম ঝর্‌ছে, বেলাও অনেকটা এগিয়ে গ্যাছে। শরীরটাও তখন দুর্ব্বল। খানিকটা বসে জিরিয়ে নিয়ে দেখলাম পেটে কিছু না দিলে আর চলবে না। কমণ্ডলু থেকে একটু জল খেয়ে প্রাণটা বাঁচ্‌লো। আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে চললাম।

গ্রামটি মাঝারি। সবাই গরীব চাষী-মজুর লোক। বেলা প্রায় আড়াইটা-তিনটা হবে। সূর্য্য অনেকটা নেমে গ্যাছে। শীতের বাতাসও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ জোরে বইছে—দুর্ব্বল শরীরটাকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। চল্‌তে চল্‌তে গ্রামের মাঝে ঢুকে পড়লাম।

প্রথমেই চোখে পড়ল সামান্য একটু বেড়া দেওয়া একখানি ঘর। ঘরের দাওয়া অনেকটা উঁচু, পাশে একফালি বাগান, তার পাশে গরুর গোয়াল। পাশ দিয়েই গ্রামের রাস্তা। বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই একটি লোক এসে হাত জোড়করে দাঁড়াল। ব'ললো,—"বাবাজী আপ সন্ত্‌ হ্যায়, মেরে বহুত ভাগ্য যো আপ্‌কো দর্‌শন মিলা। চলিয়ে বাবা মেরে স্থানপর, আসন কর্‌ দু'চার রোজ রহিয়ে।"

তার সেই মুখশ্রী, এখনও আমার মনে পড়ে, যেন সে কী ধন পেয়েছে—যেন কত দিনের পর পরমাত্মীয়ের সে দেখা পেল।

আমার হাত থেকে কমণ্ডলুটি নিয়ে বাড়ীতে ঢুক্‌লো। চেঁচিয়ে ডাক্‌লো—"বুধুয়ার মা!" ডাক্‌তেই একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো, চটের মতন কাপড় পরনে, তাও দু'এক জায়গায় ছিঁড়ে গ্যাছে, মাথার চুলগুলো তেলের অভাবে জটায় পরিণত হোয়েছে, ক্ষুধাতুর ম্লান মুখ। স্বামীরও সেই অবস্থা, বলিষ্ঠ শরীরের প্রতিটি রেখায় ফুটে রয়েছে অনশনের বেদনা।

আমাকে দেখিয়ে ব'ললো,—"বুধুয়ার মা! আমাদের বড় ভাগ্য যে বাবাকে পেয়েছি। তুই জল নিয়ে আয়, আমি বাবাকে বসাই।" বলে দাওয়ায় উঠ্‌লো। সিঁড়িতে পা দিয়ে ওঠ্‌বার সময় আমায় ধরে তুললো। ব'ললো,—"বাবা, গরীব আমি, আমার তো কিছু নেই, আছে আমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাই আজ ভগবান তোমায় এনে দিয়েছেন।" দাওয়ায় একখানা কম্বলা বিছিয়ে আমায় বসালো। তারপর ছুটে গেল বুধুয়ার মার উদ্দেশে। একটা মাটির পাত্রে জল এনে পিঁড়ি পেতে আমায় বসিয়ে দু'জনে আমার পা ধুইয়ে দিলো। বুধুয়ার মা তার কাপড় দিয়েই পা মুছিয়ে দিল। ব'ললো,—"বাবা আমাদের আজ কি ভাগ্য তুমি এই বাড়ীতে পা দিয়েছো!" ইতিমধ্যে দেখি তিনটি ছেলেমেয়ে কৌতুক দৃষ্টি মেলে আমায় দেখ্‌ছে। একজনের পরনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানি কৌপীন, আর দু'জনের কিছুই নেই, পেটগুলো সব ভিতরে ঢুকে গ্যাছে। একজন এইমাত্র কাঁদ্‌ছিল, তখনও চোখে তার জলের দাগ। আস্তে আস্তে একটু দূরে পাশে এসে বস্‌লো। আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গ্যাছে।

আমার পরিচর্য্যা শেষ ক'রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালো। দেখি তাতে নিরুপায়ের বেদনা। শরীর তখন আমার খুব ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে, ক্ষুধাতে শরীর অবসন্ন। ব'ললাম, বাবা আমি একটু বিশ্রাম করি, তোমরা আমায় কিছু খেতে দাও। কথাটা শুনেই স্বামী ব'ললো,—বাবা একটু বিশ্রাম করুন, আমি কিছু নিয়ে আসি। বলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটা দৃষ্টি বিনিময় হোয়ে গেল। এবার যেন বুঝতে পারলাম এদের আজ উপবাসেই কাটছে। খেতে চেয়ে এদের লজ্জার মাঝে ফেলে এ মহাপ্রাণদের ব্যথা দিলাম না তো! একটু সামলে নিয়ে ব'ললাম, তোমার কি নাম বাবা? ব'ললো,—"এ দাসকো নাম লছমন, প্রভু"। বললাম,—লছমন, আমার শরীর ভাল নয়, আজ কিছু না খেলেও চলে যাবে, একটু পানি হোলেই হবে।

দেখি স্বামী-স্ত্রীর মুখে ব্যথার,—নিরুপায়ের ছবি ফুটে উঠেছে। লছমন ম্লান কণ্ঠে ব'ললো,—"বাবা আপনি এসেছেন আজ আমার বাড়ীতে; আপনি সাধু, আপনি উপবাস করে পড়ে থাকবেন, এ-কি হয়? আমার খুদ-কুড়া যা জোটে, আপনাকে তা গ্রহণ কোরতেই হবে, নইলে আমার সাতপুরুষ নরকে যাবে যে বাবা! বাবা, আপনি সাধু, আপনি যে সকলের, ঘর তো আপনাদের জন্যই বেঁধেছি। জগৎকে পবিত্র কোরতে কোরতেই তো আপনারা চলেন। বহুভাগ্যে গৃহস্থ সাধুসঙ্গ পায়, বহুজন্মের তপস্যায় সাধুসেবার অধিকার পায়।" তার মুখ থেকে প্রতিটি কথা শুনলাম। কোথায় যেন চলে গেল ক্ষুধাতৃষ্ণা। যে পথে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামনুজ, কবীর, নানক প্রভৃতি মহাত্মারা চলেছিলেন, সেই পথ আমার সামনে ফুটে উঠ্‌লো, দেখলাম কারা সাধু তৈরী করে—কারা শ্রদ্ধা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন পরিব্রাজক জীবন নিয়ে এদের মাঝে ঘুরতে মহাত্মারা বলেন। তৎক্ষণে দেখি দু'জনেই চলে গ্যাছে। ছেলেরাও নেই। পাশেই গোয়ালঘর—তার একপাশে দেখি ধোঁয়া উঠ্‌ছে। বুঝলাম ঐটিই রান্নাঘর। বড় ছেলেটি অর্থাৎ বুধুয়া কাঁদ্‌ছে, তাকে তার মা-বাবা কিছুতেই শান্ত কোরতে পার্‌ছে না। কথা খুব সাবধানেই হোচ্ছে, লছমন ও তার স্ত্রী খুব সাবধানে ছেলেকে বোঝাছে। ব্যবধান খুব সামান্য বলে কথাবার্ত্তা সবই শুনতে পাচ্ছিলাম।

সে সময় বিহারে দুর্ভিক্ষ চলেছে, পর পর দু'বছর ফসল হয় নি। লছমনের যা সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল, তাতে দু'বছর কিছু না পাওয়াতে পরিবারটিকে চরম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হোতে হোয়েছে। রাস্তার পাথর ভেঙ্গে দিন আট-দশ আনা যা পেতো, তা-ও আজ এক সপ্তাহ বন্ধ। আজ মাত্র ১৮টি ভুট্টা তাদের সংগ্রহ। বড় ছেলে বুধুয়া বড় আশা করেছিল যে, আজ গোটা পাঁচেক ভুট্টা সে খাবে, এর কম হোলে তার কিছুতেই হবে না! পূর্ব্বরাত্রে একমুঠা খেয়েছে, তাতে তার কি হবে? এ দিতেই হবে। তার বাপ বোঝাচ্ছে,—"বাবা! তুমি আমার বড় ছেলে, আমরা ছত্রী, আমার বাবা-ঠাকুরদা অতিথিসেবা, সাধুসেবা করে জীবন কাটিয়েছেন, নিজেরা উপবাস থেকে সাধুকে খাইয়েছেন। আমি তো তাঁদের বংশের কুলাঙ্গার। সাধুকে, অতিথিকে তো এক মুঠা দিতে পারি না। বাড়ীতে কোন সাধুকে পাইও না। আজ কতদিন পর সাধু যদি এলেন, তবে তাঁর সেবা করবার কোন ক্ষমতা নেই, এমনই অধম আমি। বাবা, তোমার বয়স হয়েছে দশ, তুমি বড় ছেলে, তুমি এমন হোলে কি চলে! আমাদের পর তুমিই এই ধরম রাখবে। দুঃখ তো আছে, শরীর তো থাক্‌বে না, তা' বোলে কি ধরম ছাড়তে আছে?" বাপ বোঝাচ্ছে, মা-ও বোঝাচ্ছে। দেখি মা কাঁদ্‌ছে আর বোঝাচ্ছে, বল্‌ছে,—"বুধুয়া, বাবাজীর খাওয়া হোলো যা থাক্‌বে তোমরা খাবে। বাবাজী ভুখা আছে, তাঁর খাওয়া না হোলে কি কোরে তোমাদের দোব! তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ধর্ম্ম নষ্ট হোয়ে যাবে!" অন্য ছেলেরা চুপ করে বসে আছে, দেখ্ছে দাদা কি বলে। দেখি বুধুয়া একদিকে চোখ মুছ্ছে আর একদিকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বাপের হাতধরে ব'ল্ছে,—"বাবুজী তুমি দুঃখ কোরো না, আমি পানি খেয়ে থাক্তে পারি। সাধুবাবা এসেছেন, তাঁকে দাও, তিনি ভুখা থাক্লে এর চেয়ে লজ্জার কি আছে। বাবা, আমি কাল থেকে খাইনি কিনা, তাই বলে ফেলেছি।" মা আর থাক্তে পারলো না, হঠাৎ কেঁদে উঠ্লো। কিন্তু পাছে আমি শুনতে পাই, তাই তখনই চেপে গেল। তারপর ব'ললো, —"তোমরা বাবাজীর খাবার সময় কাছে থেকো না, তাতে হয়তো বাবার খাওয়ার অসুবিধা হবে। তুমি ভাইদের নিয়ে বাইরে প্রতিবেশীর ঘরে যাও।

ইতিমধ্যে দেখি লছমন একটি কাশীতে ক'রে সেই ১৮টি ভুট্টা আমার সামনে এনে ধরেছে; তার স্ত্রী একলোটা জল, একটু নুন, কয়টা লঙ্কা এনে পাশে রাখ্লো। লছমন যোড়হাত করে ব'ললো, —"বাবা আপনি দেবতা, আমাদের আর এর বেশী কিছু নেই; দয়া করে গ্রহণ কর বাবা, কোন অপরাধ নিও না। আমার বাড়ীতে এসে তোমার কষ্ট হোল। তোমার সেবা করবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু বাবা তুমি তো সকলের, সবাই তো তোমার ছেলেমেয়ে, তাই এই তোমায় দিতে পারলাম।" বল্তে বল্তে স্বামী-স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়্লো। আমিও আর থাকতে পারলাম না, দু'চোখ বেয়ে আমারও অশ্রু ঝরে পড়্তে লাগ্লো। কোথায় গেল ক্ষুধাতৃষ্ণা, আবেগ সামলাতে বহু সময় গেল। একটু সামলে নিয়ে ব'ললাম—বাবা লছমন, এই ভিক্ষার জন্য তো দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি; এই মনুষ্যত্বের ভিক্ষায় ঝুলি তোমরা ভরে দেবে। আমি তোমাদের সকলের জন্য তা ব'য়ে নিয়ে যাব। বুঝতে পারলো না আমার কথা। ব'ললাম,—আমার ক্ষুধা তেমন নেই, আমায় একটি দাও তাতেই হবে। তাতে স্বামী-স্ত্রী মাথা চাপড়ে ব'ললো,— "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমাদের ছেলেরা যা ব'লেছে তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কানে নিও না। তুমি ভরপেট খাও, নইলে আমাদের এ আফসোস কিছুতেই যাবে না যে, সাধু এসে ভুখা চলে গ্যাছে।" দেখলাম এদের বোঝানো চলবে না, যেখানে এরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। এই আগুন বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এই আগুনই বাঁচাবে দেশকে।

দু'টি ভুট্টা তুলে নিলাম, তাদের শ্রদ্ধানম্র দৃষ্টির সামনে বসে খেলাম। আমার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠ্‌লো কী তৃপ্তি! এখনও তাদের মুখগুলো আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। সে পবিত্রতা কখনও ভোলবার নয়। হাতে জল ঢেলে দিল, আচমন করলাম। ছেলেদের ডাক্‌তে ব'ললাম। তারা এলো, বুধুয়াকে চারটি ও অন্যান্য বালকদের নিজে হাতে করে বেঁটে দিলাম। কিছুতেই নেবে না, শেষে বাপ-মা বলাতে প্রসাদ নিল। স্বামী-স্ত্রীকেও দিলাম। তারা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে প্রসাদ নিলো। সামান্য একটু কণাও মাটিতে পড়ে গেলে মাথায় ঠেকিয়ে খেলো।

আস্তে আস্তে কখন রাত হোয়ে গ্যাছে খেয়াল করিনি। বুধুয়ার মা ঘরে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে ব'ললো,—বাবা ঘরে চলো। ব'ললাম, —না মা, আমি এখানেই থাকি, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে থাক, ঠাণ্ডার দিন ওদের বাইরে নিয়ে কোথায় থাক্‌বে মা। সে ব'ললো,—বাবা তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না, তুমি ভিতরে চল। তোমার শরীর খারাপ, ঘরে ঘসি দিয়ে আগুন করে দেব, তাতে শরীরটা একটু তাঁতিয়ে নাও। দেখি মায়ের স্নেহ ঝরে পড়্‌ছে। ঘরে-ঘরে যে মা বসে আছেন আমার জন্য, ঘর ছেড়ে আজ যে আমি সকলের, তা বুঝতে পারলাম। মনে মনে সেই ব্রহ্মময়ীর পায়ে প্রণতি জানালাম। বুধুয়ার মার মাঝে সেই বিশ্বজননীকে দেখতে পেলাম।

লছমন ঘরের মেঝেতে বিচুলী পেতে, তারপর কম্বল বিছিয়ে সুন্দর বিছানা করে দিল। মাথায় চার আঁটি বিচুলী দিয়ে বালিস করে দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুয়ে পড়লাম। বুধুয়ার মা হাজার অনুরোধেও বাছাদের ঘরে বা বারান্দায় রাখ্‌লো না ; ব'ললো, বাবা তোমার শরীর ভাল নয়, একটু ঘুমাও,—বুধুয়ার বাবা একটু ডলাই-মলাই কোরে দিক্ শরীর সুস্থ হোয়ে যাবে। শরীর তখন খুব কাবু হোয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীরটা টন্‌টন্ কোর্‌ছে। লছমন এসে একটু তেল নিয়ে পায়ে মালিশ করে টিপ্‌তে লাগ্‌লো। সেই দরদী হাতের স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি লছমন বসে বসে মশা তাড়াচ্ছে, চোখে তার ঘুম নেই। এক পরম তৃপ্তির চিহ্ন তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। ভোর তখন হয়-হয়, আমি উঠে বসেছি, সে প্রণাম করে ব'ললে, "বাবা আউর দু'এক রোজ থেকে যান। সেবা প্রাণভরে কোরতে পারিনি ; বুধুয়ার মারও বড় দুঃখ। আজ আমি কাজ পাব, ও-গ্রাম থেকে কিছু দুধ আর চাল সংগ্রহ কোরে আনব। আজ কিছুতেই যেতে দোব না।" ধন্য ভারতবর্ষ এদের নিয়ে। এদের গেঁয়ো বলে, মূর্খ বলে দূরে রেখে দি, এদের কথায় কথায় অপমান করি। সভ্যতার খোলোস পরে অসভ্যতার আরাধনা করি। মনে মনে ভাবলাম, তুমি তো সেবা কোর্‌বে ঠিক লছমন, কিন্তু আমার যে নেবার অধিকার নেই এ সেবা। যা দিয়েছো তাতেই আমার ভাঁড়ার পূর্ণ হোয়ে থাক্‌বে সমস্ত জীবন ভোরে। জীবনে বহু ভিক্ষা বহু জায়গায় পেয়েছি, কত রকমের সেবায় আয়োজনের চোখধাঁধাঁনো ভাব চমকিত কোরেছে, কিন্তু মেলাতে গিয়ে লছমনের দানের তুলনা পেলাম না। এখনও কেউ যদি কাছে এসে দাঁড়ায়—যার মাথায় তেল নাই, যার পরনে শতছিন্ন মলিন-বাস, মনে পড়িয়ে দেয় সেই দম্পতীকে—যারা আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ভারতের আসল মানুষেয় সঙ্গে। তাই এদের দেখ্‌লে আত্মীয় বলে মনে হয়। ভিক্ষার মাঝখানে এমন ভিক্ষা দু'চার বারই পেয়েছি, তাও এদের কাছ থেকেই। তাই সাধুজীবনের পাঠ এদের কাছ থেকেই পেলাম। শিখ্‌লাম সরলতা, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম কাকে বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিব্রাজক জীবনের পথ-চলার সময় সুন্দর পরিবেশের তপস্যার অনুকূল বাগান-বাড়ী পেলে অনেক সময় থেকে যেতাম। বাগান-বাড়ীতে থাকার ও তা সংগ্রহ করার কোন বালাই ছিল না। যে বাড়ী ও পরিবেশ আমার পছন্দ হোত, সেখানকার মালিককে গিয়ে বলতাম, আপনি আমায় একখানি ঘর দেবেন? মালিক জিজ্ঞাসা কর্‌তেন কি কোর্‌বেন ঘর নিয়ে? বল্‌তাম ভাল লাগ্‌ছে স্থানটা, আপনার এখানে বহু ঘর রয়েছে, পেলে দিন কতক এখানে সাধন-ভজন করি। তাতে প্রায়ই বিনাপ্রতিবাদে জায়গা পেতাম। যে ঘর আমি নিতাম, তা মালিকের বাসগৃহ থেকে দূরে, আভিজাত্যের স্পর্শ তাতে কম। কিন্তু নির্জ্জনতার দিক থেকে বড় মনোরম। মাধুকরী করে খেতাম ব'লে আমার কোন অসুবিধাই কোথাও হোতো না। থাক্‌বার স্থান পেলেই চলে যেতো। যেখানে থাক্‌তাম সেখানে প্রায়ই ২।৪ বিঘা ফুলবাগান থাক্‌তো। তার শোভাটুকুই আমি ভোগ করতাম। কারুর সাথে খুব বেশী মিশতাম না, বা বাগানের কোন গাছের একটি ফুলও ছিড়তাম না। বাগানের মালী বা কর্ম্মচারী যারা থাক্‌তো, তারা আমায় দেখে অভ্যস্ত হোয়ে যেতো এবং আমার সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল থাক্‌তো না। তারা জানতো—বাবাজী নিরীহ লোক, আপনার কাজ নিয়েই থাকে। মালিক প্রায়ই বেশী দিন থাক্‌তেন না। ১৫।২০ দিন—জোর মাসখানেক থাকার পরই চলে যেতেন। তবে আমার সম্বন্ধে সদয় ব্যবহারই পেতাম। কর্ম্মচারীদের বলে যেতেন বাবাজীকে বিরক্ত ক'রো না, যদি কিছু দরকার হয় তবে দেখো। অনেক সময় পরিচয় হোয়ে গেলে চলে যেতাম। প্রায় এই ভাবেই এ সব জায়গায় কাটতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণ বিহারের এই রকম এক বাগানবাড়ীতে আছি। যাঁর বাগানবাড়ী, তিনি মহাশয় লোক—বাঙ্গালী। সাধন-ভজন করবার জন্যই এখানে আশ্রম করেছেন। পরিবেশও মনোরম। স্বাস্থ্যকর স্থান। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ খেলে চলে গেছে, রাস্তার দু'পাশে শাল-সেগুনের গাছ। একান্ত নিরালা রাস্তা যেন হাতছানি দেয়। যাঁর বাড়ী তাঁর এ অঞ্চলে বহু শিষ্য এবং অনেকেই কৃতী। বেহারী বাঙ্গালী মিশিয়ে শিষ্যসংখ্যা বেশ কয়েক হাজার হবে। এঁর দু'চার জন শিষ্যের সাথে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয়, ক্রমে তা বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ায়। এঁদের মধ্যে একজন কলেজের প্রফেসার। অন্যান্য যাঁরা তাঁরাও কেউ বড় উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী। ভগবৎ কথার মাঝে এঁদের সাথে পরিচয় হয় এবং তাঁদের বলি—শহরে থাক্‌তে আমার ভাল লাগে না। যদি নিকটে কোন পল্লীতে একটু স্থান পাই তবে কিছুদিন সেখানে আসন করে থাকি। আপনারাও অবসর মত যেতে পারবেন। তা শুনে তাঁরা বললেন, আমাদের গুরুদেবের আশ্রম আছে, কাছেই—এখান থেকে দু'ঘণ্টার পথ। স্থানটি আপনার উপযোগী হবে এবং আমরাও এমন একজনকেই চাচ্ছি—যাঁর সঙ্গ ক'রে সুখ পাই। সেখানে কেউ থাকে না, কেবল একজন মালী থাকে। সে নির্জ্জনতার মাঝে থাক্‌তে পার্‌বেন তো! কোন অসুবিধা হবে না তো? বল্লাম, আমার এমনভাবে থাকা অভ্যাস আছে, কোন অসুবিধাই হবে না, আমার সেখানেই ব্যবস্থা করে দিন। বোল্‌তেই তাঁরা আমায় নিয়ে আশ্রমে দিয়ে এলেন। কি খাবো, কি ভাবে সব চলবে, নিজেরাই বলাবলি কোর্‌তে লাগ্‌লেন; ব'ললাম,—আপনারা কোন চিন্তা কোর্‌বেন না, সবাই তো আমার আত্মীয়, সকলের মাঝখান থেকে তিনিই ব্যবস্থা কোর্‌বেন! এই ভাবেই সেখানে থাকার ব্যবস্থা হোল। তাঁরা চলে গেলেন।

স্থানটি আমার খুব মনে লাগলো! বাড়ীখানিও সুন্দর, বিশেষ করে ভজনের ঘরটি। চারদিকে অজস্র জুঁই, মল্লিকা ফুটে আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাপের গন্ধে দিক্ আমোদিত। টুক্‌টুকে লাল রাস্তাটি বাগানের শেষ পর্য্যন্ত চলে গেছে। দূরে পাহাড়ের অপরূপ শোভা। কোথাও এতটুকু বন বা ঝোঁপঝাড় নেই। যেন কে এইমাত্র ঝাঁট দিয়ে সব সাফ কোরে দিল।

সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের চৌতারাটিতে বসে আছি। মন একান্ততায় ভাব মাধুর্য্যে ভরপূর! দেখি গেটের দিক থেকে একটি লোক আস্তে আস্তে এ দিক আস্‌ছে। অতি সাবধানে আস্‌ছে, যেন আমার কোন অসুবিধা না হয়। আমি কোন সাড়া দিলাম না, লোকটি চুপ্ করে পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষাণিকক্ষণ কেটে গেলে বললাম, এ দিকে এস, ওখানে কেন বাবা! আস্তে আস্তে এসে প্রণাম ক'রলো। ব'ললো,—বাবা, আমি সকালে যাবার সময় তোমায় দেখে গেছি, তুমি পূজা কোরছিলে, পাছে কোন ব্যাঘাত হয় তাই আসতে পারিনি। গ্রামে এসে শুনলাম তুমি এসেছো। বাবা এ আমার গুরুর আস্তানা। 'গুরু' কথাটি বলতে বলতে দেখি চোখে জল এসেছে। ব'লল, বাবা এখানে থাকুন, দাস আছে, যা দরকার সব দাস কোরে দেবে। এই ব'লে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা না কোরেই দেখি ঘরদোর সাফ কোরতে লেগে গেল। আলোর বালাই ছিল না, অন্ধকারে কাট্‌তো। জিজ্ঞাসা কোর্‌লো,—বাবা, লণ্ঠন নেই? ব'ললাম,—আমার ও-সব থাকে না; অন্ধকারেই আমার কাটে, ও আমার অভ্যাস হোয়ে গেছে। ব'লল, বাবা আপনি তো মহাত্মা, আপনার আবার আলোর কি দরকার? আপনার হৃদয়ে রামজী ব'সে আছেন। তাঁর আলোতেই তো আমাদের জন্মজন্মান্তরের সব আঁধার দূর হবে। আপনাদের দর্শনই তো গৃহস্থ আমাদের পক্ষে আলো। আর কোন কথা না বলে সে কি কোরতে লাগ্‌লো। আমি চৌতারাতে বসেই রইলাম। বেশ লাগ্‌ছিল।

সন্ধ্যা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আকাশের গায়, তার রক্তিমাভার রেশটুকুও আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশের আধাচাঁদ আস্তে আস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটে উঠ্‌লো। অজস্র জুঁই, চামেলী চারদিকে ফুটে রয়েছে। মল্লিকা, মধুমালতী, গোলাপের গন্ধে দিক আমোদিত। আব্‌ছা আলো আঁধারের মাঝে দূরে পাহাড়াটিকে অপরূপ বলে মনে হোচ্ছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। হউকোলি পটাস্ গাছের পাতায় তার ছোঁয়া লেগে একটা একটানা শ্রুতিমধুর গুঞ্জন তুলেছে। বসে বসে দেখছি। দেখতে দেখতে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ ডাকলো—'বাবা!' আমার চমক ভাঙ্গলো। সামনে এসে ব'ললো, বাবা এবার ঘরে চলুন। বর্ষার শেষ, এ সময় হাওয়াতে অসুখ কোর্‌বে। গিয়ে দেখি ঘরদোর ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলেছে। কোথা থেকে দু'খানা চট, আর বিচুলী যোগাড় করে বিছানা কোরে ফেলেছে। একটা ভাঙ্গা লণ্ঠোন ও ডিবিয়া এনে জ্বেলে ফেলেছে। তোলা উনানও একপাশে রয়েছে একটা। বল্লাম, তোমার কি নাম? তোমায় কি বলে ডাকবো? ব'ললে—দাসকে গিরিধারী ব'লে ডাকবেন।

ভাবলাম, মন্দ নয়। এত লোক থাকতে গিরিধারী না হোলে চল্‌বে কেন? এত দরদ আর কার হবে। ব'ললো,—বাবা কিছু তো নেই গরীব লোক আমি, শুধু চাল দুটি আর ডাল এনেছি। উনোন জ্বেলেছি চাপিয়ে দিন এখুনি হোয়ে যাবে। ব'ললাম, আজ থাক্ না গিরিধারী, কাল কোরব। আজ রাতও হোয়ে গ্যাছে, আর আমার এরূপ অভ্যাস আছে। শুনে শিউরে উঠ্‌লো। ব'ললো,— "বাবা, সে কি হয়? গৃহস্থ আমি, আমার গুরুর আশ্রমে এসে আপনি না খেয়ে রাত কাটাবেন? এতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে।" তার একান্ত অনুরোধ ও আন্তরিকতাকে, কিছুতেই এড়াতে পারলাম না।

আমাকে রান্না চাপাতেই হোল। ব'ললাম, কিসে রাঁধবো গিরিধারী? সে একখানি পিতলের হাঁড়ি বার কোরে ব'ললো, এখানি আমি এবার শহর থেকে কিনে এনেছি, আপনাদের মত সাধুদের সেবার জন্য। আর দু-একটি জিনিষ যা দিয়ে আমার মতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের স্বচ্ছন্দে রান্না করা যায়। ব'ললো—"বাবা আমি গরীব লোক, আমি কি সেবা করবো? আপনি এইটুকু নিলে আমি ধন্য হোয়ে যাব।"

রান্না কোরলাম। খেতে বসে ব'ললাম, তুমি প্রসাদ পাও। গিরিধারী ব'লল,—বাবা আপনি আগে প্রসাদ পান, তার পর আমি শেষে নোব। যা দ্রব্যাদি এনেছিল তাতে দু'জনের হোয়ে যায়। আমি হাঁড়িতে এক জনের মতন রেখে বাকী বেড়ে নিলাম। দেখি কোথা থেকে তুলসী নিয়ে এসেছে, ব'ললো—"বাবা ভগবানকে নিবেদন কোরবেন সেই জন্য তুলসী এনেছি। সাধু-মহাত্মারা তো নিবেদন না কোরে খান না।"

খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অতি সাধারণ মানুষটিকে অসাধারণ বলে মনে হোল। কতদিন খেতে বসে নিবেদন কোরতে মনে হয়নি। কখনও নিবেদন করেছি, কিন্তু তার সাথে প্রাণের যোগ থাকেনি, নেহাৎ দায় ঠেকা ভাবে নিবেদন করেছি, আজ গিরিধারীর কাছে বসে যে শিক্ষা পেলাম, তা জীবনে নিবেদন না করে আর খেতে দেয় নি। নিবেদন করবার সময় আন্তরিকতাকে যাচাই করে নিতে হোতো। মনে হোতো গিরিধারী বসে শ্রদ্ধা প্রেম নিয়ে চেয়ে আছে, সাধুর নিবেদন করা ভোগ ভগবান গ্রহণ কোরবেন বলে। যখনই ভোগের পর নিবেদন করেছি, গিরিধারীকে মনে পড়েছে। সামান্য মানুষ,—বেঁটে চেহারা, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গ্যাছে সর্ব্বাঙ্গ খস্‌খসে কর্ক্কশ, মুখ বসন্তের দাগে দৃষ্টিকটু। গায়ে জামার বালাই নেই, পরনে হাঁটুর উপর একখানি ময়লা কাপড়। তার তুলসী দিয়ে সেদিন ভোগ নিবেদন করলাম, মনে হোল আজ ভোগ দেবতা গ্রহণ কোরলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে অন্তর পরীক্ষা করে ভোগ দিলাম। দেখি সে বসে আছে দূরে, পরম বিশ্বাসে, প্রেমে তার মুখ অপরূপ হোয়ে উঠেছে। নিবেদনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর প্রসাদ পেলাম। মন যেন ভরে গেল! প্রতি গ্রাসে কি যে তৃপ্তি পেলাম তা জানাবার নয়। মনে মনে প্রার্থনা করলাম—হে দয়াল, গিরিধারীর সাধুসেবা সার্থক হোক। আমি সাধুত্বের এখনও ক-খও জানিনা, কিন্তু ওর শ্রদ্ধা, ওর প্রেম ওকে সার্থক করে তুলুক।

খেয়েদেয়ে ব'ললাম, গিরিধারী এবার তুমি যাও, রাত তো অনেক হোল, আবার তোমার ঘরও তো অনেকখানি পথ এখান থেকে। ব'ললো, হাঁ মহারাজ, আমাকে যেতেই হবে, একটা ছেলের খুব জ্বর দেখে এসেছি, নইলে আজ এখানেই থেকে যেতাম। এই প্রসাদ নিয়ে মুখে দিয়ে দোব, তাতেই কাল জ্বর ছেড়ে যাবে। এই বলে পরম যত্নে যা প্রসাদ ছিল ও আমার পাতে যা একটু-আধটু পড়ে ছিল, তাই নিয়ে, রওনা হোল। ও দিকটায় সাপের উৎপাত বড় বেশী বলে শুনেছিলাম। যে দিকে সে পা বাড়ালো তার চারদিকে জলা জায়গা। আর যেতে হবে সরু আলপথ দিয়ে অন্ততঃ এক-দেড় ক্রোশ রাস্তা। ভেবে শিউরে উঠলাম। ব'ললাম, গিরিধারী আমার তো ডিবিয়া রইল তুমি না হয় লণ্ঠনটা নিয়ে যাও, আমার কোন অসুবিধা হবে না। ব'ললো,—"না বাবা আমি সাধু সেবা কোর্‌তে এসেছি, মরতে তো হবেই, সাধুসেবা কোরতে এসে যদি সাপে কাটে তাতেও সুখ যে, ভাল কাজে জীবন যাবে। বাবা, আমরা গরীব লোক, আমাদের অভ্যাস আছে; ওতে কিছু হবে না।" বলে আর কোন জবাবের অপেক্ষা না রেখে স্বচ্ছন্দ গতিতে সেই জলার দিকে পা বাড়ালো।

খানিকক্ষণ তার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম,—সভ্য জগতের মানুষ আমরা, জ্ঞানের বড়াই করি; গেঁয়ো বলে, মুর্খ বলে, এদের দূরে রেখে দিই; ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভিমান নিয়ে লোককে উপদেশ দিই। কিন্তু এই মানুষটা এইমাত্র যে কথগুলো বলে স্বচ্ছন্দে ঐ পথে পা বাড়ালো, তা কোন সভ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের লোক কল্পনাও কোর্‌তে পারবে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসের যে আভিজাত্য নিয়ে আমরা চলেছি, তাতে লোক ভুলবে, কিন্তু আসলে ফাঁকিই থেকে যাবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস যে মানুষকে কতটা নির্ভীক করে, তা দেখতে পেলাম। সমস্তক্ষণ গিরিধারীর কথাই মনে হোতে লাগ্‌লো।

পরদিন ভোর হোতে না হোতেই গিরিধারী এসে হাজির। কুণ্ঠিত হোয়ে বল্ল, বাবা আজ আমাকে যজমান বাড়ী যেতে হবে হাজামত বানাতে। আজ আপনার অনেক অসুবিধা হবে। যেন আমার কাছে সে মাইনে নিয়ে কাজ করে, ছুটি নিতে এসেছে। ব'ললাম, তোমার ছেলের জ্বর বলেছিলে কাল, আজ কেমন আছে? ব'ললো, বাবা ভোরবেলা জ্বর ছেড়ে গ্যাছে, গায়ে খুব ঘাম দিচ্ছে, কাল প্রসাদ একটু খাইয়ে দিয়েছিলাম, তাতেই ভাল হোয়ে গ্যাছে। এই বলে আর কোনকিছু না বলে ঘরদোর সাফ কোরতে লেগে গেল। কোথা থেকে দুটো টব বার কোরে তাতে কুয়ো থেকে পানি ভরতে শুরু কোর্‌লো। ব'ললাম, ও দুটো কোথা থেকে আন্‌লে? ব'ললো, ওটা আশ্রমের, আশ্রমের গুদাম ঘরে থাকে, উৎসবের সময় বা অন্য সময় কেউ এলে ব্যবহার করা হয়। ও-ঘরের চাবি আমার কাছেই থাকে। কেউ এলে আমার খোঁজ পড়ে।

ইতিমধ্যে আমি শৌচাদি সেরে পূজায় বসবার জন্য ভজন ঘরটিতে গিয়ে দেখি, একখানা রামলালার পট সুন্দর করে আসন পেতে বসান রয়েছে, চারদিকে ফুল দিয়ে সাজান হোয়েছে, পাশে চারটি ফুল, এক লোটা জল, আমার কমণ্ডলুটি মেজেঘোষে সাফ করা হোয়েছে, একটি ধূপকাঠি একপাশে পুড়ছে, ঘরখানিতে ঢুকেই মনটি ভ'রে গেল। মনে মনে ভাবলাম হৃদয়ের মাঝে প্রকৃত প্রেম না থাক্‌লে কি সেবার মাঝে এমন দরদ আসে! ভজন যে করে তার চাইতে যে ভজনের আয়োজন করে সেই তো ঠিক বুঝেছে ভজনের মূলসূত্রটি কোথায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরিধারীর আর সাড়া নেই। আমিও আর কোন খবর রাখবার দরকার মনে কোর্‌লাম না। ভাবলাম লোকটার তো সংসার আছে, তার রোজগারের চেষ্টা করুক্‌গে। যে রকম সেবা-পাগল, একটু কথা কইলে, বা দরদ দেখালে এখনই হয়ত' বসে পড়্‌বে। থাক্‌বে পড়ে রোজগার, মাঝখান থেকে ছেলেপুলে গুলোর, আর স্ত্রীটার দুঃখের অবধি থাক্‌বে না। পূজা ক'রে উঠে আজ মাধুকরীতে বেরুবো। নিশ্চিন্ত হোয়ে পূজায় বসলাম।

গিরিধারীর রামলালার কৃপায় সেই একান্ততার মাঝে বসে বড়ো সুখ পেলাম। যখন উঠ্‌লাম অনেক বেলা হোয়ে গ্যাছে, তখন আর মাধুকরী করবার সময় নেই বা ইচ্ছেও নেই। মন তখন পরমানন্দে ভরপূর, ক্ষুধার কথা মনেও উঠ্‌ছে না। ভাবলাম, যা হয় ও-বেলায় করা যাবে।

এই ভেবে দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি গিরিধারী বসে আছে চোখ বুজে। দু'টি চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছে। তার মুখে যে শুচিশুভ্র পবিত্রতা দেখলাম, তা আমার এখনও মনে আছে। দেখলাম সে আস্বাদন কোরছে। চোখ দিয়ে তার গড়িয়ে পড়্‌ছে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু। খানিকক্ষণ উপভোগ কর্‌লাম তার ভাবাবেগ। পাছে তার এই ভাবে আঘাত লাগে তাই অতি সন্তর্পণে চলে এলাম। আসনের ঘরে গিয়ে দেখি একটি গামছায় সেরখানেক চাল, এক ঘটি দুধ, কিছু আনাজ-তরকারী, ছোট টুক্‌রী করা আর কি কি মসলাপাতি। বসে রইলাম। ভাবলাম আত্মীয়-আত্মীয় করে ঘুরে বেড়াই সকলের কাছে, ছুটে যাই একটু প্রীতি-ভালবাসার জন্য। সংসারে সকলেই দিশেহারা হোয়ে ছুটছে পাবার জন্য—দেউলে। কেউ দেখ্‌ছে না সবার মাঝে বসে আছ তুমি—পরমাত্মীয়। সকলেই তোমায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে দূর বলে আর কিছু থাকে না, সবাই হোয়ে যায় আত্মীয়—সবাই হোয়ে যায় বন্ধু।

মনটি ভ'রে গ্যাছে। চৌতারার দিক্‌কার দরজা খুলে বাইরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে তাকিয়ে বসে আছি। টুক্‌টুকে সোনালী রোদের ঝলকটুকু ছোট ছেলের হাসির মত ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। জবার ডালে ডালে অজস্র ফুল ফুটেছে, শিউলি অজস্র ধারে ঝরে পড়েছে, তার গন্ধে আশ্রম মেতে উঠেছে। পাহাড়ের মাথায় মেঘের লুকোচুরি, নীল আকাশের গা বেয়ে পালতুলে মেঘের ছুটে-চলা, দূরে ধানক্ষেতের সবুজ শ্যামলীমায় চোখ জুড়ানো মন ভুলানো অপরূপ শোভা।

চমক ভাঙ্গলো গিরিধারীর ডাকে। "বাবা, বেলা তো অনেক হলো, এবার ছুটো রান্না চাপিয়ে দিন, নইলে যে রামলালা উপবাসে থাকবে।" চম্‌কে উঠলাম তার কথাশুনে। সাধুকে কেমন করে চালাতে হয় এটুকু সে শিখেছে। বললাম, রামলালার জন্য রান্না তো কোর্‌ব, কিন্তু গিরিধারী, হঠাৎ তোমার রামলালাকে এনে আমার ঘাড়ে ফেললে কেন? দেখ্‌ছি তোমার রামলালাকে এবার উপোস করেই কাটাতে হবে। একটু হেসে বলল,—বাবা, তোমার হাতের সেবা পাবে বলেই তো ওকে নিয়ে এলাম। আমরা কি আর সেবা করতে জানি? কাল তো ঘরে কিছু ছিল না, যা ছিল কোন রকমে সেবা তোমার হয়েছে, তাই আজ সকালে গিয়েছিলাম যজমান বাড়ী। সেখান থেকে এ-সব নিয়েই চলে এসেছি। বাবা, গরীব লোক আমি, সেবার কি জানি? আমার দ্বারা তোমার কি হবে? তবে বড় ইচ্ছাকরে সেবা করি। তোমার স্কুমার শরীর, চাল না হোলে বেমারীতে পড়ে যাবে। আমাদের মতো ভুট্টা, ছাতু, রাজরা খেতে পার্‌বে কেন? বাবা, তোমার মুখ দিয়ে আমার রামলালা খাবে। তাই শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশী। তাদের জন্য কিছু মকাই, মাড়ুয়া রেখে এসেছি, ঘরে কিছু শাক আছে, ডা'ল আছে, কোন রকমে হ'য়ে যাবে। এসব বরাবর অভ্যাস আছে বাবা। যে দরদ দিয়ে কথা ক'টা বললো, তাতে স্তম্ভিত হোয়ে বসে শুধু চেয়ে রইলাম তার দিকে। তার ছেলে-বৌ এ দুধ খাবে না, এ সরু চাল খাবে না, এ সবে তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরকার নেই ; কোথাকার কে আমি—আমার জন্যে এ দরদ। আমার সাধুত্বের কোন পরিচয়ই তো সে জানে না। আমার কৌপীন, দণ্ড-কমণ্ডলু দেখেই সে যে শ্রদ্ধাভক্তি দিল, তা কেবল এখানেই সম্ভব।

ব'সে ব'সে ভাবলাম যে, এই রাস্তা মাড়িয়ে শুকদেব, বুদ্ধ, তুলসীদাস, নানক, কবীর, মহাপ্রভু চলে গেছেন, এ তাঁদেরই মহিমা। আমাদের দেখে তাঁদেরই কথা এদের মনে পড়ে, তাই এরা সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেয় সাধুর পায়ে। প্রতিদানে এরা যথার্থ সাধুসেবার ফল পায়। এদের শ্রদ্ধা, এদের প্রেম এদের বড় করে নিয়ে যায়, ছোট কিছু আর চোখে পড়ে না। ব'সে ব'সে ভাবলাম মহাত্মার কথা—"বাচ্চা পথ মে বাহার হো যাও, পথকো আপন কর লেও, পথই তোমকো সন্ত্ বানায় লেগা।" কথাটা কত বড় সত্য তা বুঝতে গেলে পথ মাড়িয়ে না চললে, এ সব মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পাব কি করে, কি করে সন্ধান পাব মনুষ্যত্বের এত বড় বড় আকরের।

দেখি সে আর বসে নেই। সব তৈজসপত্র, চাল-ডাল নিয়ে ব্যবস্থা কোর্তে লেগে গেছে। পূর্ব্বদিনের বাসন কোসন সব মাজাঘসা সকালেই কোরে গিয়েছিলো। এখন রান্নার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। দেখি কাজগুলি কোর্ছে, তার মাঝে একটা দেবসেবার স্পর্শ লেগে রয়েছে। কোন বিরক্তি নেই, চাঞ্চল্য নেই, তাড়াতাড়ি নেই—সুন্দর, শান্ত, শ্রদ্ধানম্র কৃতার্থতা তার কাজের মাঝে ফুটে উঠেছে। বহুদিন একান্ত ভাবে ভগবৎ উপাসনা করলে যা হয়, তাই তার মাঝে দেখলাম। তাকে বললাম,—গিরিধারী, নিত্য এক জায়গায় থেকে অন্ন গ্রহণ করা তো উচিত নয়। তুমি তো সবই জানো, তবে এমন কোর্ছ কেন ? তাতে ব'লল,—বাবা, তুমি তো চাওনি বা মাধুকরীতে তোমার অনিচ্ছাও নেই, এ সব দ্রব্য তোমার অযাচিত ভাবে এসে গেছে। ঈশ্বরেচ্ছায়, আমিও অন্যায়ভাবে এ-সব আনিনি ; এ দিয়ে সাধু, ভগবানের সেবা হবে বলে এনেছি। তবে তুমি নেবে না কেন ? এ তো তোমার মাধুকরীর চেয়ে কম পবিত্র নয়। আর, তা ছাড়া এখান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে গ্রাম বহু দূরে। ভিক্ষা করে এনে ভোগ দিতে বহু দেরী হোয়ে যাবে, তাতে রামলালার কষ্ট হবে। বালক কি ততো বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে বাবা! কথা কয়টি এমনভাবে ব'ললো এবং তার কথার মাঝে এমন একটা শুদ্ধতা, আন্তরিকতা ছিল, যা উপেক্ষা কোর্‌তে পারলাম না। তা ছাড়া চিন্তা করে দেখলাম শরীরও এ কঠোরতা সহ্য কোর্‌তে পারবে না। তার কথামত পাক করলাম। নিবেদন কোর্‌তে বসে চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। রামলালাকে জীবন্ত বলে মনে হোল। বললাম, পথ থেকে ডেকে এনে এমনভাবে আগ্‌লে থাক,—এমনি করেই রক্ষা কর? তাই বুঝি মহাত্মারা বোলতেন, "আরে বেটা তুম্ উন্‌হিকো দেখো, উভি তোম্‌কো দেখেঙ্গে!" তোমায় ডাকতে জানি না, প্রেম কাকে বলে তারও আস্বাদন নেই, কেবল তোমার নাম নিয়ে বেরিয়েছি, তাতেই এই, না জনি প্রকৃত প্রেম হোলে তুমি কি-না কর! অন্তর ভ'রে গেল—আসন থেকে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্ত সেই দিনটি। এখনও সেই দিনটি সমান ভাবে মনে আছে।

অনেকক্ষণ পরে গিরিধারীর ডাকে চমক ভাঙ্গলো। "বাবা, রামলালকো দুষ্টামী দেখতা হ্যায় তো। উ বড়া দুষ্ট হ্যায়, দিনরাত এ্যায়সী দিল্‌লাগী করতা হ্যায়।" উঠলাম। বললাম গিরীধারী, জীবন ভোর যেন এমনই দুষ্টামী করে এই প্রার্থনাই কর। প্রসাদ পেলাম। আজ গিরিধারীকে কিছুতেই ছাড়লাম না, পাশে বসে খাওয়ালাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে খেলো। আচমন করে ঘরে আসনে এসে বসেছি, দেখি আস্তে আস্তে এসে হরিতকী দিল। বলল, বাবা একটু বিশ্রাম করুন, আমি একটু গোড় হাত টিপে দিই। বললাম, না গিরিধারী তুমি বাড়ী যাও, কাল ছেলেটার অতো অসুখ গেছে, আজ যাও—তারা ভাববে। বললো,—"বাবা, আমার স্ত্রী বড় ভাল; সে বলে দিয়েছে বাবার সেবা করে তবে আস্‌বে। বাবার কৃপায় মথুরা ভাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোয়ে যাবে। কাল বাবার প্রসাদ খেয়ে মথুরার অতো জ্বর ছেড়ে গ্যাছে। বাবা তো ভগবান।" আমরা তো কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা যেতে পারব না, তাই আপনাদের দর্শন স্পর্শনেই আমাদের সব তীর্থের কাজ হোয়ে যাবে।

ভাবলাম, তা ঠিক এই বিশ্বাসেই পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়—প্রতিমায় কথা বলে। অনুষ্ঠানকে ছেড়ে শুধু পড়তে গিয়ে, জানতে গিয়ে অভিমানের বোঝা বাড়িয়ে দেউলে হোয়ে বসে আছি আমরা; ধর্ম্মের সিংদরজায় আছাড় খেয়ে মাথাই কুট্‌ছি, বিগ্রহ দর্শন হোচ্ছে না। এদের আবার আমরা ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আসি, এদের অশিক্ষিত বলে উপহাস করি। ভারতের এরাই হোল খাঁটি সভ্য মানুষ। এদের জন্যই যা কিছু মহান বেঁচে আছে।

আমার সেবা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে বস্‌লো। ব'ললাম,—গিরিধারী, আমার গা-হাত টেপানোর অভ্যাস নেই, দরকার হোলে বল্‌বো। এখন তুমি ঘরে যাও।

অনেক করে বোলে তাকে পাঠালাম।

তখন বেলা গড়িয়ে গাছে। ঘরের জন্য কোন উদ্বেগ, কোন চিন্তা নেই তার। সে জানে—সে যা কর্‌ছে এতেই তার মঙ্গল হবে। সমস্ত মন-প্রাণ এক ক'রে যে সেবা সে করে গেল,—এতদিন ধ'রে কত মন্দিরে, কত আশ্রমে, কত মঠে ঘুরেছি কিন্তু এ সেবা চোখে পড়েনি।

এই রকম করে নিত্য নিত্য যত তার পরিচয় পেতে লাগলাম, ততই আমার জীবন পথচলার মূলধনে ভ'রে যেতে লাগ্‌লো। ঘর ছেড়ে পথ চলতে চলতে ধূলার মাঝখানে যা কুড়িয়ে পেলাম, তা আমার ঠাকুরসেবার জন্য সমস্ত জীবনের সঞ্চয় হোয়ে রইল।

এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে আস্তে আস্তে এই সব গেঁয়ো লোকেদের কাছে পরিচিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। তারা আমাকে তাদের একান্ত আপনার কোরে নিল।

যেখানে থাক্‌তাম তার কাছেই এখানকার যিনি জমিদার তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামজীর মন্দির ছিল। কখনও কখনও ঐ মন্দিরে গিয়ে বস্‌তাম। জায়গাটি বড় ভাল লাগ্‌তো। জায়গাটির পরিবেশ আমায় আকর্ষণ কর্‌তো। সেখানে অতিথি-অভ্যাগতদের থাক্‌বার স্থান ছিল। দু'দিন-পাঁচ দিন থাকলেও দেখ্‌তাম কেউ কিছু বল্‌তো না। মন্দিরের ভোগ হোয়ে গেলে দেখ্‌তাম সকলের জন্যই পাত পড়্‌তো। পূজারী তার কাজ হোয়ে গেলে বসে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ কর্‌তো, অনেকে বসে শুন্‌তো। মোটাসোটা সেই পূজারী ব্রাহ্মণটি পাঠ কর্‌তে কর্‌তে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো। আমি গেলে বড় খুশী হোতো। আমাকে আসন পেতে বল্‌তো, "বাবা বৈঠিয়ে। শুনিয়ে গোঁসাইজীকো কথা কেয়া অমৃত হ্যায়।"

কথায় কথায় শুনেছিলাম সংসারে তার আর কেউ নেই। রামজী সব বন্ধন কেটে দিয়ে তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। দুই ছেলে, স্ত্রী, একটি মেয়ে—সব কলেরার মহামারীতে মারা যায় দু'-এক দিনের ব্যবধানে। সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল সে। সব মারা গেলে, সব জায়গা-জমি গরীবদুঃখীর মধ্যে কিছু বিলিয়ে দেয়, বাকী ঠাকুরসেবার জন্যে পঞ্চায়েৎকে জীম্মা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তারপর এখানে এসে দু'-পাঁচ দিন থাক্‌তে থাক্‌তে স্থানটি ভাল লাগে। জমিদার শুনে, তাকে আদর করে রাখেন ও তার ভজনের সব ব্যবস্থা করে দেন। শেষে পাঁড়েজী স্বেচ্ছায় বিগ্রহের পূজার ভার নেয়।

আজ ক'বছর বড় আনন্দে এখানে আছে; রামজীর কৃপায় সব শোকতাপ চলে গেছে, পরম দয়াল তাকে কৃপা করে শান্তি দিয়েছেন। গরীব দুঃখী যে আসে পাঁড়েজী মুক্তহস্ত। ভাণ্ডার থেকে বার করে ঘটিবাটি পর্য্যন্ত দিয়ে দেয়। জমিদার এতে খুসী। বলেন—"পাঁড়েজী আপ্‌হি মালিক, রামজী আপকো ভাণ্ডার কো ভার দিয়া হ্যায়। হাম লোক তো আপকো দাস হ্যায়। যো হুকুম করিয়ে, হাম লোক তামিল করেঙ্গে।"

পাঁড়েজীকে ভাল লাগে। প্রৌঢ়ত্বের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে গেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালো কুচ্‌কুচে চেহারা—দেহের আধখানাই ভুঁড়ি। মুখখানি হাসিখুসী—দেখলে যেন আপন বলে মনে হয়। সকাল থেকে দশখানা গ্রাম থেকে লোক আস্‌ছে পাঁড়েজীর কাছে অভিযোগ নিয়ে আপন আপন সংসারের—যেন একজন পরমাত্মীয়। পাঁড়েজীর কোন বিরক্তি নাই, কোন অসুবিধাবোধ নেই, যেন এরই জন্য বসে আছে।

বিকালবেলা। প্রায় পাঁচটা হবে—রোদ পড়ে-পড়ে; রামজীর মন্দিরে গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা কাঁদ্‌ছে। আর পাঁড়েজী বসে আছে, মুখখানি গম্ভীর করে। আমায় দেখে ব'লল, "দেখিয়ে বাবা রামজীকা খেল, বুড়িয়াকো পোতাকো বড় বেমারী হুয়া হ্যায়, বেচারীকো কৈ নাহি হ্যায়! একই ঐ পোতাই হ্যায়। বড় মুস্কিল কো বাত।" শুনে বললাম, "পাঁড়েজী আমার দ্বারা যদি কিছু হয় বলে মনে কর তো বল না?" পাঁড়েজী বললে,—"বাবাজী তুমি মহাত্মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তাতেই এর নাতী ভাল হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ বসে থেকে পাঁড়েজী ঘরে ঢুক্‌লো। বুড়ী আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!—বলল, বাবা আমার কেউ নেই, লখিয়ার বড় অসুখ, আজ সাতদিন চোখ খুল্‌ছে না, সকলে বলছে ডাক্তার দেখাও। বাবা গরীব লোক, ডাক্তার কেমন করে দেখাব? রোজ আমাদের খাবার জোটে না, এই পাঁড়েজীর কৃপায় আমাদের চলে যায়। এখান থেকে ধান নিয়ে যাই, চাল বানিয়ে তাতেই যা পাই, তাতে চলে না, এর পর সব পাঁড়েজী করে। আর বুড়া হোয়েছি খাট্‌তে পারি না। বাবা তুমি সাধু, তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমার লখিয়া ভাল হোয়ে যাক্‌। আমার তো সে-ছাড়া আর কেউ নেই!

দেখি পাড়েজী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মমতায় ভরা সে মুখখানি এখনও মনে পড়ে—যেন নিজের কোন সর্ব্বনাশ হোয়েছে। দেখি একগাছি মোহরের ছোট গলার হার এনে বুড়িকে দিয়ে বলল। দেখ্‌ মা, এইটা নিয়ে যা, এই দিয়ে তুই লখিয়ার জন্য ডাক্তার ডাকগে, আর যা খরচ হয় কর্‌বি। ভয় পাস্‌নি, রামজীর কৃপায় লখিয়া ভাল হোয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়ি খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো, আমিও তাকিয়ে রইলাম। পাঁড়েজী তাকে আর কিছু না বোলতে দিয়ে জোর করে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর অনেকটা পথ তার সঙ্গে গেল আস্বাস দিতে দিতে। তাকে বিদায় দিয়ে অনেক্ষণ যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ি অনেক দূর চলে গেলে,—আস্তে আস্তে ফির্‌লো।

আমি বসেই আছি।

সামান্য পাঁড়েজীকে তখন অসামান্য বলে মনে হোল। এইমাত্র যা দেখ্‌লাম তা শহর অঞ্চলে সাধারণতঃ প্রায় চোখে পড়ে না। কৌতূহল হোল। ভাবলাম, এ মোহরের মালা পাঁড়েজী পেলো কোথায়? জিজ্ঞাসা কোরলাম,—পাঁড়েজী ও মোহরের মালা বুঝি তুমি ঘর থেকে আসবার সময় নিয়ে এসেছিলে? পাঁড়েজী একটু ব্যথাতুর হাঁসি হেঁসে বলল,—বাবাজী, সব দান করে আসবার সময় আমার মেয়ের গলার এ হারটা কিছুতেই দান কোর্‌তে পারিনি। এটি তার বড় প্রিয় ছিল। মরবার সময় সে বলেছিল, "বাবাজী, আমার মোহরের হার তুমি নষ্ট কোরো না।" বাজাজী, তার সেই মৃত্যুকালের শেষ অনুরোধ না ভুল্‌তে পেরে ঘর ছাড়বার সময় সঙ্গে করে এনেছিলাম। হারগাছা মাঝে মাঝে দেখ্‌লে তাকে মনে হোতো, সুখ পেতাম। বল্‌তে বল্‌তে সেই বৃদ্ধ মহান্ ব্রাহ্মণ ছোট ছেলের মত কেঁদে ভেঙ্গে পড়লো। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে তারা মাথাটি বুকে করে ধরে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম,—পাঁড়েজী, তবে আজ তা' হাত-ছাড়া কোর্‌লে কেন? বলল, বাবাজী আমি তো হাত-ছাড়া করিনি, ও তো রামজীর সেবায় লাগ্‌লো ও অক্ষয় হোয়ে রইল। আমার রুক্মিণীর আত্মার ওতে অক্ষয় স্বর্গ হবে। বাবাজী, আজ রুক্মিণীর মোহরের হারের প্রকৃত সদ্গতি হোল।

বৃদ্ধের হৃদয়ের ব্যথার জায়গাটি ঠিক তেমনই রক্তাক্ত রয়েছে। যে ব্যথা সে ঘর ছাড়ার সময় বুকে করে এনেছিল এখনও সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্তাক্ত বেদনার দাগ রয়েছে। সেই হোয়েছে তার রামজীর পূজার মূলধন। এদের ব্যথাই তাকে সমগ্র জগতের দরদী কোরেছে। রামজীর মন্দিরে চোখের জলে লুটিয়ে প্রণাম করলাম। ব'ললাম, পাঁড়েজীকে তো আপনার করে নিয়ে এসে তার ব্যথার পূজা গ্রহণ করলে, আমার তো কোন সঞ্চয়ই নেই ঠাকুর! কেবল ভরসা তোমার করুণা। তোমার করুণাই এই সব মহান্ সঙ্গ পাইয়ে দিচ্ছে।

প্রণাম করে উঠে দেখি পাঁড়েজী অনেকটা সাম্‌লে উঠেছে। ঘর থেকে কিছু মিঠাই বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "বাবাজী লে, খা-লে। থোড়া পানি দেই, হামরা সামনে বৈঠকে খা। আরে বাবাজী, তুরে মাফিক হামারে লড়কা থা।" দেখলাম, আজ সে তার ছেলে-মেয়ে দিয়েই সমস্ত জগৎটাকে পেয়েছে। সবার মাঝে তাদের পরশ পেয়ে আজ সে সকলের। অতি আদর করে দেওয়া তার মিঠাই ব'সে ব'সে খেলাম। সে জল দিল, খেলাম। মনে হোল সত্যই আমি তার সন্তান। দেখি সন্তান বাৎসল্যের স্নেহরসে অভিসিক্ত হয়ে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, চলি পাঁড়েজী। বলল, এসো বাবা। তুমি মহাত্মা—সংসার বৈরাগী। তবে কঠোরতা বেশী করোনা; এ সুকুমার দেহে সহ্য হবে না। কেন মিছামিছি রান্না করে খাও? রামজীর ভাণ্ডারে তো কোন অভাব নেই। আর ভিক্ষায় দোষ নেই এখানে, খেলেই তো হয়। তাতে ভজনের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। এর উত্তরে কিছু বললাম না, বা বলবার কিছু ছিল না। এ যুক্তির কাছে মাথা নতই কর্‌তে হয়। বললাম,—পাঁড়েজী, তুমি তো আছ, তাই ভরসা। রামজীর দেওয়ান তুমি, কোন অসুবিধা হলেই তো আসবো। তখন কি আর বলতে হবে? এখন দিনকতক এই ভাবেই থাকি না? পাঁড়েজী বলল, "ভাল যা বোঝ, করো, তবে এই অল্প বয়সে, এত কঠোরতা ভাল নয়, শরীরটা পড়ে গেলে মুস্কিল হবে। তবে রামজী ভরসা— ও-ই দেখবে। সন্তানকে আর কে দেখে?—ও-ই দেখে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বলে পাঁড়েজী যেন আমার জন্য তার রামজীর চরণে নীরব প্রার্থনা জানালো।

চলে এলাম।

রামজীর মন্দির খুব দূর নয়, আমার আসন থেকে বোধ হয় পোয়াটাক পথ। আশ্রমে এসে চৌতারাটায় বসে পড়লাম। বসে বসে সেই আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মাঝে পাঁড়েজীর কথা মনে হোতে লাগ্‌লো। এইমাত্র যে হৃদয়খানি দেখতে পেলাম তার কথা কোন সংবাদপত্রে কখনো বেরুবে না তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য কোন সভাও হবে না, বা তার কথা নিয়ে আলোচনা করবারও কেউ থাকবে না। এই অখ্যাত অজ্ঞাত নিরলার মাঝে যে সুগন্ধি পুষ্পটি ফুটেছে, তার সৌরভে যে মনুষ্যত্বের সুষমা ছড়াচ্ছে—তার গন্ধ, তার শুদ্ধতা কেবল তাঁর জন্যই। এই বনফুল দিয়েই হয় তাঁর পূজা, তাই বনফুলের মালা তাঁর এত প্রিয় তাকে তিনি বক্ষে ধারণ করেছেন।

আমার ভজনের জন্য যা করবার দরকার তা, গিরিধারী বুঝে নিয়েছে এবং নিপুণ হাতে এমনভাবে সে সবকিছু গুছিয়ে রাখে—যার জন্য আমাকে আর কোন চিন্তাই কোরতে হয় না। এমন কি বেড়িয়ে এসে কোনখানটিতে বস্‌বো এবং কি রকম করে আসন খানি পেতে রাখ্‌লে আমার সুবিধা হবে, তাও তার সেবা-নিপুণ মনের কাছে ধরা পড়ে গ্যাছে। তার কাজের প্রতিবাদ প্রথম প্রথম করেছিলাম। কিন্তু তার শ্রদ্ধানম্র আন্তরিকতাভরা প্রীতির কাছে আমায় নতি স্বীকার কোর্‌তেই হোয়েছে। কোন কিছু কোরতে এসে বাধা পেলে তার মৌন মুখে যে কথা ফুটে উঠে, তাতে তার কাজে বাধা দেওয়া সম্ভব নয় বুঝে ক্রমশঃ নিরস্ত হোয়েছি এবং এ দান যে তাঁরই—এইভেবে তাঁরই করুণার পরে ছেড়ে দিয়েছি। মাধুকরীতে এখানে আমাকে কদাচিৎ বেরুতে হোয়েছে—তাও জোর করে। যা কিছু আমার প্রয়োজন অযাচিত ভাবেই এই সব গেঁয়ো, মূর্খ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরীব, দিন মজুর লোকরাই আমায় দিয়ে যেতো। কখন দিতো কিছু টেরও পেতাম না। পূজা করে উঠে দেখ্‌তাম আসনের ঘরে যা-যা প্রয়োজন তা সাজান রয়েছে। মনে করতাম গিরিধারী বা পাঁড়েজী বা অমনি যারা আমার পরিচিত তাদেরই এ কাজ। মনে মনে কখনও এ স্নেহের অত্যাচার অসহ্য হোত। মনে হোত নিত্য একস্থান থেকে এ ভাবে নেওয়া আকাশ-বৃত্তির নামে আত্মপ্রবঞ্চনা। কিছু বোলতেও পারতাম না।

একদিন পূজা করে একটু আগেই উঠেছি। শরীরটা ভাল ছিল না, ক'দিন সর্দ্দি হোয়ে জ্বর জ্বর ভাব হোয়েছিল। পূজা সেরে আসনে গিয়ে খানিকটা শুয়ে পড়ি মনে করে উঠ্‌লাম। ঘরে গিয়ে দেখি—এক বুড়ী ছোট একটা টুক্‌রী থেকে কি কি জিনিষ নামিয়ে রাখছে। পাছে আমার পূজার কোন ব্যাঘাত হয় তাই অতি সাবধানে রাখ্‌ছে। ভাবটা—রেখেই সে চলে যাবে। কিছু আনাজ-তরকারি, সরু আতপ চাল, আধসেরটাক আর এক লোটা দুধ। আমায় দেখে লজ্জিত হোয়ে প্রণাম করলো—যেন কত অপরাধ করে ফেলেছে। বললো "বাবা হামারি লেড়কী শশুরায় সে আয়া, এহি চাউল তরকারি লে আয়া, তুরে লিয়ে হাম থোড়া লায়া বাবা, গরীব আদমী হামসে কেয়া বানেগা তুরে হাতসে ভগবানকো ভোগ লাগ যায়গা।"

ভাবলাম, ভোগ দিতে তোমরাই জান। সমস্ত জীবনটা দুঃখের জ্বালা সয়ে সয়ে দুঃখীর বেদনা কোথায় তোমরাই বোঝ। তোমরাইতো আমাদের আপন জন, দেশের মানুষ, পরামাত্মীয়। ঘর-ছাড়া পথিককে তোমরাই তো বুকে করে নাও, পথের মাঝখানেই তার ঘর বেঁধে দাও। সব ঘরেতেই যে পরমাত্মীয় বসে আছে, এই ভাবেই তো তোমরা পরিচয় করিয়ে দাও তাদের সাথে।

ব'ললাম, রেখে দাও মা, আমি ভোগ দোব। এ দানে যদি ভোগ না দিই, তবে আর কি দিয়ে তাঁর ভোগ দোব? বুড়ী ভারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুশি। পরম তৃপ্তিতে হেঁসে বললে, "বাবা এ বয়স, এই সুকুমার শরীর, ঘর ছেড়ে বেরুলে কেন? মা বুঝি নেই? ব'ললাম—মাকে পাবার জন্যই বেরিয়েছি, তাই না তোমাদের মতন ঘরে ঘরে মাকে পাচ্ছি। বুড়ি শুনে কেঁদে বাঁচে না, বলে—কি মিঠা কথা! আবার উপদেশ—সাবধানে থাক্‌বে, ঠাণ্ডা লাগাবে না, বাজরা, ছাতু—এসব এখন খাবে না, খেলে বেমারী হবে। দুধ তার বাড়ীতে হয় রোজ। পাঠিয়ে দেবে তার ছেলেকে দিয়ে। তার গ্রামের সকলেই আমায় জানে, খুব ভালবাসে। ক'দিন রামধনীয়ার মা ভাল চাল দিয়ে গিয়েছিলো। সেই বলেছিল বাবার যা সুকুমার দেহ, তাতে ভাল চাল না হোলে বেমারীতে পড়ে যাবে। গিরিধারীর বৌ বলে, বাবার কোন খেয়াল থাকে না, কোথায় কখন থাকে, কখন কোথায় বসে; তাই সে সব সময় গিরিধারীকে তাগাদা দেয় বাবাকে দেখবার জন্য। তুমি বৈরাগী, বৌ-ঝি তো আসবে না। ছেলেদের মজুরী, ক্ষেতের কাজ থাকে, আসতে পারে না, তাই তোমার সেবায় কত গলতী হোয়ে যায়।

বুড়ীর আফসোস দেখে মনে মনে ভাবলাম, সাধু এরাই তৈরী করে। এদের সাথে পরিচয় হবার জন্যই, এই দেশকে চেনবার জন্যই পায়ে হেঁটে চা'রধাম করবার কথা আছে, না কোরলে এ বোঝা যাবে কেমন করে।

বুড়ী আর উঠ্‌বে না, সবটুকু খোঁজ তার চাই—কি যাবো স্নানের জল আছে কিনা, খাওয়ার জল গিরিধারী কিসে রাখে, রান্নার কাঠ ভিজা নাই তো, হঠাৎ ভুখ লাগলে ভুজাটুজা কিছু আছে কিনা? নানা রকম প্রশ্ন স্নেহের দাবী নিয়ে বুড়ী আরম্ভ কর্‌লো। যেন আমার সাথে সে আবাল্য পরিচিতা। আমার কোন কষ্ট হোলে যেন তার মুখে ভাত উঠ্‌বে না। অনেকক্ষণ ধরে বলে কিছুতেই বুড়ীকে উঠাতে পারি না।

বাঁচলাম! গিরিধারী এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরিধারীকে দেখে বুড়ি খানিকটা বক্‌লো—এত বেলা করে বেটা তুই এলি বাবার সেবা কোরতে! কখন রসুই কোরবে, কখন খাবে? গিরিধারী অত্যন্ত ষ্ঠিত হোয়ে জানালো, আজ তার যজমান ঘরে একটা সাদি ছিল, তার জন্য তাকে ফেরে পড়্‌তে হোয়েছে; বাবার সেবার ত্রুটি কোরে ফেলেছে। 'এক্ষুনি সব কোরে দিচ্ছি' বলে কাজে লেগে গেল। বুড়ী অনেকটা নিশ্চিন্ত হোয়ে, কি কি রান্না হবে সব বলে দিয়ে, আমায় পুনরায় উপদেশ দিয়ে রওনা হোল।

এরা কেমন আপন করে নিয়েছে! এর মাঝে কোন ফাঁকী নেই। কি ক'রে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে, কি ক'রে আমার তপস্যার সুবিধা হবে, কি ক'রে আমি সুস্থ থাক্‌বো—কেবল সেই চেষ্টা।

অতি সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে এতগুলি লোক অমার খবরদারী কোর্‌ছে, কিন্তু আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানি না। এর জন্য কোন কৃতিত্বের দাবী এদের নেই। এ যেন তাদের একটা অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। কোরে কোন স্বার্থকতার গৌরব নেই—না করার বেদনা আছে।

বৈকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি—পাহড়ের দিকে যাব বলে মনস্থ করে। রাস্তাটি রামজীর মন্দিরের পাশ দিয়েই। চলেছি—একজন প্রৌঢ় লোক উচুঁ দাওয়া থেকে নেমে এসে প্রণাম ক'রে বললো,—বাবা, ইধার টহলনোকোলিয়ে যাতা হ্যায়? মনে কোরলাম জমিদার বাড়ীর কোন কর্ম্মচারী। ব'ললাম—একটু বেড়াতে যাচ্ছি। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো কি ধার যায়েঙ্গে বাবা? বললাম, কি জানি —যেদিকে ভাল লাগবে। ভাবলাম দাঁড়াতে গেলে সময় চলে যাবে, বেড়ানো হবে না। বললাম, চলো না বেড়িয়ে আসি। খুশী হোয়ে "চলিয়ে বাবা" বলেই চল্‌তে শুরু করলো। পায়ে তার ও-দেশের নাগরা জুতা, গায়ে হাতকাটা জামা, পরনে মোটা কাপড়। মজবুত শরীর, ছ'ফিট বা তারও বেশী লম্বা, পেশী-বহুল সুগঠিত শরীর—দেখবার মতন। মাথার চুল পেকেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যৌবনের দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয়নি। আমার হাত থেকে কমণ্ডলুটি নিয়ে বললো, "চলিয়ে বাবা, দাস তো সাথমে হ্যায়, দিজিয়ে আপকো কমণ্ডলু। বহু ভাগ্য হ্যামারা যো আপকো সাথমে যা রা হ্যায়।" রাস্তার মাঝে যেতে যেতে যে লোকেরই সাথে দেখা হোল, দেখি প্রৌঢ় ভদ্রলোকে অতি সম্ভ্রমে প্রণাম কোরছে; আমাকেও বাদ দিচ্ছে না। সাথী ভদ্রলোক সকলকেই কুশল প্রশ্ন কোরে বিদায় দিচ্ছেন। বুঝলাম এ বোধ হয় জমিদারের কোন বড় কর্ম্মচারী। জমিদারের কথা লোকমুখে শুনেছিলাম—প্রায় দুই লাখ টাকার জমিদারী, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রজাদের মা-বাপ। গরীব। গিয়ে দুঃখ জানালে তাকে ফিরতে হয় না। দায়ে-অদায়ে জমিদার বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে, আবার কেউ বিদ্রোহ কোরলে, তাকে দেশ ছাড়তে হয়।

চ'লতে চ'লতে স্থানটির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো লোকটি। কথায় কথায় আমার কোন অসুবিধা আছে কিনা জেনে নিল। বললো ঠাকুরবাড়ীতে এসে আসন করুন না বাবা, এতো আপনাদের জন্যেই, সাধুসেবার জন্যই তো এদের এই আয়োজন।

এত কথা হচ্ছে, কিন্তু লোকটির পরিচয় এর মাঝখানে ঘুণাক্ষরেও পেলাম না। হঠাৎ বসবার ইচ্ছা হওয়াতে নিকটেই একটা বড় পাথর—পাহাড়েরই টুক্‌রা, দেখে বসবার জন্যে গেলাম; ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে একটি মসৃণ সমতল স্থান দেখে তার কাপড় দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে ম্লান কণ্ঠে বল্‌লো,—বসুন বাবা। আসবার সময় আসন আমার আনা উচিত ছিল।

আমার বসার পর দেখি দাঁড়িয়েই আছে। বল্‌লাম—বসো। ব'লতেই আমার থেকে নীচে পাথরের উপর ব্যবধান বাঁচিয়ে বসলো—আমার সঙ্গে সমান জায়গায় বসবে না। মনে কেমন সন্দেহ হ'ল।

আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন কাটিয়েছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছত্রী রাজপুতদের কাছে যে ব্যবহার, যে সম্মান পেয়েছি তা' একটু পৃথক ধরনের। তাদের সম্মানের মাঝে একটু আভিজাত্যের ভাব দেখ্‌তে পেয়েছি। গেঁয়ো লোকের সহজ-স্বচ্ছন্দ মেলামেশা থেকে এদের একটু পার্থক্য থাকৃতো। এরা সাধুকে সম্মান কোর্‌তো যেন বংশ-গরিমাকে স্মরণ কোরে। সহস্র দুঃখকষ্টের মাঝেও সে তার এ আভিজাত্যকে কখনও ছাড়্‌বে না, প্রাণ দিয়েও সে এর মর্য্যাদা রাখ্‌বেই। অন্তত আমার জীবনে এটা বহুবার লক্ষ্য করেছি।

তাই জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম—তুমি কি ছত্রী? ভদ্রলোক উত্তর দিল, হাঁ মহারাজ আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। বুঝলাম এতক্ষণে তার ব্যবহারের তাৎপর্য্য। জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নাম কি? বললো "সরযূ প্রসাদ সিং"।

খট্‌ কোরে মনে লাগ্‌লো জমিদারকে সকলেই সরযূবাবু বলে,—সে-ই নয় তো! ভাবলাম, তা কখনও হয়! আমি একটা সামান্য ভিক্ষুক, না আছে আমার কোন পরিচয়, আভিজাত্যের কোন ছাপই আমার নেই, আমার সঙ্গে সরযূবাবু আস্‌তে যাবে কেন? কোন কর্ম্মচারীই হবে। সাধু দেখে ভক্তি হয়েছে—যেমন এদিককার সকলের হয়।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি কর? কোন রকম ইতস্ততঃ না করে বললো। বাবা রামজীকা নকরী করি। বললাম, কত মাইনে পাও? ব'ললো, ওতো দয়াল বাবা, যা দরকার সব দেয়, আবার আবদার কোর্‌লে বেশীও দেয়। বুঝলাম লোকটি ভক্ত, হৃদয়বান। আর কোন প্রশ্ন কোরলাম না। সে বললো—বাবা, রামজীর মন্দিরে সাধুদের জন্য ঘর আছে, এসে থাকুন না? বল্‌লাম, বাবা, আমি ওখানে নিরালায় বেশ আছি, দরকার হোলে তোমায় বল্‌বো। তুমি তো ওখানেই থাক। দরকার হোলে কার কাছে খোঁজ কর্‌বো? বল্‌লো—বাবা, আমি বহুত দিনের লোক, রামজীর দরবারের সকলেই আমায় চেনে। এসে বোলবেন সরযূ সিংকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডেকে দাও, বল্‌লেই আমায় ডেকে দেবে ; আর বলেন তো আমিই গিয়ে খোঁজ কোরবো। ব'ল্‌লাম—না বাবা, দরকার হোলেই আমি জানাব। কতদিন থাকি এদিকে তারও ঠিক নেই। তবে জায়গাটি ভাল লাগ্‌ছে। রামজীর মন্দির আমার বড় ভাল লাগে। ওখানে গিয়ে প্রায়ই বসি। পাঁড়েজীকে বড় ভাল লাগে। সরযূ বল্‌লো, আমি জানি বাবা আপনি আসেন। এখানকার সকলেই আপনাকে জানে। পাঁড়েজী তো মহাত্মা—তাকে আপনার ভাল লাগ্‌বে বৈকি। সেও আপনার কথা খুব বলে। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দেখি রামজীর দরজায় এসে গেছি। মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছে। ব'ললাম—চলোনা বাবা, আরতি দর্শন করি। যেন কৃতার্থ হোয়ে গেল। "এই ভাবে চলিয়ে বাবা" বলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অতি ব্যগ্রভাবে আমায় নিয়ে চললো।

মন্দিরে গিয়ে পাঁড়েজীর আরতি দেখে মুগ্ধ হ'লাম। তার সেই প্রেমবিহ্বল মুখের অপরূপ শুদ্ধতা আরতি-প্রদীপের আভায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। রামজীকে সে জীবন্ত দেখ্‌ছে, তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী এক দিব্যভাবের মহিমায় হৃদয়কে স্পর্শ কোর্‌ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার আরতি দর্শন কোরলাম। বুঝলাম এ আরতি কোন মাইনেকরা ঠাকুরকে দিয়ে হয় না, পাঁড়েজী তার ইষ্টপ্রীতির মাঝখান দিয়ে এ আরতি শিখেছে। এ ভাব-শুদ্ধতা তারই পরিণতি। প্রত্যেক লোকের চোখেমুখে দেখলাম শুদ্ধতা। পাঁড়েজীর প্রেম-বিহ্বলতা এদেরও অন্তর স্পর্শ কোর্‌ছে। আরতিশেষে পাঁড়েজী দেখবার আগেই চলে এলাম। সকলেই তখন ভাবাবেগে অন্যমনস্ক। মনের মাঝে পাঁড়েজীর আরতির সময়ের মূর্ত্তিখানি উজ্জ্বল হোয়ে রয়েছে। সরযূ সিংয়ের অমায়িক নিরভিমান ব্যবহার মিষ্টি গন্ধের মত মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

বসে পড়লাম নিমগাছের তলায় ছোট বেদীটার উপরে—যার গায়ে জড়িয়ে উঠেছে মালতী লতা। অজস্র গন্ধে ভরে গেছে সব দিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশের গায়ে চাঁদ তখন খানিকটা উঠে গ্যাছে। জ্যোৎস্নায় ভোরে আছে সব। ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু পরশ এসে পরিশ্রান্ত দেহটার উপর শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শিউলীর গন্ধ বাতাসে ছুটোছুটি কোরছে। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণীবিন্যাস আধাছায়া-আধা আলোর মাঝে রূপকথার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কোর্‌ছে।

বসে বসে কি দেখ্‌ছি ব'লবার নয়। এই প্রকৃতির নিভৃত বাসরে তার ঘোমটাখোলা রূপ আমি দেখ্‌তে পাই। কি মায়া আছে এর মাঝে জানি না; এ রূপ আমায় পাগল করে দেয়, রাতের পর রাত কাটে এ রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে। কত রাত এসে মিশেছে ভোরের সোনালী সিংদরজায়। কিছুতেই শুতে পারি না, এই নিস্তব্ধ, অপরূপ, শান্ত প্রকৃতির মাঝে আমাকে হারিয়ে ফেলি। পাগল করে আমায় রাস্তায় হাতছানি দেয়। দূর বনানির শ্যামলিমা অপরূপ—ফুল ফুটেছে, নবীন কিশলয়ে কচিপাতা মুখ তুলে আছে। ফুলের গন্ধ তার আলিঙ্গনের স্পর্শ মাখিয়ে যেন আমায় জড়িয়ে ধরতে চায়। আঁধার রাতে তারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের পাতা পড়ে না। গাছপালায়, আকাশে, বাতাসে, জলে, ঝরণায়, পাহাড়ে দেখি সে-ই বসে আছে। ধরি ধরি করে ধ'রতে গেলে সে সরে যায়। কেবল তার পরশটুকু মনের কোণে লেগে থাকে। নেশার মতন কাটে। কোন সঙ্গও ভাল লাগে না। কেবল খুঁজি নির্জন একান্ততা। যেখানটিতে পাহাড়ের কোন ঘেঁসে ঝরণা ছুটে চলেছে, যেখানটিতে ধানের শ্যামলিমা দিয়ে ক্ষেতজোড়া আসন বিছিয়ে দিয়েছে, যেখান দিয়ে গভীর দল স্বচ্ছন্দ গতিতে ফেরে—যেদিকে তাকাও কেবল ধূধূ করা আকাশের কোল, সেইখানটিতে বসে বসে পাই আমাকে। নিংড়ে, নিঃশেষ করে পেতে চাই আমায়। যে মধু পাই তার আস্বাদন করতে ডুবে যাই—ভুলে যাই সব। সময়ের কোন হিসাব-নিকাশ থাকে না। এমনি কোরেই সে আমায় ডাক দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'দিন আর ও-দিকটায় যাইনি। মাঠের কোল ঘেঁসে পাহাড়ের ধার দিয়েই বেড়াতে যাই। অনেকদূর গিয়ে একটা জামগাছের তলায় বসি। সেখানটায় বসলে ধানক্ষেতের শোভা বড় সুন্দর লাগে। বসে বসে বেশ লাগ্‌ছে, মিশে যাওয়া মাটির সাথে আকাশের অপরূপ মিলন, দিগন্ত প্রসারী ধানক্ষেতর সে সবুজ শ্যামলিমা, তার ঢেউএর তালে দোহুল নাচন মনকে নাড়া দিয়ে যায়, এ সব সময়গুলিকে প্রায়ই একলা পাবার চেষ্টা ক'রতাম্, চেষ্টা করতাম—যাতে কেউ না সঙ্গে আসে। তাতে আমার এই দেখার ব্যাঘাত হোত। যেন মনে হোত কি হারিয়ে ফেললাম, দিনের ভিতর খানিকটা সময় আমাকে প্রকৃতির এই ঘোমটাখোলা রূপটি দেখতেই হোতো, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতো। তাই খুব সাবধানে লোকসঙ্গ এড়িয়ে এ সব জায়গায় গিয়ে বস্‌তাম। কখনও বেশীদিন এক জায়গায় বস্‌তাম না—পাছে লোকে টের পায়, পাছে সঙ্গ নেয়, পাছে আমার এ আনন্দ মুহূর্ত্তের মাঝে আসে ব্যাঘাত। এ দেখা আমায় আসনে বসার খোরাক যোগাতো। এই রকম বসে বসে দেখ্‌ছি মন ডুবছে—ভুলে গেছি আমি কোথায়, কেন, কিজন্য বসে আছি।

এমন সময় দেখি একজন লোক আসছে—আধা বয়সী, গলায় পৈতে, শক্ত-সমর্থ দেহ। একটু খুঁড়িয়ে চল্‌ছে। পায়ে জুতা বা গায়ে কোন জামার বালাই নেই, কাঁধে ঝুলিতে কি বাঁধা। চোখেমুখে ক্লান্তির ভাব, কপালে ঘাম ঝর্‌ছে। মুখে একটি সদা-হাস্য আত্মতৃপ্তির ভাব, হাতে একগাছি বাঁশের লাঠি। আমার কাছে আস্তে আস্তে এসে, কাঁধের বোঝাটা নামিয়ে রাখ্‌লো একটি পাথরের উপর, তারপর হাত তুলে প্রণাম কর্‌লো 'নমো নারায়ণায়ঃ' ব'লে। তারপর বললো,—বাবা আমার নাম রাম মিশ্র, আপনার কথা শুনেছি। সরযূবাবু, পাঁড়েজী ও গাঁয়ের অন্যান্য সকলেই আপনার কথা বলে। কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে একদিন বসে যে সৎসঙ্গ করে যাব, তা আজ পর্য্যন্ত ঘোটে উঠ্‌লো না। দূর থেকে দেখ্‌লাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে কে বসে। ভাবলাম এ সময় গ্রাম ছেড়ে এদিকে এ ভাবে কে বসে থাকবে। তারপর আর একটু এগিয়ে আস্‌তে দেখি পাশে কমণ্ডলুটি রয়েছে, তখন ভাবলাম নিশ্চয়ই এ বাবা। আর লোভ সামলাতে পারলাম না, ভাবলাম—এই সময় বাবার সাথে একটু পরিচয় করে যাই। এই বলে একটি পাথরের উপর বসে পড়্‌লো। দেখ্‌লাম হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভর্ত্তি। গায়ের চামড়ার রং যা ছিল তা বহুদিনের অযত্নে এবং রোদবৃষ্টির সাহচার্য্যে স্থায়ী তামাটেতে রূপান্তরিত হোয়েছে। চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ফুটে রয়েছে। বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে।

ব'ললাম—মিশীরজী, এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন? বললো—বাবা, এদিকে ভাগবত পাঠ ছিল। তাই গিয়েছিলাম। মনে কোরলাম এই করেই ব্রাহ্মণের চলে, ব'ললাম—এই পাঠ করেই বুঝি চলে? বললো, হাঁ বাবা এক রকম তা-ই। তবে মাসের মধ্যে ১৫দিন উপবাসেই কাটে। কেউ পাঠ শুন্‌তে চাইলে শুনিয়ে আসি। এর জন্য আমার কোন দাবী নেই, যদি কেউ কিছু দিলেন তো নিলাম, নইলে সৎসঙ্গ হোল ভেবে আনন্দ পাই। ব্রাহ্মণ শরীর নিয়ে যে তাঁর কথা কইলাম এই-ই লাভ ব'লে মনে করি। বড় আনন্দে আছি বাবা। আমার বাবা, ঠাকুদ্দা, তাঁর বাবা-ঠাকুদ্দারও এই অযাচিত বৃত্তি ছিল। আমার জীবন পর্য্যন্ত বোধ হয় কেটে যাবে এই ভাবে; তারপর ছেলেরা কি কর্‌বে ভগবানই জানেন।

সোজা হোয়ে ব'স্‌লাম, ভালো ক'রে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। সেই গোধূলির আভায় তার মুখখানিকে সুন্দর ব'লে মনে হোল। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একজন 'ব্রাহ্মণ' দেখ্‌লাম ব'লে মনে হোল। আমার পথ চলার মাঝে এইরূপ যে দু'দশ জনকে দেখেছি তাতে ধন্য হোয়ে গেছি।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম সংসারে আপনার কে কে আছেন ? মিশীরজী বল্‌লেন,—আমার তিন ছেলে, দু'টি মেয়ে, স্ত্রী আর বৃদ্ধা মা, গিরিধারী, রামলাল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, বানলিঙ্গ শিব ভগবান, ও দুটি গাভী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিয়ে আমার সংসার আশ্রম বাবা। ভাবলাম পরিবারের এতগুলো লোকের কি কখনও কেবল এই ভাগবত পাঠে চলে, নিশ্চয়ই কিছু জমি-জায়গা আছে—যেমন এদিককার অধিকাংশ লোকের থাকে। জিজ্ঞাসা কোর্‌লাম, আপনার কতটা জমি আছে মিশ্রীরজী? মিশ্রীরজী হেঁসে বল্‌লো, ১০।১২ কাঠা ভদ্রাসন, তা'ছাড়া এক ছটাক জমিও নেই। জিজ্ঞাসা কোরলাম, পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে কিছুই পান্‌নি? ব'ল্‌লেন—বাবা, আমিতো এখানকার লোক নই, এখানে ১০।১২ বছর এসে বাস করছি। জমি-জায়গা আমার বাপ-পিতামহের বেশই ছিল; তাতে মোটা কাপড়, মোটা ভাত হয়ে যেতো, ভগবানের পূজা ও অতিথি-অভ্যাগত সাধু-মহাত্মার সেবাও চলতো। তখন আমি ঘরে বসেই ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করতাম, বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিইনি বলে জমিদারের কোপে সব হারাতে হয়েছে। জমিদার এক জমি দখল করতে গিয়ে এক প্রজার উপর অত্যাচার করে। তার নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তার সর্ব্বনাশ চেষ্টা করতে থাকে। সেই মামলায় আমায় সাক্ষ্য দেবার জন্য অনুরোধ করে। আমি মিথ্যা বল্‌তে অস্বীকার করি। সে আমায় ভয় দেখায়, বলে—মিশ্রীরজী এ না-কোরলে, তোমার অবস্থাও শেষে এমনি হবে। তাতে বলি,—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ আমাদের এখানে বসিয়ে নারায়ণ সেবা দিয়েছিল, এখন যদি আপনারা উচ্ছেদ করতে চান, তবে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব ছেলেদের হাত ধরে নারায়ণকে বুকে বেঁধে। কিন্তু মিথ্যা জেনে তাকে সত্য বল্‌বো কেমন করে? চিরকাল তো থাক্‌বো না এ সব ভোগ করতে! এই ভাবের দু'চার কথা হবার পর আমার মন চাইল না এদের দানে ঠাকুরসেবা ক'রতে; তাই একদিন এই সরযূবাবুর কাছে চলে এলাম, এসে তাঁকে সব খুলে ব'ললাম। বললাম—আমাকে সামান্য একটু নিষ্কর জায়গা দিন, যেখানে আমি আমার ঠাকুর নিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি শান্তিতে কাটাতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরযূবাবু তখনই বললেন, "মিশীরজী, আপনি চলে আসুন। কোনো চিন্তা ক'রবেন না, আমার ভাগ্য যে আপনার মত ব্রাহ্মণ আমার রাজ্যে এসে বস্‌বে। বলে ১২ কাঠা জায়গা দানপত্র করে তাতে ছ'খানা ঘর করে আমায় নিয়ে এলেন। বাবা, সরযূবাবুর আশ্রয়ে এসে বড় শান্তিতে আছি, সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এরা, ব্রাহ্মণকে কি করে রাখতে হয় জানে। সব সময়েই খবর রাখে কি করে চল্‌ছে। 'আকাশ বৃত্তি'তে চলে জেনে বহুপ্রকারে জিনিষ ঠাকুর সেবার জন্য পাঠান। জমি দশ বিঘা দিতে চেয়েছিলেন—আমি আর নিয়নি। ভাবলাম ভগবান যখন সব নিলেন তখন বাকী দিন ক'টা আর ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছি না, এই ভাবেই চ'লে যাবে। সংসারে অতগুলি লোক, ভগবান চালিয়ে দিচ্ছেন। সকলের দয়াতে চলে যায়; আমি বড় শান্তিতে আছি। একদিন বাবা আপনাকে নিয়ে যাব গরীবের কুঁড়েয়, গিয়ে আপনার ভাল লাগ্‌বে। আপনার মতন সাধু-মহাত্মার জন্যই তো ঘর বেঁধেছি!

মিশীরজীর চাখেমুখে সে কি উৎসাহ! বুঝলাম জীবনভ'র এই লোকটি এ-ই ক'রে এসেছে। এখনও—অনশনের-অর্দ্ধাশনের মাঝেও তা এতটুকুও ম্লান হোয়ে পড়েনি। এখনও সাধুসেবার নামে, ভগবৎ সেবার নামে তার প্রাণে পুলক জাগায়। মনে হোল সেবা যে কোর্‌তে শিখেছে তাকে তার প্রাণের আকুলতাই তার তপস্যার পথ পরিষ্কার করে দেয়। এত কথা হোল আমার সম্বন্ধে, কিন্তু আমার পূর্ব্ব জীবনের কোন কথাই সে জিজ্ঞাসা কর্‌লো না, এদিককার কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কখনও কদাচিৎ এ প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা করেছে। তারা জানে সাধু, ব্যাস্ আর কিছু জানবার নেই। 'সাধু'—এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ঐ এক পরিচয়ই সমস্ত ঘরের দরজা তোমার কাছে খুলে যাবে, সকলের স্নেহকাতর হৃদয়ের সতর্ক দৃষ্টি সব সময় তোমায় রক্ষা কর্‌বে। দেখেছি, যা পরমাত্মীয়কেও বলা চলে না, এমন সব কথা আমার কাছে এরা অসঙ্কোচে খুলে বলেছে—এতটুকু দ্বিধা করেনি। রাস্তা দিয়ে চল্‌বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় ছোট ছোট নগ্ন ছেলেমেয়ের দল 'বাবাজী' 'বাবাজী' ব'লে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধর্‌তো। কিছুতেই ছাড়বেনা, ধরে বাড়ী নিয়ে যাবেই। আদর করে বুকে তুলে নিতাম। ভাবতাম এসব আমার পথের মাণিক। প্রার্থনা কর্‌তাম—এদের তুমি মানুষ কর, এদের মনুষ্যত্বের আলোয় দেশের অন্ধকার দূর হোক্‌।

ব'ললাম, চলুন মিশীরজী ; অন্ধকার হোল, অনেকটা যেতে হবে। ব'ল্‌তেই অপ্রস্তুত হয়ে ব'ললো, দেখুন তো বাবা, একটুও সৎসঙ্গ হ'ল না, কেবল আমার কথা কয়েই কাটিয়ে দিলাম। গৃহস্থ আমরা কি জানি ধর্ম্মের? বাবা ক'দিন আর বেরুবো না, আপনার কাছে শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে যাব, আপনাকে শোনাব। ভাগবত তো আপনাদের জন্যই। ব'লে পরম যত্নে তার সেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অতি শ্রদ্ধায় বুকে মাথায় ঠেকিয়ে কাঁধে তুলে নিল। রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে যা আলোচনা হ'ল, তাতে বুঝলাম মিশীরজী পণ্ডিত লোক। সমস্ত দর্শনেই তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে। আমার বাগান বাড়ীর কাছে এসে মিশীরজী ব'ললো—বাবা, হুকুম করুন আমি যাই, সন্ধ্যাবেলায় আর যাব না, তাতে আপনার তপস্যার ব্যাঘাত হবে। কাল আস্‌বো—আপনার সেবা-পূজা হোয়ে গেলে বিশ্রামের সময় আস্‌বো। বড় আনন্দ পেলাম বাবা আপনাকে পেয়ে। এ-ই তো খুঁজে বেড়াই—কোথায় সৎসঙ্গ। ভগবান শুনেছেন, তাই আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

মনে মনে ভাবলাম—ভগবান ঠিকই শুনেছেন, নইলে শ্রীমদ্ভাগবত শোন্‌বার এমন সুযোগ পাব কেমন করে এমন নিরালার মাঝে। কৃপা তিনি করেছেন ঠিকই, তবে তোমায় নয়—আমাকেই। কিছু আর ব'ললাম না, আস্তে আস্তে এসে বসে পড়লাম চৌতারাটিতে। দেখি সুন্দর করে আসনখানি পাতা রয়েছে। গিরিধারী তার কাজ করে গ্যাছে। জানে বেড়িয়ে এসে কোনখানটায় বসে তৃপ্তি পাব। ব'সে ব'সে মিশীরজীর কথাই মনে হোতে লাগ্‌লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করে উঠে বসেছি। দেখি মিশীরজী হাজির। কাঁধে তার শ্রীমদ্ভাগবত, হাতে সেই বাঁশের লাঠি, মুখে সেই সদাপ্রসন্ন ভাব। আস্‌তেই ব'ললাম, আসুন মিশীরজী আপনার জন্যই বসে আছি। ঠিক সময়টিতেই আপনি এসেছেন, বিশ্রাম আমার হোয়ে গ্যাছে। বলে একখানি থলে বিছিয়ে দিলাম। মিশীরজী বসে আমার আসনের দিকে চেয়ে ব'ললো, না আমাদের বাবাজীই আপনি। চেহারা দেখে মনে হয়েছিল ঠিক আমাদের কিনা, দেখ্‌ছি—না আমাদেরই।

ব'ললাম, কেন কি দেখলেন? মিশীরজী ব'ললো—অনেক বাবাজীকে জীবনে দেখেছি, তারা যাত্রাদলের সাধু। বৈরাগ্য যে কি, তা তাদের আস্বাদন হয় নি। কেবল চেলা করে বেড়াচ্ছে। আর যে ভোগে থাকে, রাজার ভাগ্যেও তা জোটে না। তাতে আমাদের মতন সাধারণ লোক তাদের নাগাল পায় না। দেশের সঙ্গে যে সাধুর একটা নাড়ীর সম্বন্ধ, তা এদের ছিড়ে গ্যাছে, এরা কৌপীনের সম্মান নষ্ট করে ফেলেছে। এদের জমায়েৎ রাজা-মহারাজার প্রাসাদে, দেশের লোকের সাথে কোন পরিচয় নেই। আমার জীবনে দু'ই একবার এমন অভিজ্ঞতা হোয়েছিল; সময় মতন বল্‌বো। আপনি দেখ্‌ছি এটা বজায় রেখেছেন, বিচুলী-চটের আসনে ব'সে আছেন, থলে পেতে আমায় আদর করলেন, তাই অসঙ্কোচে আপনাকে পেলাম। আপনাকে ঘরের লোক বলে মনে হোল।

দু'পাঁচ মিনিট এইসব কথা। তারপর হঠাৎ চমক ভেঙ্গে ব'ললেন, কি শুনবেন বাবা? শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্‌খানটা শোনাব? আপনার কোন্ খবর শোন্‌বার ইচ্ছা? সমগ্র ভাগবতই তো আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তা আর কি হোয়ে উঠ্‌বে? আপনাকে শোনালে আমার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সার্থক হবে। ব'ললাম, সুদামা ব্রাহ্মণের চরিত্র শোনান্ মিশীরজী। মনে ভাব্‌লাম, তোমাতে-তাঁতে মিল রয়েছে কিনা, তাই তোমার মুখে সেই কৃষ্ণ প্রেমবিহ্বল ব্রাহ্মণের চরিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানাবে ভাল। শুনে খুব খুসী হোয়ে মিশীরজী বললেন—বাবা, এ বড় উপভোগের বস্তু, আমার বড় প্রিয়। ব'লে ব্রাহ্মণ গামছা পেতে অতি যত্নে তাতে শ্রীমদ্ভাগবতখানি রেখে আরম্ভ করলেন।

কোথাও কোন টীকা-টিপ্পনি নেই, শ্লোকগুলি প্রায়ই কণ্ঠস্থ। শুনতে শুনতে বুঝলাম সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। জীবনে মহামহোপাধ্যায় স্বনামধন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাথে পরিচয় হোয়েছে, তাঁদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হোয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি সব জায়গায় পাইনি। মনে হোতো ঠিক যা খুঁজছি তা যেন এঁরা পাননি, আজ মিশীরজীর মুখে শুনতে শুনতে, তাঁর সেই উৎসাহদীপ্ত প্রেমবিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শান্তি পেলাম। বুঝলাম এ গ্রন্থ মিশীরজী জীবন দিয়েই পাঠ করেছে, এ তার জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মিশে গ্যাছে, তার জীবনে আর শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যবধান বড় বেশী নেই। যে বস্তু দিয়ে একে আস্বাদন কোরতে হয়, তা এর হোয়েছে। পড়তে পড়তে কখনও বাক্রুদ্ধ হোয়ে যায়। কখনও দরবিগলিত অশ্রুধারায় পাঠে ছেদ পড়ে, তার প্রেমের স্পর্শ আমার শুষ্ক হৃদয়কেও ভরিয়ে ছাপিয়ে রাম ডাকায়। কথা বলতে বলতে তার যেন কথা ফুরোয় না, যেন কথার মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে কৃষ্ণপ্রেম।

বিহ্বল হোয়ে শুনতে শুনতে আমার কোন হুঁস নেই। ঘরে আলো কমে এসেছে, সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। মিশীরজী তাঁর অধ্যায়ের শেষ শ্লোক আবৃত্তি করে শেষ করলেন। তার সেই চোখের কোলে জলের দাগ, সেই গদ্গদ ভঙ্গিমায় কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হোয়ে কেঁদে ওঠা বহু কষ্টে সংযত করে আবার বলতে শুরু করা, দু'চার শ্লোকের পর আবার ভেঙ্গে পড়া, এখনও যেন চোখের সমানে ভাসছে। কেউ ভাগবত পাঠ করলে এখনও মিশীরজীকে মনে পড়ে। যা শুনলাম তাতে বুঝলাম, ভাগবত সম্বন্ধে যে জ্ঞান এখানে দেখলাম; তা এর আগে খুব কমই চোখে পড়েছে। এ প্রেমের তো তুলনা নেই। মিশীরজী বললেন, বহুদিন পরে আজ পাঠ ক'রে বড় সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলাম। এই গ্রন্থই আমার জীবনের সুখসম্পদ, এ পেলে বাবা আমি সব ভুলে যাই। এবার তোমায় পেয়েছি, মাঝে মাঝে এসে তোমায় শুনিয়ে নিজে কৃতার্থ হবো।

ভাবলাম, ভাগবত পাঠ তুমিই কোরেছো। যে সম্পদ আজ তোমার হৃদয়ে, তা' মহাত্মাদেরও প্রার্থনীয়। সত্যই তো তুমি কৃতার্থ হোয়েছ, কৃষ্ণগুণগানই যে তোমার সব। প্রেম যে তোমার মূলধন, প্রেমের সার্থকতায় তুমি ভরপূর, এই নিয়েই তুমি কৃতার্থ, তাই কৃষ্ণগুণগান কোর্‌তে পেলেই আসে তোমার মাঝে কৃতার্থতা, আর শুনে সবাই হয় কৃত-কৃতার্থ।

এমনি চল্‌তে লাগ্‌লো মিশীরজীর মুখে ভাগবত শোনা আর ফাঁকে ফাঁকে বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত এবং সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা। কোথায় কে কি ভাবে টেনে মানে করে গ্যাছেন, মূল শ্লোকের কি ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল, তার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ শুন্‌তে শুন্‌তে মুগ্ধ হোতাম। জ্ঞানের গভীরতা দেখে মনে বিস্ময় জাগ্‌তো। কোন শহরে বসে যদি এই পাণ্ডিত্য প্রকাশের ইনি জায়গা পেতেন, তবে মহামহোপাধ্যায়ের উপাধি দিয়ে কৃতার্থ হবে বলে লোকে ঘুরে বেড়াতো এর চারপাশে। যদি কোনদিন জিজ্ঞাসা করেছি—মিশীরজী আপনি কতদূর পড়েছেন? তবে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হোয়ে বোল্‌তেন, খুব সামান্যই পড়েছি মহারাজ। আমার ঠাকুর্দ্দা, পিতা খুব বিদ্বান ছিলেন। তাঁদের কাছে বসে সামান্যই পাঠ নিতে পেরেছি। পড়বার ইচ্ছা তো খুব ছিল মহারাজ, কিন্তু অসময়ে সংসারের বোঝা ঘাড়ে চেপেছিল, তাতে আর মনোনিবেশ করে পড়্‌তে পার্‌লাম না। মূর্খ আমি। একটু আনন্দ আপনাকে দিতে পারলাম এতেই আমি কৃতার্থ, এতেই আমার পাঠ করা সার্থক। বাবা, আমরা তো গর্দ্দভ। ভার'ই বয়ে ম'লাম। প্রকৃত বিদ্যা তো আপনারা অর্জ্জন কোর্‌লেন। আজ সব সংসারকে দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে হরি পাদ-পদ্মকেই সার কোর্‌লেন। যা পড়্‌লাম তাই তো দেখ্‌ছি বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাদের মধ্যে। প্রকৃত ভাগবত তো আপনারা। আপনারাই তো জীবন্ত ভাগবত। আপনারা এখনও পায়ে হেঁটে চলেন বলে আমরা শাস্ত্র বুঝতে পারি, বা এখনও ধর্ম্মকে আঁকড়ে থাক্‌বার শক্তি পাই। দু'চারটি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত বোল্‌তে পারি তাতে আর শিক্ষা কি হলো বাবা!

দেখলাম প্রকৃত শিক্ষার গঙ্গজেলে পণ্ডিতজীর সব অভিমানই মুছে গ্যাছে। ভয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। তাঁর মন দিয়ে তিনি আমায় দেখেছেন। আমার জীবনের মাঝে কত দৈন্য, কত ত্রুটি আমায় ব্যাথা দিচ্ছে, তাতো জানেন না। ভাবলাম, আদর্শের আলোয় অন্তর তোমার ভরে গ্যাছে, ক্ষুদ্রতা চোখে পড়্‌বে কেমন করে।

আস্তে আস্তে মিশীরজীকে বিদায় দিয়ে এসে বস্‌লাম সেই নিম গাছের তলায়। সুদামা ব্রাহ্মণের কথা যত মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো, ততই মিশীরজীর সদা-শুষ্ক, ধূলিমলিন রূপটি ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। মনে হলো—সেই কৃষ্ণ-প্রেমে কৃতার্থ উপবাসক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকেই দর্শন ক'রলাম। মনে হলো—ভারতমাতার রত্নগর্ভের কত রত্ন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে—কে তার খোঁজ রাখ্‌ছে। আমরা শহরে গিয়ে খোঁজ করি, আলোর ঝলক সেখানে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু পূজার ঘরের আরতিপ্রদীপের সন্ধান কদাচিৎ মেলে। এই পল্লীর পথে পথে, গ্রামের আঁনাচে কাঁনাচে যে রত্নের সন্ধান পেলাম, তাতে ভ'রে গেল আমার ঝুলি। নিঃস্ব হোয়ে বেরিয়েছিলাম, পথ চলতে চলতে সঞ্চয় দেখে বিস্মিত হোলাম। ভাবলাম বাকী জীবনের দিনগুলি এদের কথা স্মরণ করিয়ে মনুষ্যত্বের পথে ঠিক নিয়ে যাবে। হাজার আঁধার এলেও, হাজার ভোগের ধূলিমলিন ঝড়ো হাওয়াতেও এ প্রদীপ নিভ্‌বে না।

ক্রমশঃ আমরা পরস্প্যরের কাছে পরিচিত হোয়ে উঠলাম। মনে হতো যেন কত আত্মীয়! উদার আকাশতলে বসে কত সন্ধ্যা আমাদের কেটেছে ভগবৎ গুণগাথা বল্‌তে বল্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত পাহাড়ের চূড়ায় বসে ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তন কোর্তে কোর্তে সময়ের হিসাব ভুলে রাত কেটে যাবার উপক্রম হোয়েছে, চমক ভেঙ্গেছে গিরিধারীর ডাকে। আজ মিশীরজী নেই, তাঁর অমর আত্মা অমৃতের মাঝে চির বিশ্রান্তি লাভ করেছে, কিন্তু আমার জীবনে যে অমৃত তিনি ছড়িয়ে দিয়ে গ্যাছেন, তার আস্বাদনে আমার জীবনও কৃতার্থতায় ভরে আছে।

এই রকম সৎসঙ্গ প্রায়ই লেগে থাকতো। মিশীরজীর ঘরে যদি সামান্য সংস্থানও থাক্তো, তবে আর মিশীরজী কোথায়ও বেরুতো না ; সেই ভরা দুপুরে লাঠিটি ঠুক্ঠুক্ কোর্তে, কোর্তে, ভাগবত কাঁধে এসে উপস্থিত হোত ঠিক্ সময়টিতে। রহস্য ক'রে বোল্তাম মিশীরজী, সব যে গেল তোমার। ঘরবাড়ী তো আর থাকে না। যোড় হাত করে—বোল্তো সেই আশীর্ব্বাদই করুন বাবা। যেন তাই হয়, প্রাণ চায় না এসব কিছু, জোর করে মনকে ধরে রেখেছি, আর একটু টান দিন না—সব ছেড়ে যাক্ আমিও আপনার পিছু লই।

দেখলাম, এ জিনিষ নিয়ে রহস্য কর্বার নয়। এ আগুনে—এ বৈরাগ্যে একটু বাতাস দিলে সব পুড়ে যাবে। এ তো বেরিয়েই আছে, এই তো সন্ন্যাস ; এ আদর্শ এখানেই থাক্, আবার কেউ এলে এঁকে আস্বাদন করে ধন্য হবে। বললাম, তোমার ঘর কোথায় মিশীরজী ? এতো কৃষ্ণ মন্দির, এতো আমাদের ঘর। ভারী খুসী, চোখ ভরে উঠেছে জলে। বল্ছে, তাই বলুন বাবা আমি যে তাঁর দাস; মন্দির তো আপনাদের। এই লোভেই তো ছাড়তে পারি না, যা পাই তাতে যে তাঁর সেবাপূজা চলে।

সেদিন আর পাঠের অবসর পাওয়া গেল না, কথা কইতে কইতে কথা এমন জমে উঠ্লো যে আমরা সব ভুলে গেলাম। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়—দেখি ব্রাহ্মণকে অতি ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্লো, কিছু না বলে ঘরে গিয়ে হাতড়ে দেখি কিছুই নেই। থাকেও না, খানিকটা গুড় পড়ে ছিল তাই নিয়ে লোটায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে একলোটা জল এনে বললাম, মিশীরজী একটু জল খান। কোন কথা না বলে গুড়টুকু নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে, সেই একলোটা জল খেয়ে ফেললো। বুঝলাম আজ আর পেটে কিছু পড়েনি ব্রাহ্মণের। মনে মনে ব'ললাম—ঠাকুর, এমন কিছু নেই যে, আজ ব্রাহ্মণকে দি। গিরিধারী থাক্‌লে না হয় বোল্‌তাম। সব খবর সেই জানে। আমায় যা দিত পাক করে—তাই খেতাম, তাতেই আমার পর্য্যাপ্ত হোতো। বহুলোক আমার কাছে আস্‌তো, —বড় বড় লোকও কম নয়। দেবার জন্য আগ্রহও কোর্‌তো, তাদের কাছ থেকে কখনও কিছু নিতাম না, ইচ্ছাও হোতো না। এরা যা দিতো তাই আমার কাছে অমৃত বলে মনে হোতো। আজ মনে বড় নিরুপায়ের বেদনা পেলাম। মিশীরজীকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, মিশীরজী, আজ আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীরটা কি কিছু খারাপ আছে? তাতে মিশীরজী একটু হেসে বললেন, আমাদের কথা ছেড়ে দিন মহারাজ, ও শুন্‌তে গেলে আপনার ভজনের ব্যাঘাত হবে। বলে—কথাটাকে ঘুরাবার মতলব করে অন্য প্রসঙ্গ তোল্‌বার চেষ্টা কোর্‌লেন। আমি একটু অনুযোগের স্বরেই বললাম,—মিশীরজী. আমি তো ভিক্ষুক, সত্যই—আপনাদের কথা শোন্‌বার, আপনাদের ভালমন্দের খবর রাখবার আমার সাধ্য কোথায়? আর আমায় বোল্‌বেনই বা কেন? বলাতো শুধু শুধু ব্যথা দেবার জন্য। তবু ইচ্ছা হয় জানতে।

দেখ্‌লেন আমি ব্যথা পেয়েছি। অত্যন্ত কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে বললেন—ও কথা বোল্‌বেন না মহারাজ, আপনাদের সামান্য ইচ্ছায় জীবের সব দুঃখ দূর হোয়ে যায়। আপনাদের কৃপা হোলে জীবের ভবরোগের শান্তি হয়, এতো সামান্যকথা। তবু এসব কথা আপনার মত সর্ব্বত্যাগী মহাত্মার কাছে বল্‌তে সরম লাগে। প্রারব্ধকৃত যা ভোগ, যা এ দেহকে স্বীকার কোরে আসছে, তাকে ঈশ্বরকৃপা বলে নিতে পার্‌লেই শান্তি। আমরা সামান্য গৃহস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক বাবা, সংসারের মাঝে পড়ে দিনরাত সংসারচিন্তাই কোরেছি। সামান্যক্ষণ আপনার অমৃতসঙ্গে এসে জুড়িয়ে যাই। এসব জঞ্জাল এনে, আপনার তপস্যার ব্যাঘাত কোর্‌তে মন চায় না, সব ছেড়ে তো আপনি আমাদের জন্যই বেরিয়েছেন বাবা। আপনার তপস্যার কল্যাণেই তো আমাদের সকলের কল্যাণ। তাই এ আগুন বাঁচিয়ে রাখা আমাদের উচিত। তাই সাবধানে এসে সঙ্গ করে যাই। তবে আপনি আজ যখন জানতে চাইছেন, বলি।

সরযূবাবু আজ দশ বার দিন মাহালে গ্যাছেন, তিনি থাক্‌লে খোঁজ রাখেন, আমাদের এক রকম চলে যায়, কিন্তু যখন না থাকেন তখন কখনও কখনও একটু কষ্টে কাটে। এও তাঁর পরীক্ষা বাবা। অযাচিত বৃত্তিতেই আমার জীবন কাট্‌লো। তাই—উপবাস আমাদের সয়ে গ্যাছে। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ও বুড়া মা, নারায়ণ—এদের উপবাসে রাখ্‌তে প্রাণে লাগে। বাবা, আর কিছু আমায় আপনার কৃপায় বিচলিত কোর্‌তে পারে না। কিন্তু এদের কষ্ট, এদের উপবাস দেখ্‌লে বিচলিত হোয়ে পড়ি। সংসার মায়া বড় কঠিন, এ সম্বন্ধ ভোলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, বললেই হয়। মনকে বোঝাই—ভগবান যা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাই মঙ্গলের; কিন্তু প্রাণ মানে না। রক্ষা তিনিই করেন, অদ্ভুত সব ব্যাপার নিত্যই প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সব সময় নিজেকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না বাবা। আজ তিন দিন থেকে ঘরে কিছু নেই। প্রথম দিন কিছু ছাতু পাওয়া গিয়েছিলো, তাতেই ভগবানের সেবা হোয়েছে। ছেলেমেয়ে, মাকে দিয়ে বিশেষ কিছু আর ছিল না। আমরা স্ত্রী-স্বামী একমুঠি-একমুঠি খাই। কাল কিন্তু গমের আটা মিলেছিল তিনপোয়া আন্দাজ হবে। ছেলেদের বড় ভুখ লেগেছিল, মা-ও খুব অবসন্ন ছিলেন, তাঁরা তাই খেয়ে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছেন। আমরা দু'টুক্‌রা রুটি দু'জনে খেয়ে কাটিয়েছি। রাত্রে কিছু ভুজা মিলেছিল তাই সকলে একমুঠি খেয়েছিল। আজ সকাল থেকে আসবার আগে পর্য্যন্ত কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলোনা দেখে, ভাবলাম বসে আর কি করবো, যাই বাবার কাছে; একটু সৎসঙ্গ তো হবে, তাই চলে এসেছি।

বাবা, বোল্‌তে বোল্‌তে দেখি ব্রাহ্মণের চোখ ছাপিয়ে বেদনার অশ্রু ঝরে পড়্‌ছে। আমিও আর থাক্‌তে পারলাম না, দু'চোখ বেয়ে জল ঝর্‌তে লাগ্‌লো আমারও। কোন কথা কইতে পারলাম না। ভাবলাম পাঁড়েজীকে না হয় একবার বলগে। শুন্‌লে এখুনি যা-হয় ব্যবস্থা কোর্‌বে। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে যোড় হাতে বলল, বাবা কাকেও আমার জন্য বোলবেন না। আপনি সাধু, আপনিই ভগবান, আপনার—হৃদয়ে যখন লেগেছে তখন আমার দুঃখ থাক্‌বে না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ব্রাহ্মণ শরীর নিয়ে এই ব্রত পালন কোরে যেতে পারি। বাবা, এতে দুঃখ আছে ঠিক, কিন্তু এতে যে সুখ আছে তারও সীমা নেই। প্রতিদিনই দেখি তাঁর করুণা। এতগুলি লোককে কি ভাবে রক্ষা ক'রছেন। এই ভাবে থেকে যে তাঁকে চিন্‌তে পারছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ধর্ম্মে মতি থাকে। বাপ-দাদার ধর্ম্ম যেন পালন কোর্‌তে পারি।

শুন্‌তে শুন্‌তে বিহ্বল হোয়ে পড়্‌লাম, মুখে তাকে কিছুই বোলতে পার্‌লাম না। ভাবলাম, যে-লোকটা জীবনের তিনভাগ কাটিয়ে এলো তাঁর দিকে তাকিয়ে এত বড় একটা সংসার নিয়ে, তাকে আমি আর কি উপদেশ দেব? উপদেশ তো পেলাম, কেমন করে নির্ভর কোর্‌তে হয়—তিনদিন অনশনে থেকেও কেমন করে দেহবোধ শূন্য হোয়ে তাঁর কথা কইতে হয়। চোখের সামনে দেখলাম তপস্যার পরিপূর্ণ প্রতীক। ভাবলাম—দেশ, আজ এদের থেকে চোখ ফিরিয়ে আত্মহত্যার পথে পা বাড়ালো, যা হারালো তা আবার অনেক চোখের জলে, অনেক অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তের মাঝে ফিরে পেতে হবে। আমাদের সভ্যতার মেরুদণ্ড কোন্‌খানে, তা যেদিন এরা বুঝবে, সেদিন আবার এরা জগদ্বরেণ্য হোয়ে জগৎ সভায় পরিচয় দেবে।

মিশীরজী কুণ্ঠিত হোয়ে বললেন, বাবা, শরীর বৃদ্ধ হোয়ে পড়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই কাতর হোয়ে পড়ে ; নইলে বয়স যখন ছিল তখন তিন-চারদিন উপবাসেও কোন কষ্ট হোতো না ; হামেশাই তো এমন হোতো। ব্রত-নিয়মের জন্য আমাদের ঘরে দু-তিন দিন উপবাস তো সাধারণ ধারাই ছিল। বাবা, ইচ্ছা হয় না এই সব কথা আপনার কাছে হয়। এর জন্য ক্ষমা করুন। বলে ব্রাহ্মণ লজ্জা কুণ্ঠার সঙ্গে হাত যোড় করে মিনতি জানালো।

সেদিন আর ব্রাহ্মণকে—ছাড়্তে পারলাম না, তার বাড়ীতে যাবার একটা লোভ হোল, মনে হোল যেখানে এমন মূর্ত্তিমন্ত তপস্যা, সে তীর্থকে একবার দর্শন করে নি, নইলে অনেক তীর্থদর্শন নিস্ফল হোয়ে যাবে। এই ভেবে বললাম, আপনার বাড়ী আমি যাব, নিয়ে যাবেন ? যেন কৃতার্থ হোয়ে গ্যাছেন, এই ভাবে প্রায় উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে বললেন—বাবা, এ সৌভাগ্য কি আমার হবে ?—কতদিন এই কথা বোলতে গিয়ে আট্‌কে গ্যাছে। মনে হোয়েছে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে কি দিয়ে পূজা করবো ? বাবা, বড় গরীব আমি, তোমার পূজা ক'রবার মত কিছুই নেই আমার, কেবল হৃদয়ের প্রেম ছাড়া। বলে ব্রাহ্মণ বিহ্বল হোয়ে পড়্লেন। কিছু না বলে একরকম তাঁকে ঠেলে নিয়ে চললাম।

প্রায় আধ মাইলটাক গিয়ে একটা উচু টিলার মত জায়গায় তাঁর ঘর। অনেকগুলি গাছ তাঁর আশ্রমের শোভা বাড়াচ্ছে। মহুয়া, নিম, বাদাম ও একটি শালগাছ ঘেরা ছায়াশীতল জায়গাটি। পাশেই একটা ডোবা, তাতে অনেক শালুক ফুটে আছে। বাড়ীতে একটা মেটে কুয়া। বাইরের দিকে লম্বা একখানি ঘর, সামনে বেশ বড় বারান্দা, বাড়ীর সামনে ধূ্ ধূ্ কর্ছে ধানক্ষেত। মিশ্রীরজী আমায় দাওয়ায় দাঁড় :করিয়ে চলে গেলেন দরজা খোলবার জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগ্‌লাম। বেশ লাগ্‌লো আমার কাছে এই ব্রাহ্মণের বাড়ীটি। একেবারে একান্ত—নিরালা, চারদিকের পরিবেশটা তপস্যার উপোযেগী। দেখ্‌লেই মনে হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সাধুসন্তের আখড়া। ও পাশে একখানি ঘর, দুটি গরুও তিনচারটি বাছুর রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহুয়া গাছতলায় মাটি ও পাথর দিয়ে সুন্দর বেদী করা তাতে পিটুলির আলপনা।

আধ পো'টাক দূরে পল্লীর বসতি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি ভিতর থেকে মিশীরজী দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সাথে তাঁর স্ত্রী-ছেলে-মেয়েরা আমায় দেখ্‌বার জন্য আগ্রহ ভরা ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ছেলে লোটায় করে পা ধোবার জল এনে একটা পিড়ি পেতে পা ধুইয়ে দিল। তারপর স্ত্রী একখানি আসন পেতে বললেন, বসুন বাবা! আপনার কথা প্রায়ই শুনি এঁর মুখে, আজ দেখবার ভাগ্য হোল। দেখলাম, অতি মার্জ্জিত সংযত কথাবর্ত্তা। উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী। বস্‌লে সকলে প্রণাম কর্‌লো। মিশীরজীর সে কি উল্লাস! বললেন—বাবা, আজ আপনার প্রাণে ব্যথা লেগেছে, তাই ভগবান বহু জিনিষ পাঠিয়েছেন। বাবা, আজ এখানে কিছু ভিক্ষা নিয়ে আমাদের কৃতার্থ কোর্‌তে হবে। ভাবলাম, জীবনে এ ভিক্ষা কোথায় পাব? কৃতার্থতো আমিই হব। বললাম, আজ এখানে ভিক্ষা করবার জন্যই তো এলাম মিশীরজী। এ ঘর তো আপনার নয়, এযে আমাদের ঘর, তাই না এলাম জোর করে। শুনে ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর কি উল্লাস! স্ত্রীর এবং ছেলেমেয়ের মুখে দেখ্‌লাম আমার জন্য দরদ। স্ত্রী বললেন, বাবা এই বয়সে এই ভাবে ঘর ছেড়ে কেন বেরুলে? মা নেই বুঝি? এই সুকুমার দেহ, রাস্তায় কত কষ্ট হয়। থাক না বাবা আমাদের কাছে। বললাম, তোমাদের কাছেই থাকৃবো বলেই যে ঘর ছাড়লাম মা। সব ঘরেই যে তোমরা বসে আছ, তাইতো মা আমাদের দুঃখ নেই। এত মা পেয়ে সে মাকে ভুলে গেছি। তোমাদের সবার চোখে, সবার মুখে সেই "মা" যে উঁকি মারে। সব ঘরে ঘরে যে আমার ফেলে আসা ভাইবোনেদের দেখ্‌তে পাই, তাই তো পথকে আজ আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোরে নিতে কোন বেগ পেতে হয়নি মা। কথা শুনে বড় খুসী ; ম্লান হেসে বললেন, এরকম না হোলে কি আর ঘর ছাড়া যায় বাবা ? তোমাদের জাতই যে অলাদা। দেখলাম অতি মজ্জিত রুচি সম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা। আমায় প্রণাম করে তাঁরা চলে গেলেন। মিশীরজী পাশে বসে প'ড়লেন। কি তাঁর উৎসাহ—ঠিক বালকের মত !

বললেন, থাকুন না বাবা আমদের কাছে। মধুর মারও ইচ্ছা, ছেলেমেয়েদেরও ইচ্ছা, ওরা একটু সেবা কোর্‌বে। বললাম, —মিশীরজী, তোমাদের কাছেই তো আছি, তোমরাই তো দেখ্‌ছো ; নাহ'লে এই দেহটা কি এতদিন দাঁড়িয়ে থাকৃতো ? একটু থেমে বললেন—তা ঠিক, তুমি যে সকলের বাবা, সম্বন্ধ ভুলেই তো তুমি সকলের মা-বাবা। গৃহস্থ আমরা অমন ভুল করে ফেলি, সে ভুল তো তোমাদের দেখে ধর্‌তে পারি। মাঝখানে হঠাৎ ব'লে উঠলেন, আমার মা বড় বুড়ো হয়েছেন ; আজ ক'দিন শরীরটা খারাপ, উঠতে পারছেন না, একবার তাঁকে দর্শন দিতে হবে বাবা। বললাল, চলুন না মিশীরজী, মাকে দেখাবেন। দেখ্‌বো এমন ছেলে যাঁর, তিনি কেমন। এইসব দেখ্‌বার জন্যই তো ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

মিশারজী আমায় হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বাড়িটি মাটী-পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তিন দিকেই ঘর, মাঝে উঠান। দাওয়াগুলি বেশ উঁচু, ঘরে জানালা আছে, তা দিয়ে যা আলো আসে তাতে কাজ চলে যায়। মোটামুটি সাধারণ বাড়ীর চেয়ে ভালই। সরযূবাবুর রুচির পরিচয় পেলাম, এবং ব্রাহ্মণকে যে বসিয়েছেন তা'র মাঝে আত্মীয়তার ছাপ দেখ্‌তে পেলাম। যে ঘরে বসেছিলাম সেটি বাইরের ঘর, কোন লোক এলে তাকে এই ঘরেই থাকৃতে দেওয়া হয়। ভিতরে দরজা খুললে অন্দরে যাওয়া যায়। এক কথায় এটি বৈঠকখানা। সদর অন্দরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারন্দা খুব চপড়া, তাতে শোওয়া-বসার কাজ বেশ চলে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ওদিককার লোকে ঘরের চেয়ে এই বারান্দাই ব্যবহার করে বেশী।

বারান্দা দিয়েই আর একটি ঘরে মিশীরজী নিয়ে এলেন। ঘরখানি ছোট, কিন্তু সুন্দর। হাওয়া-বাতাস এঘরে বেশী, জানালাও বেশ বড়। সুন্দর করে ঘরখানি ঝাড়া মোছা; বিছানাটি অতি সাধারণ, কিন্তু পরিপাটি করে পাতা। একখানি চৌকির উপরে এক বৃদ্ধা বসে, একটি বালিসে ঠেস দিয়ে বৃদ্ধা বসে আছেন। মিশীরজী আগে থাক্‌তেই একখানি জলচৌকিতে আসন পেতে রেখে গ্যাছেন দেখ্‌লাম, আমায় বললেন বসুন বাবা। বৃদ্ধাকে বললেন—মা, বাবা এসেছেন।

বৃদ্ধা দেখলাম জপ কোরছিলেন, আমায় দেখে আনন্দে যেন ফেটে পড়্‌লেন। বোললেন, বাবা আমার রামের জন্য তোমার দর্শন পেলাম। তোমার কথা কত ব'লে। খুব বয়স হোয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পাই না। বললেন, আমার কাছে এস বাবা। জলচৌকি সরিয়ে নিয়ে চৌকির কাছে বসলাম। আমায় দেখে বুড়ী তো অবাক্। বললে, মা ছাড়্‌লো কেমন করে? এ বয়সে এ বেশ কেন বাবা? তুমি কিছু মনে করো না, আমরা মা কি না, তাই থাক্‌তে পারি না।

আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে কি আদর। বুড়ির চোখে দেখি স্নেহাশ্রু। আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এখানে আমাদের কাছে থাক না বাবা দিন কতক, বড় কাহিল হোয়ে পড়েছ, একটু সেরে নিয়ে তার পর যেও। রামও তোমার মতন বাবা, কেবল বলে ঘর ভালো লাগে না, চলে যাব, চলে যাব। ওর বাবাও এমন ছিল; কত ক'রে তবে ঘর বাঁধিয়েছি—বৃদ্ধা ভগবানের উদ্দেশ্যে নতি জানালেন। মিশীরজী দেখি মায়ের কোল ঘেঁসে বসেছেন—যেনবালকটি! ছেলে-মেয়ে-বউ—সকলেই দেখলাম বুড়ীকে সম্মান করে।

বুড়ীর চেহারাখানি এখনও মনে পড়ে। সেই বৃদ্ধ বয়সেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি জ্যোতির্ম্ময় সৌম্যমূর্ত্তি, কি দরদী হৃদয়। আমার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে সে কি আদর, এখনও তাঁর সেই স্নেহটুকু আমার জীবনে অমৃতের আস্বাদন দেয়। তারপর অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক প্রীতি আদরের মাঝে মিশীরজীর আতিথ্য শেষ করে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম।

মিশীরজীর ঠাকুরঘরটি দেখ্‌বার মতন। কি সুন্দর ক'রে সাজান সেই ঠাকুরঘরটি। সিংহাসনের মাঝে শিলাগুলিকে যে ভাবে সাজিয়ে রাখা হোয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখবার মত। কতটা দরদ যে সেবার মাঝে, তা এখানে এসে দাঁড়ালেই বোঝা যায়। ফুলের বিছানায় শুয়ে আছেন গিরিধারী, রামলালা, বানলিঙ্গ—আরো ক'টি নারয়ণশিলা। মালা গেঁথে গেঁথে প্রত্যেক শিলাকে বেড় দেওয়া হোয়েছে। সিংহাসনটিও মালায় সাজান হোয়েছে। ঘরে সীতারামের, নারায়ণের, শিবের পটগুলি পুষ্পচন্দনে অপূর্ব্ব ভাবে সাজন হোয়েছে। সে ঘরের শুদ্ধতা যাওয়ামাত্রই মনকে স্পর্শ করে। একদিকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, ভগবৎ গীতা ও রমায়ণ—চন্দন-তুলসীতে চর্চ্চিত। দিব্য গন্ধে ঘরটি সুবাসিত। দাঁড়িয়ে মনে হোল এই ব্রাহ্মণের, এই পরিবারটির পরিচয়।

এদের যা কিছু সব এঁরই জন্য। বংশ পরম্পরাক্রমে এঁকে নিবেদন কোর্‌তে কোর্‌তে আজ সমগ্র পরিবারটিই নিবেদিত প্রসাদে পরিণত হোয়ে গ্যাছে। আজ ভগবৎ প্রসাদের মতই এরা জাতির কল্যাণের, জাতির মঙ্গলের প্রতীক। এরাই ছিল প্রতি পল্লীতে, প্রতি জনপদে—তাই মানুষ ধর্ম্ম কি শিখেছিলো। শাস্ত্র তাকে বিশেষ পড়্‌তে হয়নি, এদের জীবনের মাঝখান দিয়েই তাদের ধর্ম্মশিক্ষা সার্থক হোয়ে উঠেছিলো। এরাই ছিল ভারতের সভ্যতার মূলকেন্দ্র। ত্যাগের মহান্ পবিত্র হোমশিখা এরাই জ্বালিয়ে রেখেছিল জাতির জন্য। এরাই জাতির জন্য—বিশ্বের জন্য সব ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অরণ্যে বসে সবার মঙ্গলের জন্য অমৃত আহরণ করেছিল। এরাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বোধন করেছিল সমগ্র মানব সমাজকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব'লে। দেখলাম—মনপ্রাণ ভ'রে দেখলাম! আমার যাত্রাপথ এই রকম তীর্থদর্শনের অমৃত স্পর্শে ভ'রে গেল। চল্‌তে চল্‌তে এই রকম জীবন্ত তীর্থ আরো দর্শন আমার হোয়েছে, যা আজও সামনে ভাবে মনের পরশ কোঠায় উজ্জ্বল হোয়ে রয়েছে, এতটুকুও ম্লান হয়নি।

মিশীরজীর এই উপবাস দেখে মনে করলাম, এদের জন্য প্রয়োজন হোলে এবার থেকে ভিক্ষা কোর্‌বো, তাতে ক্ষতি হয় হবে। প্রয়োজন হোলে এদের বাঁচবার জন্য ভিক্ষা কর্‌বো, চোখের সাম্‌নে যদি এরা মরেই যায়, তবে আর তপস্যা কর্‌বো কার জন্য। বহুলোক আসে, সমর্থও বহু আসে, তারা দিতে চায় অনেকে, বলে—বাবা তোমার প্রয়োজন নেই ঠিক, কিন্তু বহুলোককে তো দিতে পার্‌বে, আমরা দান, কোর্‌তে জানিনা, তোমার হাত দিয়ে আমরাই দান করে কৃতার্থ হব। ওদিককার বহু সম্পন্ন গৃহস্থ—জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার আস্‌তেন। তাঁদের মাঝে বহু মহাশয় হৃদয়বান লোকও দেখেছি যারা এইভাবে আমায় বহু অনুরোধ করেছেন। এবার মনে হোল— যখন যেখানে থাকৃবো, সেখানে এদের দেওয়া জিনিষ নিয়ে এইসব মহাপ্রাণদের দোব। নিজে মাধুকরী করেই খাব, কিন্তু এদের জন্য নোব। এই ভেবে মনে করলাম সরযূবাবুর কথা তো লোক বলে— সদাশয় মহাপ্রাণ লোক, একবার তাঁকে এই প্রস্তাব করে দেখ্‌বো। যখন দরকার হবে তখন কিছু কিছু এদের যেন দিতে পারি।

এই সঙ্কল্প করে পরদিন পূজা সেরে রামজীর মন্দিরে গিয়ে পাঁড়েজীকে বললাম, একবার সরযূবাবুর সাথে দেখা কর্‌বো। এখন কি তাঁর সাথে দেখা হবে? শুনে পাঁড়েজী বলল, ওঁর দরজা সব সময়েই তো সাধু-ব্রাহ্মণের জন্য খোলা বাবা। যান্ না। বলে আমায় দরজা দেখিয়ে দিল। আমি ইতস্ততঃ কর্‌ছি দেখে, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে বললো, আসুন বাবা, আপনি এখনও বালক! কতলোক আসে সরযূবাবুর কাছে, কত সাধু এসে এখানে আস্তানা গেড়ে কত মৌজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, কিন্তু আপনি এ দিক মাড়ান না, তাতে কত দুঃখ এদের। এরা মহাপ্রাণ। এই ব'লে আমায় নিয়ে চললো। তিনটে দেউড়ি পেরিয়ে একটা মস্ত দাওয়া, উঁচু পাথরের হলঘর, যেমন আমাদের দেশের পল্লী-গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ হয়। খাবড়ার ছাউনী; দেওয়াল মেঝে চমৎকার। বাংলো প্যাটার্ণের ঘর। চারদিকে খুব উঁচু চওড়া বারান্দা, ১২।১৪টি দোর। ঘরে ফরাস পাতা, একপাশের মাঝখানে একটু উঁচু চৌকীর মতন একখানি রয়েছে, তাতেও পরিষ্কার জাজীম পাতা, পিছনে তাকিয়া, সেই রকম উঁচু চৌকী দু'পাশে। দু'খানা চওড়া জলচৌকী দু'পাশে; তাতে কম্বলের আসন পাতা।

পাঁড়েজী বললে, এই দরবার ঘরেই সরযূবাবু এ সময় থাকেন, যে-কোন লোক এ সময়ে তাঁর সাথে এসে দেখা কর্‌তে পারে। বেলা এগারোটা-সাড়েএগারোটা পর্য্যন্ত এখানে থাকেন, তারপর আর দেখা কর্‌তে পারেনা সকলে; আপনাদের জন্য কিন্তু দরজা সবসময় খোলা। এমন কি বিশ্রামের সময়েতেও সাধু এলে সরযূবাবু উঠে আস্‌বেন।

চারদিকে সুন্দর কেয়ারী করা বাগান, মাঝে একটি বারান্দা।

আমায় নিয়ে উঠে ঘরে ঢুক্‌তেই দেখি সকলেই দাঁড়িয়ে উঠেছে। দেখি সরযূবাবু আর কেউ নয়—সেদিন যে লোকটি আমার কমণ্ডলু বয়ে সাথে গিয়েছিলো, সেই লোক। উঠে এসে পরম আদরে আমার কমণ্ডলু হাত থেকে নিয়ে পাশে সেই কম্বলের আসনে বসিয়ে বললো—বাবা, আজ আমার কি ভাগ্য যে আপনি নিজে এসেছেন এ দাসের ঘরে! এ রামজীর কৃপা। বলে পরম ভক্তিতে পা ছুঁইয়ে প্রণাম কর্‌লো। বললাম, বসুন সরযূবাবু। হেঁসে বললো, আমাকে বসুন বল্‌বেন না বাবা, বস বোল্‌বেন; আমি তো দাস। একটু অপ্রস্তুত হোয়ে গিয়ে বললাম,—বাবা, তোমায় সেদিন চিন্‌তে পারি নি। বললো, দাসকে আবার কি চিন্‌বেন বাবা, দাস তো দাসই। বাবা, আমরা রঘুবংশী, আমরা চিরকাল সাধু-ব্রাহ্মণের দাস। বলে আমায় বসিয়ে তাঁর আসনে বস্‌লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সরযূবাবু। বুঝেছে বাবা যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই কিছু প্রয়োজন আছে। পাছে এত লোকের সামনে বোল্‌তে কোন সঙ্কোচ আমার হয়, এই ভেবে সকলকে বললে, আজ আর অন্য কোন কথা হবে না, বাবা এসেছেন বাবার সাথে একটু সৎসঙ্গ করি নিরালায়, আপনারা আজ আমায় ছুটি দিন। বলে যোড় হাত করে সকলকে মিনতি জানালেন। সকলে সম্ভ্রমে আমাকে ও সরযূবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

সবাই চলে গেলে সরযূবাবু বললেন,—বাবা, এইবার আমার এখানে এসে থাকুন, আমার বড় সাধ কিছুদিন আপনার সেবা করি। আজ কি হুকুম হয় বলুন বাবা। মন সঙ্কোচে ভ'রে গেল। কি করে আরম্ভ কর্‌বো ভাব্‌ছি। ভাবলাম, বাবা তোমার রাজত্বে বড় সুখেই আছি; তপস্যার এমন জায়গা কোথায় পাব? তোমারই তো খাচ্ছি। এখানকার সবই তো তোমার, তাই সকলের সেবায় তো তোমার সেবাই হয়। তুমি যে কেমন, তা তো এদের মাঝখান দিয়েই বুঝতে পারছি।

এই ভেবে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ভাবলাম, যাদের জন্য এসেছি তাদের জন্য ভিক্ষা আমার কর্‌তেই হবে, এই ভিক্ষাপাত্র যে আমার হাতে কেন তুলে দিয়েছেন মহাত্মারা, তা যেন বুঝলাম। সকলের ক্ষুধা দূর করবার জন্য আমার এই ভিক্ষাপাত্র। যে মায়ের কোলে আমি জন্মেছি, সেই মায়ের সেবার জন্য এই ভিক্ষাপাত্র। যে সন্তানের আছে, তার কাছ থেকে ভিক্ষা করে, যে সন্তানের নেই তাকে বেটে দোব—এই আমার কৃতার্থতা। এই ভিক্ষাপাত্রে তাই কেবল আধ্যাত্মিক সম্পদ থাক্‌বে না—থাক্‌বে দৈনিক জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় সবকিছু। এই সেবা শেখ্‌বার জন্য আমার এই পরিব্রাজক জীবন। আসমুদ্র হিমাচল আমায় ডাক্‌ছে—আমি সকলের। সকলের দুঃখ দূর কর্‌বার তপস্যা দিয়ে সকলের মলিনতা মুছাবার, সকলের মাঝে মনুষ্যত্বের ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবৎ দর্শন আমায় কোর্‌তেই হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্রগণ্ডি ছেড়ে, আমায় বৃহত্বের মাঝে মিলতেই হবে। সকলের কাছে কল্যাণকে, অমৃতকে আমায় পৌঁছে দিতেই হবে। এই আমার সাধনা। দেখতে পেলাম আমার এই জীবনের সাধনা এবং তার চিরন্তন পথ।

একটু সামলে নিয়ে বললাম,—সরযূবাবু, আজ আমি এসেছি তোমার কাছে ভিক্ষার জন্য। শুনে চমকিত হোয়ে বৃদ্ধ বললেন, বাবা আমার কাছে ভিক্ষা কি? সবই তো রামজীর, তাঁর তো আপনার। আমি তো নোকর, হুকুম করুন বাবা কি করতে হবে। আমার সাধ্যে কুলালে তা নিশ্চয়ই করবো। আপনারা আসেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। বললাম—বাবা, আমার নিজের জন্য কিছু প্রয়োজন উপস্থিত নেই, আমার আধখানা কাপড় আর একপো' চাল-ছাতু-আটা-ছোলা যা-হোক হোলই চলে যায়; কিন্তু এ ভিক্ষা আমার সকলের জন্য। যারা আসে শুষ্ক মুখে ক্ষুধার বেদনা নিয়ে, রোগজীর্ণ অবস্থায় যারা আমার দিকে তাকায় প্রতিকারের আশায়, যাদের পরণে শতছিন্ন কাপড়, লজ্জায় যারা নুয়ে পড়ে—এমন নারায়ণের জন্যই আজ ভিক্ষায় এসেছি। আমায় এখন কিছুই দিতে হবে না, তুমি ব্যবস্থা কোরে রাখো, প্রয়োজন হোলে যেন পাই। এখানে যে ক'দিন থাকবো কেউ ভুখা এলে যেন অন্ন দিতে পারি, বস্ত্রহীন এলে যেন বস্ত্র দিতে পারি, রোগে কাতর হোয়ে এলে যেন তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে দিতে পারি—এই-ই আমার ভিক্ষা, তুমি এটুকু কোরে দিলে কিছুদিন পরমানন্দে এখানে থাকি। আমার যখনই প্রয়োজন হবে তোমায় বোলবো, তুমি ব্যবস্থা কোরে দেবে। এখন ওখানে আছি, থাকি; কোন অসুবিধা নেই।

আমার কথা শুনতে শুনতে সেই বৃদ্ধ ছত্রী টান হোয়ে বসলো। চোখ ভ'রে এল জলে। গদ্ গদ্ হোয়ে বললো, এই-ই তো আপনার কথা বাবা, রামজীর দেওয়ান তো আপনি—এতবড় হৃদয় না হোলে কি তাঁর দুনিয়ার মহাল দেখবার জন্য আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরছাড়া কোরেছেন! সব ব্যবস্থা কোরে দোব বাবা, এখানে নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকুন, দাস সেবা কোরবে,—ব'লে আমার পায়ে প্রণাম কোর্‌লো। পায়ের উপরে তার চোখের জলও ঝরে পড়্‌লো। সরযূবাবুকে নূতন ক'রে পেলাম। এযেন আমার পথ-চলার সাথী, দরদী হৃদয় নিয়ে আমার পূজার উপাচার সাজিয়ে দিচ্ছে।

উঠ্‌লাম। বললাম—সরযুবাবু, সূর্য্যবংশী তুমি, এ তোমার উপযুক্তই হোল। তোমাদের মতন লোকের হাতে ধনসম্পদ থাক্‌লে দেশের চেহারা বদলে যেতো। সরযুবাবু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হোয়ে ব'লল—বাবা, আমি তো কিছুই ক'রতে পারি না। আমার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবারা সকলেই দীনদুঃখীর জীবন কাটিয়ে গ্যাছেন। যাকিছু সব সাধু, দুঃখী আর আর্ত্তের সেবায় ব্যয় হোত। শুনেছি আমার ঠাকুমাকে আমার ঠাকুদ্দা কখনও গহনা পোর্‌তে দেননি। বোল্‌তেন—আমার সব প্রজাদের যখন দুঃখ দূর কোর্‌তে পারবো তখন গহনা দোব; আমার সংসার কত বড় দেখ্‌ছো তো, তাদের সকলের জন্য রামজী আমায় গদী দিয়েছেন, যদি তাদের দুঃখ না দেখি তবে রামজী গদী থেকে নামিয়ে দেবে। বাবা, আমার ঠাকুদ্দা একজন মহাপুরুষ ছিলেন। সকলের খাওয়া হোলে তিনি খেতেন, বড়ো ভক্তলোক ছিলেন! মন্দিরে অতিথি না এলে আফশোসের সীমা থাক্‌তো না, সেদিন আর খেতেন না; বোল্‌তেন, রামজী আজ বিরূপ, অতিথির রূপ ধ'রে আজ আর দর্শন দিলেন না। বাল্যকালে আমরা যদি কোন সাধু অভ্যাগত-অতিথিকে রাস্তা থেকে ডেকে আন্‌তাম তো বুড়ো ভারী খুসী, হ'তো আমাদের মিঠাই খাওয়াতো, কত আদর ক'র্‌তো। গরু, বাছুর জীব জন্তু—সকলের প্রতি সমান নজর, এত গাই, সকলকে একবার আদর ক'র্‌বেই। বাবা, আমার বংশের এই-ই রীতি। তাই আপনি এসেছেন। আমার পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মই আপনাকে টেনে এনেছে। এইবলে তিনি ডাক্‌লেন অযোধ্যা—অযোধ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন সুপুরুষ বলিষ্ঠ লোক বেরিয়ে এলো, বয়স বছর পঁয়ত্রিশের ভিতর। তার তেজোমণ্ডিত সুগঠিত বীরবপু তাকিয়ে দেখ্‌বার মত। গায়ে পাঞ্জাবী—যেমন ওদেশের লোক পরে, পায়ে চটিজুতা, পরণে একখানি মিহি ধুতি—পরিষ্কার, ধোপদোরস্ত। এসে দাঁড়ালো। সরযূবাবু বললো—প্রণাম কর। ব'ল্‌তেই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্‌লো। সরযূবাবু ব'লল—বাবা, এটি আমার বড় ছেলে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন বংশের উপযুক্ত হয়। এ সম্প্রতি বি, এ, পাস কোরেছে। এর ছুটি ছেলে আমাকে প্রণাম ক'রে পিতাকেও প্রণাম কর্‌লো। সরযূবাবু ছেলেকে ব'লল,—অযোধ্যা, এই বাবা যখন যা-কিছু আজ্ঞা কোর্‌বেন, বিনা বিচারে তাই তামিল কর্‌বে এই আমার হুকুম জান্‌বে ও সকলকে জানিয়ে দেবে। বাবার কাছে বস্‌বি, শিখ্‌বি কি ক'রে মানুষ হোতে হয়। এই ব'লে যোড়যাত ক'রে বলল, বাবা একে একটু কৃপা কোরবেন, বড় ভাল ছেলে, এতো তোমার দাস, যেন বংশমর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে।

বেলা হোচ্ছে জেনে আমি উঠ্‌লাম, আমায় আগবাড়িয়ে, বহুদূর সঙ্গে এসে পিতাপুত্রে বিদায় নিল।

মনে মনে ভাবলাম নিরভিমানতার যে ছবি এইমাত্র দেখলাম, তা পথচলার সময় পাথেয় যোগাবে। যে ঐশ্বর্য্যের, যে সম্মানের মাঝে এ ব'সে আছে, তার এতটুকু থাকৃলে অভিমানে আমরা ফেটে পড়ি, ক্ষমতাগর্ব্বে মেতে উঠি, কিন্তু এ মানুষটা যে শিক্ষা তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে, তাতে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা তার চিত্তের ধনসম্পদকে কিছুমাত্র ম্লান কর্‌তে পারেনি। ঐশ্বর্য্যের মাঝে বৈরাগী হোয়ে সে বসে আছে। যে আদর্শ সে তার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে তার পিতা-পিতামহের জীবনে, তার মহত্বগৌরবেই সে ভরপূর। আদর্শের আলোয় তার মনের মনিকোঠা ভ'রে আছে, অভিমানের অন্ধকার তাকে স্পর্শই কোর্‌তে পারেনি। আদর্শ জীবনের স্পর্শ বিহীন গ্রন্থপাঠ তাই গ্রন্থি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোয়ে দাঁড়ায়। তাতে কল্যাণ বড় কিছু হয় না। নইলে এ তো শিক্ষিত থাক্‌তে কি এত দৈন্য দেশের হয়! এর পর থেকে বহু অর্থ, বহু সম্পদ লোকে এনে ঢেলে দিয়ে গ্যাছে। সন্ধান কোর্‌তে গিয়ে এদের মধ্য থেকে বহু সরযূবাবুকে পেয়েছি, তার কথা কত লিখব? তাই দিয়ে চলার পথে তাঁকে পূজা দিতে দিতে চলেছি, কৃতার্থতায় অন্তর ভ'রে গ্যাছে। তারা আস্‌তো, বোস্‌তো; বোল্‌তাম তাদের কাছে এই দুঃস্থদের কথা। কোন প্রশ্ন কোর্‌তো না, ঢেলে দিয়ে যেতো যার যেটুকু আছে। আমার এই ভগবৎ সেবার মাঝে এরাই আমার পূজার উপকরণ সাজিয়ে দিতো। কোন দিন ক্ষণিকের জন্যও আত্মপ্রকাশ কোর্‌তে দেখিনি বা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দেয়নি তাদের দানের কথা। আজ যে শিক্ষা তারা দিয়ে গেল—কি করে দিতে হয় শিখিয়ে গেল—ভেবে অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

আজ এই ঘটনা বোল্‌তে বসে তাদের সকলের কথাই মনে হোচ্ছে। লিখ্‌তে বস্‌লে তা ক'খানা খাতায় লিখ্‌বো? আমার অসমর্থ লেখনি তাদের সেই মহত্ব কতটুকু প্রকাশ কোর্‌তে পার্‌বে? জানি এ কাজ আমার নয়, এ সামর্থ্যও আমার নেই, তবু গুণমুগ্ধ হৃদয়ের একটু কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আজ পার্‌ছি না। যারা আমার এ পথের পাথেয় যোগালো, এ পথের প্রকৃত সন্ধান দিল, সেই খাঁটি মানুষদের দু'চার টুক্‌রো কথা—যা বল্‌বার জন্য উন্মুখ হোয়ে আছি, যা না বোল্লে ক্ষোভ থেকে যাবে, মনে হবে এত বড় সম্পদের সন্ধান কেবল অক্ষম বলে দিতে পারলাম না—সমগ্র জাতি এ পেয়ে কত বড় হোয়ে যেতো। এ খনির সন্ধান সকলে জানে না। জানলেও এমন করে দেখ্‌বার সুযোগ সকলের হয় নি। চিন্‌তে না পেরে সোনা ফেলে আঁচলে কাঁচই কুড়িয়েছে; তাই মনুষ্যত্বের বাজারে আজ আমরা দেউলে। এই জাগ্রত নারায়ণের পূজার জন্য অক্ষম আমার এই চেষ্টা। এতে কৃতিত্ব আমার কিছু নেই, কেবল প্রকাশ করতে গিয়ে সবটুকু বল্‌তে পারছি না, এই বেদনাই রয়ে যাচ্ছে। যে ঘটনাটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্‌বো তা এখনেকার নয়—অন্য জায়গার, বেহারেও নয়, তবে প্রাসঙ্গিক। এর সঙ্গে মানাবে ভালো বলে জুড়ে দিলাম।

ইউ-পির কোন ছোট শহরে তখন আছি এক ডাক্তারবাবুর সাথে। নির্জ্জনপ্রিয়তা ও একান্ততার উপর লোভ দেখে আমায় গঙ্গাতীরের একটি বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ব'ললেন, বাবা এই দু'খানি ঘর আপনার জন্য ঠিক করেছি। বেশ একান্ত। রান্না ঘর, ঠাকুর ঘর আছে। সব বন্দোবস্ত সুন্দর। সে সময় একটি ঐ দেশীয় ছেলে ঘর ছাড়বার উপক্রম ক'রে আমার সঙ্গ নেয় এবং আমার সঙ্গেই চ'লতে থাকে। ডাক্তারবাবু ডাক্‌লেন দিদি দিদি ব'লে। এ সবই হিন্দিতে। আমি সব কথা হিন্দীতে দিই নি—তাতে পাঠকের অসুবিধা হবে বলে। দেখি একজন বৃদ্ধা এসে হাজির হোলেন—মাথার চুল সবই পেকে গ্যাছে, গায়ের চামড়ায়ও বার্দ্ধক্যের ছাপ। পরনে সাদা থানধুতী, যেমন আমাদের বিধবারা পরে, কিন্তু মুখে এক অপরূপ শুদ্ধতা—যা দেখ্‌বামাত্র আকর্ষণ করে।

আমায় দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই বাবা, যাঁর কথা তোমায় বলেছিলাম, বাবাকে দিনকতক ধ'রে রাখ, আমরা একটু সঙ্গ ক'রে নোব। আমার দিকে চেয়ে বললেন, বাবা এই আপনার গার্জেন, যেমন দুষ্টু আপনি, কিছুরই খবর নেই, দিনরাত কথায় মেতে ওঠেন, তাতে দিদির কাছে থাক্‌লে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হোতে পার্‌বো। এই বলে তিনি আমায় তাঁর দিদির জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

বুড়িয়া মায়ীকে আমার ভাল লাগ্‌লো। আমায় নিয়ে সব ঘর-দোর দেখিয়ে, কোন ধারে আসন কর্‌বো, কোথায় ভজন কর্‌বো, ছেলেটি কোন্‌খানে আসন কোর্‌বে, সব দেখিয়ে দিলেন। ব'ললাম আপনি কোথায় থাকেন? বললেন—বাবা, আমি পাশেই থাকি। ব'লে একখানি বাংলো প্যাটার্ণের খাবড়ার ছাউনি বাড়ী দেখলেন। বাড়ীখানি ছিম্‌ছাম্‌। চারদিকে বাগান—বড় সুন্দর! ব'ললাম—মা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কে থাকে আপনার কাছে? একটু হেঁসে বললেন—এখন আর থাকবার কেউ নেই। ভাই ছিল, সে মারা গ্যাছে বহুদিন হোল, ভাইপোরা অন্য কোথায় চাকুরী করে, কখনও কখনও আসে। তিনি বাল্য বিধবা—কায়স্থ। ব'ললেন—বাবা, তোমার কথা প্রায়ই হয়; ডাক্তারবাবু বলেন, তাই তোমায় দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল খুব, দেখি ঠিক মিলেছে। এই ব'লে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। দেখি সবকিছু খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে সাজানো। বললেন—রান্না কে করে? ব'ললাম—আমিই এতদিন কোরছিলাম, এখন এই ছেলেটি এসে আর রাঁধতে দেয় না। ব'ললেন—নাম কি এঁর? ব'ললাম—নাম যা ছিল তাতো হারিয়ে ফেলেছে মা আমার সাথে এসে, এখন ওকে প্রেমানন্দ বলেই ডাকি। বললেন, ওকি তোমার সাথেই আছে বহুদিন? ব'ললাম—না মা, আজ ৩।৪ বছর আছে। আর কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে সব দেখিয়ে দিতে লাগলেন—রান্না কি ক'রে ক'রবে, কি কি রান্না ক'রবে, ইত্যাদি। তরকারির কাঁড়ি রয়েছে দেখে ব'ললাম—মা, এরকম তো—আমাদের অভ্যাস নেই। আমরা তো ভিক্ষা করেই খাই। শুনে ব'ললেন, ভিক্ষা করেই তো খাবে বাবা, ভিক্ষা এক-একদিন এক-একজন দেবে, সহরস্থানে ভিক্ষা এই ভাবেই ভাল। ভাল লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা আস্‌বে। এখানে বহুলোক আশা করে আছে সঙ্গ কর্‌বে বলে। সময় পাবে না ও সব কর্‌বার। যে ক'দিন থাকো আমার উপরেই সব ছেড়ে দাও।

এই কতটুকু সময়ের মাঝে কেমন একটা আত্মীয়তা—কেমন একটা আপনার করে নিয়েছেন। আর কিছু না ব'লে চলে গেলেন। আমরা আসন বিছানোতে ব্যস্ত ছিলাম। কোণের দিকের এক-পাশের ঘরখানাতে আমি আসন করলাম। বেশ নিরালা, একান্ত। একখানি বাগান—তার সাথে গাঁথা রয়েছে সেই দিকে একটু রক। একান্তে বস্‌বার ইচ্ছা হোলে এখানে বসা যায়। বাগানটিও বেশ সাজান। মনে হয় এর আগে এখানে যিনি ছিলেন তাঁর খুব সখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল বাগানের। চারদিকে মরস্থমী ফুল ফুটে আছে। বসে বসে বেশ গঙ্গা দর্শন করা যায়। পাশেও খুব কাছে কোন বাড়ী নেই। পিছনে বুড়ীমার বাড়ী ; তাতেও লোকজন বিশেষ নেই—আশ্রম-বাড়ীর মত। খানিকটা দূরে আবার বসতি—তাতে এখানকার নির্জ্জনতার কোন ক্ষতি হয় না। গঙ্গার তীরটি বড় মনোরম। এখানে গঙ্গা বেশ চওড়া। খুব বড় চওড়া বাঁধান ঘাট, উপরটিও বাঁধান। গঙ্গায় স্রোতও খুব। অনেকগুলি অশ্বত্থ-বট গাছে জায়গাটিকে ছায়াশীতল করে রেখেছে।

আবাল্য গঙ্গাতীরে বেড়ে উঠে গঙ্গার প্রতি আকর্ষণ অনুভব ক'রতাম। মনে হোতে এর সাথে যেন নাড়ীর যোগ রয়েছে। এ জীবনে চ'লতে চ'লতে বহুতীর্থে বাস কোরেছি, কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস ক'রে যে সুখ পেয়েছি তার তুলনা হয় না। গঙ্গার সাথে যেন আমাদের যুগযুগের সম্বন্ধ। এর বারি ব্রহ্মময়ী। তপস্যা দ্রবিভূতা হোয়ে পতিত উদ্ধারের জন্য প্রবাহিত হোচ্ছেন।

প্রেমানন্দও আসন কোর্‌লো ও পাশের ঘরটিতে। সেটিও মনোরম। তার পাশেও বাগানে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। প্রাচীর দিয়ে বাড়ীটি ঘেরা, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটি লাল কাঁকর দিয়ে সাজানো। বেড়াবার পক্ষে বড় সুন্দর। দু'দিকে তার বাগান মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দেখলাম ডাক্তারবাবু প্রেমী লোক, কি রকম স্থানে সাধুকে রাখ্‌তে হয় জানেন। তাঁর ভিতরের মানুষটি যে ভজন প্রয়াসী, তা তাঁর রুচি দেখে বুঝতে পারলাম।

ইতিমধ্যে বুড়ীমা দেখি একলোটা দুধ ও কিছু ফল এনে ঠাকুর ঘরে রাখ্‌লেন। ব'ললেন—বাবা, পূজার জন্য একটি পট এনে ঘরে রেখে দি, লোকে আস্‌বে, প্রণাম কোর্‌বে। বলে ফের চলে গেলেন একটু পরেই একটি বালগোপাল মূর্ত্তি ফুলচন্দনে চর্চ্চিত করে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। বুঝলাম এটি তাঁর ইষ্ট মূর্ত্তি।

মূর্ত্তিখানি বড় ভাল লাগ্‌লো। তাতে এমন একটি মাধুর্য্য ঝরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়্ছে যে, চোখ ফেরানো যায় না। আমার জীবনে যেখানেই আসন কোরেছি, লোকে ঐ রকম পট সাজিয়ে দিয়ে গ্যাছে—যার যেমন অভিরুচি। আমি কোনদিন কোন আপত্তি করিনি, আজও কোরলাম না। অনেক সময় আমায় কেউ ভেবেছে শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শৈব, কেউ রামায়েৎ। যখন যেখানে থাক্তাম তাদের মতন সৎসঙ্গ হোতো, আমার সবই সমান ভাল লাগ্তো।

বুড়ীমা বালগোপালের পটখানি ঘরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এই দুষ্টুর দুষ্টামি সামলাও বাবা। ওকে তুমিই পার্বে সাম্লাতে, ও যে সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তাই না তুমি এলে!

এই ভাবে ক্রমশঃ এখানে থাক্তে থাক্তে সৎসঙ্গ জমে উঠ্লো। ভজনের সময় ছাড়া প্রায় সময়ই থাক্তো না, দিনরাত লোক, বেড়াবার জন্য রাস্তায় বেরুলে সেখানেও লোক। সব সময়ে ভগবৎ কথা। যে সময়টা সেখানে ছিলাম যেন সৎসঙ্গের বাণ ডেকে গিছ্লো। অন্য কোন প্রসঙ্গ নয় কেবল তাঁর কথা। রাত্রি ১০টা বাজ্লে বড় ক্লান্ত হোয়ে পড়তাম, সে সময় বুড়ীমা সকলকে ভাগিয়ে দিয়ে, আমায় সুস্থ কোর্তেন। বারান্দায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে জলের কুঁজাটি পাশে রেখে দিতেন, পাখাখানি নিয়ে ব'সে থাক্তেন। আমি খানিকটা বেড়িয়ে এসে বস্তাম তাঁর কাছটিতে।

ইদানিং আমায় গোপাল বলেই ডাক্তেন, তাঁর মাঝে যশোদার স্নেহই দেখতে পেতাম। কোন সৎসঙ্গ তাঁর সাথে হোতো না, তিনি কেবল আমায় আগ্লে-আগ্লে নিয়ে থাক্তেন। একদলের পর যখন আর একদল আস্তো, তখন বিরক্ত হোতেন। কখনও কখনও তাদের সরিয়ে দেবার আয়োজনও কোরতেন। বোল্তেন এরা—গোপালকে মেরে ফেল্বে। একবার মেতে গেলে আর খাওয়া-শোওয়ার কথা মনে থাক্বে না। এদের সৎসঙ্গের কপালে আগুন! সাধুকে এতো বকায় কেন? দু'চারটি কথা শুনে কাজ কর্গে যা,—এই ভাবে বিরক্তি প্রকাশ কোর্তেন। কখনও আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুইয়ে ঘুম পাড়াতেন, গায়ে পিঠে হাত বুলোতেন, হাওয়া কোর্‌তেন, প্রেমানন্দকে বোল্‌তেন, কেউ এলে ব'লবে, বাবা এখানে নেই—৪টায় আস্‌বেন, কোথায় আছে যেন কেউ না জানতে পারে।

কতদিন পর, সৎসঙ্গের নেশা যখন কেটে যেতো শরীর অবসন্ন বলে মনে হোতো, সেই বিছেয়ে দেওয়া সতরঞ্চির উপর গিয়ে ঢ'লে পোড়্‌তাম। দেখি বুড়ীমা সরবৎ ক'রে ধ'রেছেন। বোল্‌তেন, গোপাল খেয়ে ফেল, এরা তোমায় মেরে ফেলবে। তোমারও হুঁস থাকে না, এ ভাবে শরীরটা থাক্‌বে কেমন করে? বোলতাম—মা, ঘর ছেড়ে তো এই জন্যই বেরিয়েছি। তাঁর কথা কইতে, শুন্‌তে যে ভাল লাগে মা। এরা যে তাঁর কথা কয় ও শুনে, তাতে যে আমি কৃতার্থ হোয়ে যাই। সত্যিই সৎসঙ্গ ক'রে বড় সুখ পেয়েছিলাম। আমার জীবনে এমন সৎসঙ্গ দু'পাঁচ জায়গায় হোয়েছিল। হয়তো কোনদিন কীর্ত্তন সুরু হোয়েছে বেলা ৩টায়, কখন সন্ধ্যা হোয়ে গ্যাছে তার ঠিক নেই। প্রেমানন্দ, বুড়ীমা দু'জনে চেষ্টা কোর্‌ছেন তুলবার জন্য, আবার একদল এসে গেল, যোগ দিল কীর্তনে, আবার জমে উঠ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা সবাই গেলাম ভুলে, স্থান কাল। (কখন লাণ্ঠনের গায়ে, ভুষি পড়ে পড়ে তা অন্ধকার হোয়ে গ্যাছে, কারও হুঁস নেই।) শেষ পদ গাইতে গাইতে সব মসগুল, শেষে রাত ৩॥ টায় বাড়ীর লোকের ডাকে চমক ভাঙ্‌লো। কখনও ৪ টায় ভাগবত পাঠ আরম্ভ হোয়েছে, পাঠ কোর্‌তে কোর্‌তে আলোচনা শুরু হোল, কোন হুঁস নেই কারো। রাত ৯টায় খেয়াল হোল। দিনরাত কাট্‌তো হরিকথায়, কি সুখ যে পাওয়া যেতো, তার কথা লিখে জানাবার নয়। যেন নেশা করা হোত, কেউ বেশীক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌তো না, বাড়ীর লোকেরাও বোলতো যেন এদের কি হোয়েছে!

এইভাবে চলেছে। বুড়ীমার সাথে পরিচয় অতি নিবিড় হোয়ে উঠেছে। তিনি আস্তে আস্তে কখন সবকিছু মাথায় কোরে নিয়ে মার আসনটিতে বসেছেন বুঝতেও পারিনি। প্রেমানন্দ ও আমি দু'জনেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চিন্ত তাঁর অভিভাবকত্বে। এই সবের মাঝেও দেখি বুড়ীমা সকলের খবরাখবর করেন। কার রোগ হোয়েছে, কে একলা পড়ে আছে, কার পথ্য করবার মত কিছু নেই, কোন্ অসহায়া বিধবার পরনে কাপড় নেই—বেরুতে পার্‌ছে না, কার স্কুলের মাইনে জমে উঠেছে ক'মাসের, কার বাড়ীতে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কি করে শান্তি হবে তার চিন্তা।

এই লেগেই থাক্‌তো। দেখ্‌তাম সমস্ত লোকের মাঝে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়ে সকলের হোয়ে বাস ক'রছেন। হয়তো কখনও কখনও বোলতাম—মা, এ বুড়ো শরীরে এত ধকল সইবে কেন? তাতে বোলতেন, আমার গোপালই যে এদের মাঝে ব'সে আমায় ডাক দেয়। সেই যে আজ সবার মাঝে। পূজায় ব'সে প্রথমে যাকে চাইতাম তাকেই তো ছুনিয়া ভ'রে দেখ্‌তে পাই। এখন পূজার চেয়ে তার সেবায় যে বেশী তৃপ্তি পাই গোপাল।

বুড়ীর সামান্য ১০।১২ বিঘা ধানী জমি আর বাগানের ক্ষেতে আনাজ-তরকারি যা ভাগে পায় তাতেই এই সন্ন্যাসিনী সর্ব্বত্যাগিনীর চলে যায়। বাকী যা উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়ে এই গোপালের সেবা চলে। সমস্ত দিনের পর সেই চারটায় একবার ছু'টি অন্ন বুড়ীমা খেতো, তাও সাধারণ একটা তরকারি দিয়ে। বাড়ীতে বুড়ীমার ছুটি গরু ছিল, ছুধও খুব হোত। সে ছুধ নিজেকে কোনদিন খেতে দেখিনি। তা দোয়া হোলে আস্‌তো আমাদের ঘরে আর বাদবাকী আর্ত্ত-পীড়ীতের সেবায়। রাত্রে ছু'চারখানি বাতাসা, একমুঠো ভিজা ছোলা ও ছু' একটা কলা থাক্‌লে তাতেই হোতো, এর বেশী কোনদিন কিছু পেতে দেখিনি। বুড়ীমার দরজায় বহু জিনিষ আস্‌তো, তাঁকে ভালবেসে লোকে শ্রদ্ধায় দান বহু দিয়ে যেতো, আনন্দ ক'রে নিতেন, কিন্তু তার একদানাও তাঁর পেটে যেতো না, সব যেতো অনাথ-আতুরের সেবায়। তাও খুব গোপনে—কেউ টের পেতো না। গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে বুড়ীমাকে বেরুতে দেখ্‌লেই বুঝতে পারতাম, মা চলেছেন তাঁর দেব-সেবায়। কতদিন ছুষ্টু ছেলের মত গিয়ে পড়ে আচলচাপা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলে ফেলতাম, দেখ্‌তাম কতরকমের জিনিষ তাতে বোঝাই রয়েছে। অপ্রস্তুত হোয়ে বোলতেন—গোপাল গুরুকে পেয়েছি, স্বামীকে পেয়েছি, তোমায় পারলাম না--তুমি এসেই আমায় বাঁধলে। কত সময় বকতেন, খাওয়া কম হোলে কাছে বসে এক একটি করে খাওয়াতেন। কখনও কখনও অসহ্য হোলে বোলতেন—এ শরীর কি তোমার? এ দিয়ে কত কাজ হবে, একে নষ্ট করবার অধিকার তোমারও নেই। এ গোপালের। গোপাল এর মাঝখান দিয়ে খেলা কোর্‌ছেন। কখনও প্রেমানন্দকে তেল মাখাতে বোলতেন, সে ঠিক পার্‌ছে না দেখে নিজেই বসে যেতেন—প্রতিবাদ করবার শক্তি থাক্‌তো না। রাত্রে ঘুম না পাড়িয়ে কিছুতেই শুতে যাবেন না। কখনও কখনও বোলতেন, গোপাল, ক'দিনের জন্য এসে আমায় এ কি কোর্‌লে, আমার যে পূজা, জপ—সব গেল! এখন কেবল বস্‌তে হয় বসি। কোথায় ছিলে বাবা?

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা কোর্‌তে গিয়ে আশ্চর্য্য হোতাম,—সব কণ্ঠস্থ। আমার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বহুদিন ভাবসমাধিতে মগ্ন হো'তে দেখেছি। সে সময় মুখখানি কি যে অপূর্ব্ব স্নেহ প্রীতিমধুর হোত, তা বর্ণনার নয়। আমার খাবার সময় কাছে বসে সে কি খাওয়ানোর ব্যাপার! কোনটা কম-খাবার উপায় নেই, অমনি বকুনি খেতে হবে। প্রেমানন্দ তো ভয়ে 'পরে খাবো' বলে বেঁচে যেতো। বোলতো, বাবার খাওয়া না হোলে খাব কেমন কোরে। বোলতাম, না মা, ও তোমার সাম্‌নে খাবে না। বলে—ওতে বৈরাগ্য-বিগ্‌ড়ে যাবে। বুড়ী শুনে রেগে বোলতো, রেখে দে তোদের বৈরাগ্য, তোরা ব্রজের রাখাল, তোদের বৈরাগ্য দেখ্‌লে আমার গা জ্বালা করে। যা কর্‌বার আমার চোখের সাম্‌নে আর করিস্‌ নি, অনেক জায়গা তোদের বৈরাগ্য করবার পাবি, আমার কাছে বসে ভাল করে খা। এসব তোদের কে শেখালো? বোল্‌তে বোল্‌তে বুড়ীমার চোখে জল আস্‌তো। দেখ্‌তাম যশোদার প্রেমময়ী মূর্ত্তিটি। কথা বলবার সাহস হোত না। মনে হোত তোমার এ দিব্য জীবনের স্পর্শ লাগুক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার প্রেমের আলোয় আমার আঁধার হৃদয় ভ'রে উঠুক। যতদিন সেখানে ছিলাম তিন-চারখানা মোটা কম্বলের উপর শুতে হোত মশারি খাটিয়ে, সে নিজহাতে বুড়ীমা ফেলে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে যাবেন। যাবার আগে জলের কুঁজোটি শিয়রে রেখে দিয়ে। প্রেমানন্দকে উপদেশ দিয়ে তবে যেতেন। আমাকে অনেক বোঝাতেন—ভোর বেলা যেন না উঠি। ভজন তো খুব হোচ্ছে, আর এর বেশী ভাল নয়, শরীরটাকে তো রাখাতে হবে।

রোজ প্রেমানন্দ রান্না করে, ভোগ লাগায়। বুড়ীমা সব সময়টি দূরে ব'সে ব'সে দেখিয়ে দেন। তার একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। এককাঁড়ি তরকারি এনে ইচ্ছামতন কুটে ব্যবস্থা হবে, তারপর প্রেমানন্দকে রাঁধতে হবে। যদি কোনদিন বলেছে—মা, একটু কম করুন, তখনই বকুনি। ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো ভগবৎ সেবার জন্য, পূজার জন্য, একটু ভোগ রন্ধন করে তাঁকে দেবে, তাতেও বিরক্তি! এ কি রকম তোমাদের ভালবাসা বাবা বুঝতে পারি না, তাঁকে খাওয়াবে, প্রসাদ পাবে—এর চেয়ে আর ভজন কি আছে? ব্যাচারা আর প্রতিবাদ কোর্‌তে পারতো না, তাকে রাঁধতেই হোত। তারপর ভোগ হোয়ে গেলে আমাকে এমন পরিমাণ বেড়ে দিতেন—যা তিনটে মানুষেও খেতে পারে না। সব পড়েই থাকৃতো। বুড়ীর দুঃখের সীমা থাকৃতো না, কেবল বোল্‌তেন মিছামিছি সব করা, খাবে না তো কিছু; শরীরটা এ করেই নষ্ট কোর্‌বে। লোকের কি?—কেবল নাচাবে। সারাদিন বক্‌বক্ কর্‌লে খেতে পারে কখনো? নিজেরা সব খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে এলো ছেলেটাকে বকাতে। সৎসঙ্গ না ছাই! কিছু বলবার উপায় নেই।

বুঝতাম ইনি যেখান থেকে কথা বলছেন, সেখান থেকে যশোদা কৃষ্ণকে শাসন কোর্‌তো। গোপালের ভাবঘন মূর্ত্তি বৃদ্ধার হৃদয়ে সব সময় আলো করে থাকৃতো। কখনও বোল্‌তেন ঠাকুর হাতের কাছে পেয়ে আবার ভজন কি গো, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপালকে নিয়ে সম্ভোগ কর, তাকে খাওয়াও, শোওয়াও, তার সঙ্গে হাঁস, গল্প কর—এই তো ভজন। তা নয় কেবল বক্‌বক্।

একদিন রান্নাঘরে হঠাৎ গিয়ে পড়েছি, আমি প্রায়ই ওদিকটায় যাই না। প্রেমানন্দ একলা থাকলে যেতাম, কিন্তু বুড়ীমা থাকতে ভয়ে যাই না, হয়তো কোন সময় হটাৎ কোন খাবারের সুখ্যাতি করে ফেল্‌বো, অমনি খাবার সময় তার পরিমাণ দেখে চম্‌কে উঠ্‌তে হবে, আর প্রেমানন্দ বেচারার একটু অবসর থাক্‌বে না। হঠাৎ গিয়ে প'ড়ে দেখি বুড়ীমা ঝুঁকে পড়ে তরকারি কসাটা ঠিক হোয়েছে কি-না পরীক্ষা কোর্‌ছেন। দু'তিন রকমের কুটনা কোটা হোয়েছে, আরো কি হবে তার জন্য তরকারির ঝুড়ি অপেক্ষা কোর্‌ছে। ঢুকে বুড়ীমার আগ্রহভরা সেই ব্যাকুলতা দেখ্‌তে পেলাম, দেখ্‌তে পেলাম তিনি তার গোপালের জন্য রন্ধন করাচ্ছেন, রন্ধন কোরছে বটে প্রেমানন্দ, কিন্তু সে কেবল হাত নাড়্‌ছে, রন্ধন কোর্‌ছেন বুড়ীমা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত ক'রে। তাঁর ভাব দেখে মনে হোল, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই যেন চাচ্ছেন আমাদের রন্ধন ক'রে খাওয়ান। থাক্‌তে পারলাম না, ব'ললাম—মা, আর আমাদের রান্না ক'রবার কি দরকার এমন মা থাকতে? তুমিই রান্না কর আমি খাব।

ব্রাহ্মণ শরীর। চিরকাল নিষ্ঠা নিয়েই চলে আস্‌ছি। বাল্যকালে নিমন্ত্রণও বড় একটা কখনও খাইনি, নিজে পাক ক'রেই বরাবর খেতাম, অসুস্থ হোলে ছেলেরা পাক করে ভোগই দিয়ে প্রসাদ দিতো, তাও অন্নভোগ সব সময় খেতে পারতাম না, রুটি ভোগই প্রায় এমন সময় খেতাম, এর ভালমন্দ নিয়ে কখনও আলোচনা ক'রতাম না, বা কেউ কোথাও কোন ব্যতিক্রম কর্‌লে অশুদ্ধ হোয়ে গেল বলে মনেও হোতো না। আমি আমার এই নিষ্ঠাটুকু প্রায় শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলাম ও রাখ্‌বার চেষ্টাও কোর্‌তাম, এটা আমার ভাল লাগ্‌তো। প্রেমানন্দকে অনেকদিন দেখে এবং তার নিষ্ঠা ও শুদ্ধতার ভাবে মুগ্ধ হোয়ে তাকে এ-কাজটি ছেড়ে দিয়েছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়ই আমাদের এই সময়ে যা কিছু ভিক্ষা কুচিয়ে অন্নেতে ফেলে দেওয়া হোত, ভাতের মাড়ও গাড়া হোত না, খাবার সময় তাই ভগবানকে নিবেদন করে পাতে ঢেলে নেওয়া হোত। যখন নুন-লঙ্কা থাকতো তখনতো আমাদের রাজভোগ! যদি কোন মহাত্মা, ভক্ত আসতেন, তাঁকেও তাই দিতাম। এই যে অন্ন বললাম, এ শহরে থাকলে তবেই জুটতো, নইলে দেহাতে থাকলে কদাচিৎ জুট্‌তো। তখন বজরা, গম, ভুট্টা যা পেতাম তাই দিয়ে হাতে চাপড়ে রুটি হোত, তাই নুন-লঙ্কা জুট্‌লে তাই দিয়ে খাওয়া হোত। কখনও কখনও কাঠের অভাবে হয়তো কাঁচা চাল চিবিয়ে জল খেয়ে কাট্‌তো, বা আটা জলে গুলে নিয়ে খাওয়া হোত। এই শুদ্ধতার মাঝে যে আনন্দ পেয়েছি, তা বহু ভোগের বহু উপাদেয় আহারের মাঝেও পাইনি। এর মাঝে এমন একটা শুদ্ধতা পেতাম যার তুলনা মেলে না। শরীরে সময় সময় ধাক্কা লাগ্‌তো, আজ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হোয়ে এসেছে, এরই জন্য, কিন্তু এই দরিদ্রতার মাঝে যে সুখ, এই বৈরাগ্যের মাঝে যে আত্মতৃপ্তি ,তার তুলনা নেই। কত মহাত্মাকে দেখেছি—রাশি রাশি খাদ্যবস্তু, ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, ভক্তেরা পাহাড় কোরে সাজিয়ে দিয়ে গ্যাছে, তিনি ঠিক ক্ষুধার সময় তার থেকে তিন মুঠা আটা নিয়ে হাতে চাপড়ে রুটি বানালেন এবং তাই ধুনীতে সেঁকে নুন দিয়ে খেয়ে জল খেলেন। সব পড়ে রইলো, সন্ধ্যায় সব বিতরণ করে দিতে পার্‌লে যেন বাঁচেন। কত সময় দেখেছি মহাত্মা বসে আছেন, ভক্ত এসে সাধাসধি—কম্বল নিতেই হবে, কৌপীনের জন্য, বহির্বাসের জন্য সে নূতন কাপড় এনেছে— নিতেই হবে, নইলে সে উঠ্‌বে না। এই রকম ক্রমাগত দিনের পর দিন কোর্‌তে কোর্‌তে একদিন নিজের কম্বল টান মেরে ফেলে, বহির্বাস ফেলে দিয়ে, বললেন, দাও বেটা। সে তো অবাক্! ব'লল, ওকি মহারাজ, ফেলে দিচ্ছেন কেন বাবা? হেঁসে ব'ললেন— তুমি ছাড়্‌বে না, কম্বল থাকৃতে কম্বল নোব কেমন করে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্বাস কৌপীন থাকৃতে বহির্বাস কৌপীন নেবার নিয়মতো নাই। তুমি ছাড়বে না তাই ফেলে দিলাম, তোমারটা নিলাম। এক কোমরে ছুটো বহির্বাস থাকৃবে কেমন করে?

এখনও তাঁদের কথা মনে হয়। যা দেখেছি তা লিখ্‌বো আলাদা করে—যার তুলনা মেলে না। সে বৈরাগ্য সে আত্মতুষ্টি, সে সন্তোষের কাছে ঐশ্বর্য্য ছাই হোয়ে যায়।

আমি তাঁর হাতে খাব শুনে বুড়ীর মুখে চোখে এক স্বর্গীয় দিব্য-ভাবের ছবি ফুটে উঠ্‌লো। প্রেমানন্দও আশ্চর্য্য হোয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম—মা, তোমার ভাবে তুমি গোপালকে খাওয়াবে তাতে আমার আপত্তি থাকৃবে কেন? তুমি তো সমস্ত অন্তর এক করে এইটিই চাচ্ছ, এ প্রসাদ যদি না পাই তবে আর কোন্ প্রসাদ পাব মা? আজ তো তোমার পরিচয় কোন জাতির গণ্ডি দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে না। আজ তুমি মা, আমরা তোমার ছেলে; স্বচ্ছন্দে রান্না কর, আজ আমি ব'সে গোপালকে ভোগ দোব। বুড়ীর চোখে তখন গঙ্গা-যমুনা বইছে। ধপ্ করে বসে পড়ে আমার মাথাটা কোলের পরে নিয়ে চেপে ধরে বললেন, এতদিনে শুনেছ আমার অন্তরের কান্না! গোপাল, আমি যে শূদ্রাণী বাবা! বল্‌তে পারতাম না প্রাণের কথা, কিন্তু মন যে কিছুতেই মানা শুন্‌তো না, গোপাল আমার কাছে এলো, হাত ছু'খানা দিয়ে তার ভোগ রাঁধতে পেলাম না, এ যে কাঁটার মতন সব সময় বিঁধতো বাবা। গোপাল, আমার হাতে খেলে তোমায় সকলে যে ছোট ভাব্‌বে, মা হ'য়ে তা কি করে কোর্‌বো! এখানে সকলে তোমার আচারনিষ্ঠার জন্য কি সম্মান করে। তারা তো আর আমার এ ব্যথা বুঝবে না, তারা ভাব্‌বে তুমি পড়ে গ্যাছো। বাবা আমি লুকিয়ে তোমায় রেঁধে দেব, তুমি খেও। একদিন দিলেই আমার ব্যথা যাবে।

বললাম—মা, সত্যই আমি কোথাও এভাবে খাই না; কিন্তু আজ তুমি আমায় তোমার স্নেহ দিয়ে আকর্ষণ করেছো, আজ আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর-দেবতা নিতে চাইছে তোমার ভোগ। সত্যের চেয়ে আমার আর তো কোন গুরু নেই মা। যা কর্‌বো তাতো সত্য জেনেই কর্‌বো, তার মাঝে সঙ্কোচ কেন থাক্‌বে মা! তোমার হাতে খেলে যদি সকলে আমায় ঘৃণা করে, কোর্‌বে। আমি তো আজ কোন সমাজের নই মা, আমি আজ সকলের। যে আমার ঠাকুরকে আকর্ষণ কোর্‌তে পার্‌বে আমি সেখানেই খাব। তোমার হাতের ভোগ যদি আজ ঠাকুরকে নিবেদন না করি, যদি এর মাঝে সঙ্কোচ থেকে যায়, তবে আর ঘর ছাড়লাম কেন মা? বুড়ী শুনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন, আর কথা কইলেন না। প্রেমানন্দকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে রাঁধতে বস্‌লেন।

বসে বসে দেখ্‌লাম সেই দরবিগলিত ধারা, সেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপ্‌বার সে কি প্রয়াস! এমনি করেই বোধ হয় মা যশোদা তাঁর গোপালের জন্য প্রেম বিহ্বল হ'য়ে রন্ধন কর্‌তেন।

মাকে একা ছেড়ে দিয়ে প্রেমানন্দকে চোখের ইসারায় ডেকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বললাম—প্রেমানন্দ, মহা সৌভাগ্য আমাদের যে, এ অন্নে গোপালের ভোগ দোব। এঁদের কোন জাত নেই, এঁরা প্রেমগঙ্গায় স্নান করে জাতির গণ্ডি ভেঙ্গে উঠে গ্যাছেন।

অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, রান্নার এখনও কতকটা দেরী আছে। মা আজ বোধ হয় আর কিছু বাকী রাখ্‌বেন না ভেবে রান্নাঘরে পা দিতেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। দেখি সব রান্না শেষ করে ভোগের থালা সাজিয়ে বুড়ীমা বসে আছে। চোখের কোলবেয়ে যে প্রেমাশ্রু পড়েছিল তার দাগ এখনও গালে লেগে রয়েছে। শুচিশুভ্র প্রেমবিহ্বল মুখে এক স্বর্গীয় দীপ্তি। শরীর নিস্পন্দ, ভাবসমাধির অমৃত মদিরায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। ডাক্‌লাম প্রেমানন্দকে; বললাম, দেখে যাও বুড়ীর ভজনের উপচার। প্রেমানন্দ দেখে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে রইল। বললাম, দেখ এ ধ্যানধারণা করেনি, পূজা-হোম-যাগ করেনি। সৎসঙ্গও খুব বেশী জীবনে পায়নি, ইষ্ট সেবার মাঝখান দিয়েই চরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতার্থতা লাভ করেছে। এই বলে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলাম, শরীর কাঠ হ'য়ে গ্যাছে, জীবনের চিহ্ন সামান্য, শ্বাস বইছে—তাও সূক্ষ্মভাবে।

আস্তে আস্তে মেরুদণ্ড মর্দ্দন করতে করতে ও মাথা ধরে নাড়া দিতে দিতে বাহ্যচেতনা ফিরে এলো। প্রথমেই বললেন—গোপাল, দুষ্টমি কোরো না, খাও বাবা। ভোগ বেড়ে প্রাণে কি আনন্দ! গোপাল, সার্থক আমার জীবন, আজ তুমি খাবে বলে এমন একটা বেগ এলো যে সামলাতে পারলাম না। সে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধর্‌লো। কি সে মধুর স্পর্শ! বাবা গোপাল আজ আমায় কৃতার্থ কর্‌লে! বাবা, দুঃখী মাকে কি এম্‌নি কোরে ভুলে থাক্‌তে হয়, বলে কি সে কান্না! কৃতার্থ হোলাম তাঁর সেই প্রেমাশ্রুতে স্নান করে, সব মালিন্য দূর হ'য়ে গেল। ব'ললাম,—মা ও ভোগ আর নিবেদন করতে হবে না, ও প্রসাদ হ'য়ে গেছে। বুড়ী ছাড়্‌লো না, "না গোপাল, তুমি হাতে করে নিবেদন কর" বলে ঠাকুরঘর মুছে পরিষ্কার করে ভোগ সাজিয়ে দিলো।

ঘরের কবাট বন্ধ করো মনে মনে বললাম, এ ভোগ তোমায় আমি কি নিবেদন কর্‌বো ঠাকুর! যার হাতে তুমি খাও সে তোমায় খাইয়েছে, আমি কোথায় পাব সে প্রেম? বোল্‌তে বোল্‌তে দেখি হৃদয় ছাপিয়ে কান্না উথলে পোড়ছে। আর ধরে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। বুড়ীমার গোপাল আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

কোন জ্ঞান নাই। কতক্ষণ কেটেছে জানিনি। পরে শুনলাম আমার দেরী দেখে দরজা খুলে ওরা ঘরে গিয়ে দ্যাখে দুষ্টুর দুষ্টমি; তারপর আস্তে আস্তে নাম কোর্‌তে কোর্‌তে জ্ঞান ফিরে এসেছে। সেদিন ভোগ নিবেদন কোর্‌তে বসে যে সুখ পেয়েছিলাম, তা সেদিন এবং তারপর বহুদিন একটা পুলক স্পর্শে আমায় ঘিরে রাখ্‌তো। বুড়ীমার হাতের সেই প্রসাদ পেতে বসে যশোদার স্নেহ আস্বাদন কর্‌তাম। বুড়ীমার হাতে আমরা খাই সকলে শুন্‌লো, তাতে কোন প্রতিক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখলাম না। তাঁকে সকলেই জান্‌তো, তাঁর প্রেমের গভীরতাতে কারো সন্দেহ ছিল না। সকলেই বলল, বাবাকে বুড়ীমা খাওয়াবে সে আর আশ্চর্য্য কি, বাবা তো গোপাল ও তো যশোদামায়ী। ঐ তো বাবাকে আকর্ষণ ক'রে এনেছে।

এর পর থেকে বুড়ীমা সেবার সব ভারটুকু নিজের হাতে তুলে নিলেন। সেকি বিপুল প্রাণঢালা সেবা! অলক্ষিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তাম। সেদিন হতে বুড়ীমা আমার এখানেই খেতেন। যা পাতে প'ড়ে থাক্‌তো তাই খেতেন, হাজার বারণ কোর্‌লেও শুনতেন না। বোল্‌তেন, আমার গোপালের প্রসাদ! এতদিন ধরে তো এই-ই কামনা করে এসেছি। আজ কতদিন পরে তোমায় পেলাম, এ মহা-প্রসাদ মাকে দেবে বোলেইতো এসেছো। দুঃখী মাকে আর কে উদ্ধার কোর্‌বে গোপাল! দেখ্‌তাম প্রসাদ পাচ্ছে, কিন্তু ঠিক চেতনা নেই। সেই ভাব-তন্ময়তা এসে বুড়ীকে সব ভুলিয়ে দিতো। খেতে খেতে কখনও হেঁসে উঠ্‌তো, কখনও দরবিগলিত অশ্রুধারায় ভেসে যেতো।

বুড়ীমার কাছে দীর্ঘ ক'টা মাস:সে যে কি আনন্দে কেটেছিল, তা বলবার নয়, শ্রীমদ্ভাগবত যেন আস্বাদন হোত। ব্রজের সেই ছবি চোখের উপর দেখ্‌তে পেতাম! কত রাত কেটে যেতো আমাদের কৃষ্ণ গুণ গাথায়। বুড়ীমা হয়তো আমায় শুইয়ে হাওয়া কোর্‌ছেন, প্রেমানন্দ বসে আছে, বুড়ীমা গেলে দোর দিয়ে শোবে। এমন সময় দু'চার কথায় লীলার কথা এসে পড়্‌লো, এত সতর্কতার মাঝেও বুড়ী হারিয়ে ফেল্‌তেন নিজেকে, কথা কইতে কইতে জ্ঞান থাক্‌তো না। সেই অতি পুরাতন কথা সেই তার যশোদা অঙ্গনে নৃত্য, সেই তার গোপীভাণ্ড ভেঙ্গে ননী চুরি করে খাওয়া, সেই তার গোপীর কাছে বন্ধন স্বীকার—সেই রাখাল বালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন; চির-নূতন বলে মনে হোত! কখনও আকাশের কালো গায়ে প্রভাতের সূর্য্য উঁকি মার্‌তো খেয়াল থাক্‌তো না। কখনো শয্যা ছেড়ে উঠে বোস্‌তাম, কখন কথার একটানা স্রোতে সব একাকার হোয়ে যেতো। চমক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাঙ্‌লে দেখ্‌তাম তিন জনের চোখেই জল। অব্যক্ত মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি হৃদয়কে মথিত করে ফিরছে। বুড়ীমা লজ্জিত হোতেন, দুঃখ কোর্‌তেন, বোল্‌তেন ছ্যাখোদেখি একটু ঘুম হোলো না! প্রেমানন্দকে বোক্‌তেন। বোল্‌তেন ,খেয়াল রাখ্‌তে হয়তো? আমি না হয় বুড়ো হোয়ে গ্যাছি—তুমি তো সজাগ থাক্‌বে!

এই রকম অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে দিনগুলি কাট্‌তো। ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা কোর্‌তেন, কেমন লাগ্‌ছে বাবা? বোল্‌তাম ভিক্ষুককে ধরে এনে ঘরে তো পুরলেন, এখন স্থায়ীভাবে না বসে যায়। জিব কেটে বোল্‌তেন, সেই প্রার্থনাই তো আমরা সবাই করছি বাবা, স্থায়ী হোয়ে থেকে আমাদের এ রসকে স্থায়ী করুন। কোথায় পাব এ সরস।

ডাক্তারবাবু সৎসঙ্গে থাক্‌তে পার্‌তেন না। হঠাৎ কোন কোনদিন হয়তো রাত একটায় এসে হাজির। বড় লম্বা ঘরে যেখানে সৎসঙ্গ হোত, সেখানটায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। অতি সন্তর্পণে আস্‌তেন, পাছে আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হোয়ে যায়।

একদিন খস্‌খস্ শব্দ শুনে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি ডাক্তার বাবু বসে আছেন, দু'চোখ বেয়ে জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। সেই জায়গায় লুটিয়ে প্রণাম কোর্‌ছেন। বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কোন কথাই বোল্‌তে পারলাম না। ভক্ত হৃদয়ের সে ভাবোচ্ছ্বাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ কোরলাম। একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। দেখি কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে যে-ঘরে আমি থাকি বাইরে থেকে মাথা ঠেকিয়ে তাকে প্রণাম কোরছেন। আর থাক্‌তে পারলাম না, ডাকলাম ডাক্তারবাবু! আমায় দেখে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যান, আর কি যেন কত অপরাধ কোরে ফেলেছেন—এই ভাব। বললেন—দেখুন দিকি কি করে ফেললাম! একটু বিশ্রাম কোর্‌বেন তারও উপায় নেই আমাদের অত্যাচারে! বাবা, অপরাধ নেবেন না। সমস্ত দিন কাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাপে সময় পাই না, মনটা মোচড় খেতে থাকে। সকলের মুখে শুনি তাদের আনন্দের কথা, বাবার সঙ্গে সকলে কি আনন্দ পাচ্ছে। পোড়া কপাল আমার এত কাছে থেকেও একটু সঙ্গ পাইনা, তাই সব কাজ চুক্‌লে ভাবি, সঙ্গ তো আমার বরাতে নেই, তবু যেখানে তাঁর কথা দিনভোর হোয়েছে, যেখানে কত ভক্তের পায়ের ধূলা পড়েছে, একবার সেখানে গিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে আসি। আমার মতন অধমের পক্ষে তাও তো কম নয়। এই ভেবে যেদিন আর থাক্‌তে পারি না, আসি। খুব সাবধানেই আসি, কিন্তু দেখ্‌ছি বাবা অপরাধ করে ফেলেছি। ব'লে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!

বুঝলাম এ মহাপ্রাণ কৃতার্থ হোয়েছে, সংসার এর ছেড়ে গ্যাছে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে লোকে একটু শুতে পার্‌লে বাঁচে। চোখের পাতা মুড়লে আর হুঁস থাকবার কথা নয়, সেই সময় এর প্রাণে উঠ্‌লো কিনা এখানে গড়াগড়ি দেবার ইচ্ছা, তাও অতি গোপনে। ভাবলাম সৎসঙ্গ কি করে কোর্‌তে হয় তুমিই শিখেছো, ভাল তাঁকে তুমিই বেসেছো, নইলে এই পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে কার লোভে লোকশূন্য হরি-কথা বিহীন ঘরে ছুটে আসো। তোমাদের প্রাণেই খেলে তাঁর লীলাচাতুরী, সংসারে তোমরাই সন্ন্যাসী। মাসে প্রায় তিন হাজার টাকা এঁর রোজগার। দাস-দাসী, জুড়ী-গাড়ী, —লোকজনে ভর্ত্তি সংসার। কিন্তু সবার মাঝে কৃষ্ণপ্রেমাতুর বৈরাগী হৃদয়ের যে ছবি দেখেছিলাম, তা মহাপ্রভুর সেই রূপসনাতনকেই মনে করিয়ে দেয়। ভাবলাম, তুমিই চিনেছো তোমার দিদিকে, দিদি চিনেছেন তেমোয়। মাঝে থেকে আমরা কৃতার্থ হোলাম তোমাদের প্রেমগঙ্গায় স্নান ক'রে।

ব'ললাম বুকে জড়িয়ে ধরে—ডাক্তারবাবু, আস্‌বেন এমনি গোপন অভিসারে। এমনি করেই তো তাঁর কাছে ছুটে আস্‌তো বৃন্দাবনের গোপিনীরা সব ফেলে। যে তাকে ভালবেসেছে, তার কেন ভাল লাগ্‌বে সংসার? সবের মাঝেই তো সে বসে আছে একলা। সব মন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ সমর্পণ করুন কৃষ্ণপাদপদ্মে। অনেকক্ষণ আমার বুকের উপরে তার সেই প্রেমাশ্রু ঝরে পড়তে লাগ্‌লো। সে কি উচ্ছ্বসিত আবেগ! ভাবলাম ধন্য লীলা তোমার, সৎসঙ্গ কি জানতাম না, অভিমান নিয়েই ঘুরে বেড়াতাম, আজ এদের মাঝখান দিয়ে সৎসঙ্গ কি—বোঝাচ্ছো। দেখাচ্ছ সাধু কাকে বলে? বহুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। ডাক্তারবাবু সামলে নিয়ে বললেন, যান বাবা বিশ্রাম করুন যেয়ে, আমি যাই। কেমন একটা আবেগজড়িত স্বর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিলাম, পাছে লোক-জানাজানি হোয়ে যায় তাই এই মহাপ্রাণ সাবধান। আস্তে আস্তে সেই রাতের মাঝে মিশে গেলেন। দেখলাম গোপীকার কৃষ্ণান্বেষণ, দেখলাম তার বিরহ ব্যাকুলিত ক্রন্দন। মনে হোল জীবন সার্থক হোল।

কত লিখ্‌বো এদের কথা, এক এক জীবনের কথা লিখ্‌তে গেলেই এক-একটা বই হোয়ে যাবে। আজ মনের মাঝে সেই সব সৎসঙ্গের স্মৃতি একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছে, কলম চালাতে কলম যাচ্ছে থেমে, অশ্রু-ব্যাকুল কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌ হোয়ে আস্‌ছে। আমি একটু রেখাচিত্র কেবল এঁদের এঁকে যাচ্ছি, যাতে পাঠকের এঁদের জানবার একটু সুবিধা হয়! কত ফুল এই রকম অজ্ঞাত-অখ্যাত হোয়ে ফুটে রয়েছে, কে আর খোঁজ কর্‌ছে! আমরা খোঁজ করতে যেয়ে কেবল মঠে-আখ্‌ড়ায় হাতড়াই, যেখানে মনুষ্যত্ব মার খেয়ে ফিরে আসে। বল্‌বো তার কথা আস্তে আস্তে যা দেখেছি, প্রসঙ্গান্তরে।

এই ভাবে দীর্ঘ ক'টা মাস কেটে গেল। এদের সকলের কাছে একটা আত্মীয়তা—একটা আপন জনের স্নেহদরদী হৃদয়ের পরিচয় পেতাম, সকলেই উন্মুখ—কখন সৎসঙ্গ বোস্‌বে, কখন তাঁর কথা শুনবে। ধর্ম্ম যে আমাদের কতটা জুড়ে আছে, তা এই রাস্তাচলার সময় টের পেতাম। অতি দরিদ্রের কুঁড়ে থেকে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সকলেই উন্মুখ তাঁর কথা শুন্‌বে ব'লে। অতি দুরাচার লোককেও দেখেছি রামচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণলীলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদনে বিহ্বল হোয়ে পড়েছে। চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌তে পেলাম রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব—এদেশের লোকের নাড়ীর সঙ্গে গাঁথা। এরা মুখে বলে নাস্তিকতার কথা, কিন্তু অন্তরে এরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। যে কিছু লেখাপড়া জানে না, সেও রামায়ণ-মহাভারতের কথা গড়গড় ক'রে বলে যা'বে। জীবনের দুরূহ বিষয়ের মীমাংসার সময় এই সব মহান চরিত্রের কথা ব'লে সমাধান নেবে। দেখলাম রামায়ণ-মহাভারত আমাদের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিশে গ্যাছে। জাতিকে খুঁজতে গেলে এর মাঝেই তাকে পাওয়া যাবে। সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা তাই মন্ত্রে পরিণত হোয়েছে।

বহুদিন এক জায়গায় থাকা অভ্যাস নেই, এখানে অনেকদিন হোয়ে গেল, পরিচয় ক্রমশঃ আত্মীয়তায় পরিণত হোচ্ছে, তাই মন উড়ু উড়ু কোর্‌ছিল। বোল্‌বো বোল্‌বো কোরেও এদের কাছে এ কথা বোল্‌তে পারিনি। সেদিন কেউ নেই দেখে প্রেমানন্দকে ব'ললাম—প্রেমানন্দ, আর এ নিশ্চিন্ত জীবনের মাঝে নয়, চলো পথের মাঝে—অনিশ্চয়তার মাঝে ঝাঁপ দি। এখানকার সৎসঙ্গ শেষ হোয়ে গ্যাছে, এবার আত্মীয়তা বেড়ে উঠ্‌বে। আমাদের পরিচয় তাঁকে নিয়ে। এদের সঙ্গে বসে তাঁকে আস্বাদন করা গেল, কিন্তু এরা তাঁকে ছেড়ে এবার আমাদের খবরদারী কোর্‌তে শুরু কোর্‌ছে। যে প্রেম, প্রীতি পূজা তাঁর জন্য, সে সব দিচ্ছে আমাদের, সুতরাং আর নয়—এই আত্মতৃপ্তির মাঝেই হয় সাধুর সর্ব্বনাশ। তাঁকে প্রচার কোরতে গিয়ে সাধু নিজেকে প্রচার করে বসে। আস্তে আস্তে তার চারপাশে শ্যাওলা জমতে থাকে, এমনি কোরে তার বিবেক ভোঁতা হোয়ে যায়। ঘরবাড়ী, শিষ্যসেবক নিয়ে সে বসে।

প্রেমানন্দও তাতে সায় দিল। তার নীরব আত্মনিবেদন, তার বৈরাগ্য, তার ভগবৎ ব্যাকুলতা সব সময় আমায় মুগ্ধ কোর্‌তো। কখনও কোনও কাজের প্রতিবাদ নেই, যা বলেছি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে করে গ্যাছে, যখনই অবসর পেতো, ভগবৎ কথা শোনবার আগ্রহ নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে দাঁড়াতো। তার মুখে চোখে এমন একটা শুদ্ধতা, এমন একটা বৈরাগ্যের দীপ্তি ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ কোর্‌তো। ৪।৫বছর আমার কাছে ছিল সে, তারপর তাকে বলি—প্রেমানন্দ, এখন তো বুঝলে আমাদের কি কোর্‌তে হবে। এই জাতির মাঝে আমাদের মিশে যেতে হবে। নিজেদের জন্য কিছু রাখ্‌লে হবে না, যা কিছু সুন্দর, যা-কিছু মহান্ বরণীয় পাবে, তা জাতির পূজায় ঢেলে দিতে হবে। আমাদের তপস্যা—ঈশ্বরদর্শন নিজেদের জন্য নয়, এই জাতির—বিশ্বের কল্যাণের জন্য। তার সঙ্গে আমার শেষ অবস্থান হিমালয়ে। সেইখান থেকে তাকে এই ব্রত দিয়ে বিদায় দি।

শিক্ষিত ছেলে, B.A. পাস, অতি উচ্চব্রাহ্মণ কুলে তার জন্ম। পথ চল্‌তে চল্‌তে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কাছে রাখ্‌তে রাখ্‌তে একটা মমত্ব তার উপরে হোচ্ছে দেখ্‌তে পেলাম। দেখলাম আমাদের প্রয়োজনে অনেক সময় তাকে ব্যবহার করে ফেল্‌ছি। মনের কাছে ধরা পড়ে যেয়ে লজ্জিত হোলাম। ভাবলাম যা কিছু সুন্দর অপূর্ব্ব সে তো তোমার জন্য। এখানে আমি কোথায়। মনের গোপন কোণে—যেখানটায় তাকে আপনার কোরে নিয়েছিলাম, সেখানে ব্যথা পেলাম। বহুবার মনে হোল—থাক না কোথায় যাবে, একসঙ্গে থাক্‌লেও তো সে কাজ হবে, কাজ কি তাকে সরিয়ে। এই দুর্গম রাস্তায় চলতে গিয়ে কত অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু বিবেকের কাছে সব জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেল, বিবেকের শাসনবাক্য ব'ললো—এ কোরো না, তাকে নামিয়ে দাও পথের মাঝে, যা বল্‌বার তাকে বলা হোয়ে গ্যাছে, এবার ও তার মতন কোরে পূজায় উপচার সজিয়ে নিয়ে চলুক। তার প্রকৃতিগত করে সে করুক জাতির পূজা। সমগ্র জাতির সাথে মিশে গিয়ে ও কোর্‌বে আত্মোপলব্ধি। মমত্ববুদ্ধি দিয়ে বেঁধে রেখোনা কারুকে। এই পথ দুর্গম, দুর্গম পথের যাত্রী তোমরা, পথ দেখে ভয় পেয়ো না। পথে নামিয়ে দাও। পথই ওকে ওর প্রকৃতিগত করে আত্মোপলব্ধির সিংদরজায় হাজির ক'রে দেবে। একলা না চল্‌লে ঈশ্বর-বিশ্বাস পাবে কেমন করে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার প্রেমানন্দকে বললাম—প্রেমানন্দ, আজ আমরা পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাব। তোমার পথে যারা প'ড়্বে তাদের জীবনে প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতে চলে যাবে। একপথে দু'জনে গিয়ে মায়ের কাজের ক্ষতি কোর্‌বো কেন? এখানেই পরীক্ষা হোক 'মা'কে আমরা কত ভালবাসি, এই মায়ের পায়ে সব বলি দিয়েই সন্ন্যাসী ঘর ছেড়ে বের হয়। আর সব ঘর আপনার কোরে, আবার ঘরে ফেরে। সেই যে কথা—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি।" প্রেমানন্দ কেঁদে ফেলল, আমিও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বহুক্ষণ কাঁদলাম। প্রার্থনা কোরলাম আমার পুষ্পপাত্রের এই ফুল তোমার পূজায় দিলাম, নিও একে তোমার বলে। বেশী কথা সে বোল্‌তো না, তাকে বসে খাওয়ালাম, অনেক কথা বললাম, যা কেবল আমাদেরই কথা। সে আমার একখানি বহির্বাস চেয়ে নিলো, আদর্শ নিয়ে আজ দীর্ঘ ক'বছর ধরে তার সাথে বহু কথাই সকালে, সন্ধ্যায়, বিকালে, দুপুরে, অনবরতই হোয়েছে, সে কথা আমাদের প্রতিক্ষণের প্রতিটি অনুভূতির সঙ্গে গাঁথা। তখন হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে চোখ ধাঁধাঁন আলোর ঝলক, দেবদারু বনের মাঝে হাওয়ার একটানা শব্দ। পাহাড়ীগঙ্গার সেই 'হরহর মহাদেব' রবে আকুল করা আহ্ববান, সব যেন হাতছানি দিতে লাগ্‌লো। প্রেমানন্দ প্রণাম করে একবার অশ্রুসজল চোখদুটি তুলে আমার পাণে তাকাল, তারপর ব'লল—যে পূজার অর্ঘ আমার হাতে তুলে দিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন তা যেন দেব-পূজায় নিবেদন কোর্‌তে পারি। এই বলে তার দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে সেই পাহাড়ী পথে দেবদারু বনের মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে। বাঁকের মুখে যখন তার দেহ-রেখা মিলিয়ে গেল তখন এসে আসনে বসে পড়লাম। বললাম, হে দয়াল ওর যাত্রাপথকে সুগম কোরে দিয়ে ওকে তোমার করে নিও। যাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে দু'চার বার বলেছিল, আরো কিছুদিন থেকে আপনাকে একটু সুস্থ কোরে যাই ; শরীর আপনার তো ভাল নয়। বলেছিলাম, না প্রেমানন্দ, যে ফুল তাঁর জন্যই তুলেছি তা আমার জন্য কিছুতেই ব্যবহার কোর্তে পার্বো না। তোমরা জাতির সম্পদ। দেশ তোমাদের জন্য বসে আছে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে, দেবত্ব হারিয়ে, দেশ আজ পশুত্বে উপনীত হোয়েছে, তোমরা তোমাদের তপস্যা দিয়ে একে বাঁচিয়ে তুলবে। পথে পেলে তোমার মতন কোন সন্তানকে মার পূজার জন্য বরণ কোর্বে। মাতৃপূজার দীপশিখা তার হৃদয়ে জ্বেলে দিয়ে তাকে জাতির কল্যাণের জন্য পাঠাবে। এই হবে তোমার কাজ। দল গোড়ো না, দল যারা গোড়ছেন তাঁরা গড়ুন, তুমি মানুষ গোড়বে, তারপর তাকে জাতির মাঝে মিশিয়ে দেবে। এমনি কোরে তুমি তোমার হৃদয়ের এই আগুন নিয়ে চলে যাও, দেখবে মাতৃপূজার মাঝে কি সুখ। পথের মাঝে নেমে পড়, পথই সব গড়ে তুল্বে।

আর কোন প্রতিবাদ সে করেনি। সে নিজেকে নিবেদন করেছিল। আজ সে কোথায় কি ভাবে কি কর্ছে জানিনা ; কিন্তু সে যে কল্যাণের রাস্তা ধ'রে চলেছে এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার জীবনে ৫।৭টি ছেলে এইভাবে ঘর ছেড়েছে। পথের মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছি আবার পথের মাঝেই তাদের ফেলে এসেছি। ঘটনাচক্রে দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল তখন তারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধু। দেখলাম কিছুই বদ্লায় নি, যে পূজার স্বাদ তারা পেয়েছে, তাতেই কৃতার্থ হোয়ে গ্যাছে। রাস্তার মাঝখানে দেখে জড়িয়ে ধরেছে পাছে পরিচয়ের মায়া তাদের টানে, তাই ভয়ে সরে গেছি, কিন্তু অন্তর কৃতার্থতায় ভরে গ্যাছে।

এই ভাবে আমরা সেখান থেকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোলাম। তাকে বল্লাম, কথাটা বলে আর দেরী করা হবে না, সেই দিন বা পরদিনই আমরা যাত্রা কর্বো। সেইদিন সৎসঙ্গে বসে সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানালাম। শুনে সকলে চমকে উঠ্‌লো, এতদিন ধরে এ কথাটা কেউ চিন্তাও করেনি। এরা যে পথের, পথ যে এদের ঘর ছাড়া কোরেছে, এ কথা এক মাসে কারো মনেও হয়নি। হঠাৎ ব্যথা পেল, দেখলাম দারুণ ব্যথা পেয়েছে। যেন কোন আত্মীয়-বন্ধুর শোকসংবাদ তারা পেল। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে একজন বৃদ্ধ বল্‌লো, বাবা আর কিছুদিন থেকে যান—অন্ততঃ আর একটা মাস, আমরা প্রস্তুত হোয়ে নি। এই ভাবে আপনাকে ছাড়তে হবে তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। বল্‌লাম—বাবা, আমিতো তোমাদের, সবাই তো আমার আপনার। সবাই ডাক্‌ছে, সকল ঘরের খবরদারী কোর্‌তে হয় কিনা, তাই এক জায়গায় বহুদিন থাক্‌লে চলে না। তোমাদের প্রেম আমার জীবনের মূলধন হোয়ে থাক্‌বে, তোমাদের কাছে বসে তাঁর কথা কয়ে যে সুখ পেলাম এর তো তুলনা নেই বাবা। বহু দিয়েছো তোমরা আমায়, ভিক্ষার ঝুলি ভরে গ্যাছে, এবার যা পেলাম তা সকলের জন্য ব'য়ে নিয়ে যাই এই অনুমতি তোমরা সকলে আনন্দচিত্তে দাও। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদের গঙ্গাজলে স্নান করে তোমাদের শুভেচ্ছার বর্ম্মে আবৃত হোয়ে পথ চলতে থাক্‌বো।

সেদিন আর সৎসঙ্গ তেমন জমলো না। অনেক করে বুঝিয়ে চোখের জলের মাঝখান দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলাম। তারপর সুরু হোল লোকের আসা-যাওয়া। রাত ১২টা বেজে গেল, বুড়ীমা তাদের আর ফেরাতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর সে কি কান্না! বাবা এখানে ছিলেন তবু মনটা শান্ত ছিল। যে কাহিল শরীর নিয়ে এসেছিলেন বাবা, এ রকম কোরলে ক'দিন শরীরটা থাক্‌বে? এখানে থাক্‌লে কি খুব বেশী ক্ষতি হবে? আচ্ছা বেশ, না হয় দু'মাইল দূরে থাকুন, সেখানে আমার অনেক জানাশুনা নির্জ্জন বাড়ী আছে, সৎসঙ্গী পাবেন। এ পাগলকে কি বুঝাব, কোন কথা বল্‌লাম না, তার মাথাটি বুকের মাঝে চেপে ধ'রে হাত বুলাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগ্‌লাম। ভাব্‌লাম্, তোমায় বুঝাবার মত আমার কিছু নেই, যে পরিচয় পেলাম এই ক'মাসে, তা আমার পূজার পুষ্পপাত্রে সাজান থাক্‌বে। দেব পূজার মাঝেই মাকে মনে পড়বে। বল্‌লাম, আবার আস্‌বো ডাক্তারবাবু, এ কি ভোলবার ?—যে অমূল্য নিধি পেলাম আপনাদের কাছে—তা যে জাতির সম্পদ, তা তো এখানে বসে থাক্‌লে অন্য কেউ পাবে না ; তাই সকলের জন্য এ সম্পদ ব'য়ে নিয়ে যাব। তাদের কাছে বোল্‌বো এই সব মহাপ্রাণতার কথা। শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক আঁধার ঘরেও আলো ফুট্‌বে।

শুনে বল্‌লো, মনে করেছিলাম যে সৎসঙ্গ-পাগোল আপনি এস্থান ছেড়ে যেতে পারবেন না, তাই সকলকে ডেকে ডেকে আনতাম সৎসঙ্গ করবার জন্য, কিন্তু দেখলাম আপনারা অন্য জাতের, পোষমানানো যাবে না,—বলে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলেন।

যাবার সময় বল্‌লেন, আরো হু'পাচ দিন তো অন্তত থাক্‌বেন ? বল্‌লাম, না ডাক্তারবাবু, কাল সকালেই যাব। মুখের দিকে চেয়ে থমকে গিয়ে বল্‌লেন, রাখা যখন যাবে না, তখন আর কেন বাধা দোব ? তবে বাবা প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করে তবে বেরুবেন। বললাম, আচ্ছা তাই হবে।

এরপর যার কথা, সে সেই বুড়ীমা। তাঁর কথা আর বেশী বোল্‌বো না। কেবল মনে হোল সব উৎসাহ, সব কর্ম্মশক্তি হারিয়ে বুড়ীমা যেন জড় হোয়ে গ্যাছেন। কোন কথাই আমাকে বললেন না, যেমন সব কাজ করেন সেই ভাবেই সব কোরলেন। রাত্রে খাইয়ে দাইয়ে চ'লে গেলেন বাড়ীতে।

খানিকক্ষণ পরে দেখি একটি পুটুলিতে করে কি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যদিন নীচেই বসেন, আজ আমার আসনের একধারে বসে বিহ্বল হোয়ে পড়লেন। মনে হোল যেন কোন মৃগকে শরবিদ্ধ কোর্‌লে তার যেমন অবস্থা হয় তেমন অবস্থা হোয়েছে। মুখে কোন কথা নেই। খাণিকক্ষণ পরে কতকটা সামলে নিয়ে বল্‌লেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল, তুমি যাবে বহুদিন ধরে এইটা ভাবছিলাম, এত আনন্দের মাঝে কাঁটার মতন এ কথাটাই মনে হোতো—তুমি যে সকলের। আজ যদি বয়স আরো একটু থাক্‌তো তবে তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু এ শরীর নিয়ে তোমার সঙ্গে যাওয়া মানে তোমার ক্ষতি করা। তা আমি কোর্‌বো না। একটি কথা বাবা, আমার কাছে কিছু অর্থ আছে। বাবা মরবার সময় আমায় দিয়ে গিছ্‌লেন, তা আমার কোন কাজে লাগেনি। এ অর্থ কার হাতে দোব বলে এতদিন ভাবনায় ছিলাম, তোমায় পেয়ে আজ তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হোতে পারবো, এর প্রকৃত সদ্ব্যয় হবে। এই ব'লে পুঁটুলিটি আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহল হোল। খুলে দেখলাম একশত টাকা ও দশ টাকা করে প্রায় সাত হাজার টাকা। বিস্মিত হোলাম। বললাম—মা, এতো আপনি নিজেই ব্যয় কোর্‌তে পারেন। এত দুঃস্থ-আর্ত্তের সেবায় দিন কাটে আপনার, সেই কাজেই লাগিয়ে দিন না। বললেন, ওসব আমার গহনা বিক্রয়ের টাকা। এ টাকা বাবা মরবার সময় দিয়ে গিছ্‌লেন কোন দেবসেবায় লাগবে বলে। মনে হোয়েছিল গোপালের একটা সেবার ব্যবস্থা কোর্‌বো এই দিয়ে, কিন্তু তোমায় পেয়ে তা গ্যাছে। এই টাকা তুমি নাও, এ থেকে তুমি ইচ্ছামত ব্যয় কোরো কোন সর্ত্ত থাক্‌বে না। তোমায় চিনেছি, তাই তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে পারবো।

মহামুস্কিলে পড়লাম। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের মাঝে—যার কোন স্থিতিই নেই, কোথায় কখন কি ভাবে থাকি ঠিক নেই, আমার পক্ষে এতগুলি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিপদ এবং অসম্ভব। তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লাম—মা, আমার মনে রইলো, এদিয়ে আর্ত্ত সেবাই হবে যতদিন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা কোর্‌তে না পারি ততদিন এটা আপনার কাছেই থাক। উপযুক্ত জায়গা পেলেই কাজে লাগাবো। বলেলন—গোপাল, পরিব্রাজক-জীবন তো জীবনব্যাপী নয়;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও একটা সময়ের শিক্ষার জন্য, তারপর তো বস্‌তে পার্‌বে। সেই সময় তুমি গোপালের জন্য এখানে আশ্রম করে ব'সে তার সেবা কোরো। কোন অনাথ এলে তাকে দুটি অন্ন দিও। অসহায় কেউ এলে তাকে আশ্বাস দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ো। মনে কোরো তখন তোমার মাকেই দেখছো। বাবা এও কম কাজ নয়। যাদের কেউ নেই তাদের জন্য তুমি বস্‌বে, হয়তো তখন আর আমি দেখবার জন্য থাকবো না, কিন্তু তুমি কোর্‌বে শুনলেও শান্তিতে মোর্‌তে পারবো। আমার যা জমি বাড়ী—সব গোপালের নামে দিয়ে তোমায় বসিয়ে যাব এই ইচ্ছা।

বুঝলাম স্নেহকাতর মাতৃ হৃদয়ের এ আমায় বাঁধবার আকুল আগ্রহ। রাস্তার মাঝে ঘুরে বেড়াই এ কোন মার প্রাণেই সয় না। যেখানেই গেছি সেখানেই মায়ের দল চোখের জলের মাঝে আমায় আসন বিছিয়ে দিয়েছে; সেবায়, স্নেহে বাঁধতে চেয়েছে। চলবার সময় জলভরা চোখে আমার পিছু পিছু এসে দাঁড়িয়েছে। কত প্রার্থনা, কত নীরব মিনতি, দেবতার চরণে জানিয়েছে। আজি তাই পথ চল্‌তে চল্‌তে এদের দেখলে থেমে যাই, এই দেশ-মাতৃকা, এই তো মায়ের রূপ। তাই শুষ্ক চোখে. ছিন্ন মলিন বাসে কেউ এসে দাঁড়ালে মনে পড়ে সেই সব মায়েদের কথা। তাই ফেরাতে পারি না এদের। কিছু না পারি এদের কথা দরদ দিয়ে শুনি। এরাই অসুখের সময় রাস্তা থেকে ধরে এনে ঘরে শয্যাপেতে শুইয়ে দিয়েছে, ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে সেই যন্ত্রণা-কাতর রোগশীর্ণ দেহের সেবা করেছে। একদিনের জন্যও বিরক্ত হয়নি। ক্ষুধায় এরা না খেয়ে আমায় খাইয়েছে, আবার তপস্যার কিসে সুবিধা হবে তা' নিপুণ সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আগলে রেখেছে। আমি সাধু, আমি তাদের সন্তান, 'বাবা' এই পরিচয়। সাধু-দেবতায় কোন ভেদ নেই। এরা আমার ক্ষুদ্রগণ্ডি ভেঙ্গে সকলের করে নিল। বিরাটের মন্দিরের লৌহ-কপাট খুলে, তাঁর সাথে পরিচয় এরাই করিয়ে দিল। দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে আমার কত আত্মীয়, কত আপন জন রয়েছে তা এদের পেয়ে বুঝতে পারলাম। অনেক করে বুঝিয়ে বুড়ীকে রাজী করালাম। বল্‌লাম—মা, আমার এ জীবনের যে পাঠ নিতে বেরিয়েছি তা শেষ করে নিশ্চয়ই আস্‌বো তোমার কাছে ফিরে, বিশ্বাস কর আমায়। যেখানেই থাকি পত্র দোব। কাউকে দিই না, কিন্তু তোমায় দোব।

বুড়ী মা কিছু আর বল্‌লেন না, আমার মাথা কোলে নিয়ে বুকে চেপে খানিকটা সময় বসে রইলেন।

দেখলাম সমস্ত মনপ্রাণ এক করে আমার কল্যাণের জন্য ইষ্ট চরণে নীরব প্রার্থনা জানাচ্ছেন। জীবনে বহুলোক বহু দান দিয়েছে, বহু অর্থও ব্যয় করেছি এক এক সময় এক এক প্রয়োজনে, কিন্তু এ রিক্তা বিধবার যে স্নেহকাতর মাতৃহৃদয়ের দান, যা তার সমস্ত জীবনের সম্বল, যা সে কখনও নিজের বা আর্ত্তসেবার জন্যও খরচ করে নি, তাই তুলে দিতে এসেছিল আমার হাতে। তার মাঝে কোন অভিমান নেই। অতি কুণ্ঠার সাথে এসেছিলেন দিতে। জীবনে অনেক কিছু দানের কথা শুনেছি, কিন্তু এমন ভাবে আত্মগোপন করে কেবল ঈশ্বর পূজার জন্য একটা অজ্ঞাতকুলশীলের হাতে সমস্ত জীবনের সঞ্চয় তুলে দেওয়া কম দেখেছি। যা পেয়েছি তাতে অন্তর ভ'রে গ্যাছে।

পরদিন প্রসাদ পেয়ে সকলের চোখের জলের মাঝখান দিয়ে আমরা পথের মাঝে পা বাড়ালাম। ডাক্তারবাবু ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে কিছু ঔষধ বেশ বড় বাণ্ডিলে করে এনে হাতে দিয়ে বললেন, কাগজে ওর ব্যবহার করবার ব্যবস্থাপত্র আছে, সাবধানে থাকবেন। আর একটু শরীর খারাপ দেখ্‌লে ঔষধ খাবেন। অভিমানের সুরে 'যদি আমাকে মনে পড়ে খবর দেবেন যেখানেই থাকুন, আমি ঠিক গিয়ে হাজির হবো। কোন সঙ্কোচ কোর্‌বেন না' বলে আমায় ও প্রেমানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সেই দরদী হৃদয়ের স্পর্শটুকু আমার সমস্ত জীবনের সম্বল হোয়ে রইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফের আবার আরম্ভ করি সেই বাগানবাড়ী থেকে, যেখান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গিছ্‌লাম। সেই গিরিধারী, পাঁড়েজী, সরযূবাবু, মিশীরজী —যাদের ছবি এখনও আমার জীবনে শুদ্ধতার স্পর্শ মাখিয়ে দেয়, তাদের পরিচয় আমার কাছে দেশের পরিচয়। এইসব সরল অনাড়ম্বর দরদ-ভরা শুদ্ধ মানুষের জীবন না দেখলে অনেক কিছুই বাকী থেকে যেতো দেখবার ও শিখবার। শিল্পাঞ্চলের মানুষ তো যন্ত্রে পরিণত হোয়েছে। হৃদয় তাদের শুকিয়ে গ্যাছে, মন মার খেয়ে খেয়ে আপনার স্বরূপ হারিয়ে ফেলে বিকৃত চিন্তায় অভ্যস্ত হোয়ে একটা জগাখিচুড়ীর সৃষ্টি কোরেছে। এখানে বসে ভারতকে দেখ্‌ছি বলে মনে কোরলে ঠিক দর্শন হবে না, প্রকৃত পরিচয় আত্মগোপন কোর্‌বে। তাই যত চলতে লাগলাম পথ মাড়িয়ে, মাড়িয়ে, ফুলের মতন ঝরে পড়্‌তে লাগলো এই সব মনুষ্যত্বের ফুল, যা আঁজলা করে কুড়িয়ে আর আশ মিটতো না। এ ফুল যেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে তার সাথে আমাদের সভ্যতার যোগ কম। দেখ্‌বার মতন সময় ও সুযোগ সকলের হয় না, উপেক্ষার ব্যঙ্গ দৃষ্টি হেনে আমরা এদের কাছ থেকে চলে যাই, এদের জীবনে যে এতবড় মূলধন আছে তা কল্পনাও কোর্‌তে পারি না—তাই হয় না আমাদের শিক্ষিত সমাজের সাথে এদের পরিচয়। আমরা শিক্ষা পেয়েও অশিক্ষিত অজ্ঞই থেকে যাই। সাধু জীবনের মস্তবড় পাসের পড়া হ'লো এই পায়ে হেঁটে দেশকে, এই নারায়ণকে চেনা। যে একাজ কর্‌লো না, তার সাধু জীবনটা ব্যর্থই হোয়ে গেল।

দেখ্‌তে দেখতে যেখানে থাক্‌তাম সেই আশ্রমের উৎসবের দিন এসে পড়্‌লো। গুরুদেব আসবেন। গিরিধারী জানালো এ কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললো বাবা বড্ড ভীড় হবে। বললাম, তার জন্য চিন্তা কি গিরিধারী? ভীড়ের মাঝে আমার স্থান হবে কেন? আমায় স্থান দিয়েছে পথের ধুলী; আমি পথের মাঝেই নেমে যাব। আমার জন্য কত গাছ মাথার উপর ছায়া করে বসে আছে, কত দূর্ব্বাদল শ্যামল আসন বিছিয়ে আমায় ডাক দিচ্ছে, কত নদী-তট কুলু কুলু গান গেয়ে আমার পিপাসা নিবারণ কোর্‌বে বলে ডাকছে। কত নীল আকাশ কোল বিছিয়ে আমায় বুকে করবার জন্য দিগন্ত বিস্তৃত আকুল করা চোখে তাকিয়ে আছে। গিরিধারী শুন্‌লো, কিন্তু বুঝলো না আমার কথা। আমায় সে ভালবাসে। জানে এ-পাগল কখন কি করে, কি বলে বোঝা যায় না। ভালবাসা দিয়ে তারা আমার সবটুকু অত্যাচার মেনে নিয়েছে। দেখলাম তার চোখে জল, এতদিন আমার আহার জুগিয়েছে, আমার শয্যারচনা কোরে দিয়েছে, দূর পথে ফির্‌তে রাত হোয়ে গেলে, আগ্রহভরা ব্যাকুল হৃদয়ে আশাপথ চেয়ে বসে থেকেছে, কখনও আলো হাতে নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে, এমনি করে আমায় সে ভালবেসে ফেলেছে, আজ আমার যাবার কথায় দু'চোখ তার জলে ভ'রে এলো। বললো—বাবা, আপনি তো কতদিন বোলতেন সরযূবাবুর বাগানবাড়ীটি বড় সুন্দর, ওখানে দিনকতক থাকবেন। তাই না হয় থাকুন ওখানে, আমি আপনার সেবা করে আস্‌বো। তবে ওখানে ওঁরাই সব ব্যবস্থা কোরে দেবেন, আমার সেবা কি হবে বাবা, আর সেবার আমি জানিই বা কি!

বুঝলাম ছাড়তে চায় না, অথচ আমার নিরালা জীবনের পক্ষে এখন এ স্থান উপযুক্ত হবে না তাও বুঝেছে, তাই এই রফা। আমাকে গুরুদেবের অন্যান্য বহু কৃতী শিষ্যেরাও থাক্‌বার জন্য অনুরোধ কোরতে লাগলেন। তাঁরা শনিবার রাত্রে আসতেন, রবিবার থাক্‌তেন সোমবার সকালে চলে যেতেন। আমাদের সৎসঙ্গে দুটোদিন বড় আনন্দে কাট্‌তো। গুরুদেবও আমার খবর তাঁদের মারফৎ পেয়ে আমায় থাক্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রে পাঠায়েছিলেন। আমার স্থানটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল লাগতো ; বিশেষ করে সৎসঙ্গ করে বড় সুখ পেয়েছিলাম। রাস্তায়, ঘাটে, পথে—সব জায়গাই সৎসঙ্গ ভ'রে থাকতো। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দেখ্‌তে পেয়েই মানুষ ছুটে আস্‌তো, 'গোড়লাগি বাবা' ব'লে আমার সঙ্গে চল্‌তে থাক্‌তো, তারপর কথায় কথায় ভগবৎ কথা জমে উঠ্‌তো। এমনি করে আস্তে আস্তে ৫।১০ কোর্‌তে কোর্‌তে বহুলোক সঙ্গী হোয়ে যেতো। সকলেই তন্ময়, সেই মধুর লীলা কথা, সেই অতি পুরাতন রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির লীলাকথা বোল্‌তে বোল্‌তে শুন্‌তে শুন্‌তে সময়ের জ্ঞান চলে যেতো। হয়তো কখন কোন গাছতলায় বসে পড়তাম। আমায় ঘিরে এরা বোস্‌তো, সীতারাম নাম সুরু হোতো, সকলে নাম কোর্‌তে কোর্‌তে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো। নাম কীর্ত্তনের শব্দ শুনে আরো বহুলোক কাজ ফেলে এসে জুট্‌তো, আমাদের নাম জমে উঠ্‌তো। এমনি দিনগুলি কাটছিল এক ভগবৎ ভাবমাধুর্য্যে রসমণ্ডিত হোয়ে। যার জন্য ঘর ছেড়েছি, মনে হোচ্ছিল তা যেন আকণ্ঠ পূরে পান কোরতে পাচ্ছি। তাই থাক্‌তে ইচ্ছা হোল আরো কিছুদিন। বললাম—গিরিধারী, আরো কিছুদিন থাক্‌বো, তোমাদের প্রেমগঙ্গায় স্নান কোরে আশ মিটছে না, তোমাদের উৎসব দেখ্‌বো গুরুদেবকেও দেখবো। যাঁর আশ্রয়ে আমার এতদিন এ আনন্দে কাট্‌লো, যাবার আগে তাঁকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবো।

শুনে গিরিধারী খুব খুসী। সে বোল্‌লো—বাবা যদি দয়া করেন তবে গ্রামে গিয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বেন, আমার বাইরের দিকে একখানা ঘর আছে, থাক্‌তে কোন কষ্ট হবে না—খুব নিরালা। গ্রামের লোকেরাও দর্শন পাবে, আমারও বড় সাধ বাবা। ব'ললাম—না গিরিধারী এ বাবাকে নিয়ে শেষে বিপদে পড়্‌বে, তার দরকার নেই, আমি সরযূবাবুর বাগানবাড়ীতেই থাক্‌বো। সে বললো, কেন রামজীর মন্দির তো আরো ভাল। বললাম, সেখানে আমি স্বাধীন ভাবে থাক্‌তে পার্‌বো না, অনবরত লোকজন আস্‌ছে, সাধু-সজ্জন আস্‌ছেন, হয়তো তাঁদের কোন অসুবিধা কোরে ফেল্‌বো, তার চেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগানেই ভাল, চারদিকে ফুল বাগান। মহুয়া নিমগাছ তলায় আসন বিছাবো। চমকে উঠে বললো—এই ঠাণ্ডায় ছাউনী নেই কি করে থাকবেন, বোখার হোয়ে যাবে যে? বললাম সরযূবাবুকে বলে ডবল ছাউনীর তাবু খাটিয়ে নোব, আমার এভাবে থাকবার লোভও আছে। শুনে গিরিধারী হেঁসে বললো—হাঁ বাবা সে বেশ হবে। ডবল ছাউনী ঘরের চেয়ে ভাল হবে, আর তুমি যেমন একান্ত ভালবাস ঠিক তেমনই হবে, ওখান থেকে পাহাড় বড় সুন্দর দেখায়। ধানক্ষেত তো পাশ দিয়েই। রামজীর দর্শনও ইচ্ছামত পাবে। কেয়ারীকরা রাস্তায় তোমার বেড়াবারও সুবিধা হবে। আমিও গিয়ে সেবা করে আসতে পারবো।

দেখলাম গিরিধারীর মনের মত হোয়েছে। সেখানে সে বাবাকে একলা পাবে এবং এখানকার মতন কোরে সেবা কোরতে পাবে—এইটাই তার সবচেয়ে সান্ত্বনা। তারপর সরযূবাবু সব ব্যবস্থাই মনের মতন করে দিলেন, যেন এতদিন ধরে এটাই প্রতীক্ষা কোরছিলেন। কেবল একটু অভিমানের সুরে বললেন রামজীর এত বাড়ীঘর থাকতে শেষে এই তাঁবুর ছাউনীতে কেন বাবা? আমার বারবাড়ীতে চলুন, কোন অসুবিধা হবে না, সকলে সেবা করে ধন্য হবে। বললাম—না সরযূবাবু, এই-ই বেশ হবে, আপনার বাগান বাড়ীতেই আমার ভাল লাগে। রামজী যে এখানে বেড়ান তাইতো এখানেই আসন কোরবো। একটু হেঁসে সরযূবাবু বললেন, বড় ছেলে-মানুষ আপনি বাবা, সব সময় তাই আপনার জন্য চিন্তা হয়। মনে হয় আপনাকে আগলে আগলে রাখি। কোথায় কখন থাকেন তার হুঁস থাকে না। রাস্তা চলতে গিয়ে তো আর ঘরের কথা মনেই থাকে না। বাবাকে পেলে তো সবাই ঘর ছাড়বে। তাই কাছে একটু রাখতে চাচ্ছি এই নেশাটা যাতে আমার হয়।

দেখলাম এই বৃদ্ধের আমার উপর একটা নিবিড় সন্তানবাৎসল্য। ভাবলাম এ সবই তোমার করুণা। সবার মাঝে বসে আমায় খবরদারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোর্‌চো। এই ভাবে বহুপরিচিত এই স্থানটিতে আসন বিছালাম। মহুয়া গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে বসে যখন দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতাম, তখন স্তব্ধ দুপুরে সেই একটানা ধানক্ষেতের সোণালী রং এর ছোঁওয়া আমার মনকেও স্পর্শ কোরে সোনার তুলী বুলিয়ে দিতো। কত সন্ধ্যায় মালতী-মাধবীর অপূর্ব্ব সুবাসে বসে স্নান কোরতাম। কত জবা, কত গোলাপ, কত যুঁই, কত রকমের ফুলের অপূর্ব্ব বর্ণ সুষমা আমায় হাতছানি দিত। কেয়ারীকরা রাস্তায় আস্তে আস্তে দণ্ডটি নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতাম। আকাশের গায়ে তখন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে. ঘরে ফেরা পাখীর দল সেই আকাশ পথে গেয়ে চলেছি দিনশেষের গান, গাভীর দল ফির্‌ছে, তাদের সমস্ত দিনের ক্লান্তির সাথে, পরিপূর্ণ ভোজনের তৃপ্তি তাদের চিক্কণ সবল স্বচ্ছন্দ গতি-ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে। আকাশ বাতাস ভ'রে ঘুরে ফেরার সুর। এই সন্ধ্যা, শান্ত শীতল সন্ধ্যা, এই স্তব্ধ মৌন ধ্যানগম্ভীর দ্বিপ্রহর, এই শুচিশুভ্র আলোঝলমল-করা অপূর্ব্ব প্রভাত, বড় মনোরম বড় মধুর হোয়ে আমার কাছে ধরা দিত। আমার জীবনে বহু মনোরম পরিবেশে কাটিয়েছি, বহু পরিবেশের মাঝে আমার জীবনে অনেক স্বার্থকতার স্বাদ ও পেয়েছি সেই স্বার্থকথা সেই পরিবেশকে স্মরণীয় করে স্মৃতির ভাণ্ডারের অক্ষয় করে রেখেছে। আজ যখন সেই সব স্বার্থক দিনগুলিকে মনে হয় তখন এখানকার স্মৃতি মনকে অপরূপ রংএ রঙ্গিয়ে দেয়। এখানে তাঁবুর ঘরে বসে যে সঞ্চয়টুকু জীবনে পেয়েছিলাম তা আমার এ জীবনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হোয়ে আছে।

গিরিধারীর গুরুদেব, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এবং তার আনুষঙ্গিক সকলে এসে পড়লেন। যা স্থান ছিল তাতেও সঙ্কুলান হোলো না, তাঁদের জন্য আলাদা বড় বড় দুটো তাঁবু পড়লো। যেমন সার্কেসের তাঁবু পড়ে, প্রায়ই সেইরকম। বিশেষ পদবী যাঁদের নেই, তাঁরাই সেখানে স্থান পেলেন বা পাবেন। একটি স্ত্রীলোকদের ও একটি পুরুষদের। তার মাঝে কচি বাচ্চা, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা করে লাইন টেনে সীমা-রেখা করা হোয়েছে। বরাবর খড় বিছিয়ে তার উপরে ত্রিপল পাতা, তারপর যে যা আসন এনেছো বিছাও। ঘর যা ছিল তা গুরুদেব এবং তাঁর বিশেষ শিষ্যেরাই দখল করে ফেললেন। যাঁরা আমায় এনেছিলেন, গুরুদেবের প্রধান শিষ্যরা, তাঁরা আমার খবর নিতে এলেন ও আমায় দেখে একটু দুঃখিত হোয়ে ব'ললেন—বাবা, ওখানে থাক্‌লেই হোত, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিতাম। ব'ললাম—বাবা, আমি একভাবে থাকি ভীড় সহ্য হয় না তাই এখানে এলাম। বড় সুখেতো এতদিন কাটিয়েছি!

বৈকালে গুরুদেবকে দর্শন কোর্‌তে যাব। শুনে ভারী খুসী। ব'ললেন গুরুদেবও আপনার কথা বোলছিলেন। কথায় কথায় আমায় অভিবাদন জানিয়ে ও আমার আসনের একান্ততার প্রশংসা কোর্‌তে কোর্‌তে তাঁরা বিদায় নিলেন।

তাঁবুটি বড় সুন্দর করে খাটান হোয়েছে। একদিকে আমার আসন একটি বড় চৌকির উপরে পাতা হোয়েছে, তাতে নতুন কেনা কম্বল চারখানা পেতে, উপরে নরম সতরঞ্চি, তারপর আমার বহির্বাস। কম্বলেরই মাথার বালিস, গেরুয়া কাপড়ে মুড়ে বালিসের মতন করা। ঠেস দেবার জন্য বিচালীর উপরে কম্বল জড়িয়ে গেরুয়া দিয়ে মুড়া তাকিয়া। অড়হরের ডাল বিছিয়ে তার উপর ঢালাও আসন, ফরাস দিয়ে মোড়া—লোকজন এসে ব'স্‌বে। সামনে ধূনী জ্বালা। আমার আসনের একদিকে একটি দরজা, তাই দিয়ে আর একটি ঘরে যাওয়া যায়, সেটি ঠাকুরঘর। সেখানেও একটি আসন পাতা, সামনে রামলালার মূর্ত্তি—যা গিরিধারী নিয়ে এসেছিল। অপরূপ করে গিরিধারী সাজিয়ে রেখেছে। সরযূবাবু এ ব্যবস্থা কর্‌তে গিছ্‌লেন, আমি গিরিধারীর কথা বলে নিষেধ করাতে তিনি খুসী হ'য়ে মেনে নিলেন। তার পাশে রান্নার জায়গা। এত সুন্দর করে এ সব ব্যবস্থা করা হোয়েছে, দেখলে মনে হয় সাধুসঙ্গ বহুদিন প্রাণ দিয়ে না করলে এ ব্যবস্থা এমন ভাবে করা কঠিন। পূজা ক'রে বড় সুখ পেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গাছতলায় তাঁবুতে বসে পূজা করে মনে হোল এর সমান শুদ্ধতা কোন ঘরে বুঝি নেই। কোন সংস্কার এখনকার আবেষ্টনকে ছাপ দিতে পারেনি। স্থায়িত্বের গণ্ডী এখানে চিরকালের মত ছুটি নেওয়াতে, বৈরাগ্যের অনিত্যবোধ চির জাগ্রত হোয়েই থাকে, তাই মনে কোন ময়লা জমতে পারে না। এই আসন তাই পরম শুদ্ধ, তাই মহাত্মারা ভবঘুরের মতন সাময়িক ছাউনীতেই ভজন কোরতে ভালবাসেন।

পূজা করে উঠে দেখি আজ আর সামান্য দ্রব্যাদি নয়, বহু দ্রব্য থরে-থরে সাজান। জলখাবার থেকে আরম্ভ করে রান্নার প্রতিটি দ্রব অতি নিপুণ হাতে শ্রদ্ধা-সতর্কতার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একজন লোক ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি উঠ্‌ছি দেখে এসে ব'লল—বাবা, আমি ব্রাহ্মণ সরযূবাবুর রসুই করি। আমি রসুই করে দোব না আপনি স্বপাক আহার কোরবেন, বা মন্দিরে ভগবানের প্রসাদ পাবেন? বাবা, এই জলখাবার প্রসাদ এখন খান-বলে প্যাঁড়া, মালাই ও ফল-মূল ভরা একটি রেকাবি আমায় দেখিয়ে দিলো। দেখি খাবারের রেকাবি যেখানে সেখানে সাদা কম্বলের আসন বিছিয়ে, জল গড়িয়ে সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। বুঝলাম এ সরযূবাবুর কাজ। ভাবলাম যাঁর এতবড় মহাপ্রাণতার পরিচয় পেলাম এতদিন ধরে, আজ তাঁর আতিথেয়তার অসম্মান ক'রব না। তাই কিছু না বলে জল খেতে বোসলাম। লোকটি দেখি পরদার আড়ালে সরে গেল। পাছে আমার খাবার ব্যাঘাত হয় তাই পরদার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম এই রকমই আদেশ আছে। জল খাওয়া হোয়ে গেলে সে অবশেষ যা ছিল তা পরিষ্কার করে নিয়ে একজন লোকের হাতে দিলো। দেখলাম আর একজন লোক অপেক্ষা করছিলো। জল খাওয়া হোলে ব'ললাম, আমার একটি লোক আছে ওখানে সেই-ই সব যোগাড় করে দিতো, সে বোধ হয় আসবে। পাক আমি নিজেই করি, তুমি দু'জনার মত, সামান্য কিছু চাল ও আনাজ রেখে যাও তাহোলেই হবে। কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে লোকটি আমার নির্দ্দেশমত দ্রব্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখে বাকি নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, বাবা কোন দরকার হোলে মঘাইয়া ব'লে ডাকবেন, ডাকলেই আমি আসবো। আমি ঐখানেই আছি। যে ক'দিন আপনি থাকবেন আপনার সব কিছু সেবা করবার ভার আমি পেয়েছি। সরযূবাবু আমায় এই বলে ছুটি দিয়েছেন। বুঝলাম সরযূবাবু আমার সেবার জন্য তাঁর বহু দিনের নিপুণ কর্ম্মচারীকে পাঠিয়েছেন—যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়।

আজ এখনও গিরিধারী আসলো না দেখে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি সুন্দর কাঠের উনান, তাতে এমন করে কাঠগুলি দেওয়া আছে, যা দিয়ে য-কোন লোক—জীবনে যে কখনও রান্না করেনি—সেও অনায়াসে রান্না ক'রতে পারবে। নিশ্চিন্ত হোলাম। পাশে খাবার জল, রান্নার জল এমন ভাবে সাজান যে দেখে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। একটি বাক্সের ভাঁজে ভাঁজে লবণ, তেল, ঘি, মসলা সব সাজান—মায় বড়িটি পর্যন্ত। রান্নার জন্য নূতন পিতলের বোক্‌নো, ফেন গেলে ফেলবার পাত্র। পরিপাটি ব্যবস্থা। আমার মতন ব্যবস্থা করে ফেললাম। যা আনাজ-তরকারি—সব কুঁচিয়ে একসঙ্গে ফেলে রান্না চাপলাম। গিরিধারী থাকলে হয়ত' পৃথক ভাবে রাঁধতাম, কিন্তু একার জন্যে মন চাইল না। রাঁধতে রাঁধতে ভাবলাম আজ গিরিধারী বোধ হয় আসতে পারবে না, গুরুদেব এসেছেন, ফাঁক পায়নি। রান্না সেরে নামিয়ে স্নান কোরতে গেলাম। পাশেই ত্ব'টি টবে জল বসান, পাথরের মস্তবড় এক স্নানের পিঁড়ি। বেশ আরামে বসে বসে স্নান করলাম। বুঝলাম আমার বিশ্রামের আগে কাউকে আসতে মানা আছে, তাই এরা এত সাবধান। কোন হৈ চৈ নেই। পাঁড়েজি সকাল থেকে ত্ব'তিনবার এসে ঘুরে গ্যাছেন।—কেন মিছামিছি এ কষ্ট। রামজীর মন্দিরে প্রসাদ পেলে কেমন ভজনের সুবিধা হোত, তা নয় সব ছেলে মানুষি! স্নেহের ত্ব'একটা অনুযোগ। স্নান সেরে আসনঘরে আসছি, দেখি গিরিধারী বসে আছে, অতি ত্বঃখিত, প্রায় কাঁদ কাঁদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব'ললে—বাবা, অপরাধ হোয়ে গ্যাছে সময় মত আসতে পারিনি। দেখি মুখখানা শুকিয়ে গ্যাছে। ব'ললাম, তাতে কি হোয়েছে গিরিধারী, আজতো এমন হবেই। সবে গুরুদেব এসেছেন, তাঁর দেখাশুনা ক'রবে না? গুরুসেবাই যে সকলের বড়। বুঝলাম তার পেটে কিছু বোধ হয় কাল থেকেই পড়েনি, এই বলে যেমন খেতাম সেই ভাবে ভোগ নিবেদন করে, তাকে বেড়ে দিয়ে, নিজে বাকী নিয়ে বসে গেলাম। ব'ললাম—প্রসাদ আগে পাও পরে সব কথা হবে। সে কিছু না বলে মাথায় প্রসাদ ঠেকিয়ে অতি শ্রদ্ধায় প্রসাদ পেলো, তারপর আমায় জিজ্ঞাসা ক'রল—বাবা এসব সাফ করে ফেলি? ব'ললাম নিশ্চয়ই কোরবে, সঙ্কোচ কেন? ব'লল এ রাজার বাড়ি বাবা। ব'ললাম বাড়ি রাজার হোতে পারে গিরিধারী, কিন্তু আমিতো তোমাদের। শুনে কেঁদে ব'লল সেই ভরসাতেই তো আসতে পারলাম বাবা। সরযূবাবু যেখানে ব্যবস্থা করেছেন সেখানে কি আমরা সাহস পাই! আপনি যে আমাদের আপনি—যে বাবা। বোলে সব গোছগাছ করে এসে বসল।

আমি শুয়ে পড়লাম। ব'ললাম এতক্ষণ কি করছিলে সেখানে গিরিধারী? ব'ললো কাল থেকে আর ঘরে ফেরবার সময় পায়নি। ঘরদোর ধোওয়া-মোছা, সকলের গুছিয়ে দিতে দিতেই অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর শরীরটা খুব ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিলো তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলা উঠে রান্নার দিকে লেগে গিছ্‌লাম, তাই আর সময় করে কিছুতেই আসতে পারিনি। ব'ললাম তাতো হোলো, কিন্তু কাল থেকে তো পেটে কিছু পড়েনি দেখতে পাচ্ছি। যা আয়োজন শুনছি, তার মাঝখানে স্বচ্ছন্দে তোমার মতন লোকের সংসার চলে যায়। তা তুমি খাওনি কেন? গিরিধারী অত্যন্ত লজ্জিত হোয়ে ব'লল—বাবা, আমি একজন সামান্য মানুষ আমার খবরদারী আর কে কোরছে বলুন! এঁদের যে আমি কিছু সেবা কোরতে পারছি এই-ই আমরা ভাগ্য। কত বড় বড় লোক এরা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এঁদের কাছে কি বসতে পাই আমরা ? তবুতো গিরিধারী বলে দশবার ডাকেন। রাত্রে কিছু খাইনি, সকালে চারটি মকাই খেয়েছি।

বুঝলাম কারো নিন্দা কোরবে না এ, বা কাকেও ছোট কোরতে এ জানেনা। সবটুকুই আপনার উপর নিয়ে এদের সেবা কোরে যাচ্ছে। আর কিছু ব'ললাম না। ভাবলাম এই লোকটির উপর ক্রমান্বয়ে গুরুভাইদের নির্য্যাতন চলবে, এরও যে সংসার আছে, ছেলেপুলে আছে, এরও যে ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে একথা কারোই মনে থাকবে না। নিজেদের আভিজাত্যের অভিমানে মনুষ্যত্বের দিকটা একেবারে এদের শুকিয়ে গ্যাছে, নিজেদের ছাড়া যে আর কারো কোন দুঃখ, কোন বেদনা থাকতে পারে, তা এদের মনের কোঠায় ঠাঁই পায় না। কিন্তু এরাই সকাল বেলা উঠে ঘটা করে স্নান করবে, ধোপ-দুরস্ত পট্টবস্ত্র পোরে পূজার মাঝে স্তব-স্তুতির বন্যা বইয়ে দেবে। প্রসাদের থালা—থরে থরে বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, পেঁড়া, বরফি, রাবড়ী ফলমূলে ভরিয়ে ভগবানকে তাক লাগিয়ে দেবে, কিন্তু তার এক কণাও গিরিধারী পাবে না। তা গিয়ে উঠবে আভিজাত্যের মাঝখানে—না চাইলেও। এ প্রসাদ তাদের জন্যই নিবেদিত হয়। নিবেদনের মাঝে ঠিক করা থাকে কার জন্য কোন্‌টি। দেবতা মুখ ঘুরিয়ে অভুক্ত হয়ে বসে থাকেন। নিবেদনের আগে নিবেদিত উচ্ছিষ্ট ভোগ তিনি গ্রহণ করেন না। মন্দিরে মন্দিরে, ঘরে ঘরে দেবতা তাই অভুক্ত। কাঙ্গালের ঠাকুর তাই এদের মন্দিরে বসে কাঁদেন। মূর্ত্তি থাকে—প্রাণ থাকে না।

সেদিন বৈকাল বেলা গেলাম আমার সেই চির-পরিচিত একান্ত নিরালা বাগানবাড়িতে। গিয়ে দেখি তার একান্ততা টেনে মুচড়ে, পিসে ফ্যালা হ'য়েছে। সে শুদ্ধতার কোন দামই এরা দেয় নি। সৎসঙ্গের কোন বালাই খুঁজে পেলাম না। দেখি এখানে-ওখানে বসে বসে সব জট্‌লা কোর্‌ছে। সেখানে যা আলোচনা হোচ্ছে তার মাঝে নেই বলে কিছু মনে হোলো না। রাজনীতি, গৃহস্থালী, সিনেমা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটবল ম্যাচ, সাহিত্য—দেখলাম কিছুই বাদ নেই। কারুর মুখেচোখে সৎসঙ্গের আগ্রহ, গুরুর প্রতি বিশ্বাসের কোন ছাপই দেখলাম না। এখানে সবাই এসেছে চেঞ্জে গুরুদেবকে উপলক্ষ্য করে। সবাই এসেছে আপনাপন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

আমায় দেখে হু'চারজন পরিচিত প্রধান ভক্ত এগিয়ে এলেন ও আমায় পরম সমাদরে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরখানি এঁদের থেকে একটু পৃথক জায়গায়, একান্ততার মাঝে। দেখি হু'চারজন তাঁর কাছে বসে আছেন, আমায় দেখে সকলে একটু কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। গুরুদেব সৌজন্যভরা আপ্যায়নে আমায় স্বাগত জানিয়ে বস্‌বার জন্য আসন দিলেন। দেখলাম গুরুদেব শান্ত, অমায়িক, ভদ্র। কথাবার্ত্তা যা হোচ্ছিল বোধ হয় ভগবৎ সম্পর্কীয়। আশ্বস্ত হ'য়ে বোসলাম। ব'ললাম, আপনার আশ্রমে বড় শান্তিতে, আনন্দে ছিলাম। এখানে আসন কোরে বড় সুখ পেয়েছি। শুনে গুরুদেব সৌজন্যের হাসি হেসে ব'ললেন সেই জন্যই তো কোরেছি। সাধু-সজ্জন যাঁরা, এসে জুড়িয়ে যাবেন। কথায় কথায় বেশ লাগ্‌লো এঁকে দেখলাম ভগবৎ পিপাসু, প্রাণের মাঝে সৎসঙ্গের প্রতি আকর্ষণ আছে।

কথা কইতে কইতে বেশ জমে উঠ্‌ছিল, এমন সময় একজন বেশ হোমরা-চোমরা গোছের ভক্ত এসে ব'ললেন, শহর থেকে একজন বড়-লোক এসেছেন, তিনি একবার দেখা কোরতে চান। আমার দিকে একবার কটাক্ষে চেয়ে উপেক্ষার ভাবে একটা হাত তুলে প্রণাম কোরলেন। দেখি গুরুদেবের অসহায় ভাব। তাঁর সম্মতি-অসম্মতির কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ এখানে তিনি কেউ নন, এরাই সব। যেমন চালায়, তেমনি চলতে হয়—এদের হাতের পুতুল। বুঝতে পারলাম সব। চল্‌তে চল্‌তে জীবনে এরকম অনেক দেখেছি, তাই এ বুঝতে দেরী হোলো না। দেখলাম ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ লজ্জিত হোয়েছেন, আমার দিকে লজ্জিত বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে ব'ললেন, আপনি এলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর জমেছিল ব্যাঘাত হোয়ে গেল। আমি ব'ললাম—তাতে কি হোয়েছে, যাঁরা আপনার কাছে বহুদূর থেকে আসছেন—সময়ও অল্প, তাঁদের তো উপেক্ষা করা যায় না। আজ আমি উঠি, পরে আসবো। ব'ললেন—আস্‌বেন। বড় ভাল লাগলো আপনার এই স্বাধীন প্রকৃতি, এদের কাছে যা শুনেছিলাম, তা মিললো। মাঝে মাঝে এসে আমার কাছে বসবেন, আনন্দ পাব।

দেখলাম ভিতরে তাঁর প্রেম এখনও শুকিয়ে যায় নি, ভজন যা করেছিলেন তা এখনও উঁকি মারছে; তবে কুল ছাপিয়ে সব ফেলে ছুটতে পার্‌ছে না। যশাকাঙ্ক্ষা লোকাপেক্ষায় তা ঠেক খেয়ে গ্যাছে। দু'পাঁচজন যাঁরা বসেছিলেন, দেখলাম তাঁদের মাঝেও সৎসঙ্গের লোভ আছে। আমার সাথে সাথে তাঁরাও বেরিয়ে এলেন, পরিচয় হোল তাঁদের সঙ্গে। খোঁজ কোরলাম গিরিধারী কোথায়। তাঁরা প্রথমে মনে কোরলেন গিরিধারী বোধহয় কোন মস্তলোক, হোমরা-চোমরা, আমার ভক্ত হবে। তাই বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না, গিরিধারী লোকটি কে হবে। ব'ললেন, বাবা দাঁড়ান আমরা জিজ্ঞাসা করে আসি। আমি ব'ললাম জিজ্ঞাসা করতে হবেনা, এখানে যে লোকটি থাকে, যার জিম্মায় বাড়ী থাকে, জাতে নাপিত, এখানকার লোক, এই গুরুদেবেরই শিষ্য, সেই গিরিধারী। শুনে তাঁরা ব'ললেন—ও, তাই বলুন! আমরা মনে করেছিলাম কোন ভদ্রলোক হবে! তাঁর খোঁজ কোরছেন, সে তো এই এতক্ষণ সকলকে কামাচ্ছিল। বোধ হয় চাকরদের সঙ্গে জিনিষ পত্র খরিদ কোর্‌তে দোকানে গ্যাছে।

বুঝলাম সম্বন্ধ তার বন্ধনে দাঁড়িয়েছে। এখানে তার পরিচয় বিনা মাইনের চাকর। বড় জোর লোকটা ভাল এই পর্য্যন্ত। তার যে গুরুভক্তি, তার যে গুরুভাইদের প্রতি দরদ, তার যে প্রাণঢালা সেবা—তা কারুর চোখে পড়্‌বে না। লোকের কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে এরা দেউলে দেবার কিছু বিশেষ এদের নেই।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, দেখি শিষ্য-শিষ্যার দল জোটবেঁধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেজেগুজে সব সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুচ্ছেন; নিখুঁত রূপশয্যা কোরে, বিলাস ভ্রমণে বেরুচ্ছেন; তাঁদের গায়ের গন্ধদ্রব্যের গন্ধে আশ্রম-বাড়ীর বাতাস ভারী হোয়ে উঠেছে। মনে হোলে এ যেন আশ্রম বাড়ী নয়, এ যেন কোন স্বাস্থ্যনিবাসের হোটেল—সন্ধ্যে বেলায় সেজেগুজে সান্ধ্যভ্রমণে সবাই বেরুচ্ছেন।

দেখলাম খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, আশ্রম-জীবনের এই পরিণতি! এদের কাছে আজ সাধুত্ব বিক্রীত হোয়েছে, তপস্যা এদের কৃপার ভিখারী হোয়ে লোলুপদৃষ্টি নিয়ে উপাসনা কোরছে। বৈরাগ্য মার খেয়ে কোন পর্ব্বতকন্দরে লুকিয়েছে তার হদিশ মেলা কঠিন। মনে হোল, একটু মিশতে হবে—দেখ্‌তে হবে। এ দেখারও প্রয়োজন আছে।

আস্তে আস্তে একটু একটু করে এঁদের সঙ্গে মিশ্‌তে লাগলাম। মিশতে মিশতে ক্রমশঃ এঁদের আসল রূপটি ধরা পড়লো। দেখলাম এক গুরুদেবকে উপলক্ষ্য করে, এখানে এবং এই রকম জায়গায় বিশাল সুবিধাবাদের ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এর সাথে ধর্মের কোন সম্বন্ধ সেই। উকিল এসেছে এখানে মক্কেলের খোঁজে। এই রকম একজন গুরুদেব পাকড়াতে পার্‌লে গুরুভাইদের মক্কেল পেতে অসুবিধা হবে না, বা তাদের দ্বারা আরো মক্কেল পাবার সুবিধে হবে।

ব্যবসায়ী তার ব্যবসা ফলাও করবার জন্য গুরুকে অবলম্বন করেছে এবং এদের মাঝে বসে আছে নিজের ব্যবসা ফলাও করবার আশায়। ডাক্তার এসেছে ঘর বাঁধবার জন্য। গুরুকে ধর্‌তে পারলেই কতকগুলো ঘর তার বাঁধা হোয়ে যাবে এবং আস্তে আস্তে শিষ্যের সংখ্যা বাড়াতে পারলেই তারও ঘর বাড়বে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ঐ ছেলেটি ভাল, চল ধর গুরুদেবকে। শিষ্য হয়ে যাও, সুবিধা হবে। ইনশিওরের দালাল ঘুরছে গুরুদেবের পিছনে, তার ইনশিওরের সুবিধা হবে বলে। দেখি সে তার ব্যবসার সুবিধার জন্য অজস্রভাবে গুরুদেবের প্রশংসা করে যাচ্ছে। জানে কোন রকম কোরে একবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চক্রে ঢুকতে পারলেই আমার ব্যবসার মার নেই। গুরু-ভাই হোলেই গুরুদেব মারফৎ তাকে নুইয়ে আমার কোটে পাব। এইভাবে এক অপূর্ব্ব চক্রের রূপ দেখতে পেলাম। সাধন-ভজনের কোন বালাই নেই, সকলেই আপনাপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জাল ফেলে বসে আছে এবং খুব নিপুন ভাবেই তার আয়োজন কোরছে। ভোট চাই—অমনি চল, গুরুদেবের শিষ্য হও ; এতগুলি ভোট তোমার বাঁধা। একেবারে হিন্দুমুসলমান প্রবলেম। সেখানে সব গুরুভাই গুরুভগ্নী তোমার জন্য লেগে যাবে এবং তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকেও ছাড়্‌বে না। তাই এ চক্র আজ অবশ্যম্ভাবী। প্রয়োজন মেটাতে গেলে এরকম দলের মেম্বার না হোলে কিছুই করবার উপায় নেই। অথচ ধর্ম্মের একটা কোটিং না থাক্‌লে প্রচারের সুবিধা হবে কেমন করে। অজ্ঞলোকেদের ধরে কাজ নেবার এ একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। দুটোচারটে তুলসীদাসজীর দোঁহা, দু'চারটে মহাত্মাদের কথা ব'লতে পারলেই কাজ হাঁসিল। এদের মাথায় হাত বুলাতে কোন কষ্টই নেই।

আমি তখন ওখানে আছি এমন সময় একজন ব্যবসায়ী ধরা পোড়েছেন এমন এক কাজে, যাতে তাঁর জেল অবধারিত। তিনি এই চক্রের শিষ্য। ব্যবসায়ী প্রণামী দিয়ে কেঁদে পড়লেন এই চক্রের কাছে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে চক্র সক্রিয় হোয়ে উঠ্‌ল। খোঁজ—খোঁজ কে এ বিষয়ে বিচার কোরবে। তার সাথে কার আলাপ আছে। খোঁজ কোরতে কোরতে বেরিয়ে পড়্‌লো তার এক ভগ্নীপতি এই চক্রের শিষ্য। আর যায় কোথা! হোমরা-চোমরা সব ছুট্‌লো। ভগ্নীপতির অনুরোধে, ভগিনীর চোখের জলে সেই হাকিমকে আস্‌তে হোল গুরুদেবের কাছে। গুণানুকীর্ত্তনে ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় শুনতে শুনতে ব্যাচারা গ'লে গেল। নিতে হোল তাকে মন্ত্র। তারপর গুরুবাক্য লঙ্ঘন কোরতে না পেরে সেই দেশের-দশের শত্রুকে সসম্মানে ছেড়ে দিতে হোল। সেই শিষ্য ভাবে গদগদ হোয়ে মোটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাকার প্রণামী দিয়ে গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন কোরতে লাগলো এবং সকলের কাছে বোলতে লাগলো, ভবিষ্যতে এর চেয়েও জঘন্য কাজ সে কোরবে। তার বুকের বল বেড়ে গেল এমন গুরু পেয়ে। শীঘ্রই সে তার আত্মীয়স্বজন যে-যেখানে এই কাজের কাজী আছে, সকলকে এনে গুরুদেবের চরণে সঁপে দেবে।

অবাক হোলাম। ভাবলাম—সর্বনাশ! এই দলকে, এই রকম চক্রকে দেশ থেকে দূর কোরতে জহরলালের সাধ্য নেই। দেশের মনুষ্যত্ব কোন চোরা পথ দিয়ে আজ দেউলে হ'তে চলেছে দেখ্‌তে পেলাম। এর বিরুদ্ধাচারণ কোরতে যাও, তোমার জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হবে। এ দলে নেই এমন লোক নেই, করা হয় না এমন কাজ নেই। এক জমিদার পাঁচটা খুন করে এঁদের এই গুরুচক্রের মহিমায় বেঁচে গেলেন। এঁদের নিয়ম গুরুদেবের সঙ্গে প্রথমে কাকেও পরিচয় কোরতে দেবে না। আগে এরা যাকে দলভুক্ত কোরবে তাকে তৈরী করে তবে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে। প্রথমে এরা খুব ধর্মকথা বোলতে আরম্ভ কোরবে। তার মাঝে কেঁদেই ভাসিয়ে দেবে, কত ভাবোচ্ছ্বাস দেখাবে। তারপর পালা ক'রে গুরুদেবের মহিমা ও অলৌকিক মহিমা প্রচার কোরতে থাকবে, যতক্ষণ না নূতন আগন্তুক গ'লে যায়। এ বিষয়ে দশ-বিশজন পোক্ত লোক থাকে এই কাজের জন্য, তাদের সঙ্গ হোয়ে যাবার পর আসবে আর এক দল, যারা আগন্তুকের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে উপদেশ দেবে গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'তে। বোলবে—সহজে পাবেন না, তবে আমরা বোলে তাঁর কৃপা আপনাকে পাওয়াব। এই রকম কিছুদিন ধ'রে ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদিন আগন্তুকের সমস্ত বিচারবুদ্ধির লোপ হোয়ে গেলে তাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর হয় তার দীক্ষা এবং চক্রে প্রবেশ। এই প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ কাজগুলি এমন নিপুন ভাবে করা হয় যে, এর মাঝে পড়্‌লে বেরোনো কঠিন। আজ এইভাবের চক্রে দেশ ছেয়ে গ্যাছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা ব'ললাম পাঠক একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখলেই এর সত্যাসত্য বুঝতে পারবেন। এই কথা যা লিখলাম তার মাঝে যে মহৎ দেশপ্রেমিক বা প্রতিষ্ঠান নেই, তা নয়। তাও দেখেছি, কিন্তু তাঁদের কথা আমি বল্‌ছি না; তাঁরা জগৎ বরেণ্য। দেশ তাঁদের কাছে, তাঁদের মহান আত্মত্যাগে এখনও মনুষ্যত্বের আলো দেখ্‌তে পাচ্ছে। এই রকম সঙ্ঘবদ্ধ ত্যাগও সেবায় দেশ ভ'রে উঠুক এই আশা নিয়েই আজ লিখ্‌তে বসেছি। যাঁদের এইভাবে আত্মপ্রবঞ্চিত হোতে দেখেছি তাঁদের জন্যও প্রাণে ব্যথা পেয়েছি। পাছে সকলে এই চোরাবালিতে পা দেয়, পাছে অমূল্য সব জীবন নষ্ট হোয়ে যায়, তার জন্য আমার এই অক্ষম হাতে লেখবার প্রয়াস। কোন বিদ্বেষ নিয়ে আমি লিখ্‌তে বসিনি। দেশের এই দুর্দ্দিনে পথচলার সময় যে অন্ধকূপ দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, সেই অন্ধকূপ থেকে জাতিকে সাবধান করবার জন্য আমার এ সামান্য নিবেদন।

সরযূবাবুর বাগানবাড়ীতে সেই তাঁবুতে বসে আছি। পাঁড়েজী বেশ যুত করে বসে তাঁর রামায়ণের সীতাচুরির জায়গাটি চোখের জলে আর শেষ কোরতে পারছেন না। দু'লাইন পড়েন, আর কেঁদে ভাসিয়ে দেন। শেষে ব'ললাম, পাঁড়েজী তবে থাক, সব কান্নাই তো আপনি শেষ করে ফেললেন, কিছু তো আমাদের জন্য রাখলেন না, তবে আর আমরা কাঁদবো কোনখানটায়। তার চেয়ে আপনি কাঁদুন, আমি পড়ি। শুনে সকলে হেঁসে উঠলেন। পাঁড়েজীও হেঁসে ব'ললেন, বড় দুষ্টু তুমি বাবা, তাইতো এত ভাল লাগে।

সরযূবাবুর পিসী, আরো দু'একজন বৃদ্ধা, মন্দিরের দু'চার জন কর্ম্মচারী ও ঐ রকম আগন্তুকের দল নিয়ে আমাদের আসর। পাঁড়েজী পাঠক: আর আমরা শ্রোতা। পাঁড়েজীর সেই বিহ্বল হোয়ে পাঠ। পাঠ কোর্‌তে কোর্‌তে গদ্‌গদ্ ভাব, আমাদের সকলের অন্তরকে স্পর্শ কোর্‌তো। পাঠ শুনতে শুনতে আমরা সকলেই অশ্রু সজল হোয়ে উঠতাম, মনে হোতো যেন কি অপূর্ব আস্বাদন হোচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দেখি একটি স্ত্রীলোক আস্ছে গেটের ধার থেকে। সঙ্গে দু'টি ছেলে। পরনে ধূলিমলিন বাস, মাথায় তেলের অভাবে চুলগুলি জটা পাকিয়ে গ্যাছে, মুখে-চোখে একটা অনাহারের দরিদ্রতার স্পষ্ট ছাপ। ছেলেগুলিরও সেই দশা। অতি কুণ্ঠিতভাবে এসে গেটের সামনে দাঁড়ালো। মনে হোলে ঢুক্‌বে কি ঢুক্‌বে না এই নিয়ে ইতস্ততঃ কোর্‌ছে। একবার মনে হোল পিছন ফিরলো, তারপর ফের ফির্‌লো এবং সব সঙ্কোচ কাটিয়ে গায়ের সেই মলিন বাসকে গুছিয়ে নিয়ে দুটি ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। এঁরা আমার দিকে মুখ করে বসেছিলেন ব'লে দেখতে পাননি, আমি বসেছিলাম গেটের দিকে মুখ করে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো, মুখে-চোখে তার ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ছেলে দুইটির মুখ যেন চুপ্‌সে গ্যাছে। আমায় প্রণাম করে দাঁড়ালো। পাঠ শেষ হোয়ে গিছ্‌লো। জিজ্ঞাসা কোরলাম —কে মা তুমি? কোন কথা না ব'লে দাঁড়িয়ে রইলো, আমার কথায় সবাই ফিরে তাকালো। পাঁড়েজী বললো গিরিধারীর বউ। শুনে চম্‌কে উঠলাম। বুঝলাম অনেক দুঃখে, অনেক সয়ে তবে আজ এ আমার কাছে এসেছে। গিরিধারী আর এদের খবর রাখ্‌তে পারে না। গুরুভাইদের খেদমত খাট্‌তে খাট্‌তেই তার দিন যায়। ঘরে ফেরার কথা মনেও থাকে না। আর ফিরবে কি নিয়ে? ক্ষুধাতুর স্ত্রীপুত্রের মুখ গিয়ে দেখ্‌বে কি করে? রোজগার যা কোর্‌তো তা আজ দেড়মাস-দু'মাস গুরু ভাইদের কৃপায় বন্ধ। তার যে কোন প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, তারও যে ঘরে ছেলে-বৌ আছে, এ চিন্তা করবার সময় তার গুরুভাইদের কার আছে? তারা এসেছে আপনাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। প্রয়োজন থাক্‌লে, কোন কার্য্য সিদ্ধির হাতিয়ার গিরিধারী হোলে, তাকে এরা সেই ভাবে যত্ন কোরতো। তা যখন নয়, তখন কে খোঁজ ক'রে? বড় জোর তার সাথে বসে হয়তো কেউ কথা কয়, বা তাচ্ছিল্যের দানে কেউ কৃতার্থ ক'রে। তাতে তার কোন রকমে দিন কাটে, কিন্তু ঘরে ফেরা চলে না। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে গেলে যে আয়োজন কোরতে হয়, দেড়মাস তা তার নেই। ব'ললাম—কি মা, তোমার খবর সব ভাল তো? কোন কথা দেখলাম বোল্‌তে পারলো না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। বুঝলাম এত লোকের মাঝে সে যা আমায় আপন ভেবে বোল্‌তে এসেছে, বোলতে পার্‌ছে না। ব'ললাম, আপনারা যান এখন, এই মা এসেছে এর সাথে একটু কথা কই। পাঁড়েজী থাকুন। পাঁড়েজীকে এ অঞ্চলের সবাই আপনার করে নিয়েছিলো। যার যা দুঃখ তা এই ব্রাহ্মণের কাছে এসে নিঃসঙ্কোচে বোল্‌তে শুনেছি, আর পাঁড়েজী একান্ত আত্মীয়তার সঙ্গে তাদের কথা শুনতেন। কখনও শুধু হাতে কাকেও উঠে যেতে দেখিনি, ব্রাহ্মণের কাছে যা থাক্‌তো, তা লোটাটা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ তুলে দিতেন এদের হাতে।

আমার ইঙ্গিত শুনেই এঁরা সকলেই উঠে গেলেন। পাঁড়েজী মন্দিরের আরতির আয়োজন করবার কথা ব'লে দিলেন কর্ম্মচারিদের। বললেন—যা আমি যাচ্ছি। সকলে চলে গেলে বল'লাম—বস মা। বোল্‌তেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে—সে কি কান্না! পাঁড়েজী ও আমি দু'জনে একেবারে স্তম্ভিত! বল'লাম—বল মা, কোন সঙ্কোচ কোরোনা। দেখি কিছুতেই মুখ খুল্‌তে পার্‌ছে না। ব'ললাম—মা, আমি তোমাদের বাবা কিনা, তাই কিছু বোল্‌তে হবে না, আমি সব বুঝি। পাঁড়েজীকে ব'ললাম—পাঁড়েজী, ভাণ্ডার থেকে মাসখানেকের মত চাল, ডাল, আটা এদের দিয়ে দিনগে। আর এখনই এদের নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়ান, দেখছেন কি অবস্থা এদের? শুনে গিরিধারীর বউ ডুকরে কেঁদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠ্‌লো। ব'লল—বাবা, তুমি আমাদের বাবা, তোমার কাছে তাই আজ ছুটে আসতে পেরেছি। প্রতিদিনই যে তোমায় প্রণাম কোরেছি বাবা। এ দুঃখ তুমি ছাড়া আর কে বুঝবে? আজ তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি, ছেলেরা সব ভুখা। ও তো ঘরে যেতেই পারে না, গুরুদেবের সেবা নিয়েই থাকে। পাছে তার ব্যাঘাত হয় তাই তাকে জানাই না, বহু জন্মের ভাগ্যে গুরু সেবা পাওয়া যায়। আমি খেটেখুটে কোন রকমে চালাচ্ছিলাম, কিন্তু বাবা, আজ এক হপ্তা আর খাট্‌বার ক্ষমতা নেই, বাচ্চারা না খেয়ে আছে। তাই বাবা আর কোন উপায় না দেখে তোমার কাছে এসেছি। বাবা, আমার এ অপরাধ নিও না— তুমি আমাদের বাবা।

দেখলাম এত দুঃখেও সে তার স্বামীর ধর্ম্মের ব্যাঘাত করে নি। সতী মেয়ে উপবাস করেও সংসার প্রতিপালন করে যাচ্ছে। উপবাসে কেটেছে তবু গিয়ে স্বামীকে জানায় নি, পাছে তার প্রাণে লেগে সেবার বাধা হয়। শুনে পাঁড়েজী ও আমি দু'জনেই কাঁদতে লাগলাম। মনে হোল এর চেয়ে ধর্ম্মের ছবি কি চোখে পড়েছে? এই মেয়েটির মতন করে জীবন দিয়ে কে ধর্ম্মকে পালন কোরছে? এই-ই তো স্বামীকে পাঠিয়ে দিতো রাত্রিতে আমায় পাহারা দেবে বলে। সরু চাল, দুধ পাঠাতো আমার শরীর খারাপ ব'লে। বাচ্চাদের নিয়ে নিজে বাজ্‌রার রুটি খেতো, আমার জন্য গমের আটা পাঠাতো। বসে বসে দেখলাম। যা দেখলাম তা' প্রকাশ করবার ভাষা নেই, এই অজ্ঞ, মূর্খ চাষার মেয়ের পায়ে মনে মনে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে বল'লাম, কবে তোমার মতন করে এরা ধর্ম্মকে ধরবে, কবে তোমার মতন করে এরা জীবন্ত ধর্ম্মকে প্রতিপালন কোর্‌বে। দুঃখ মা, তোমাদের চেনবার চোখ আজ দেশ হারিয়ে ফেলেছে, তোমাদের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে আজ এরা যেদিকে চোখ ফিরিয়েছে তা এদের সর্ব্বনাশের পথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিষ্কার কোর্বে। জীবনের আলো ক্রমশঃ ম্লান হোয়ে আস্ছে এদের জীবন থেকে। তোমরা আছ, তাই ধর্ম্ম বেঁচে আছে। তাই মনুষ্যত্বের দেবত্বের আলো এখনও ম্লান হোয়ে যায় নি। জাতির জীবনে বাঁচবার মূলধন তোমরাই যুগিয়ে যাচ্ছ।

পাঁড়েজী চোখ মুছে বললেন, গিরিধারী ঠিকই গুরুসেবা কোর্ছে মা, তোরও ধর্ম্ম পালন ঠিক হোচ্ছে। সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তোরা তোদের মুখেই এই কথা শোভা পায়। কিন্তু চিনবে কে মা! ঠিক জায়গায় এসেছিস্, চল্ মা চল্ কিছু খাবি চল্। এই ব'লে বৃদ্ধ ছোট ছেলেটাকে বুকে টেনে নিলেন। ব'ললাম—যাও মা। আর দেরী কোরো না, আর একদিন এসো সব শুন্বো। তোমার কথা এখান থেকে যাবার আগে না শুনে গেল যে আমার এখানে আসা বৃথা হোয়ে যাবে। তোমরা যে সকলেই এক-একটি জীবন্ত শাস্ত্র, এ পাঠ শেষ না করে গেলে যে আমার ঘর ছাড়াই বৃথা হবে! অশ্রু সজল চোখছ'টি তুলে বলল—বাবা, তুমি সাধু—তুমি বাবা, কোন সেবাই কোর্তে পারি না, কিন্তু তোমাকে আমাদের আপনার বলে মনে হয়। বড় ছেলেটা আজ বলল—চল মা সাধুবাবার কাছে, সেখানে গেলে আমাদের কোন দুঃখ থাক্বে না। বাবা, ও বুঝেছে যে তুমি কত আপনার। এতটুকু ছেলেও আজ না খেতে পেয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি যে বাবা! শুনে থাক্তে পারলাম না, তার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রলাম। মনে মনে প্রার্থনা কোরলাম—যে, রাস্তায় আমায় নামিয়েছো যেন তার উপযুক্ত হোতে পারি, পথ চলার সময় এদের যেন কোনদিন অস্বীকার না করি। যেন এদের সাথে আমার এই একান্ত আত্মীয়তার যোগসূত্রটি আভিজাত্যের কুঠারাঘাতে ছিন্ন হোয়ে না পড়ে। বল'লাম—আমি তো তোমার বাবা, তবে আর ভয় কি মা? ভিখারী বাবা, ভিখারী মেয়ে। শুনে হেঁসে ব'লল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার বাবা ভিখারী হবে কেন, হুনিয়া সুদ্ধ তো সকলই আমার বাবার। আমার বাবা ভিখারী হতে যাবে কেন, আমার বাবা রাজ-রাজ্যেশ্বর, বলে প্রণাম করে পাঁড়েজীর সাথে চলে গেল।

সরযূবাবুর কল্যাণে আজ আর নিরুপায়ের বেদনা পেতে হোলো না ভেবে মনে মনে তাঁর চরণে মাথা লুটিয়ে বল'লাম—এই সব মহা-প্রাণদের তুমি মঙ্গল কোরো। আমি জানি না মঙ্গল কাকে বলে, তাই ভিক্ষুকের প্রার্থনা নিয়ে জানাই—এদের তুমি মঙ্গল কোরো।

গিরিধারীকে আর একথা জানাইনি। তার বউ যখন তাকে জানায়নি পাছে তার সেবাধর্ম্মে আঘাত পড়বে ভেবে, তখন আমিই বা কেন তার সেবাধর্ম্মের ব্যাঘাত করি। লোক তাকে যে ভাবেই নিক, কিন্তু একজন তো জানেন তার অন্তরের কথা, সেখানে তার সেবা ঠিক গিয়ে হাজির হোচ্ছে, তার তো ভাবের ঘরে কোন চুরি নেই। তার গুরুসেবা স্বার্থক হোয়ে থাকবে, তার চিত্ত ভগবৎ সেবার আনন্দ থেকে কখনও বঞ্চিত হবে না।

ওখানে থাকতে থাকতে এক মহাত্মা এলেন, তাঁর শিষ্য-সম্পদ প্রচুর। সকলের মুখেই তাঁর কথা শুনি। উৎসব হবে, বড় বড় কাগজে তার নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হোতে লাগলো। এসব কাজ চক্রের দ্বারাই হয়। গুরুমহারাজের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ নেই, তিনি চলেন চক্রের নির্দ্দেশ মত। আমার কাছে গ্রামের বহু লোকই আসতো। আমার অবসর মতন বসে খানিকটা আলাপ করতো, তাদের সুখ হুঃখের কথাও কখনও কখনও বোলতো। ইদানিং তারা আমায় তাদের আপনার কোরে নিয়েছিল। থাকতে থাকতে আমার আভিজাত্যকে তারা সরিয়ে ঠিক তাদের পাশে আমায় বসিয়ে দিয়েছিল। তাই আমি ছিলাম তাদেরই একজন। আমায় তারা তাদের সকলের ভেবে সঙ্কোচটুকু উঠিয়ে নিয়েছিল।

মাঠের মাঝখান দিয়ে আল পথ ধরে হয়তো বেড়াতে চলেছি, ক্ষেতে কাজ করছে বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চাষা, দেখতে পেয়ে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলে ছুটে এসেছে 'গোড় লাগি বাবা' বলতে বলতে। হাসি মুখে খবর নিয়েছে সন্ধ্যাবেলায় একলা এদিকে কোথায় যাব। আত্মীয়তার সুর মিলিয়ে শাসন কোরেছে, সন্ধ্যা হোয়ে এল আর দূরে নয়, কোথায় গিয়ে বসে থাক্‌বে খেয়াল থাক্‌বে না, মাঠে সাপ-খোপের ভয় আছে। আত্মীয়ের দরদ ভরা হৃদয় নিয়ে শাসন কোর্‌তো। কখনও হয়তো চাষার বউ চাষাকে পাঠাতো কাজ ফেলে আমার সাথী হবার জন্য। কখনও বেড়াতে গিয়ে বসতাম পাহাড়ের নীচে ছড়িয়ে পড়া কোন পাথরের উপর। রাখালেরা গরু চরাতে চরাতে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে আমার কাছে ছুটে আস্‌তো। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার পাশটিতে বসে পড়্‌তো, আমায় পেয়ে কি খুসী! কখনও জাম পেড়ে আমায় খাওয়াতো, কখনও পাহাড়ের পাশের পুকুর থেকে পানফল তুলে আনতো, কখনও দড়ি খাটিয়ে দোলনা তৈরী করে আমায় দোল দিতো। সবার আমি আপন জন— আশে পাশে দু'পাঁচ-দশখানা গ্রামের আমি বাবা।

একদিন এইরকম দু'পাঁচ জন এসেছে, কথায় কথায় ব'লল—বাবা বড় মুস্কিল হোয়েছে আমাদের। সাধু বাবার ওখানে উৎসবে নিমন্ত্রণ দিয়েছে। বল'লাম এতে আর মুস্কিল কি? তিনি মহাত্মা তিনিও তোমাদের সকলের, তাই না তোমাদের উৎসবে ডেকেছেন। এ তো আনন্দের কথা, তাঁর উৎসব তো তোমাদের নিয়েই হবে। এই তো মহাত্মার কাজ। শুনে বলল, তাতো ঠিক বাবা, আমরা উৎসবে যাব, খাব, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? টাকা না দিতে পার্‌লে তো সেখানে কেউ কথাই ব'লবে না। আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তো বাবা, কেবল টাকার। নিমন্ত্রণ দিয়েছেন ঘরপিছু পাঁচ টাকা-দশ টাকা, আবার দু'টাকার কম দিলে হবে না। তা দিলেও কেউ গ্রাহ্য করে না বাবা। তোমার মতন করে আমাদের খবর আর কে রাখে! বসে দু'টো কথাই বল্‌বে না। আর খাওয়ার কথা বল্‌ছো, তা সে খাওয়া খেতে আমাদের বৌ-ঝির ইজ্জত লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা অনেকেই গিয়ে সাধুবাবাকে প্রণামী দিয়ে চলে আসি, আমরা গরীব, কিন্তু ইজ্জত আছে।

সরযূবাবুর কাছে থাকি। তিনি আমায় স্নেহ করেন ও অন্যান্য শহরের লোকও আমায় চেনেজানে বলে আমার কাছেও নিমন্ত্রণ পত্র এলো। কখনও এসব জায়গায় যাই না, একটু এড়িয়েই চলি। মনে হোলো একবার দেখেই যাই না, হয়ত কিছু পাব, যা এ জীবনে কাজে লাগ্‌বে। কোথা দিয়ে কখন কি ভাবে ডাকছেন তা তো জানি না। নিজেকে সঁপে দিয়েছি তাঁর পায়ে, তিনি নিয়ে চলেছেন, বহুরকম ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে—আমায় প্রস্তুত ক'রবেন বলে।

যে সময় তাঁদের প্রসাদ বিতরণের সময় দেওয়া ছিল সেই ঠিক সময় গেলাম। গিয়ে দেখি—প্রচুর আয়োজন! পোলোয়া, কালিয়া, দই, মিঠাই, পুরী প্রভৃতি খাদ্যের স্তূপ ঘরে বোঝাই করে রাখা হয়েছে। আর একদিকে দেখি খিচুড়ী হোচ্ছে। তাতে চালের ভাগ কম, মোটা চালের দানাগুলো ফুলে উঠে ডালকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এক অদ্ভুত রূপের সৃষ্টি কোর্‌ছে যা রন্ধন বিজ্ঞানে খিচুড়ী পর্য্যায়ে ফেলা দুষ্কর। ঘিয়ের ছোঁয়াও তাতে পড়েনি, তাই চাটাইয়ের চৌবাচ্চা তৈরী করে তাতে ঢালা হোচ্ছে। তলাতেও চাটাই পাতা। সেই অদ্ভুত দ্রব্যের প্রস্তুতি এবং তার পরিবেশ, গন্ধ নাকে গিয়ে গা বমি-বমি কোর্‌তে লাগ্‌লো। দেখলাম গ্রামের সব লোক নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরেছে ঠিক। তারা গিয়ে সাধুবাবার প্রণামী আঁচল থেকে বার করে দিয়ে, প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম কোর্‌ছে। সেগুলির পরিমাণ দেখে মনে হোল কম নয়, অন্ততঃ এদের যে ভাবে খাওনা হ'বে, তা সঙ্কুলান হয়েও বেশ কিছু থাক্‌বে। প্রণামী দেওয়া হোয়ে গেলে তাদের বসবার জন্যে একটা মাথার উপর চ্যাটাই দেওয়া মাঠের মাঝে চাঁচা-ছোলা জায়গায় বস্‌তে বলা হোচ্ছে। সেখানে দু'পাঁচজন চাকর-দরওয়ান যে ভাবে তাদের আপ্যায়িত কোরছে, তাতে দাঁড়িয়ে লজ্জা হোতে লাগলো। সাধু হোয়ে সাধুস্থানে মানুষের প্রতি এই ব্যবহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে আমার মুখখানাও অপরাধের কলঙ্কে কলঙ্কিত বলে মনে হোতে লাগ্‌লো।

ইতিমধ্যে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে এঁদের দু'চারজন এগিয়ে এসে আমায় অপ্যায়িত করে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চমৎকার হল ঘর, জাজিম পাতা, গোলাপ জল ছড়ানো হোচ্ছে। সামনে ঠাকুরঘরে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল বিতরণের জন্য সাজান রয়েছে। আমায় আসন করে প্রসাদ দেবার আয়োজন দেখে ব'ললাম আমার নিয়ম আছে, নিজে পাক করে খাই অন্য কোথাও খাই না। তা শুনে তাঁরা ফলমূল মিষ্টান্ন দেবার জন্য জেদ কোরতে লাগলেন। এড়াবার চেষ্টা কোরলাম, কিন্তু নাছোড়বান্দা। যিনি এখানকার গুরুদেব তিনিও এসে দাঁড়ালেন এবং আমায় প্রসাদ নেবার জন্য অনুরোধ কোরতে লাগলেন।

ভাবলাম, দেখি ওদের যারা নিমন্ত্রিত হোয়ে এসে কুকুর-ছাগলের লাঞ্ছনা ভোগ কোর্‌ছে, তাদের কিভাবে এরা খাওয়ায়, তারপর প্রসাদ নোব। ব'ললাম এসেছি উৎসব দেখতে, উৎসব শেষ হোক, তারপর আমি যাবার সময় প্রসাদ নিয়ে যাব। শুনে সকলেই অপ্রস্তুতের হাঁসি হেসে ব'ললেন সেতো ঠিক। বসুন বসুন।

ইতিমধ্যে পাতা পড়ল—যারা আভিজাত্যের মাঝখান থেকে এসেছেন, যাঁরা শিষ্য সম্প্রদায়ের বা তাঁদের আলাপী, তাঁদের পাতা পড়লো। সকলে বসলেন। কি মধুর আপ্যায়ন, কি পরিবেশনের ঘটা! সাধুবাবার ঘুরে ঘুরে সকলের খবরদারী এবং আহারীয় দ্রব্যের সে কি রকমারী আয়োজন! খাওয়া শেষ পর্য্যন্ত বসে বসে দেখলাম। এদের পাতে যা প'ড়ে রইলো তাতেই অনেকের ভরপেট হোয়ে যায়। তারপর এদের আরো যারা র'য়েছে তারা বস্‌বার আয়োজন কোরতে লাগলেন। আমি ইতিমধ্যে উঠে চলেছি দেখে একজন হোমরা-চোমরা গোছের এঁদের শিষ্য ব'ললেন, বাবা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ব'ললাম—বাবা উৎসবের তো একটা দিক দেখলাম এবার আসল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসব যাদের নিয়ে, যে নারায়ণের সেবার কথা নিমন্ত্রণপত্রে প'ড়লাম, তা একটু দেখি। তাই দেখবার জন্যে তো এলাম। আপনারা এতগুলি মহাপ্রাণ এই দূরে পল্লীগ্রামে এসে এই সব ক্ষুধিত, আর্ত্ত, দুঃস্থ নারায়ণের কিভাবে সেবা করেন দেখবো না? এরাই তো আসল। শুনে ভদ্রলোক বেশ একটু বিমনা হোয়ে গেলেন, ব'ললেন ও আর কি দেখবেন বাবা, ওখানে রোদ্দুরে কষ্ট হবে। এখানে বসেই তো দেখ্‌তে পাবেন। ব'ললাম—আমি তো এতদিন এদের কাছেই আছি বাবা, এরাই তো আমায় এতদিন খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিছু আর না বোলে, এসে দাঁড়ালাম সেই চ্যাটাইঘেরা চাঁচা-ছোলা মাঠে।

দেখি এদের জন্য পাত পাতা হচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের কি উল্লাস আর কাড়াকাড়ি নিমন্ত্রণ খাবে ব'লে। কর্ম্মচারীদের সে কি কদর্য্য ব্যবহার, সে কি গালাগালি! থাকতে না পেরে ব'ললাম—তোমরা এদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছো; নিয়ে এসে এদের প্রতি এরকম ব্যবহার কোর্‌ছো কেন? তাই শুনে ও আভিজাত্যের মাঝখান থেকে, আমায় আসতে দেখে একটু থমকে গিয়ে তারা বললো—এদের সাথে এরকম ব্যবহার না কোরলে কি রক্ষে আছে, হয়তো এখুনি। গিয়ে ওদিকে হাজির হবে তখন সকলের খাওয়া মাটি হোয়ে যাবে, ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। ইতিমধ্যে একজন হোমরা-চোমরা লোক এসে হাজির হোলেন। তাঁর জন্য একখানা চেয়ার পাতা হোল, আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমার জন্য একখানা চেয়ার আন্‌তে ব'ললেন। আমি ব'ললাম আপনি বসুন সমস্তক্ষণ খাটছেন আপনার না বস্‌লে কি হয়। আমার অভ্যাস আছে। তাতে আর ভদ্রলোক বস্‌তে পারলেন না। যাই হোক এবার পাতে প্রসাদ পোড়্‌তে লাগলো। তিনি নির্দ্দেশ দেওয়াতে ক'জন কর্ম্মচারী, মানে চাকর মালীর শ্রেণীর—বালতিতে করে খিচুড়ী পরিবেশন কোর্‌তে লাগলো। সে বালতি দেখে মনে হোল, তার পরিচ্ছন্নতার দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ নজর দেয়নি। এতগুলি লোকের স্বাস্থ্য যে বিপন্ন হোতে পারে সামান্য একটু অসতর্কতায়, সে কথা মনেও হয়নি কারো।

এদের মধ্যে যারা গ্রামের মাতব্বর তারা দেখলাম বিষণ্ণ। অপমানিতের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ খেতে বসেনি, সাধুকে অপমান কোরতে নেই, তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কোরতে নেই, তাই এত অপমান সয়েও এরা এসেছে। ছেলে-ছোকরাদের বসিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে আছে ম্লান চোখে। আমায় দেখে প্রণাম করে ব'লল "বাবা!" —যেন এমন জায়গায় আমায় ওরা আশা করে নি। বলল—বাবা, আপনি কি নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন? ব'ললাম তোমাদের সঙ্গে যখন একই আসন বিছিয়েছি, তখন আর কি কোরে নিমন্ত্রণ খাই, তাতে যে তোমাদের অপমান করা হয় বাবা। শুনে তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। এক বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ব'লল—এ দুঃখ আমাদের কে বুঝবে বাবা? আমাদের দুঃখ, এঁরা যদি মুখের আদর কোরতেন, তবে কোন অনুযোগই আমাদের থাক্‌তো না। ভাল খাবার আমাদের প্রয়োজন নেই, আমরা মহাত্মার আখড়ায় মানুষের মত ব্যবহারটুকু চাই। দেখি তাও আমাদের জন্য নেই। সবই বরাত। আস্‌তে ইচ্ছা করে না, তবে এত ভদ্রলোক, বড় বড় লোক সব আমাদের ডাকেন মহাত্মার নাম করে, না এলে পাছে এঁদের অপমান হয় তাই আস্‌তে হয়।

দেখি খিচুড়ী যা পাতে পড়েছে তা তার তারল্যে গতিপথ সৃষ্টি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই অভুক্ত ছেলেমেয়েরাও তার স্বাদে মুখ সেঁটকাচ্ছে, কেউ কেউ একটু নুন, চাচ্ছে তাতেও ধমক। তরকারী যা দিল, তা যে কি দিয়ে তৈরী বুঝবার উপায় নেই। কি যে তাতে নেই তা-ই বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। তরকারীর খোলা, ডাঁটা, কুমড়ো, বেগুন যেখানকার যাকিছু সব মিলে যেন সমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচার কোরছে। একটা বোঁট্‌কা দুর্গন্ধ এতদূর থেকেও খাদ্যের প্রতি একটা অনাস্থা এনে দিচ্ছে। তাই এরা অম্লান বদনে আনন্দ করে খাচ্ছে দেখলাম। ভাবলাম প্রকৃত যেখানে নারায়ণ সেবা হোত, ভাল কোন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু সেখানে পড়ছে না। এদের বঞ্চিত করে ওরা ভোগ কোর্‌ছে, ভগবান থাকছেন উপবাসে। সেই খিচুড়ী ও সেই তরকারীর একটানা পরিবেশনের মহড়া চ'লল। যেখান থেকে খিচুড়ী আনছে, টানা-টানিতে সে চ্যাটাইএর খানিকটা স'রে গিয়ে মাটির সঙ্গে যোগ হোয়ে গ্যাছে। তাতে খিচুড়ীর সঙ্গে গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া মেঝের সঙ্গে একটা মেশামেশি হোয়ে যে কাদার সৃষ্টি হোয়েছে, তাতে বোধ হয় সাতদিন অভুক্ত কাঙ্গালীরও বমি আস্‌বে।

যে ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে ব'ললাম—এদের জন্য কিছু দই-মিষ্টির কি ব্যবস্থা নেই? বল্লেন আছে বৈকি, তরকারীর ব্যবস্থা আরো দু'রকম হোয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ না এসে পৌঁছুতে আর হোয়ে ওঠেনি। টক একটা নিয়ে এলো, সেও নামগোত্র-বিহীন। কিসের টক তা বোঝবার উপায় নাই। এরপর সেই ভদ্রলোক কর্ম্মচারীদের কি বল্‌লেন, দেখি তারা বিস্মিত হোয়ে চল্‌ল। কিছুক্ষণ পরে দেখি তাদের হাতে দইএর হাঁড়ি। দেখে আশ্বস্ত হোলাম। ভাবলাম যাইহোক এর পর যদি একটু দই-মিষ্টি এদের পাতে প'ড়ে, তবে কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক দেখি একটু অপ্রস্তুত হোয়েছেন। তারপর দই প'ড়তে সে কি উল্লাস! সেই সব ছেলেমেয়েদের কি আনন্দ! ভাবলাম, যারা খেতে খেতে খাবার আস্বাদনকে বদহজমের চোয়া গন্ধে হারিয়ে ফেলেছে, তাদের পাতে কালিয়া-পোলায়া পরিবেশনে খাদ্যের অপমানই হয়, তারা ঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণ কোরতে পারে না—তারা বঞ্চিত; কিন্তু যারা সুস্থতার অশীর্ব্বাদে ভরপুর, যারা সামান্য ভিজে ভাত আর নুন-লঙ্কার মাঝে অমৃতের আস্বাদন পায়, সেই সব সুস্থসবল মানুষকে খাওয়ানোতে যে খাদ্যের স্বার্থকতা, তা বুঝবার মতন কৃতার্থতা এরা পায়নি। দই পড়্‌ছে, তা-যে দই—তা বোঝবার উপায় নাই। তাতে এতটা পরিমাণ জল মেশান হোয়েছে যে পাতে দিতেই লজ্জা হয়। তাই এরা প্রসাদ বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমানন্দে খেল। আপনাদের সারল্যে, বিশ্বাসে সব দোষ ঢেকে নিল। মিষ্টিও এলো—বোঁদে। রং তার কালো—বোধ হয় তেলের তৈরী। দেখলাম ছুটে পরিবেশন—কার পাতে পড়লো বা পড়লো না তার হদিস নেই, যেন কোনরকমে পাত ছুঁতে পারলে হয়। বুঝলাম এমন উৎসবই এখানে হোয়ে আস্‌ছে বরাবর।

ভাবলাম এঁদের চিরাচরিত প্রথায় আর বাধা দোব না। আর বল্‌লেই বা শুনবেন কেন! কোর্‌তে কোর্‌তে যা অভ্যাসে পরিণত হোয়ে গ্যাছে, তা এত সহজে ছ'চার জন লোকের কথায় থামানো যাবে না। মনে হোল যেন মার খেয়ে গেলাম। ছেলেমেয়েরা উল্লাস কোর্‌তে কোর্‌তে চলে গেল। তারা জানে এর বেশী তাদের জন্য নয়। এই বয়সেই তারা বুঝেছে তাদের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ এমনই। এই রকম আরো ছ'ব্যাচ বস্‌বে। বুঝলাম আর দেখবার কিছু নেই, এ এই রকমই চলবে। সেই ভদ্রলোক আমায় বল্‌লেন, বাবা একটু গিয়ে বস্‌বেন চলুন। বড় পরিশ্রম হোয়েছে আপনার। বারণ ক'রেছিলাম এই রৌদ্রে দাঁড়াবেন না।

তাঁর সাথে হলঘরে গিয়ে দেখি নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকের যাবার আয়োজন হোচ্ছে এবং তাঁদের জন্য ঝোড়ায় করে মিষ্টান্নাদি সাজান হোচ্ছে। নেবার জন্য সে কি অনুরোধ-উপরোধ! গুরুদেবের সে কি মিষ্ট ব্যবহার, সৌজন্যমণ্ডিত সেকি অমায়িকতা! বুঝলাম এঁরাই ওঁর মূলধন, এঁদের নিয়েই ওঁর ব্যবসা ফলাও হোয়ে উঠ্‌বে। এঁরাই ওঁর শিষ্য-ক্ষেতে ফসল ফলাবে। তাই সতর্ক দৃষ্টির কোন অভাব নেই। নাম ক'রে ক'রে চ্যাংড়া চল্‌ল। কে ডাক্তার আসতে পারে নি, কে ব্যবসাদার ছেলেকে পাঠিয়েছে নিজে আসতে পারেনি; তাদের প্রত্যেকের জন্য চ্যাংড়া বোঝাই করে দেওয়া হোল। এই সব শেষ কোর্‌তে কোর্‌তে দেখি আমার উপর নজর প'ড়েছে। আমার কাছে এগিয়ে এসে সৌজন্য ভরা হাসি হেসে ব'ল্‌ল—এইবার আপনি বসুন, একটু কিছু খান। বল্‌লাম—এরকম পরিবেশে খাওয়াতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাস নেই, তাছাড়া সন্ধ্যা হোয়ে এলো এ সময় স্নান কোর্‌বো, পরে কাজ সেরে অনেক রাত্রে খাই। আপনার উৎসব দেখলাম। শুনে বল্‌লেন, কেমন দেখলেন ? ভাবলাম জিজ্ঞাসা না কোরলেই ভাল ক'রতেন। প্রশংসা শোনবার জন্য দেখলাম সকলে উদগ্রীব হোয়ে আছেন।

একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লাম—উৎসব কোথায় বাবা, এতো মস্তবড় আত্মপ্রবঞ্চনা বসে বসে দেখলাম। সকলের মুখ মুহূর্ত্তে দেখলাম যেন নিভে গ্যাছে। তাঁদের গুরুদেবের সামনে দাঁড়িয়ে, আর অতগুলো হোমরা-চোমরাকে অগ্রাহ্য কোরে, এমন কথা যে তাঁরা শুনবেন এ আশাই করেন নি। একজন ব'ল্‌লেন, কি আত্মপ্রবঞ্চনা দেখলেন ? বল্‌লাম—আগাগোড়াই ! যে লোকগুলির জন্য উৎসব, যাদের জন্য মহাত্মার এই গেরুয়া, যাদের জন্য ইনি ঘর ছেড়েছেন, তাদের বঞ্চিত করে, তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে কোরলেন ভোগ, আর দিলেন তাদের সবাইকে অপমানের কালী মাখিয়ে। দুর্ভিক্ষের সময় রাস্তার কাঙ্গালীদেরও, সাধারণ লোকে এর চেয়ে ভাল সেবা করে দেখেছি, তার সাথে থাকতো 'দেশের লোক বলে' একটা দরদ। কিন্তু আপনাদের এ সেবায় আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আমিতো কিছু খুঁজে পেলাম না। এই করে করে দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ হারিয়ে ফেলে আজ আমরা বহুদূরে সরে এসে অসহায় হোয়ে পড়েছি। তবে মনে হয় খুব বেশীদিন এভাবে উৎসব চ'লবে না। এরাই আপনাদের এ ফাঁকি ধরে ফেলবে, এবং সেই দিনই হবে আপনাদের দুর্দ্দিন।

আমার কথা শুনে দেখি সকলের মুখ কালো হোয়ে উঠেছে।

কেউ কেউ কিছু বলবার উপক্রম কোরতেই, দেখি গুরুদেব সামলে নিলেন। বুঝলেন সরযুবাবুর আশ্রিত আমি এবং তাঁর স্নেহের পাত্র—আমাকে বলে বিশেষ সুবিধা করা যাবে না। তা'ছাড়া এই সব গেঁয়ো লোকরাও আমায় শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বল্‌লেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবের ওদিকটায় নজর রাখতে পারিনি শরীরটা খারাপ ছিল, যাদের উপর ভার ছিল তাদের দোষেই এমন হোয়েছে। ব'লে এমন একটা ভান করলেন, যেন এ সব তাঁর অগোচরেই হোয়েছে। সকলেই দেখলাম গুরুদেবের ভাব দেখে সামলে নিয়েছেন এবং ত্রুটি স্বীকার কোরে মানিয়ে নিচ্ছেন। দেখলাম অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন এঁরা। এর ফলাফল কি হবে মুহূর্ত্তেই বুঝে নিয়েছেন এবং তা মেকআপ করবার আয়োজন করছেন। বুদ্ধির তারিফ করলাম। বুঝলাম এমন একটা দল চালাতে গেলে বুদ্ধির এমন তীক্ষ্ণতা না থাকলে কি হয়! সাধুবাবা দুঃখ কোরলেন, বল্‌লেন—ঠিক কথাই তো আপনি বলেছেন, উৎসব তো এদের জন্যই, এদিকে নজর রাখতে পারিনি অমনি ত্রুটি। শুনলে তো তোমরা মহাত্মা কি বল্‌লেন? এবার থেকে সাবধান থাকবে। সকলে দেখলাম বেশ মেকআপ করে নিলেন। আমি তাঁদের অপ্রস্তুত দেখে আর কিছু না বলে সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

মনটা যেন মার খেয়ে গেল। দেশের সর্ব্বনাশের কথা ভাবতে ভাবতে প্রাণ হাহাকার করে উঠলো। রাজনীতি নিয়ে যদি এমন হোতো, তাতে সান্ত্বনা থাকতো এই ভেবে যে, এটা তাদের একটা দল গড়বার, উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্র। অল্পবিস্তর এটা সেখানে হয়ত' খুব বেমানান হোতো না, যদিও সেখানে এর জন্য দস্তুরমত তাঁদের ঠেক খেতে হয়। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে এই আত্মপ্রবঞ্চনা, এই সুবিধাবাদ গ'ড়ে উঠছে বা উঠেছে তাতে সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ কোরছে ও কোরবে। লোকের মনে এই রকম সুবিধাবাদীদের কথা স্মরণ করে সব ধর্ম্মস্থানের উপর, সমস্ত মহান প্রতিষ্ঠানের উপর অশ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। ধর্ম্মের নামে লোকে ক্রমশ নাক সেঁাট্‌কাবে, এবং তাতে ফল হবে কি,—না দেশ মনুষ্যত্ব থেকে, মহান বরণীয় আদর্শ চরিত্রের অমৃত স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে। যে ধর্ম্ম আমাদের জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ড, যাকে অবলম্বন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনও সমস্ত জাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এইসব সুবিধাবাদীদের দৃষ্টান্তে হবে তার সর্ব্বনাশ। এই সব সরল, বিশ্বাসী, দরদী মানুষকে এরা ক্রমশ সয়তানে পরিণত কোরবে। তাই সাবধান হোতে হবে এই সব সর্ব্বনাশা আত্মঘাতী গুপ্ত চক্রের কাছ থেকে।

প্রকৃত ত্যাগের, প্রেমের, বিশ্বাসের জ্বলন্ত জীবন এদের সামনে ধরতে হবে, যা এদের চিরাচরিত জীবনের সঙ্গে খাপ খায়, যাতে ধর্ম্মকে আরো ভাল করে এরা আঁকড়ে ধরতে পারে, যাতে সাধু-সমাজকে তাদের বিশ্বাস মতন আপনার করে পায়। সাধু হবার মালমসলা এখনও এদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। প্রকৃত চোখ খুলে, দরদী হৃদয় নিয়ে খুঁজলে এখনো পথের ধারে জীবন্ত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। এ-কথার সত্যতা একবার পথ ধ'রে চ'লতে আরম্ভ কোরলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। এদের সঙ্গে মিশতে গেলে আমাদের সহরের সংস্কার, অভিমান ভুলে যেতে হবে, মনে রাখতে হবে দেশের শতকরা নিরানব্বই জনই এরা, তাই এদের ছেড়ে কিছুই হবে না। দেশকে তুলতে গেলে এদেরই তুলতে হবে। এদের উত্থানেই জাতির উত্থান এবং এদের পতনেই জাতির পতন হবে। ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সভ্যতা, ভারতের চিরন্তন গতি, তার জীবন নদী কোন পথে প্রবাহিত, এদের সঙ্গে মিশতে মিশতেই বুঝতে পারবেন।

পথ চলতে চলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া আপনিই হোয়ে যাবে। নিরক্ষর যে, সেও এই ভ্রমণে বেরিয়ে প্রকৃত জ্ঞানী-গুণীতে পরিণত হবে। চোখের সামনে দেখতে পাবে রামায়ণ-মহাভারত জাতটাকে কি দিয়েছে এবং জাতীয় জীবনে তা এখনও মনুষ্যত্বের কি ফসল ফলাচ্ছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সামান্য অজ্ঞ লোকের কাছ থেকেও যে জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাবেন, তা কলেজে বসে, সমস্ত জীবন বইনিয়ে গবেষণা করে পি, এইচ, ডি পেলেও মিলবে না। হাজার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতার ধারা এদের জীবনের মাঝে ব'য়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছে, তার প্রবাহ ফল্গুর মতন অন্তঃসলিলা হোয়ে বইছে। জাতীয় জীবনের তাই হোল জীবন কাঠি। পরাধীনতার মাঝে তার সর্ব্বনাশ হোলেও, একে অবলম্বন করেই জাতি দাঁড়িয়ে ছিলো এবং আজ বহু শতাব্দীর পরাধীনতার পরও এ তার জীবনসম্পদে সমান বরণীয় হোয়ে জগৎ-সভায় স্থান লাভ কোরেছে।

এই সম্পদ, এই বিরাট ধনভাণ্ডারকে এরাই জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সহরের কাছাকাছি কতকটা অংশ খানিকটা আদর্শ ভ্রষ্ট হোলেও এখনো হৃদপিণ্ড সুস্থ সবল আছে, সামান্য প্রচেষ্টায় একে আবার রোগমুক্ত কোরতে পারা যাবে। যে কুসংস্কার অজ্ঞতা রয়েছে এদের মাঝে, তা শিক্ষার আলো জ্বেলে দূর কোরতে হবে; কিন্তু যে কৃষ্টি এরা বাঁচিয়ে রেয়েছে তাকে আঘাত না কোরে। এদের শিক্ষা দেবার সময় 'এদের কাছথেকেও শিক্ষা নেবার আছে' মনে করে এদেরও শ্রদ্ধা কোরতে হবে। বাইরের প্রয়োজন মেটাবার শিক্ষা আজ অবশ্যম্ভাবী আজ বিজ্ঞানকে এদের দরজায় এনে হাজির করে দিতে হবে কিন্তু মনুষ্যত্বের পাঠ নিতে হবে এদের কাছ থেকে। স্বামিজী এই কথাটাই বলে গিছ্‌লেন এবং তার জন্যই সমস্ত জীবনব্যাপী তাঁর চেষ্টা। তাই আমেরিকায় গিয়ে বলেছিলেন—আমি তোমাদের কাছে এসেছি ছুটি অন্নের জন্য—তাদের রক্ষা ক'রবার জন্য। তাদের সারল্যের, তাদের অমায়িকতার সুযোগে আজ তাদের সর্ব্বস্বান্ত হোতে হোয়েছে। তাদের ঈশ্বরপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা সুবিধাবাদীদের ঠকাবার, তাদের সর্ব্বনাশ করবার প্ররোচনা যুগিয়েছে। মনুষ্যত্বের টুঁটি চেপে ধরেই এদের সর্ব্বনাশ করা হোয়েছে।

তাই তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের বিজ্ঞানের, তোমাদের কর্ম্মশক্তির পাঠ নিতে। ধর্ম্মের, মনুষ্যত্বের শিক্ষা এখনও তোমরা আমাদের দেশের মুর্খ, চাষা, গেঁয়ো লোকের কাছ থেকে শিখতে পার। তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে জগতে মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম বেঁচে থাকবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের ভোগলালসার এ ভরানৌকা ডুবি হবেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যত্বের বাজারে তোমরা দেউলে। মানুষ যে দিন জাগবে, সেদিন হবে তোমাদের দুর্দ্দিন, তাই তোমরা মনুষ্যত্বের পাঠ নাও আমাদের কাছ থেকে আর তোমরা দাও তোমাদের কর্ম্ম-শক্তির পাঠ। এস বিনিময় করে আমরা বাঁচি।

আজ সেই মহাপুরুষের বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌ছে। আজ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত পাশ্চাত্ত্য জাতি আকণ্ঠ ভোগের মদিরা পান করে করে আত্মহত্যার জন্য উচ্চপর্ব্বত-শৃঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে, এরপরের পাঠ যদি ত্যাগকে, অহিংসাকে, মনুষ্যত্বকে না, নেয় তবে ধ্বংস অনিবার্য্য। ক্ষমতার মদিরা পানে, যে অস্ত্র-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা নমেছিল, তাই আজ এদের ধ্বংসের বেদীমূলে এনে দাঁড় করিয়েছে। তা দেখে এরা নিজেরাই শিউরে উঠ্‌ছে। কিন্তু আজ আর এরা কাউকে বিশ্বাস কোর্‌তে পার্‌ছেনা। সয়তানি করে করে জগৎটাই আজ এদের চোখে শয়তান। কাউকে বিশ্বাস না কর্‌বার জ্বালা এখন এরা ভোগ কোর্‌ছে। হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা এরা এখন ব্যয় কোর্‌ছে কেবল ধ্বংসের নেশায়, যার এতটুকু ভগ্নাংশ দিয়ে জগৎটাকে সুন্দর করে গড়া যেতো। এইই বর্ত্তমান সভ্যতা এবং এই-ই তার রূপ। ইতিহাসের অমোঘ বিবর্ত্তনে আজ যে শিক্ষা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে যদি সময়োপযোগী করে বরণ কোরতে না পারি তবে ধ্বংস অনিবার্য্য। এবং তাকে ঠেকাবার জীবনকাঠি রয়েছে এই ভারতে এবং তার বাহক এইসব মূর্খ, গেঁয়ো, অজ্ঞ, সাধারণ লোক। তাই এদের মাঝখান দিয়ে যে সভ্যতার ক্ষীণ মন্দাকিনী ধারা বইছে, তাকে আহরণ কোর্‌তে হবে, তপস্যা দিয়ে,—তাকে বাঁচাতে হবে, আর বিশ্বের কল্যাণে তাকে দান কোর্‌তে হবে। এর জন্য সকলেরই দায়, যে জন্মেছে এই যুগসন্ধিক্ষণে—তাকেই এই দায় গ্রহণ কোর্‌তে হবে এবং এর জন্য প্রস্তুত হোতে হবে। ভারতের জীবনবৃক্ষে তাই যে ফল এখনও ধর্‌ছে, তাতে জাতির প্রাণ-শক্তি যে অক্ষুণ্ণ আছে এবং ধারা যে এখনও অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত তারই প্রমাণ দিচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বৃক্ষেরই ফল চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রামমোহন, সুভাষ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র চিত্তরঞ্জন, জহরলাল —আরো কত বোল্‌বো। এঁদের জীবন সেই চিরন্তন বার্ত্তাই বহন করে নিয়ে চলেছে। যা উপনিষদে, যা পুরাণে, যা ভাগবতে, যা রামায়ণে, যা মহাভারতে তাই এদের জীবনে জীবন্ত হোয়ে ফুটে উঠেছে দেখ্‌তে পাই। এদের মাঝখান দিয়েই জাতি ফিরে আস্‌ছে আত্ম-চেতনায়। তাই এই সব মহাপুরুষ, এই সব যুগপ্রবর্ত্তকরা আলাদা আলাদা নন—এঁরা সমগ্র জাতির রূপ, তারই বাণী। ভারত যে বেঁচে আছে, তার অফুরন্ত প্রাণ সম্পদ যে এখনও নষ্ট হয়নি, সে যে সনাতন, তারই প্রকাশ এঁদের মাঝখান দিয়ে। আজ সমস্ত লোককেই জাতিকে চিনতে হবে এই সব মহান বরণীয় জীবনের আলোয়। তারপর আত্মস্থ হবার জন্য কোর্‌তে হবে তপস্যা।

সন্ধ্যাবেলায় মিশীরজী-পাঁড়েজীকে সব কথা বললাম। তাঁরা শুনে ব'ললে, ও তো আমাদের জানা। আমরা তো ও উৎসবের ধার দিয়েও যাই না। দেখে দেখে আমরা ওদের একটু এড়িয়েই চলি। মিশীরজী একটু থেমে ব'ললেন, একটা ঘটনা বলি, আপনি ছেলে-মানুষ এখনও জীবনে অনেক পথ চলবেন, প্রাণটা এখনও তাজা আছে, যে পথ মাড়িয়ে আপনি চলেছেন তাতে তাজাই থাক্‌বে। আপনাকে পেয়ে তবু মনে আশা হোল যে, এ পথ মাড়িয়ে দু'চারজন এখনও চলছেন।

ছোটবেলায় কত মহাত্মাকে দেখতাম পায়ে হেঁটে চারধাম কোর্‌তে। কত মহাত্মা আমাদের ঘরে থেকে যেতেন। কখনও চাতুর্ম্মাস্যের সময়টা থাক্‌তেন। আমি তাঁদের সেবা কোরতাম। তাঁরা ছিলেন পথের সাধু, প্রকৃত বৈরাগ্যবান। বহু উপদেশ তাঁদের কাছে পেয়েছি —যাতে জীবন ধন্য হোয়ে গ্যাছে। এক সময়কার ঘটনা বলি বাবা, শুনুন। এখান থেকে ২০।২২ ক্রোশ দূরে এক তীর্থস্থানে এক সিদ্ধ মহাত্মার কথা শুনি লোকমুখে। শুনলাম তিনি হঠযোগ সিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিও হঠযোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু ক্রিয়া অভ্যাস কোরতাম এবং তার ফল স্বরূপ আমার আসন উত্থান হোতো।

এই সব ক্রিয়া আমি যে-সব মহাত্মা আমাদের বাড়ীতে এসে থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা করি। এবং তাঁদের নির্দ্দেশিত পন্থায় কর্ম্ম কোর্তে কোর্তে এতে বিশেষ ফলও পাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে যা জানবার তা আমার ঠাকুদ্দা ও বাবার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম। তাঁরাও সাধক ছিলেন। এই ভাবে জীবনের প্রথম থেকে আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামে আমি দক্ষতা অর্জ্জন করি। হঠযোগের অন্যান্য ক্রিয়া নেতি, ধোতী প্রভৃতিও আমি অভ্যাস কোরতাম এবং তা অভ্যাস কোর্তে কোর্তে অতি সহজ হোয়ে এসেছিল। এর দ্বারা আমার শরীর সুস্থ হোয়ে ওঠে ও ধ্যান-ধারণার খুব সুবিধা হয়। শস্ত্রেপাঠ কোর্তে কোর্তে এর পর রাজযোগের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তারই অভ্যাস কোর্তে থাকি।

বাবার মৃত্যুর পর আর নিশ্চিন্তভাবে এ সব কাজ কোর্তে পারতাম না। তখন সংসারের চাপে আমায় খানিকটা বিব্রত থাকতে হোতো ও ছাত্রদের জন্য খাটতে হোতে। আমাদের বাড়ীতে বহু ছাত্র থাকতো এবং তাদের বিদ্যাভাস বাবার ও ঠাকুদ্দার নিকট থেকে হোতো। এদিকে তাঁদের বিদ্যার খ্যাতি ছিল। ১০।১৫ জন ছাত্র বাড়ীতে সব সময় থাকতো। আমার সময়েতেও ৮।১০ জন ছিল—এখানে আসবার আগ পর্য্যন্ত। এই সব নিয়ে ঠিক মনপ্রাণ দিয়ে সাধনা অভ্যাস কোর্তে পারতাম না, কিন্তু মন সর্ব্বদা সৎসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হোয়ে থাকতো। কোন জায়গায় কোন মহাত্মার কথা শুনলেই যেতাম। আগ্রহ নিয়ে তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরতাম, কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় বিফল হোতাম। দেখতাম এঁরা প্রায় কিছুই জানেন না। রাজযোগ বা ক্রিয়া-যোগ সম্বন্ধে এঁদের কোন জ্ঞানই নেই। অনেক সময়ই হতাস হোয়ে ফিরে আসতাম। যে মহাত্মাদের সঙ্গ আগে বাড়িতে বসে পেতাম, সে রকম মহাত্মা ইদানীং খুব কম মিলতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ব'সে আছেন কোন মহাত্মা, খুব নাম ডাক, গিয়ে আশা করে বসলাম যে কিছু পাব। আমি খেটেছি আমায় নিশ্চয়ই কৃপা কোরবেন। এই ভেবে সব কাজ ফেলে তাঁর পিছনে ছ'মাস-ছ'মাস ঘুরতে ঘুরতে দেখি আমার যেটুকু হোয়েছে এঁর তাও হয়নি। দেখে ভাবতাম তবে এঁরা এত শিষ্য কেন করেছেন, এদের কি দেবেন। অনেক সময় মহাত্মাকে সাধন সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরতে গিয়ে দেখি, তা তিনি ধরতেই পারছেন না। পরে গেলে আমায় এড়িয়েই চলতেন। বুঝতাম আমার সাথে এ সব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পাছে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাই এড়িয়ে চোলছেন। এইভাবে যাতায়াত কোরতে কোরতে এক প্রকার হতাসই হোয়ে পোড়েছিলাম। এমন সময় এই মহাত্মার নাম শুনলাম। সকলের মুখেই তার সাধুত্বের প্রশংসা শুনে মনে বড় আশা হোল যে, এবার কিছু হয়ত' পাব, যা সংশয় আছে তার হয়ত' সমাধন মিলবে। বড় আনন্দ হোল। বড় আশায় বুক বেঁধে রওনা হোলাম মহাত্মার উদ্দেশে। সঙ্গে সামান্য একটা ধুতিচাদর ও কম্বল নিলাম। কোথায় যাচ্ছি বাড়ির কাকেও জানলাম না। আমার সাধুসঙ্গ মা বড় ভয়ের চোখে দেখতেন। বাড়িতে ব'ললাম ভাগবত আছে। দু'পাঁচদিন বাইরে কাটবে। এরকম প্রায়ই হয়, তাই তাঁরা কোনো কথা ব'লতেন না। যথাসময়ে মহাত্মার আশ্রমে গিয়ে হাজির হোলাম।

প্রণাম করে ব'ললাম—বাবা, আমি এসেছি আপনার কাছে কিছু উপদেশের আশায়, ব'লে যেমন ক'রে সম্ভাষণ করতে হয় কোরলাম। আমার সঙ্গে আলাপ করে বললেন, তুমি যোগ অভ্যাস কর। ব'ললাম—মহারাজ, আমি হঠ যোগের প্রায় সব ক্রিয়াগুলিই অভ্যাস কোরেছি, রাজযোগও সাধ্যমতন অভ্যাস কোরছি। কতটা কি হোয়েছে আপনাকে দেখাব, আপনি বিবেচনা কোরে আমায় উপদেশ দেবেন। তাঁর কথা শুনে বড় আশা হোল। মনে হোল ইনি যখন সাধনের খবর কোরছেন তখন নিশ্চয়ই খাঁটি লোক। আমায় জিজ্ঞাসা কোরলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম মে কেতনা দূর স্থিতী হুয়া। ব'ললাম, "মহারাজ, আপকা কৃপাসে ও গুরুমহারাজকো আশীর্ব্বাদসে, হামকো আসন উত্থান হো গিয়া।" শুনে খানিকক্ষণ অবাক্ হোয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আরে কেয়া বোলতা হ্যায়, গৃহস্থকো ভিতর তোমকে মাফিক ইত্না বাচ্চা অবস্থামে কোভি আসন উত্থান হোনে সাকৃতা হ্যায়!"

হ্যায়।

হামকো দেখলানে সাকেগা?

হাত জোড় করে ব'ললাম, "আপকা হুকুম হোয়তো হাম আগকা হামারে সাধন দেখলায় দেগা।" কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—বহুত আচ্ছা, আজ থাক, কাল তোমার ক্রিয়া সাধন কেমন হয়েছে দেখবো। বলে আমায় একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন, আমি সেখানে আসন কোরলাম। দেখলাম মহাত্মার আরো ৫।৭টি চেলা রয়েছে। তারাও আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। আমি সেখানে স্বপাক আহার করলাম। আমায় আশ্রম থেকে চাল, দুধ, আনাজ-তরকারী, কাঠ—সব দিলেন।

সমস্তদিন পরমানন্দে কাটালাম। কোন কথাবার্ত্তা হোল না বা কেউ আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলল না। আমি আশায় বুক বেঁধে বসে রইলাম প্রভাতের আশায়। রাত্রে দুধ ও ফল আমায় দিয়েছিলেন। বুঝলাম ক্রিয়া যোগ সাধনের এই রকম খাওয়াই উচিত। কাল আমায় পরীক্ষা কোরবেন তাই আজ আমায় বিশ্রাম দিলেন। ভোর হোলে দেখি মহাত্মা আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন। তখনও সূর্য্য উঠবার দেরী আছে, আকাশের গায়ে ভোরের আলোর রেখাপাত মাত্র হোয়েছে। দেখি মহাত্মার শিষ্যরা সেখানে সকলেই উপস্থিত। সকলে উৎসুক হোয়ে কৌতূহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার ক্রিয়াগুলি দেখবেন ব'লে। মহাত্মাজী আসনে বসে একটি একটি ক্রিয়ার নাম কোরতে লাগলেন এবং আমিও তা আমার শিক্ষানুযায়ী তাঁকে দেখাতে লাগলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমশ অতি কঠিন কঠিন ক্রিয়ার আদেশ করতে লাগলেন, আমি গুরুকৃপায় তাতেও উত্তীর্ণ হলাম। দেখি সমস্ত শিষ্য ও মহাত্মার মুখ কাল হোয়ে গ্যাছে। সমস্ত মুদ্রা, আসন, ক্রিয়া শেষ হোলে আমায় আসন উত্থান দেখাতে বললেন।

আমি ব'ললাম—মহারাজ, এত ক্রিয়ার পর কি প্রাণায়ম করা ঠিক, তাতে কোন ক্ষতি হবে না তো? তাতে বললেন, তুমি হঠযোগ সিদ্ধ, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মনে উৎসাহ এলো, আসন করে বসে বায়ু আকর্ষণ করে প্রাণায়াম করতে লাগলাম। ক'রতে ক'রতে ক্রমশ আসন উত্থান হোল এবং তা মাথা ভোর শূন্যে স্থিতি হোল। শাস্ত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিতি হোলে ক্রিয়া সিদ্ধির কথা আছে তার চেয়েও বহুক্ষণ স্থিতি হোল। আমি উঠে মহাত্মাকে প্রণাম কোরলাম। দেখি—কি গুরু, কি কি শিষ্য সবাই নির্ব্বাক, কোন কথা বলে আমায় সম্ভাবণ পর্য্যন্ত কোরলেন না। কেবল মহাত্মাজী বললেন—আচ্ছা যাও। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়ে পড়েছিলাম। আসনে এসে বোসলাম, ভাবলাম পরে কিছু উপদেশ দেবেন। ভেবে সে দিন, তার পর তিনচার দিন অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু কি গুরু কি শিষ্য আমার সাথে কেউ কথা পর্য্যন্ত বললেন না। শেষে আমি আর অপেক্ষা ক'রতে না পেরে আশায় বুক বেঁধে মহাত্মার কাছে গিয়ে প্রণাম করে ব'ললাম—মহারাজ আমায় কিছু উপদেশ দিন, বহুদূর থেকে বড় আশা করে এসেছি আপনার নাম শুনে। বললেন, আচ্ছা তুমি এখন যাও, তু'মাস পরে এসো।

মনে কোরলাম এখনও আমার সময় হয়'নি, তু'মাস পরেই আসবো। এই ভেবে তাকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কেন মহাত্মা আমার প্রতি বিরূপ হোলেন ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলাম না। পুনরায় তু'মাস পরে গেলাম, আবার ব'ললেন তু'মাস পরে আসতে। ফের ফিরে এলাম। এই রকম বার পাঁচেক করবার পর মনে হোল এঁর ভিতরে নিশ্চয়ই ঈর্ষা এসেছে। মনে বড় ঘা খেয়ে গেলাম। শেষ বার ব'ললাম, মহারাজ আপনি কোন উপদেশ দিলে বোধ হয় আমি ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিতে পারতাম, বড় আশা করে এসেছিলাম। শাস্ত্রে যা আছে তা' আমি পড়েছি, নিজেও সাধ্যানুসারে খেটেছি, এর পর আপনার কাছ থেকে কিছু পাব আশাকরে এসেছিলাম, কিন্তু বড় দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে আপনি কৃপা কোরলেন না। মহাত্মাজী দেখি শুষ্ক মুখে ব'সে আছেন। বুঝলাম এঁর এখনও অবস্থাপ্রাপ্তি হয়নি। সাধন সম্বন্ধে কিছু ভিতরের কথা কইতে গিস্‌লাম, দেখ্‌লাম খুব সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছেন পাছে ধরা পোড়ে যান বোলে। যে সব ক্রিয় আমি দেখিয়েছিলাম, বুঝলাম তাও এঁর এখনও অধিগত হয়নি।

যখন আমি ক্রিয়াগুলি দেখিয়েছিলাম, তখন এমন ভাবে চেয়ে ছিলেন যে তা কখনও সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত মহাত্মার হোতে পারে না। তাতে, বিস্ময়ের দৃষ্টি ছিল। বুঝলাম এই দশমাস বৃথা কেটেছে। এঁর পিছনে না ঘুরে বাড়ি বসে খাটলে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে অনেক কাজ হোতো। মহারাজ, এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অনেকবার হোয়েছে। তাই আজকাল আর ও ভাবে ঘুরে বেড়াই না। বুঝেছি বহু শিষ্য চেলা থাকলেই তিনি সিদ্ধ হন না বরং তার উল্টাই হয়। ভিতরের কথা কইতে গিয়ে দেখেছি বহু মহাত্মতার কোন খবরই রাখে না; যারা তার পাশে আছেন তাদেরও ও-সবের কোন বালাই নেই। আসল শাস্ত্র হয়তো অনেকে দেখনই নি। বহু জায়গায় আলোচনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব'লে মনে হয়েছে, তাই শিষ্য-ভক্তরা অবাধে গ্রহণ ক'রেছেন। তার জন্য কোন প্রশ্ন পর্যন্ত ক'রছেন না। দেখে দেখে শেষে আর ও-পথ মাড়াই না। বয়স তো অনেক হোল। আজকাল সে সব মহাত্মাদেরও পাব না, যাঁরা পায়ে হেঁটে চারধাম কোরতেন। সৎ সঙ্গ পেলে মহাত্মারা থেকে যেতেন, কথায় কথায় কি রস পেতাম! ধূনী জ্বেলে সে সব বৈরাগ্যবান মহাত্মাদের আসন করতে দেখেছি। টাকা-পয়সা ছুঁতেনও না। কঠোর বৈরাগ্য! সকলকে সমান আদর। যার যা কিছু জানবার তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হোল। অবাধে পরমানন্দে জ্ঞান বিতরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোরতেন। সে সব সাধু আর পাই না। আজকালের আবহাওয়ায় তাঁদের আসাযাওয়া ক'মে গ্যাছে।

আপনার ভাবদেখে বড় ভাল লাগে। বড়ো ছেলেমানুষ বাবা আপনি, ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, এসবের এখনও অনেক কিছুই জানেন না। চলতে চলতে সব বুঝবেন। আজ যা দেখে দুঃখ কোরেছেন তাও ক্রমশ গা-সওয়া হোয়ে যাবে। বাবা, প্রকৃত বস্তু আর কে চায়? প্রকৃত ব্যাকুলতা নিয়ে কে আর এর খোঁজ কোরছে? মঠে-আখড়ায় গিয়ে কখনও সন্ধান কোরে দেখবেন আমার কথা বুঝতে পারবেন। খাঁটি মহাত্মার দর্শন বহু ভাগ্যে মিলে; তাও বেশীর ভাগ পাবেন রাস্তার মাঝে। আমার জীবনে তো বাবা এই রকম অভিজ্ঞতাই হোয়েছে। দেখি পাঁড়েজীও ঘাড় নাড়ছেন। শেষে বললেন—বাবা, এ দেখতে দেখতে তো ছাখার নেশা কেটে গ্যাছে, তাই না রামজীর দরজায় বসে আছি আঁচল বিছিয়ে। যদি কিছু মেলে তো এখান থেকেই মিলবে। বাবা, এছাড়া আর কিছু বড় একটা কোথাও নেই। কেউ কিছু কোরতে পারবে না। তুমি সাধু, তোমার ভাব আমাদের ভাল লাগে ব'লে আসি, বসি। এই রকমই থেকো বাবা। সকলের মাঝে এমনই দরদী হৃদয় নিয়ে ঘুরে বেড়িও সাধুত্বের মজা দেখতে পাবে, মধু কখনও ফুরাবে না।

যা খুঁজবে বিচার দিয়ে অন্তরে খুঁজো। দেখবে সব সমাধান সেখানে পাবে। ব'ললাম, আশীর্ব্বাদ কর তোমরা, যেন এই পথ ধরেই চলতে পারি, যেন তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত না হই। পাঁড়েজী হেঁসে ব'লল—বাবা, এই বয়সে যে তোমায় হাতছানি দিয়ে ঘর থেকে বার কোরেছে, যে তোমার মাঝে এত মধু দিয়েছে, সেই তোমায় সাধু কোরবে। তুমি চলে যাবে, তোমায় আমরা ধরে রাখতে পারব না, তবু তোমায় মনে ক'রে তাঁকে মনে পড়বে। তোমার জন্য তাঁর চরণে প্রার্থনা ক'রব। দেখি ব'লতে ব'লতে পাঁড়েজীর অন্তর মথিত স্নেহাশ্রু ঝরে প'ড়ছে। মিশিরজীও কাপড়ে চোখ মুছলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে বসে দেখলাম এখানে কি সুন্দর মানুষগুলি। এদের কাছে বসে সাধুত্বের, পাঠ নিলাম। এরা সেবায়, পূজায়, বিশ্বাসে, প্রেমে, অকপটতায় আমায় গড়ে দিল। যে ছাপ আমার মাঝে এরা এঁকে দিল, তা আজ এত দিন পরেও এতটুকু ম্লান হয়নি।

প্রায় একবৎসর এখানে ছিলাম, এই রকম সৎ সঙ্গ জীবনে আরো বহু জায়গায় হোয়েছে। তাদের প্রত্যেকটির কথা বলবার কোন প্রয়োজন হবে না তাদের মাঝখান থেকে মোটামুটি সাধারণ বেছেনিয়ে পাঠকদের কাছে ধ'রলাম, যা প'ড়লে সব জায়গার সাধারণ ধারণা মোটামুটি পাবেন।

তার পর সরযূবাবুর বাগানবাড়ী থেকে যাত্রা কোরলাম। পথের মায়া আমায় আবার হাতছানি দিলো। রামজীর মন্দিরে লুটিয়ে প্রণাম করে সরযূবাবু, পাঁড়েজী, মিশিরজী, গিরিধারী এমনি বহুলোকের প্রেমাশ্রুকে সম্বল করে আবার যাত্রাপথে নেমে পড়লাম।

পথের দুধারে গাছে তখন নবীন কিশলয়ে অপূর্ব শ্যামলিমা, আকাশের গায়ে তখন লুকোচুরি, পাহাড়ের মাথায় তখন মেঘের মুকুট কুয়াশায় অপরূপ হোয়ে মন ভুলান ডাক দিচ্ছে। পাহাড়ী পথের টুকটুকে মসৃণ লাল রাস্তা গেরুয়া ধূলায় আমায় বরণ করে নিয়ে পথ চলার মন্ত্র কানে দিয়ে দিল। আমি সেই উদাস করা শিশির-ভেজা পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে ভারতের মহত্ত্ব স্মরণ কোরতে কোরতে পুনরায় যাত্রা সুরু করলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ড

অমৃতের সন্ধানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা মুখে অনেক সময় অনেক কথা বলি, বলবার সময় বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করি, মনে করি যা বলছি সেটা বুঝি আমার কথা। আমার জীবনে ছ'চারটে এই রকম ঘটনা যা আমায় সাবধান করে দিয়েছিল, যা আমার আত্মপ্রবঞ্চনাকে খুলে ধরেছিল, তাই পাঠকদের কাছে বলবো। পড়তে পড়তে বুঝতে পারবেন, যা আমরা বলি, তার সবটুকু আমাদের নয়, অধিকাংশ ধারকরা। তা বলবার অধিকার আমাদের নেই, তা বললে লোকে শুনবে না। জীবনে যা খেটে পাওয়া যায় নি, তার কোন মূল্যই নেই। এই রকম এক জায়গায় আছি ; মাধুকরী ক'রে খাই। যেখানে থাকি সেখানকার যারা অধিবাসী, তারা অধিকাংশই গরীব লোক। মাধুকরী রোজ এক জায়গায় করবার নিয়ম নেই, তাই সব বাড়ীতেই যেতে হয়। যা পাই তাতে রন্ধনের প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। কোনদিন ছাতু, কোনদিন ছোলা, কোনদিন মকাই, কোনদিন আটা —দৈবাৎ কখনও চাল। মনে মনে একটু গর্ব্ববোধ করি, আমার বৈরাগ্যের তোড় দেখে মনে হয় সাধু তো হয়ে গেছি, আর কি! এই রকম গোপন গৌরব-বোধকে বেশ উপভোগ করছি ; তাতে আত্মতৃপ্তিও পাচ্ছি। সেই "যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট" কথা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে মেরে দিলাম আর কি, এই তো বেশ সন্তুষ্ট আছি। কোন অভাববোধই চিত্তে আসছে না। এই সময় নিয়ম ছিল ভিক্ষায় যা পাওয়া যাবে, তা ভগবানকে নিবেদন ক'রে ভোজনের আগে কেউ অভুক্ত আছে কিনা চেঁচিয়ে ডাকতে হবে, কেউ এলে— তা সংখ্যায় যত জনই হোক, খাবারের থেকে চার ভাগের এক তাদের বেঁটে দিয়ে তবে খেতে বসতে হবে। এই নিয়ম মহাত্মাদের মধ্যে কেউ চার বৎসরের জন্য কেউ বার বৎসরের জন্য, আবার কেউ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত জীবন ভ'র পালন করেন। তবে সধারণতঃ বার বৎসর এর সীমা। এর পর ইচ্ছানুসারে।

আমি থাকি যেখানে সেখানটা, পাহাড়ী জায়গা। গরম তখনও বেশ রয়েছে, বাঙ্গালী শরীর মাঝে মাঝে ভাতের জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌তো, তাকে বৈরাগ্যের আত্মতৃপ্তি দিয়ে চাপা দিতাম। মনে কোরতাম এ লোভকে তো আমল দিচ্ছি না, বহুদিনের সংস্কার, ও তো আস্‌বেই। যেখানে গেলে চাল ভিক্ষা পাব সে দিকে যেতে ইচ্ছা হোত, কিন্তু ঐ ভাবে তাকে ধমক দিয়ে ফেরাতাম। একবার প্রায় মাসখানেকের কাছাকাছি হবে চাল জোটেনি, এর আগে ১৫।১৬ দিনের মধ্যে প্রায়ই চাল পেতাম। কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে লোকে চাল ভিক্ষা দিতো। দেবার কথা নয় ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন পাওয়া যেতো তাতে অতোটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এবারে প্রায় মাসখানেক ভাত না পেয়ে শরীর-মন প্রায় অবসন্ন হয়ে উঠ্‌লো। মনে মনে কেবল চিন্তা হোতে লাগ্‌লো, দুটি চাল পেলে ভাল হয়, কিন্তু দাম্ভিক মন নিজের এ দুর্ব্বলতাকে ধরতে পারছিল না, বৈরাগ্যের কঠোরতা পালন করছি ভেবে আত্মতৃপ্তিতে ভ'রে যাচ্ছিলাম।

এমন সময় একদিন প্রায় দেড় পোয়া মতন বেশ ভাল মিহি চাল অপ্রত্যাশিতভাবে ভিক্ষা পেলাম। মনে বেশ তৃপ্তি হোল। ভাবলাম—যাক, প্রভু দয়া করে যা দিয়েছেন তাতে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। ক্রমান্বয়ে ছাতু, ছোলা খেতে খেতে মাথা জ্বালা করছে, ভজনে ঠিক বস্‌তে পারছিলাম না। আসনে এসে পূজা সেরে রান্না চাপালাম। কেবল মনে হোচ্ছে আজ যদি কেউ ডাক্‌লে না আসে তবে বড় ভাল হয়—আজ ভাত ক'টি খাই। এই মনে করে অন্ন পাক করলাম। অন্নের পরিমাণ যা, তাতে আমার মতন ঠিকই হবে। স্নান করে এলাম। এসে ভোগ নিবেদন করে ডাক্‌তে গেলাম, কোথায় গেল সেদিন নারায়ণ সেবা, কোথায় রইল নিয়ম, কেউ অভুক্ত আছে বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকবার সময় মনে হোলো আজ যদি কেউ না আসে তো বড় ভাল হয়। ডাকলাম—'কেউ অভুক্ত আছ তো এস,' দেখি একটি বৃদ্ধ লাঠি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে মন বিরক্তিতে ভ'রে গেল। লোককে কত গর্ব্ব করে উপদেশ দিয়েছি, নারায়ণ-সেবা করবে, তোমার অন্নের থেকে নিয়ে এদের খাওয়াবে, কোথায় গেল আমার সে-সব কথা। কেবল মনের মাঝে বিরক্তি রক্ত চক্ষু ক'রে ব'লল—আর আসবার দিন পেলে না, আজই আস্তে হয়। মুখে কিছু ব'ললাম না, তাকে বস্তে বলে ঘরে চলে গেলাম।

তার ভাগটুকু আলাদা করে নিয়ে আসবার সময় আমার সব জুয়াচুরি বিবেকের কাছে ধরা পড়ে গেল। দেখলাম আমার আত্ম-প্রবঞ্চনা, দেখলাম এতদিন বসে বসে শেখা বুলি আওড়াচ্ছিলাম, এ কথায় এখনও আমার প্রবেশ হয়নি, এ কথা বলবার আমার অধিকার নেই। সামান্য মানুষ আমি, সকলকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করবার পশুপ্রবৃত্তি সমানভাবে আমার মধ্যে রয়েছে, তার এতটুকুও যায়নি! নিজের এই আত্মপ্রবঞ্চনার দৈন্য দেখ্তে পেয়ে, এতদিনের ফাঁকির সন্ধান পেয়ে বসে পড়লাম। বিবেকের সেই ধমক, "কে বলেছিল তোমায় এই ব্রত নিতে, কে বলেছিল মহাত্মাদের এ পথে নামতে, যদি আত্মপ্রবঞ্চনাই কোর্বে, নিজেকে ঠকিয়ে সকলকে ঠকাবে, সকলের সর্ব্বনাশ কোর্বে তবে ঘর ছাড়লে কেন?" কে যেন ধরে আমায় মারছে। প্রবল অনুশোচনায় অন্তর ভ'রে গেল। লুটিয়ে প্রণাম করে ব'ললাম—তুমি গুরু, তুমি আমায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছো, আজ এই আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে তুমিই রক্ষা করলে। এমনি করে অগ্নিশুদ্ধ করে চরণে স্থান দিও।

নিজেকে সামলাতে সময় গেল। অন্তরে অপূর্ব্ব শান্তি পেলাম, যেন সমস্ত ময়লা গঙ্গাজলে ধুয়ে সাফ হোয়ে গ্যাছে। প্রকৃত বল পেলাম। সমস্ত ক'টি অন্ন নিয়ে সেই বৃদ্ধ নারায়ণকে ধরে দিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগ্‌লো। শতবার মনে মনে ব'ললাম—তুমিই আজ গুরুরূপে এসে আমার অন্তর শুদ্ধ কোর্‌লে, তোমায় প্রণাম। বসে বসে তাকে খাওয়ালাম, অন্তরে প্রকৃত নারায়ণ সেবার আস্বাদন পেলাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোথায় চলে গেল। তাকে বিদায় দিয়ে এসে আসনে বসে পড়লাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরলাম—আজ থেকে ভিক্ষা করে এনে আগে অভুক্তকে খাইয়ে তবে ফের রন্ধন কোর্‌বো তারপর খাব। আমার অলসতা, আমার ভোগেচ্ছা এ সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত কোরেছে। তারপর থেকে যা ভিক্ষা পেতাম (নয় বাড়ী থেকে) তার তার অর্দ্ধেক রন্ধন কোরে স্নান কোরে ভোগ দিয়ে ডাক্‌তাম, এলে তাদের নিবেদন করতাম। জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম। নারায়ণ সেবার কৃতার্থতা খুঁজতাম আর প্রার্থনা কোরতাম। তারা চলে গেলে এসে নিজের জন্য পাক করতাম আর প্রার্থনা করতাম—আমার ভোগ তুমি গ্রহণ কর, আমায় তোমাকে দেখবার চোখ দাও।

এমনি প্রায় ছ'মাস বা আরো কিছুদিন কোর্‌তে কোর্‌তে একদিন এমনি ভোগ নিবেদন করে ডাকৃছি—'কে অভুক্ত আছ এস,' দেখি একটি মেয়ে একটি ছেলের হাত ধরে ও একটি ছেলে কোলে নিয়ে এগিয়ে এলো। তাদের অতি আদরে বসালাম। মেয়েটি যেন ধুঁকছে। তাদের বললাম তোমরা স্নান কোর্‌বে ? মেয়েটি বলল বাবা একটু তেল দেবে? ছিল একটু তেল, দিলাম তাদের। সে মাথায় গায়ে একটু দিল ছেলে ছু'টিকেও মাখালো, তারপর স্নান কোর্‌তে গেল। ব'ললাম কাপড় তো তোমার আর নেই, কি পরবে ? বলল—বাবা, আমাদের তো একখানা কাপড়েই কাটাতে হয়, ছু'খানা পাব কোথায় ? এ আমাদের গায়েতেই শুকায়। ব'ললাম—দাঁড়াও মা। বলে আমার বহির্বাস এনে ব'ললাম—আমিও তোমার ছেলে নাও মা আমার এই আধখানা কোন রকমে পর। হাত পেতে নিলো। স্নান করে এসে খেতে বস্‌লো। আমি বেড়ে দিয়ে রোজকার মত প্রার্থনা কোর্‌তে লাগ্‌লাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে দিনও চাল ভিক্ষা পেয়েছিলাম। সমস্ত অন্তর মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো, নিজেকে আর ধরে রাখ্‌তে পারলাম না, একটা প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস এসে আমায় টেনে হিঁচড়ে বসিয়ে দিলো। চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো অশ্রুধারা, প্রাণ পরমানন্দে ভ'রে গেল, মনে হোল আজ প্রকৃত নারায়ণ সেবা হোচ্ছে। আমার ভাব দেখে মেয়েটি অস্ফুষ্ট স্বরে বলল "মহাত্মা"। আমার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তাকে খাইয়ে বিদায় করলাম।

আসনে এসে আর মন প্রবোধ মানলো না, লুটিয়ে পড়লো। কি সে অফুরন্ত সুখ, কি প্রাণের সে পরিপূর্ণতা, আমায় যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল! আর পাক কোর্‌তে ইচ্ছা গেল না। সেদিন গেল, তারপর সাতদিন ধরে সেই আনন্দ চল্‌তে-ফির্‌তে, উঠ্‌তে-বস্‌তে দিনরাত লেগে রইল। ক্রমশঃ আস্তে আস্তে ফিকে হোয়ে এলো, কিন্তু আমার জীবনে যে সাড়া দিয়ে গেল তার তুলনা নেই। বুঝলাম একটি কথা বুঝতে, আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হোতে আমার ছ'টি মাস লাগ্‌লো। সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন অনুষ্ঠান কোর্‌তে কোর্‌তে তবে এর ভিতরে কি মধু আছে ঈশ্বর কৃপায় বুঝতে পারলাম। এ পথের সবটুকুই তাই জীবন দিয়েই বুঝতে হবে, মুখের কথায় বুঝতে গেলে, অনুষ্ঠান না কোরে বুঝতে গেলে ফাঁকিই থেকে যাবে; তাতে দম্ভ বাড়বে, কিন্তু সত্যকে আস্বাদন করা যাবে না।

আর একবার অর্থ সম্বন্ধে এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। অর্থ অনেক সময় লোকে দিতো। কমবেশী যা দিতো তা নিজে ছুঁতাম না, যারা আমার কাছে আস্‌তো তাদের কারুকাছে জমা রাখতাম এবং প্রয়োজন মত এই সব মানুষের সেবায় ব্যয় ক'রতাম। তার থেকে নিজের জন্য একটি পয়সাও নিতাম না। সাধু জীবনের বিশেষ শিক্ষার সময় তাও নিষেধ। একবার একজন ভক্ত বেশ কিছু মোটা টাকা দিয়ে যায় এবং বলে যায়—বাবা, এ টাকার কোন সর্ত্ত নেই, আপনাকে দিয়ে গেলাম। এ টাকা আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে ব্যয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোরবেন। যে টাকাটা সে দিয়ে গেল, তা দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে বাকি জীবনটা কাটানো যায়। যেমন সব টাকা লোকের হাতে তুলে দিতাম, সে টাকাও তুলে দিলাম বিশ্বাসী ভক্তদের হাতে। সকলে আমায় তারিফ কোরতে লাগ্‌লো।

এর দু'একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা একা বসে আছি, হঠাৎ মনের কোণে দেখি টাকার প্রতি একটা মমত্ব বোধ। টাকাটার সম্বন্ধে চিন্তা হোচ্ছে। এই কোর্‌বো, ঐ কোর্‌বে, এই রকম একটা আস্তানা সাধুদের করে দোব। এদিকে একটা স্থায়ী আড্ডা বানিয়ে রাখ্‌লে মন্দ হয় না—এই রকম সহস্র চিন্তা এসে আমার মাঝে পাক খাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এই সব চিন্তার মাঝে বেশ লাগ্‌ছিল। হঠাৎ সেই শাসনবাক্য বলে উঠ্‌লো "সাধু সাবধান"—এই দেখ অর্থ কি করে। এ শিক্ষার সময়—ফেলে দাও, ফেলে দাও। আর এখানে থেকো না, বেরিয়ে পড়। এবার থেকে জাগ্রত থেকো যেন এসব বাসা বাঁধতে না পারে। চোখের জলে রাত কাটিয়ে ভক্তকে ডেকে ব'ললাম, ও অর্থ আপনারা যেমন ইচ্ছা খরচ কোরবেন, দেশের-দশের-কল্যাণে। আমার ডাক এসেছে, আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে, থাকবার উপায় নেই। ভক্তটি সত্যই ভক্ত, আমার মতন কপট নন, বিস্মিত হোলেন। সকলেই আমাকে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ কোর্‌তে লাগলেন। বললেন—বাবা, আপনাকে দিয়েই তিনি কিছু করাবেন তাই এনেছেন। আপনি তো নারায়ণ, জগৎ-কল্যাণই তো আপনার ব্রত। থেকে যান অনেক কাজ হবে আপনার দ্বারা। আপনি তো সাধু, আপনার এখান-ওখান কি আছে ?

ভাবলাম সব ঠিক। যাঁরা প্রকৃত মহাত্মা তাঁদের সম্বন্ধে একথা খাটে, কিন্তু আমার জুয়াচুরি ধরা প'ড়ে গ্যাছে। তোমাদের মহত্ত্ব, তোমাদের নির্লোভতার দৃষ্টান্তে আমার অন্তরে শুদ্ধতার স্পর্শ লাগ্‌ছে। তোমাদের বিশ্বাস-ভক্তিতে এখনও আমার নৌকা ডুবি হোয়ে যায় নি। শেষে কি তোমাদের এই মহত্ত্বের অপমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোর্‌বো। সাধুত্বের রাস্তায় এখন বিদ্যার্থী আমি, মহত্ত্বের গণ্ডিকে ছুঁতে পারিনি, এখান থেকে কি তোমাদের ফেলবো ?

ব'ললাম—আজ আমায় তিনি ডেকেছেন। তাঁর ডাকেতেই ঘর ছেড়েছি, তাঁর ডাকেতেই ছিলাম, আবার তাঁর ডাকেতেই চলবো। আমায় বাধা দিও না, তাতে ক্ষতি হবে। তিনি যখন আবার আনবেন, আসব। প্রার্থনা কর যেন তোমাদের জন্য এ ব্রত উৎযাপন কোরতে পারি।

সকলে আমার মহত্ত্বের প্রসংশা কোরতে লাগল, বাহবায় ভরে গেল দিক, আমি আমার দৈন্যের পাণে চেয়ে শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর জয় দিতে দিতে যাত্রা কোরলাম। সকলের কাছে আমার এ দৈন্যকে স্বীকার কোরতেও পারলাম না।

এই রকম চলতে চলতে একং মহাত্মার কাছে এক সময় গিয়ে পড়ি। কথায় কথায় তাঁকে বড় ভাল লাগে। তিনিও আমায় স্নেহ কোরতে থাকেন। সৎসঙ্গের লোভে তাঁর কাছে কিছু দিন থেকে যাই। তাঁর সঙ্গে দু'টি চেলা ছিলো, তারাই সব কিছু কোরতো। ভিক্ষা করা, ধূনীর কাঠ যোগাড় করা, রন্ধন করা, ঠাকুর সেবা করা—সব কোরতো। মহাত্মা অধিকাংশ সময় আসনে বসে থাকতেন। শৌচাদির জন্য কেবল আসন থেকে উঠতেন। এ ছাড়া তাঁকে আসন ছেড়ে উঠতে খুব কম দেখতাম। আমি থাকব শুনে তিনি আমাকে একটা ধূনী জ্বেলে দিতে বললেন। আমি তাঁর আসনের বিপরীত দিকে ধূনীর পাশে আসন কোরলাম। বাঁশের ছ্যাঁচা ব্যাড়া—তাতে মাটির প্রলেপ দেওয়া একখানি বেশ বড় ঘর, তাতে ঠাকুর থাকেন। চারপাশে বারন্দা ঐ রকম ঘেরা। একটু একটু আসন করবার মত। কোন 'রমতা' সাধু এলে আসন করেন। যার যেখানে ইচ্ছা থাকেন, কোন আপত্তি নেই, শিষ্যরা তারও সেবা করে। ভিক্ষা করে এনে ভোগের সময় ডাক দেয় বা স্বপাক কোরতে চাইলে তারও ব্যবস্থা কোরে দেয়। ইনি উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু। বয়স ৮০ পেরিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্যাছে। বেশ সুস্থ-বলিষ্ঠ দেহ। জ্ঞানমিশ্র ভক্তির উপাসক। শাস্ত্র-জ্ঞান চমৎকার।

আলাপে বড় সুখ পেলাম। সব সময়েই প্রস্তুত সৎ কথায়। বাজে কথা একটিও যে ক'মাস ছিলাম বাবাজীকে কইতে দেখিনি। হাজার লোক এলেও নির্ব্বিকার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু রাখতেন না। সব দুঃস্থ-অনাথদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সন্ধ্যার পর আরতি হ'য়ে গেলে সাধারণের আসা নিষেধ ছিল। তারপর দেখতাম মহাত্মাজী ধূনী বেশ করে জ্বালিয়ে দিয়ে আপন ভজনে বসতেন। কখনও কখনও প্রায় ভোর হয়ে যেত। উঠতেন এবং শৌচাদি সেরে, স্নান করে, ভস্ম মেখে সকাল হোতে না হোতেই আসনে এসে বসতেন। কদাচিৎ প্রস্রাব করার জন্য এর মাঝে উঠতেন। সেই আরতির পর ফের স্নানের সময় আবশ্যকীয় শৌচাদি সেরে নিতেন। দেহের আচ্ছাদন সামান্য একখণ্ড চাদর, পরনে কৌপিন। রাত্রে শীতের সময় কখনও পিছন দিকটা ঢাকতেন। দিনে গলা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে রাখতেন। তার সঙ্গে যে-ক'দিন ছিলাম বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ কোরতেন। কখনও জিজ্ঞাসাও করেন নি কোথায় গুরুস্থান, কেন এ পথে এসেছ বা কি কর। আমি যা জিজ্ঞাসা করতাম তার উত্তর দিতেন। বৃথা কথা বলতে বা বৃথা সময় কাটাতে কখনও তাঁকে দেখিনি। ওদিককার সমস্ত লোক দেখতাম তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং সকলে সুযোগ মত মহাত্মাকে দর্শন করে যেতো। ভজন সম্বন্ধে দু'চারটী মূল্যবান কথা যা এঁর কাছে পেয়েছিলাম, তা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। কখনও কোন কথা 'আমি বলছি' ব'লে বলেন নি। কোনও প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা কোরলে কোন ভক্ত-সাধুর দৃষ্টান্ত দিয়ে, 'তারা এমন বলেছেন' বলে বুঝিয়ে দিতেন। শাস্ত্রবাক্যে, ঋষিবাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ঋষিদের কথা বা শাস্ত্রের কোনও কথা বললে, অতি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন এবং তারিফ ক'রতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আলোচনা করতে করতে আমাদের কখনও কখনও সময়ের হিসাব থাকতো না। শুনতে শুনতে, বলতে বলতে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। এই রকম পরমানন্দে আমার দিনগুলি কাটতো। একবার আশ্রমে উৎসব হবে। দেখি শিষ্যরা মহাব্যস্ত। সেখানকার লোকেরা রাশিকৃত দ্রব্য এনে ডাঁই করে ফেল্ল। মহাত্মাজী নিজে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। ৪।৫ মণ দুধের পরমান্ন, পুরী, কড়ুয়াভোগ এবং ভাল মিঠাই বহু পরিমাণে প্রস্তুত হলো। গ্রন্থ সাহেবের পূজা হ'লো। আমিও লেগে গেলাম উৎসবে। যা ক'রলাম তাতে কারো কোন হুকুমের বালাই নেই। সাধুর উৎসবে সাধু তো থাকবেই, করবেই—এইটাই ভাব। তারপর বিরাট লোকের সমাবেশ হ'লো। তাদের প্রসাদ পাওয়ার জন্য বসানো হলো। আমি খানিকটা করে প্রসাদ মহাত্মার জন্য আলাদা করে রেখে দিলাম।

সে কী আদর আপ্যায়ন, সে কী আত্মীয়তা! সমস্ত লোক যেন এক হোয়ে গেল। যেন তাদের আত্মীয়ের কাজ, সব দায় তাদের। গোয়ালা বসে আছে যদি কিছু লাগে, ব্যবসায়ী বসে আছে কি হুকুম পাবে তা তামিল করে কৃতার্থ হবে। সম্পন্ন চাষী বসে আছে, যদি আরও আটা বা অন্য কিছু লাগে। গ্রামের চারপাশের সাত খানা গ্রামের লোক এসেছে প্রসাদ পেতে। তারাই লেগে গেছে সব কিছু করতে।

প্রত্যেকেরই চোখেমুখে শ্রদ্ধার ভাব, আত্মীয়তার সুর। দেখে বুঝলাম উৎসব, কাকে বলে। যে-যত পারলো খেলো, যাবার সময় যার যতটা ইচ্ছা নিয়ে চলল। দেখলাম কেউই অনাবশ্যক নিল না। যার যতটা প্রয়োজন ততটুকু নিল। কাপড়চোপড়, গামছা, কম্বল যা সংগ্রহ হয়েছিল তাও এরাই দান করলো। যার আছে তার কাছ থেকে নিয়ে যার নেই তাকে দিল। যে দিয়েছে সে দেখলাম কৃতার্থতায় ভরে গেছে। এ দেওয়ার মাঝে সামান্য কৃষক আছে, বড় ব্যবসাদার আছে, আবার দীন মজুরও আছে। দীন মজুর কাপড় কম্বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছে এই দানে। দেখে অন্তর ভরে গেল। প্রকৃত উৎসব দেখলাম। সমস্ত বৎসর ধরে লোক এই দিনটীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সকলে আপন আপন ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে সেবার সার্থকতায় ধন্য হয়ে যায়। সমস্ত দিন ধরে এই রকম চলল। শেষে সব ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেল। মহাত্মার বিশ্রাম নেই—কেবল দিচ্ছেন ও দেওয়াচ্ছেন। শিষ্য দুটীও গুরুর অনুরূপ, মুখে কথা নেই।

ভগবৎ সেবার শুদ্ধতা মুখেচোখে ফুটে উঠেছে। নিজেকে এর মাঝে সঁপে দিয়ে আমিও কৃতার্থ হ'লাম। শেষে সবাই চলে গেলে মহাত্মা শৌচাদি করতে গেলেন, আমারও স্নানাদি অন্যান্য যা আবশ্যকীয় সেরে এলাম। আমি মহাত্মাজীকে বললাম,—"বাবা, এবার আপনি প্রসাদ পান।" বললেন—কি রেখেছো প্রসাদ, এদের দাও। আমি বললাম সকলের জন্যই প্রসাদ আছে। তিনি বললেন—কি রেখেছো? বললাম পরমান্ন, কড়ুয়া ভোগ, পুরী, মিঠাই—সবই আছে। আলাদা রেখেছি ছোঁয়াছুঁয়ী হয়নি। (এঁকে আমার খুব আচারী ব'লে মনে হ'তো, তাই খুব সাবধানে তাঁর সেবার জন্য প্রসাদ রেখেছিলাম।) শুনে হেসে বললেন,—বাচ্চা, আজ ৪০।৪৫ বছর ভগবানকে ভোগ দিয়ে ও সব আমি পাই না। বলে বললেন—আমার জুয়াচুরীর কথা শোন।—আমি পুরী, মিঠাই, পরমান্ন খুব ভালবাসতাম। তখন গুরুমহারাজ বেঁচে আছেন, খুব বুড়া হ'য়েছেন। আমিই তার সেবা করি। একবার উৎসবে এই রকম বহু দ্রব্যের আয়োজন হয়। ভোগ লাগাতে বসে আমার মনে এইসব দ্রব্যের রসবোধ হয়।

উঠে পুনরায় কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করে নিজেই পাক করতে বসি। দেখে গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা করেন—বাচ্চা, আবার রন্ধন করছ কেন? বললাম মহারাজ ভোগ হয়নি, উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে। এই সব দ্রব্যের উপর আমার আসক্তি ছিল, তাই অভুক্ত অবস্থায় ভোগ দিতে বসে গন্ধে আমার মনে রসবোধ এসে এই সব দ্রব্যকে উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে। তাই ভগবানের ভোগ হয় নি। গুরুমহারাজ বুকে চেপে ধরে বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সাবাস বেটা, এইছাহি বিচার রহ্না চাই। সন্তান কো বিবেকই গুরু, এই গুরুকো হুকুম্‌মে চল্‌নে সে আসল গুরুকো কৃপা মিল যায় গা।" বলে যেন কি অমূল্য ধন পেয়েছেন এই ভাবে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমার জন্য গুরু চরণে প্রার্থনা করলেন।

বাবা, সেই অবধি যে জিনিষ তাঁর জন্য নিবেদন করি, আমি তার কণা মাত্র গ্রহণ করি। জিহ্বা দিয়ে তার স্বাদ নিই না। কি জানি শয়তান মন আবার কখনও যদি সর্ব্বনাশ করে! আমাকে কণামাত্র এনে দাও আর ভাণ্ডার থেকে ছাতু এনে দাও, আজ ঐ খেয়ে থা'কব। কোন কথা বোলতে পারলাম না, আত্মস্থতার অপূর্ব্ব আত্মবিচার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আজ ৪৫ বৎসর ধরে সজাগ হোয়ে এ ভোগ নিবেদন করছেন, নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সদা-সজাগ। যে জুয়াচুরী ধরা পড়েছিল ৪৫ বৎসর আগে, তাকে এখনও ক্ষমা ক'রতে পারেন নি। ইষ্টপ্রীতির এই নিষ্ঠা দেখে স্তম্ভিত হোলাম। শিখলাম—সর্ব্বস্ব কি করে তাঁর পায়ে অর্পণ কোরতে হয়, কি করে তাঁকে ভাল বাসতে হয়। এইভাবে সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে পথের মাঝে নেমে পড়লাম।

এই সময় ইচ্ছা হয় প্রত্যেক সাধু-সমাজের সাথে একটু পরিচিত হোতে হবে, বিশেষভাবে জানতে হবে তাঁদের মর্ম্মকথা। সুযোগ পেলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরতে হবে। আমার পথ চলার প্রথম দিকে মাঝে মাঝে আমি কোন মঠ বা আশ্রমে সাধু-সমাজের সঙ্গে থেকেছি, কখনও তাঁরা আমায় সদাব্রত দিয়েছেন আমি পাক করেছি, কোথাও আমার মনের মতন হোলে প্রসাদ পেয়েছি কোথাও দু'মাস-ছ'মাস, কোথাও বৎসরাবধি বাস করেছি। তাঁদের সঙ্গে সময় মত, সুযোগ মত মিশেছি, তাতে অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক কিছু পেয়েছি যা আমার এ পথকে সুগম করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা থাকাতে আমি কোন প্রতিষ্ঠানের নাম ক'রব না, কেবল অভিজ্ঞতাগুলি বলে যাব, তাতে পাঠকের বোঝবার সুবিধা হবে, কি সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান, কি ক'রে এই সব দল, বা প্রতিষ্ঠান চল্‌ছে, এবং তাঁদের দ্বারা দেশের ভালমন্দ কি হোচ্ছে বুঝতে পারবেন।

পথ চলার মাঝে এক সময় এক আশ্রম দেখে খুব ভাল লাগে। তার একান্ততা, তার পরিবেশ আমায় আকর্ষণ করে। স্থানটিও খুব স্বাস্থ্যকর এবং তপস্যার অনুকূল। আশ্রমের পরিধি প্রায় একশো বিঘা। আম, কাঠাল, পেয়ারা, আমলকী, দেবদারু, ঝাউ, নিম—নানা বৃক্ষের আবেষ্টনে স্থানটি ছায়াশীতল। আশ্রম-বাড়ীর নিকটে নানা জাতীয় ফুল গাছ, অজস্র বর্ণসুষমায় গন্ধে অপরূপ করে রেখেছে। সেখানে বসে মনে হোল ঈশ্বর দর্শনের পক্ষে এ জায়গা অনুকূল। যিনি এটি করেছেন তাঁর মাঝে ভগবৎ ভজনের পিপাসা কতটা ছিল তার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। ভাবলাম—দেখি, যদি এখানে কিছুদিন থাকা যায়। খাওয়া দাওয়ার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই থাকতো না, মাধুকরীর কৃপায় ওদিকটা এক রকম নিশ্চিন্ত হোয়ে গিয়েছিল।

আশ্রমে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি একটু স্থান চাই থাকবার। স্থানটি আমার বড় ভাল লেগেছে যদি কোন অসুবিধা আপনাদের না হয় তো থাকি। আপনাদের কাছে থাকলে সৎসঙ্গও পাব। তাঁরা বোল্‌লেন আমাদের তো কোন হাত নেই এ বিষয়ে, যিনি অধ্যক্ষ তাঁকে বলুন, তাঁর অনুমতি হোলে থাক্‌তে পাবেন। এই বলে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন।

আমার পথ চলার প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ এই রকম সঙ্গে কাটিয়েছি। তারপর মোটামুটি, দেখা হোয়ে গেলে এ সব থেকে দূরেই থাকতাম। পূর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে তা পাঠক বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। এ আমি ধারাবাহিক ভাবে কোন ক্রম হিসাবে লিখছি না, স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে যেমন যেমন পাচ্ছি তেমনি তেমনি পরিবেশন করে যাচ্ছি, তাই এতে ক্রম খুঁজতে গেলে খাপছাড়া লাগ্‌বে। আমার উদ্দেশ্য ঘটনাগুলি ধরা এবং তাকে যতটা পরিষ্কার করে অবিকল দিতে পারি সেই চেষ্টাই করেছি, তাই পাঠক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাগুলোই নেবেন, ক্রম খুঁজতে গেলে অনেক সময় ছন্দ পতন হবে। লিখতে বসে ছবির মতন যা ফুটে উঠেছে, আগে-পিছের ক্রম ভেঙ্গে তাই লিখে গেছি।

তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে, তাঁদের একজন আমায় নিয়ে গিয়ে অধ্যক্ষের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে অভিবাদন করলাম, তিনি আমায় বসতে বললেন। বার্দ্ধ্যকের কোঠায় অনেকদূর এগিয়ে গ্যাছেন, মাথার চুল সব পেকে গ্যাছে। দাঁতও বাঁধন। সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি। বেশভূষায়, আসবাবপত্রে বেশ মার্জ্জিত রুচির পরিচয় মেলে। ঘরের একটি আলমারিতে শাস্ত্রগ্রন্থ সাজান রয়েছে। মহাত্মার আসনখানির দিকে তাকিয়ে থাকৃতে হয়! সে পালঙ্কের, সে নেটের মশারির, সে গদীর, সে বালিসের, তাকিয়ার, সে চাদরের বর্ণনা কোন রাজার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

মহাত্মা একখানি গদীমোড়া আরামকেদারায় ব'সেছিলেন। আমায় বললেন, কোথা থেকে আসছো? বল্‌লাম, উপস্থিত অমুক জায়গা থেকে। স্থায়ী ভাবে এখনও কোন আস্তানাকে আঁকড়াই নি, সাময়িকভাবে যেমন ভাল লাগে সেই ভাবেই এক এক জায়গায় কিছুদিন করে থাকি। এক এক জায়গায় ভিক্ষা করে খাই, সেখান-কার মধু ফুরিয়ে গেলে আবার পথ চলি। বললেন, কেমন এ জীবন লাগছে? বল্‌লাম মন্দ কি, বহু রকম অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়ে চলেছি, বেশ লাগ্‌ছে। কেন এ পথে এলাম, এতদিন ধরে চল্‌তে চল্‌তে বিরক্তি এল কিনা, ও সব বৈরাগ্য মুখের কথা, ও সব কিছু নয়, শেষকালে বাঁউণ্ডুলে হোয়ে জীবনটা মাটি হ'য়ে যায়, ইত্যাদি বহু উপদেশ দিলেন। শেষে বললেন, দেখছি তোমার মধ্যে মাল আছে, কোন আশ্রমে স্থায়ী ভাবে থেকে জীবন গঠন কর, তাতে কল্যাণ হবে। এই ভাবে অনেক কথা হোলো। আমি ব'ললাম সেই জন্যই তো বেরিয়েছি। আমার মনের মতন হোলেই তো বসে যাই, তবে এখনও বসবার মতন পাইনি, তাই ঘুরছি। কথার মাঝখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজনীতি থেকে আরম্ভ ক'রে কিছুই বাদ গেল না। দেখলাম আমায় পরীক্ষা কোরেছেন। কতটা জ্ঞান তার পরিমাপ কোরছেন। লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ক্যামন মাপছেন।

দেখলাম অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সম্প্রদায়ের মধ্যমণি হবার উপযুক্ত লোক। আমার সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম সন্তুষ্ট হোয়েছেন, মানে আমি পাশ কোরেছি। আমায় বল্লেন, তুমি কি ভাবে এখানে থাকতে চাও? বল্লাম—মহারাজ, আমি এসেছি শিখতে, আপনি প্রবীণ মহাত্মা, যে ভাবে চললে আমার জীবন এ-পথের উপযুক্ত হোয়ে গড়ে উঠবে, আপনি সেই রকমই আমায় উপদেশ দিন। তবে আমি মাধুকরী করেই সধারণত খাই এবং মনমত স্থান পেলে থাকি। সৎসঙ্গ পেলে যতদিন ভাল লাগে থাকি, আবার পথহাতছানি দিলে বেরিয়ে পড়ি। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মহাত্মা ব'ললেন—তোমার এ স্বাধীন ভাবটি ভাল, কিন্তু আশ্রম-মঠের মাঝে চলবে কি? তবে তুমি এখানে বিদ্যার্থী রূপে থাকতে পার। এখানে ন্যায়, সাংখ্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, উপনিষদ পড়ান হয়, পণ্ডিতও আছেন। কোন বিদ্যার্থী এলে তাকে রাখা হয়, এবং সে কতকটা স্বাধীন ভাবেই থাকতে পারে। তুমি যদি ইচ্ছা কর বিদ্যার্থী হয়েও থাকতে পার।

আমি দেখলাম মন্দ নয়, তাতে আমার কিছু পড়াশুনারও সুবিধা হবে এবং পাশে বসে এঁদের জীবনের মাঝে নিজেকে গড়বার মালমসলাও পাব। পথ চলার সময় এদিকার অনেক কথা যা শুনেছি তারও একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে। ব'ললাম—মহারাজ, এ আমার পক্ষে বেশ হবে, আপনাদের কাছে থেকে সঙ্গও পাব, অথচ আমার স্বাধীনতাও থাকবে। আমার পক্ষে এ অতি উত্তম হবে। বললেন, এখানে থেকে তো মাধুকরী ক'রে খাওয়া চলবে না, তুমি এখানে প্রসাদ পেতে পার বা পাক করে খেতে পার। পাক করে খেলে সদাব্রত দেওয়া হবে। তবে দু'চার জন এমন আছে, তারা সকলেই এখানে প্রসাদ পায়। আমি ব'ললাম, আমার স্বপাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়াই অভ্যাস, তাতে স্বাধীনতা থাকে। এ বিষয়ে আপনি যেমন আমায় উপদেশ দেবেন আমি তাই পালন ক'রব। আর যতদিন থাকবো, ততদিন আপনাদের নিয়ম সাধ্যানুসারে পালন কোরব। দেখি অধ্যক্ষ সন্তুস্ট হোয়েছেন ; আমাকে ব'ললেন, তুমি মঠেই থাক, পাক করে খেতে চাও খাও—তোমার ভাবে তুমি থাক। সাধু জীবন নিয়েইতো চলেছো এদের সঙ্গেই থাক।

একজনকে ডেকে আমার সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। যাবার সময় বললেন, থাক, দেখ যদি ভাল লাগে তবে থেকেই যেও ; কোথায় ঘুরে বেড়াবে !

এখানে আমার বিদার্থী জীবণ শুরু হোল।

ক্রমশ জানলাম ইনি যে অধ্যক্ষ, ইনিও মালিক নন। এঁদের বহু জায়গায় এমন আশ্রম অনেক আছে এবং কোন বিখ্যাত সহরে এঁদের প্রধান আখড়া। সেখান থেকেই দু'বছর-পাঁচবছরের জন্য এক এক কেন্দ্রে এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হোয়ে আসেন। আবার কেন্দ্রের ইচ্ছায় সেখান থেকে অন্য কোথাও বদলী করা হয়। স্থায়ীভাবে কাকেও কোথাও বাস কোরতে দেওয়া হয় না। এঁদের অনেক জায়গায় অনেক হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল-কলেজ, অনাথ আশ্রম—এমনি বহু কর্ম্মকেন্দ্র, আছে তাতে বহু কর্ম্মীর দরকার। বহুকর্ম্মী সংগ্রহ কোরে এক এক কেন্দ্র থেকে মূল কেন্দ্রে পাঠান হয়, তার পর তাদের ভালভাবে যা গড়বার গোড়ে, ভাল করে পোষ মানিয়ে, কর্ম্মস্থলে পাঠান হয়। শাসন খুব, একটু এদিক-ওদিক করলেই স্বর্ব্বনাশ। কেন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের কিছু করবার নেই। আশ্রমে কেউ এলে, কোন ভক্ত সৎসঙ্গ কোরতে এলে, অধ্যক্ষ ছাড়া কারুর মেশবার উপায় নেই। কথা কইছে দেখি সকলে ভয়ে ভয়ে, পাছে কেউ জানতে পারে, দেখতে পায় ! বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা কোরলে পাছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, পাছে প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, যদি তাকে আর আয়ত্তে রাখা না যায়, তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন্দ্রের সব সময় তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। সবাই সবকিছু সেদিকে কোরছে কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। যে স্বাধীনতার মাঝে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, তাকে নিষেধের গণ্ডী দিয়ে গলা টিপে শেষ করে দেওয়া হোয়েছে।

এখানে থাকতে মনে হোল এরা যেন চাকরী কোরছে। কোথাও এতটুকু স্বাধীনতা নেই। যাকে পাঁচটায় কোন ডিউটি দেওয়া হোয়েছে, তাকে পাঁচটাতে তা কোরতেই হবে, নইলে সর্ব্বনাশা বকুনী। যেন কতকগুলি যন্ত্র কাজ কোরে যাচ্ছে—কোন আনন্দের, কোন জীবনের সাড়া নেই! ভাবলাম এ ভ্যাখা যদি না হোতো তবে মস্ত বড় আফশোস থেকে যেতো, এদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার কোরতে পারতাম না। ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ—সব ঘণ্টাবাঁধা। একটু এদিক-ওদিক করবার উপায় নেই। বেল পড়বে ভজনে বস, বেল পড়বে ওঠো, একটু বেশী সময় বসে বাড়াবে তার উপায় নেই। যদি কোরতে যাও লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না। তোমার সময়টিকে এমন ভাবে কাজের মাঝে ফেলে দেবে, যে তাকে হাজার চেষ্টা কোরেও আর অন্য কাজে লাগতে পারবে না। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ক্রমশ অস্তিম সমাধি লাভ কোরবে। এর ফলে দেখলাম যা সর্ব্বনাশ হবার, তা হোয়েছে বা হোচ্ছে! আপন ব্যাকুলতা নিয়ে, আত্ম-বিচার নিয়ে ভজন কোরতে কোরতে মনের যে মার্জ্জন হয়, তার যে একটা তৃপ্তি আসে, তা এদের মধ্যে নেই। বাঁধাধরা ছকবাঁধা রাস্তায় চলতে গিয়ে অন্তরের মানুষটা শুকিয়ে গেছে।

তার পরিণতিস্বরূপ যতো কদর্য্যতা ফুটে উঠেছে এদের মধ্যে। কে কি খেল, কে কতটা সুবিধা পাচ্ছে বা কে কতটা কেন্দ্রের কৃপালাভ করল, কে বসে বসে মজা মারছে, কার বিরুদ্ধে ক্যামন করে অধ্যক্ষের কাছে লাগান যায় তার জন্য ক্যামন করে কার ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করা যায়, কি করে ভক্তদের কাছ থেকে লুকিয়ে একটু মাখম, দু'চারখানা চাদর বা দশটা টাকা পাওয়া যায়, তার জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল ফুলটি তাদের বাড়ীর মেয়েরা এলে দেওয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাইব্রেরী থেকে মাসিক পত্রিকা, ভাল ভাল বই যোগান দেওয়া, এবং ফল মূল প্রসাদ দেবার সেকি আগ্রহ! সামান্য একটু সুবিধা, সামান্য নিজেদের একটু প্রয়োজন মেটাবার জন্য সকলের চোখ বাঁচিয়ে এই গৃহস্থদের সেবার কি প্রাণপণ প্রয়াস! একজন হয়ত' কোন গৃহস্থকে এইভাবে সেবায়, আলাপে, সৌজন্যে একটু কাছে টানতে চেষ্টা করছে, অমনি আর সকলে কি করে তাকে সরাবে সেই চেষ্টায় লেগে গেল। কি করে ভক্তদের হাত বদল কোরবে তার চেষ্টায় এঁদের দিনরাত কাটছে। কোথায় ভগবান, কোথায় দেশের কাজ, কোথায় আত্মানুসন্ধানের মাঝে আত্মশুদ্ধি! হয়তো কোনদিন আমার সাথে কেউ বেড়াতে চল্লেন, সমস্ত রাস্তা কেবল নিন্দা আর নিন্দা।

ব্যর্থ জীবনের ভোগলিপ্সু মনের সেকি মাথা কোটাকুটি! দেখতাম সাধু জীবনের বহির্ভূত কোন আলচোনাতেই এঁদের বীতরাগ নেই। আস্তে-আস্তে এদের জীবনটাকে এমন ভাবে সমস্ত জগৎ থেকে সরিয়ে এনে, এই মঠের গণ্ডির মাঝে সাবধানে কয়েদ করা হয়েছে— এমনভাবে এদের ব্যক্তিত্বের সর্ব্বনাশ করা হোয়েছে, যা না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।

কোন এক মহারাজকে দেখেছি, তিনি ছিলেন এমনি এক মঠের অধ্যক্ষ। দরদী হৃদয়। ব্যক্তিত্বকে একেবারে চেপে মেরে ফেলতে পারেন নি। তাঁকে নিয়ে মঠে একটু আনন্দ কোলাহল সুরু হোল। মঠটি আস্তে আস্তে গড়ে উঠ্‌লো, ছেলেদের চোখেমুখে ফুটে উঠ্‌লো, জীবনের সাড়া। তারা প্রাণদিয়ে অধ্যক্ষকে ভাল বাসতে লাগ্‌লো, সেখানকার সমস্ত লোক সেই মহারাজকে ভাল বাসতো। চারিদিকে আশ্রমের নাম ছড়িয়ে পড়লো।

অমনি আশ্রমের কেন্দ্রের থেকে লোক এল, বসে বসে এই প্রাণের সাড়ার পরিচয় পেলো। ছেলেদের মাঝে জীবনের জোয়ার বইছে দেখ্‌লো; দেখে শিউরে উঠ্‌লো। কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাল, আর নয়— এখনি অধ্যক্ষকে সরিয়ে নাও, ছেলেদের বদলি করে দাও; আর কিছু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন হোলে একে আয়াত্তে রাখা যাবে না। সমস্ত লোক-মত এর দিকে। ব্যস! সাতদিনের মধ্যে সেই টুরীং অফিসার বিদায় নিলেন সৌজন্যের ক্রুর হাসি হেসে। অধ্যক্ষ বুঝ্লেন তাঁর সর্ব্বনাশ হোল। ম্লান হাসি হেসে মিনতি জানিয়ে বল্লেন,—এখানে এই কাজগুলো আরম্ভ কোরেছি, চলে গেলে দেশের ক্ষতি হবে, অনন্তঃ আর বছর কয়েক যেন সময় কর্ত্তৃপক্ষ দেন, আমি এটা শেষ করেই তাঁদের আদেশ মাথায় করে নোব। অফিসার ক্রুর হাসি হেসে ব'ল্লনে, কাজ তো চমৎকার হোচ্ছে, ছেলেরাও পরমানন্দে আছে। বলবো —যাতে আপনাকে রাখে।

দেখলাম ব্যাচারা অধ্যক্ষের সে কি অনুনয়-বিনয়। যেন ব্যাচারার চাকরির নিম্নগতি হোলো। ঠিক তাই হোল। কেন্দ্রের থেকে আদেশ এল, যেমন অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় চলে আস্বে। কেন্দ্রে তোমায় দরকার হোয়েছে। যাবার সময় সেই ভদ্রলোকের কি কান্না! দেখলাম এরা ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে স্বাধীন ভাবে কিছু করবার শক্তিকেও হারিয়েছে। দেখে ব্যথা পেলাম। এই সব মানুষই আজ যদি দল ছেড়ে কাজ কোরতো, কত মহান্ করে তুলতে পারতো জাতিকে! এদের মাঝে কত মানুষ রয়েছে— যারা দলের মাঝে পড়ে আত্মহত্যা করলো।

কোন কোন মহাত্মা আমার এ স্বাধীন ভাব দেখে ভালবাস্তেন; দুঃখ করে বোলতেন আমাদেরও তোমার মতন এই রকম স্বাধীন ভাব ছিল, এই রকম দুর্জ্জয় সাহস ছিল। দেশকে গড়বার, দেশকে মহান বরণীয় করে তোলবার ব্রত নিয়েই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এই দলে পড়ে সব গেল। এখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বৃথা কাটিয়ে, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল দুটো পেটের জন্য এদের দাসত্ব করছি। বলবার সময় অতি সাবধানে এই কথাগুলি বোল্তেন, পাছে কেউ শুনতে পায়। সব বোলে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বোলতেন, বোল না যেন কারুর কাছে, তাহলে এটুকু আশ্রয়ও থাক্বে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন মিটে যাবার পর, উচ্ছিষ্ট পাতার মতন, আমাদের এরা ফেলে দেবে, সমস্ত জীবন খেটে আজ এদের কাছে এক কানা কড়িও আমাদের মূল্য নেই।

কতদিন এই বৃদ্ধ সাধুর সেবা করতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণায় ছটফট কোরছেন, কেউ একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে না। এঁর শারীরিক অসুস্থার কথা বল্‌লে সকলে বলে—আরে ও সব ওঁর ন্যাকামি। কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। এখানে নাকি একটু খাওয়াদাওয়া ভাল, আর জল হাওয়াটাও বেশ শরীরের পক্ষে অনুকূল হোয়েছে, তাই এখানে থাকবার এত আগ্রহ। বহু কষ্টে, কর্ত্তৃপক্ষের অনেক খোসামোদ করে, তবে একটু স্থান পেয়েছেন। সর্ব্বদাই ভয়, যদি কেউ ব'লে দেয়—যদি এটুকুও যায়! দেখি ভজন-সাধন, জপ-তপ সব গিয়ে এখানে কেবল আশ্রয়টুকু কি করে থাকবে তার জন্যই সকলে ব্যাকুল। এই বুড়ো বয়সে এখন যায় কোথা?

কেন্দ্রও এদের দুর্ব্বলতা জানে এবং তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। মিশতে মিশতে জানলাম কেন্দ্রে দল একটি নয়—দুটি-তিনটি বা আরো বেশী। সকলেই ক্ষমতার আসনের জন্য সক্রিয়। এঁদের ভোটাভুটিতেই সেক্রটারী, প্রেসিডেণ্ট এবং বিশেষ বিশেষ বিভাগের অধ্যক্ষ নির্ণয় করা হয়। সকলেই সব জায়গায় ভোট সংগ্রহের জন্য গোপন জাল ফেলে বসে আছে এবং মঠের সমস্ত সাধুই প্রায় কোন-না-কোন নেতার দলভুক্ত এবং সকলেই আপন আপন দল পোষণের জন্য—দল রক্ষার জন্য ব্যস্ত। এর জন্য সর্ব্বদাই একটা বিরোধের মনোভাব বড় থেকে ছোট পর্য্যন্ত আজকালকার রজনৈতিক দলের মতন ব্যেপে রয়েছে। কেউ কারুর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে সাহস করে না। সকলেই পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। এমনি করে মার খেতে খেতে সাধুত্ব কোথায় যে লুকিয়েছে—তা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। মনে হোল এ যেন ছেলে ধরবার আড়কাঠি।

এক মহাত্মা প্রায় পনেরো বছর ধরে এক সেবাশ্রম থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি কাজে সেবা করে ক্লান্ত হোয়ে এখানে বিশ্রামের জন্য এলেন। তাঁর কাছে আগ্রহ নিয়ে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা কোরলাম,—মহারাজ, বহুদিন সেবা করে এলেন, আপনার নাম এঁদের মুখে শুনি, জীবনে সেবার মাঝখান দিয়ে কি পেলেন, খাঁটি সত্যটি আমায় বলুন। আপনার মুখ থেকে এই কথাটি আমার শুনতে বড় ইচ্ছা।

এখানে—এই আশ্রমে আমায় সবাই স্নেহ কোরতেন। আমি কারুর কোন কথায় থাকতাম না, কারো কোন কথা নিয়ে কারো কাছে আলোচনা করতাম না, বাজে প্রসঙ্গে বোস্‌তাম না, সব সময় এঁদের এই সব আলোচনা এড়িয়ে চলতাম, সকলকে সম্মান করে চলতাম, বৃথা সময় নষ্ট কোরতাম না, যতটা পারতাম ভজন কোরতাম, তারপর পড়াশুনা সেরে বাকী সময়টুকু যতটা পারতাম এঁদের কাজের সাহায্য কোরতাম। অসুখ হোলে সেবা কোরতাম, এঁদের হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে বিশ্রামের সুযোগ করে দিতাম। বাজে কথা, বৃথা প্রসঙ্গ একেবারে কোরতাম না। আমি জানতাম আমি এখানে থাকবো না, এ জীবন আমার নয়,যতটা পারি এখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি, এতে আমার পথ চলার সুবিধা হবে। সময় মত দেশের কাজে এই সব ব্যর্থ জীবনের ছবি তুলে ধরবো। এদের মধ্যে অনেক মহৎ জীবন দেখেছি, কিন্তু পরাধীনতার চাপে প্রকৃতিগত বিকাশের অভাবে তা শুকিয়ে যেতে দেখেছি। প্রাণ সময় সময় ব্যথায় টনটন করে উঠ্‌তো।

আমি নিজে পাক করে খেতাম। সদাব্রত যা এঁরা দিতেন, অতো আমার প্রয়োজনও হোত না। সামান্য চাল আর দু-একটা তরকারী আমার ভাতের মাঝে ফেলে ফেনসুদ্ধ খেতাম। নুন, লঙ্কা প্রচুর থাকতো। আমার খাওয়াদাওয়া তাই খুব কম সময়েই হোতো এবং শরীরও ভাল থাকতো। কদাচিৎ বাগানের কোন ফল দিলে আমি নিতাম। রাত্রে আটার রুটি চার-পাঁচ খানা হাতে চাপড়ে নুন-লঙ্কা দিয়ে খেতাম, তাতেই আমার হোয়ে যেতো। এর বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু আমার প্রয়োজন হোতো না। এঁরা বা অধ্যক্ষ আমায় এর জন্য বোলতেন—এ ভাবে খেলে শরীর পোড়ে যাবে। বলতাম—আমার অভ্যাস আছে, এতে শরীর ভালই থাকে। সব জায়গায় আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে থাক্‌লে তাতে কখনও কেউ বাধা দেয় না বরং তাকে সকলে শ্রদ্ধাই করে।

আমাকে বা আমার জীবনযাত্রাকে এঁরা শ্রদ্ধাই কোরতেন এবং আমার কোন বিষয়ে কেউ কোন বাধা দেন নাই। অধ্যক্ষ আমায় মাঝে মাঝে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা কোরতেন এবং 'আমার যতদিন ইচ্ছা থাক্‌তে পারি' বোলে আমায় বরাবর থাক্‌বার জন্য স্নেহের অনুরোধ কোরতেন। পড়বার জন্য যে পণ্ডিতমশাই আসতেন তিনিও আমায় খুব স্নেহ কোরতেন এবং আমার নিষ্ঠা, আমার স্বপাক আহার, আচারপালন দেখে আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

তাঁর অমায়িক ব্যবহার, পুত্রবাৎসল্য এখনও মনে পড়ে। শাস্ত্র আলোচনা কোরতে কোরতে কত দৃষ্টান্ত আমায় দেখাতেন! মহাত্মা হোতে গেলে, সাধু জীবনের পথ মাড়িয়ে চলতে গেলে কাদের জীবন অনুসরণ কোরতে হবে, আমায় দেখিয়ে দিতেন। দেখতাম এই সরল, উদার, মহৎ ব্রাহ্মণের আমার জন্য সদাশঙ্ক ব্যাকুল ভাব—পাছে আমি এই দলে ভীড়ে পড়ি, জীবনটা নষ্ট করে ফেলি! তার জন্য আমায় সতর্ক করতেন। অবসর পেলেই আমায় নিয়ে বসে শাস্ত্রীয় আলাপ ক'রতেন। কখনও আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন, আদর করে প্রসাদ পাওয়াতেন, ছেলেমেয়েরা, তাঁর স্ত্রী—সকলে আমাকে আপনার করে নিয়েছিল। সকলের মাঝে একটা আত্মীয়তার সুর দেখতে পেতাম। যতদিন ছিলাম তিনি আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করে রেখেছিলেন আমার নিত্য নারায়ণ সেবা, আমায় শিবপূজা। আমার সন্ধ্যাবন্দনা তাঁর বড় ভাল লাগ্‌তো। দেখতাম কখনও কখনও আমার রন্ধনের সময় ব্রাহ্মণ এসে আমার ঘরে ব'সে পোড়্‌তেন এবং প্রসংশমান দৃষ্টিতে আমার সেই আনাজ-তরকারীর সাথে ফেনভাত রন্ধন দেখতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রান্নার সময়েতেও একখাতি গীতা পাশে থাক্‌তো, মাঝে মাঝে দু'চারটি শ্লোক দেখে নিতাম।

এ স্থানটি আশ্রমের একটু বাইরে, খুব নিরালা—একান্ত। তাই এখানে আমার রসুই হোতো, ভজন হোতো ও পড়াশুনা হোতো। বড় মনোরম পরিবেশে আমার কুটীরটিকে পেয়েছিলাম। খড়ের ঘর, দুদিকে বেশ উঁচু বারান্দা, জানালা দু'তিনটে। ঘরের মেঝে সানের—বেশ প্রশস্ত। আমার অবসর এখানেই কাটতো। চারদিকে গাছের আবেষ্টন সবার থেকে কুটিরখানাকে পৃথক করে রেখেছিল।

যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। এখানটি আমার জুড়োবার জায়গা ছিল। কোন কোন দিন মঠের সাধুরাও আস্‌তেন। বোলতেন—বেশ হোয়েছে, যেমন আপনি স্বাধীন, তেমনি আপনার আস্তানাও হোয়েছে—কোন সম্পর্ক নেই কারো সাথে।

রাত্রে মঠেই থাকতাম। চমৎকার ঘর। দু'জনে থাকতাম। দু'দিকে দুখানি চৌকি পাতা, তাতে আর একজন সাধু ও আমি থাকতাম। সাধুটি ছেলেমানুষ। আমার চেয়েও বোধ হয় ৪।৫ বছরের ছোটই হবে। ফুটফুটে, সুন্দর প্রাণবন্ত ছেলেটি। আমায় 'দাদা দাদা' কোরতো, সময় পেলেই আমার কাছে এসে বোসতো। আমার পথ চলার গল্প তার ভাল লাগ্‌তো। বেড়াতে বেরুলে সাথী হবার চেষ্টা কোরতো, না পারলে ব্যথার দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। আমায় দেখে তার প্রাণটাও এই রকম পথের মাঝে নেমে পড়বার জন্য আকুলি-বিকুলি কোরতো। কত সময় বোল্‌তো কোথায় থাক্‌বো কোথায় খাব—অনিশ্চিতের পিছনে ছুটতে, অজানার পথে পা বাড়াতে ভ'য় হয়। কত সময় আবদার করে বোলতো—চলুন না দাদা, এই অচলায়তনের গণ্ডি ভেঙ্গে, আমায় নিয়ে। এ যেন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। তার পূর্ব্ব জীবনের গল্প কোরতো, পারিবারিক কলহে হঠাৎ ঘর ছাড়ে। তাদের গ্রামের পাশে এঁদের আশ্রম আছে, সেখানে সে যাতায়াত কোরতো। বাইরের থেকে খুব ভাল লাগতো। কলেজে পড়বার সময় সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়ই যেতো। খাওয়া, থাকা, মাঝে মাঝে কিছুদিন ধরে চল্‌তো। এঁদের মার্জ্জিত ব্যবহার, আশ্রমের অপূর্ব্ব পরিবেশ একে আকর্ষণ করে। ক্রমশ এঁরা স্নেহ কোর্‌তে থাকেন। আস্তে আস্তে কেন্দ্রের থেকে দীক্ষা হয়। পারিবারিক কলহ মাঝে মাঝে হোতে থাকে। এঁরা তার সুযোগ নেন। বৈরাগ্যের কথা শুনতে শুনতে ছেলেটির মাথা বিগড়ে যায়, তারপর মঠে চলে আসে। পরম সমাদরে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ রাখেন। বছর দু'তিন সে বুঝতেই পারেনি—এর চেয়ে সুখের জায়গা কোথাও আছে। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীর দিক থেকে হতাশ হোয়ে বাপ-মা চোখের জলে ফিরে গেলে সকলে তার বৈরাগ্যে মুগ্ধ হোয়ে, তাকে মহাপুরুষ বলে প্রচার কোর্‌তে লাগ্‌লো। তারপর তাকে এইখানে বদলি করা হোল।

এখানে প্রথম প্রথম খুব সমাদর, স্থানও অপূর্ব্ব, কিন্তু আস্তে আস্তে এঁদের পরিচয় যত পেতে লাগলো ততই হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। সে বোলতে লাগলো—যে-স্বাধীনতা বাপ-মায়ের কাছে, দেশে ভোগ কোরেছি, তার লেশমাত্রও এখানে নেই। বহুকষ্টে বাপ-মা B.A. পাশ করিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন যে—আমি আমার পরের ভাইদের মানুষ কোরবো, ভগ্নীদের বিবাহ দোব, বাপমাকে অসমর্থ অবস্থায় সেবা কোরবো। সে আশায় তাঁদের নিরাশ করে যে আত্মপ্রবঞ্চনা আমি করেছি তার ফলভোগ কোর্‌ছি, আর এখন আমার ফেরবার রাস্তাও নেই। ব'লতে ব'লতে সে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার সেই বুকফাটা কান্না এখনও মনে পড়ে। কত ছেলে এই রকমে বাপ-মায়ের কোলছাড়া হোয়ে আদর্শের নামে বিপথে ভাসে, তার ক'টার হিসাব আমি দোব, আর জানিই বা ক'টা? তবু যা দেখলাম বা দেখেছি, তাতে জাতির যে ক্ষতি হোচ্ছে, আদর্শের নামে যে আত্মহত্যা এরা কোর্‌ছে তা দেখে ব্যথায় হৃদয় মুচড়ে ওঠে।

বললাম,—কেন এখনও তো তুমি ফিরতে পার, এখন ফিরে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের কাছে এই সত্যটাই বলে দাওগে। তাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে, অনেক ছেলে এরপর এই রকম বিপথগামী হবে না, তাতে তোমার মনেও আনন্দ পাবে। সত্যের জন্যেই তো ঘর ছেড়েছিলে, আবার সত্যের জন্যই ফিরে যাবে, এতে সঙ্কোচ কেন? সে শুধু কাঁদতে কাঁদতে বললো,—দাদা, যদি সত্যের জন্য প্রকৃতই বেরুতাম, তবে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরতাম, আমি তো সুবিধার জন্য ঘর ছেড়েছিলাম। বাপমায়ের হৃদয়ে আঘাত দোব বলে, তাঁদের স্নেহের অপমান কোরব ব'লে জীদের বসে ঘর ছেড়েছিলাম। আজ বারটা বছর হোয়ে গেল। কি অসহায় অবস্থায় তাঁদের রেখে এসেছিলাম, সে-তো জানি! আজ হয়ত' অনাহারে মা বেঁচে নেই, হয়ত' ভাই-বোনগুলো অমানুষ হোয়ে উঠেছে। বাবার রোজগার সামান্যই ছিল। আমায় জমী বিক্রী করে, বড় আশা নিয়ে পড়িয়েছিলেন। শেষ যে দিন মা এসেছিলেন ছোট ভাইবোনদের নিয়ে, সেদিন প্রাণ চেয়েছিল মার পায়ে লুটিয়ে পড়তে, ত্রুটি স্বীকার করে ঘরে ফিরতে, কিন্তু এরা এমন আগলে রাখলো যে, কিছুতেই সে সুযোগ পেলাম না। এঁরা মাকে বোঝালেন —মা, বহুজন্মের সুকর্ম্ম, বা পুণ্য থাকলে তবে বংশে একটা ছেলে সাধু হয়। ধন্য তোমরা যে এমন ছেলে প্রসব কোরেছো। মা, এসব ছেলে অন্য জাতের, এদের সংসার পোষ মানাতে পাববে না। এরা জন্ম-বৈরাগী। দেশের দশের কল্যাণে একে দাও মা, তোমাদের মতন মাকে পেয়েই তো দেশ ধন্য হোয়েছে। সেকি বুলি! শুনতে শুনতে আমি আর এগুতে পারলাম না।

মা কান্নায় নুয়ে পড়ে, বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাসে অন্তর মথিত করে, আমার দিকে চেয়ে বললেন,—এই যদি তোর ধর্ম্ম হয়, তাই তুই কর্। আমার দুঃখ যাবে না বা যাবার নয়, কিন্তু আমার মতন অনেক মার দুঃখ তো তুই মেটাবি। তাই-ই হোক। তুই সকলের হোয়ে, সকলের দুঃখ দূর কর। আমাদের বরাতে যা হয় হবে। তুই যে মহৎ ব্রত নিয়ে আছিস তাতে আমরা সান্ত্বনা পাব—এই বলে মা আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনদিকে না চেয়ে, তাঁর সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বিদায় নিলেন। এঁদের মুখেও ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠলো; কিন্তু কেন্দ্রের শাসন অমান্য করে কিছু করবার ক্ষমতা এঁদের নেই। নীরবে সবাই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাইবোনগুলো কিছুতেই যাবে না, তাদের অশ্রুসজল মুখ এখনও—এই বার বছর পরেও আমায় কাঁদায়। দাদা, যদি এখানে বসে কোন মহৎ কাজ করতেও পেতাম, যদি আমার মতন করে আমি আমাকে নিবেদন করতে পেতাম, তা হোলেও কোন দুঃখ থাকতো না। এযে দাসত্বের কশাঘাতে অন্তর শুকিয়ে উঠ্ছে। এদের দৈন্য দেখে, নিজের অপচয়ের কথা ভেবে শিউরে উঠ্ছি। সাধু জীবনের যদি পাঠ নিতাম স্বাধীন ভাবে, তবে কোন বালাই থাকতো না। আমার মতন করেই যদি মার পায়ে পূজা নিবেদন করতে পারতাম, সকলের মাঝে আমারটুকু দিয়ে আমি কৃতার্থ হোতাম; কিন্তু এ যে হুকুমের নাগপাশে বন্দী হোয়ে জীবনটা বিষময় হ'য়ে উঠেছে, অথচ ফেরবার রাস্তা নেই।

তাঁদের এত বড় প্রতারণার পর মুখ দেখাব কেমন করে! সকলে যে মহাপুরুষ ব'লে আমায় আজ পূজা কো'রছে। কি ক'রে তাদের কাছে আমার এ পরাজয়টাকে তুলে ধ'রবো? রাস্তা মাড়িয়ে চ'লবার সাহাসটুকুও হারিয়ে আজ এদের দাসত্বের শৃঙ্খলকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ই আমার নেই। বুঝলাম স্কুল-কলেজের বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন জীবনে বাহবার লোভের এই পরিণতি।

তাকে সঙ্গে করে আনতে সাহস হয়নি। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের মাঝে এনে দাঁড় করাতে সাহস হোলোনা। মনে হোল এর ব্যাকুলতাই—এর প্রাণের হাহাকারই একে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে। তার মার আত্মত্যাগ তাকে মঙ্গলের পথে তুলে দেবেই। এমন তাজা প্রাণের এ অপচয় তিনি কখনই হোতে দেবেন না।

তাকে বুকে ধ'রে বসে রইলাম। সে একান্তভাবে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলো। তার পর একটু সামলে নিয়ে ব'ললো—দাদা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর বাবার কাছ থেকে একখানা চিটি পাই, কেবলমাত্র সেই একখানা চিঠিই, তাতে লিখেছেন—"তোমার দেশের সেবা কি আমার মতন একজন অসহায় দরিদ্র লোককে বৃদ্ধ বয়সে সেবা কোরলে হোতো না? তোমার মার চোখের জল মুছিয়ে তাঁকে সুখী করলে কি তোমার ধর্ম্মে আঘাত লাগতো? তোমার ধর্ম্মের লোক আমি নই, কিন্তু আজ একটা কথা ব'লব, "যে আদর্শের জন্য আমাদের এত বড় আঘাতটা দিলে, দেখো তা' থেকে যেন কোনদিন ভ্রষ্ট হোয়ো না। যেন মরবার আগে এটুকু সান্ত্বনা আমরা পাই "তুমি সকলের হোয়ে সকলের চোখের জল মোছাচ্চ।" ব্যাস—এই বারো বছরের ভিতর মার, কি বাবার কাছ থেকে আর কোন সংবাদই পাইনি। তাঁরা যে ত্যাগ করলেন, তার কী মূল্য আমি দিতে পারলাম?

অনেকক্ষণ চুপকোরে বসে রইলাম, তার মাথাটি কোলে নিয়ে। ব্যথায় অন্তর নেংড়াতে লাগল। ঘরছাড়া আমি, সংসারের স্নেহ-মমতার কোন বালাই আমার নেই। আজ এই ছেলেটির জন্যে, চোখের জল মানা মানলো না—কোল ছাপিয়ে ঝরে পড়তে লাগল তার মাথার উপর। মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, এর জীবনকে স্বার্থকতার আনন্দে ভরিয়ে দিও, তাকে তোমার প্রেমের আলোয় ভরিয়ে দিও।

রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলো তখন উঁকি মারছে। মঠের আকাশ দোয়েল-শ্যামার গানে ভরে গ্যাছে। শিউলী বিছিয়ে দিয়েছে তার আসন শিশিরসিক্ত ক'রে, গোলাপের গাছে-গাছে সে কি হাসির ফোয়ারা! আশ্রমে জাগরণের সাড়া পড়ে গ্যাছে। সচকিত হোয়ে আস্তে আস্তে তার মাথাটি তার বালিসে নামিয়ে রেখে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লাম—"ভয় পেয়ো না, হতাস হোয়ো না, এই দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় যিনি ফেলেছেন, তিনিই আবার এর থেকে উদ্ধার কোরবেন। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকেই ধর, দেখবে সবভুল ভেঙ্গে যাবে, আলোয়-আলোয়, পথ সুগম হোয়ে উঠবে। এই-ই তো তাঁর ডাক। প্রিয়-জনের দুঃখই তো তোমায় সকলের দুঃখ মোছাবার প্রেরণা যোগাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত মার চোখের জল তুমি তোমার মার চোখের জল স্মরণ করে মুছিয়ে দেবে। ডাক তোমায় তিনি দিচ্ছেন, তাইতো এই হাহাকার। পথ তুমি পাবে, কেউ তোমায় কোন বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে না। বাঁধন-হারা নদীর মতন তুমি ছুটবে সব ভেঙে। ডাক—তাঁকে ডাক সব বন্ধন, সব অশুভ দূরে পালাবে। শুনলো আমার কথা সমস্ত অন্তর দিয়ে সজল চোখে। উঠে সেই প্রভাতে আমায় প্রণাম ক'রল। বললো আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন পারি।

তারপর তার ভাবগতিক দেখে কর্ত্তৃপক্ষ তাকে অন্য কেন্দ্রে চালান কোরলেন। এখনও তার কথা মনে হয়। তার তাজা প্রাণের বুকফাটা হাহাকার এখনও সময় সময় প্রাণকে ব্যাকুল কোরে তোলে। তার জীবনে সে নিশ্চয়ই পথ পাবে। তার প্রাণের একান্ত ক্রন্দন তিনি শুনবেনই শুনবেন। এ সোনার খাঁচা তার ভাল লাগবে না।

এখানেও এক শ্রেণীর লোক বেশ পোষ মেনে একেই মেনে নিয়েছে এবং এর মাঝেই তাদের জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। যেন এটাই তাদের জগৎ, এর বাইরে কিছু ভাল থাকতে পারে সেকথা ক্রমশ এরা গ্যাছে ভুলে। নিজেদের পরিধির মাঝে নিজেরা ডুবে জগৎ থেকে পৃথক হোয়ে গ্যাছে। এরা গোঁড়া। সঙ্কীর্ণতা এদের হাড়ে-মাসে। এদের দিয়েই কর্তৃপক্ষের কার্য সিদ্ধ হয়। তবে সকলেই এক শ্রেণীর নয়! যারা এরকমটা নয়, গোল বাঁধে তাদের নিয়ে। এর জন্যে, মানে আপন স্বাধীন ইচ্ছার জন্যে, আদর্শকে ভালবাসার জন্যে, বহু ছেলেকে এঁদের সংস্রব ত্যাগ কোরতে হয়েছে, এবং সকলের বিরুদ্ধচারণের অত্যাচারকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। এরা ভাবে এই চক্র থেকে বেরিয়ে গেলেই যেন তাদর সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল, তাদের জীবনে বুঝি আর কোন ভাল রইলো না। এইটাই এরা মনে করে, প্রচার করে। তবে যদি কেউ সে রকম শক্তিসম্পন্ন হয়, যাতে সব প্রতিরোধ ভেঙে স্বাধীন ভাবে একটা কিছু করবার ক্ষমতা দেখাতে পারে, লোকমতকে নিজের অনুকূলে আনতে পারে, তখন এরাই আবার দলে ভেড়বার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোরবে। মোট কথা কেন্দ্রের গভর্ণিংবডি যদি তোমায় আয়ত্তে রাখতে পারেন তবেই তোমার স্থান হবে, নচেৎ তোমায় সরতেই হবে। তোমার হাজার গুণপনা থাক, তা কেউ আমল দেবে না।

এই রকম এখানে থাকবার সময় এঁদেরই এক সেবাশ্রম থেকে একজন মহাত্মা বহুদিন, বন্যা-মহামারি, হাঁসপাতাল, দুর্ভিক্ষে প্রভৃতিতে সেবা করে ক্লান্ত হোয়ে এখানে এলেন। সেবা বিভাগে তাঁর খুব নাম। এখানেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। প্রায়ঃ বিশ-বাইশ বছর ধ'রে তিনি এই সব কাজ করে আসছেন এবং তাঁকে নিয়ে আশ্রমের নামও খুব। বয়স হোয়েছে, বেশ সরল, অমায়িক—বালকের মত। স্পষ্ট ক'রে কথা বলবার সাহস আছে। দরদে ভরা হৃদয়টি। চুলে পাক ধ'রেছে। আমায় বড় পছন্দ কোরতেন, বোলতেন—তোমার স্বাধীন প্রকৃতি বড় ভাল লাগে। অবসর সময় আমার পথচলার কথা কিছু কিছু শুনতেন, কখনও কখনও গেঁয়ো, মূর্খ চাষাদের কথা শুনতে শুনতে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা কোরলাম"—আচ্ছা মহারাজ, আপনি আজ বহু বছর ধরে সেবা নিয়ে আছেন, জীবনে এদিকটার বহু অভিজ্ঞতাও হোয়েছে। সেবার মাঝে যে স্বার্থকতার কথা শুনি, তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ও নিবিড়। জীবনে নারায়ণ-সেবার কৃতার্থতাও পেয়েছেন। এতদিন এই সেবার মাঝে কি পেলেন, শুনতে বড় ইচ্ছা হয়।

তখনও সূর্য্য অস্ত যায়নি। পশ্চিমাকাশে অনেকটা ঢ'লে পড়েছে। শীতের ছোঁওয়া লেগে হাওয়ায় শিহরণ জাগাচ্ছে। গাছের মাথায়-মাথায় মিঠে রোদ বড় আদরে আরো কিছুক্ষণ মনভুলান এই বেলাটুকুকে ধরে রাখবার চেষ্টা কোরছে। আশ্রমে যে-যার কাজে ব্যস্ত। আমরা বাগানের চৌতারাতে—বসে পরস্পর আলাপ কোরেছি। অজস্র গাঁদা ফুটে আলো করে রয়েছে। মরসুমী ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র সবুজ ঘাসের ধারে ধারে বৈকাল বেলাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। টবে করে অজস্র ডালিয়া চন্দ্রমল্লীকা সাজিয়ে রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোয়েছে বারন্দার সিঁড়ির ধারে ধারে। গাঢ় লালরংয়ের অজস্র গোলাপ মনভোলানো রূপে, অপরূপ গন্ধে স্থানটিকে মাতিয়ে তুলেছে। এখানটিতে এলেই বসতে ইচ্ছা করে, দেখতে ইচ্ছা করে, মনের কপাট এখানে আপনিই খুলে যায়।

আমার কথা শুনে মহাত্মা হঠাৎ খানিক বিমনা হোয়ে গেলেন তারপর একটু ম্লান হেঁসে বললেন, সেবা কোরলে তো সেবার স্বার্থকতা পাব, সেবা কোরলাম কোথায়? শুনে বিস্মিত হোয়ে বললাম— কেন মহারাজ, এই দীর্ঘকাল ধরে বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, হাসপাতালে, অনাথ আশ্রমে, তো সেবাই ক'রে এসেছেন; তবে কেন একথা বোলছেন? একটু হেঁসে বললেন—ঠিক কথা। লোকে জানে সেবা করেছি, কিন্তু আমি জানি আমি চাকরী কোরেছি। সেবা কখনও হুকুমে হয় না, সেবা অন্তরের প্রীতির, শ্রদ্ধার মাঝখান দিয়ে ঝরে পড়ে। একদিকে ভজন কোর্তে কোর্তে যে আনন্দ পাওয়া যায় যে আনন্দ ঘন-মূৰ্ত্তির দর্শন হয়, তাতেই সকলের মাঝে পূজা করবার আগ্রহ আসে ইষ্ট দর্শনের সাথে সাথে। তখনই হয় সেবা, তখনই হয় সেবার কৃতার্থতা। এর জন্য চাই প্রস্তুতি, নীরব একান্ত সাধনা। নইলে হুড়োহুড়ির মাঝে দিনরাত থাকৃতে থাকৃতে লোকসঙ্গে, নানারকম আবেষ্টনে আস্তে আস্তে সেবার ভাব চলে যায়, ক্রমশঃ মনে বাসা বাঁধে লোকমান্য হবার ইচ্ছা, অর্থাকাঙ্ক্ষা, দল গড়বার ও সকলের উপরে প্রভুত্ব করবার স্পৃহা। সাধনা না থাকৃলে সেবা শেষে বিড়ম্বনা হোয়ে দাঁড়ায়। যে সেবা, সাধনায় স্বতঃস্ফুর্ত্ত হোয়ে টেনে নিয়ে যাবে আৰ্ত্ত, দুঃস্থ ও পীড়িতের কাছে, যাতে সামান্য একটা কুকুরকে খাইয়েও ভোগ নিবেদনের কৃতার্থতা পাওয়া যাবে, তা হুকুক তামিল কোরতে গিয়ে আমাদের বিড়াম্বনায় পরিণত হোয়েছে। বাবা, জীবন ভ'র কাজই কোরে গেলাম। যেমন করে কোরলে কাজ মুক্তির স্বাদ এনে দেয়, তেমন করে তো কাজ কোরতে পারিনি। কাজ কোরতে হোয়েছে কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে, তাঁদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যশোগৌরবকে প্রচার করবার জন্য। সামর্থ বিবেচনা করে কাজ কোরলে, তবে তো আত্মশুদ্ধি হবে। কে-কতটা কর্ম্ম কোরবে, কতটা কোরলে তার চিত্তের শোধন হবে, ভারসাম্য থাকবে, এ বিচার কোরবে কে, আর তার প্রয়োজনই বা কার ?

এরা কাজ ফেঁদেছে, কাজ না ফাঁদ্‌লে নূতন নূতন কেন্দ্র খোলা যায় না এবং নূতন নূতন কেন্দ্র না হোলে অর্থাগমও হয় না। যেভাবে এরা ভোগ করছে, এ কোন রাজা-রাজড়াও চোখে দেখতে পায় না, অথচ একটা কোটিং দিয়ে রেখেছে—সব দেশের জন্য। দেশের লোক এসে একমুঠো চাক দিকি, দেখবে খাবে গলাধাক্কা। হাসপাতাল, ডিস্‌পেনসারি, দুর্ভিক্ষ, মহামারি—এ সব তো লোকের কাছে প্রচার। আসল উদ্দেশ্য বাড়ী, গাড়ী, টাকা, ভোগ—আরো কত কি। এ সবতো আর একা হোতো না বা বাড়ীতে ব'সে থাকলেও হোতো না; তাই দল সৃষ্টি করে কাজ চালাতে হোচ্ছে। ছেলেদেরও গড়বার প্রয়োজন নেই। এই কাজের উপযুক্ত হোলেই হোল। বি. এ., এম. এ. পাশ পেলে, দেখতে শুনতে টুকটুকে—ব'লতে-কইতে, গাইতে-বাজাতে, লেকচার দিতে পারলেই হোলো। এরা থাকবে প্রথম গ্রেডে। তারপর ম্যাট্রিক, তারপর সাধারণ। একটু লক্ষ্য করে দেখো, এদের মধ্যে যারা পড়াশুনা জানা, তারা যারা পড়াশুনা জানেনা তাদের একটু এড়িয়ে চলে—যেন পড়াশুনা কম যাদের তারা নীচুশ্রেণীর। সাধুত্বের কোন মূল্যই নেই। শম, দম, তিতিক্ষা, ধ্যান, ধারণা, বৈরাগ্য, সন্তোষ—এ সবের কোন চর্চ্চাই নেই। প্রস্তুতির চেষ্টাই নেই। বরং এসব কোরতে গেলে এদের কাছেই বাধা পাবে। এরা জানে এদের দৈন্য।

কি দিয়ে এরা নিজেদের আভিজাত্যকে ঢেকে রেখেছে। এ যেন সাজান পুতুল খেলাঘর সাজিয়ে বসে আছে। একক কিছু করবার ক্ষমতা এদের নেই। কোন কাজ করবার সময় করবে অশিক্ষিতরা, না খেয়ে, না দেয়ে, হুকুম তামিল করবে তারা। তারা এদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রান্না কোরবে, বিছানা কোরবে, বাগান সাজাবে, ঠাকুর সেবা কোরবে, সবটুকু এদের প্রস্তুত কোরে দেবে। এরা বসে বসে ভোগ কোরবে, উপদেশ দেবে। সেবা যারা কখনও কোরল না, যারা না খাওয়ার বেদনা জীবনে বুঝলো না, তারা কি ক'রে ক'রবে সেবা। তারা করে হুকুম—কর সেবা তাদের ছক বাঁধা রাস্তায়। সেবা কোরতে গিয়ে তাই পাই না সেবার স্বার্থকতা। আমরা মূর্খ, তাঁরা যা বোলবন তাই হবে কাজে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে, মাথায় ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে এঁরা হুকুম কোরবেন—এই ভাবে বন্যার্ত্তদের সেবা কর। আমরা মানুষের হৃদয় নিয়ে সেবা করতে গিয়ে মার খেয়ে আসি, বলতে গেলে তাড়া খাই—আমরা আবার জানি কি ? এই ভাবে বাইসটা বছর সেবা করে এলাম। অনেক কষ্টে অনেক সুপারিশ করে তবে এখানে একটু বিশ্রামের জন্য ছাড়পত্র পেলাম। বুঝলে তো কি রকম নারায়ণ-সেবা কোরেছি। ক্রমান্বয়ে আটঘণ্টা রোগীর সেবা কোরতে কোরতে মনে বিরক্তি এসে যেতো। ভাবতাম, কখন ছুটি হবে। রোগীর পাশে বসে ঢুলতাম, আর চেষ্টা করতাম কি করে একটু ঘুমিয়ে নোব। সেবা সেরে আশ্রমে গিয়েও কোন প্রেরণা পেতাম না, যাতে সেবাটা সাধন পর্য্যায়ে পঁহুছায়।

যদি বা কখনও নিজেদের দৈন্য দেখে, সেবার ব্যর্থতা দেখে আদর্শকে আঁকড়াবার জন্য অবসর সময়ে নিজেরা আলোচনা কোরতাম, অমনি আমাদের সরিয়ে নেওয়া হোতো—পাছে আমরা আদর্শবাদী হয়ে পড়ি, পাছে আমাদের স্বাধীনমত একটা হোয়ে যায়, পাছে এদের সব জুয়াচুরি ধরা পোড়ে যায়। এমনি বহু ছেলে আজ আদর্শবিহীন হোয়ে চাকরী কোরছে। সেবার স্বার্থকতা তো খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। বাইরের থেকে বেশ মনে হয় এরা কি কাজই কোরছে! কিন্তু ভাল করে মিশলে আত্মবিচারের চোখ মেলে দেখলে সব ধরা পড়ে যায়। তপস্যা ছেড়ে :দিনরাত টাকার জন্য গৃহস্থ-সঙ্গ কোরতে কেরেতে ক্রমশঃ সব রিপুই মাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাড়া দিয়ে ওঠে; তখন পা পেছলাতে দেরী হয় না। যারা ঘর ছাড়লো তাদের যদি উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত না ক'রে কাজে লাগানো হয়, তবে তাদের কাছে আর এর চেয়ে কি আশা করা যাবে? তাই সাধু এখানে খুঁজলে বিশেষ পাওয়া যায় না, এ একটা প্রায় রাজনৈতিক দল, ধর্ম্মের কোটিং দিয়ে মোলায়েম করা হোয়েছে এবং অনেক ধাক্কাও সামলান হোচ্ছে। তোমায় ভাল লাগে, তোমার পথচলার ছন্দ আমার মনেও সাড়া জাগায়। তুমি চলবে পথ মাড়িয়ে বহু লোকের মাঝখান দিয়ে, তাই তোমায় বললাম ভিতরের কথা। পার তো সকলকে আমাদের দৈন্যের কথা বলে সাবধান করে দিও। সেবা যেন লোকে আপন প্রাণের আবেগে, আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়েই করে, তাতে প্রকৃত এর মধু পাবে। আমাদের মতন ক'রে পেশাদারী সেবা কোরতে এলে কোন মধুই পাবে না।

গাঢ় আবেগে মহাত্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে এল। বুঝলাম এমন জীবনের এতবড় অপব্যয়! বুঝলাম বহু মহাপ্রাণ আছেন এর মাঝে, যাঁদের জন্য এই মরাগাঙ্গেও এখনও জোয়ার বইছে। তবে বেশীদিন এ চলবে না, জাতি আদর্শের দিকে এগিয়ে গেলে এ আপনি খোসে পড়বে। সেই সন্ধ্যাবেলায় মাথা লুটিয়ে মহাত্মার চরণে প্রণাম করলাম, বল্‌লাম এই তো সেবার স্বার্থকতা। এই যে সত্যকে স্বীকার কোরে, যা ত্রুটি আমার কাছে ধ'রলেন এইতো। আত্মশুদ্ধি। সেবার স্বার্থকতা না এলে কি এমন ভাবে কেউ স্বীকার করতে পারে! বহুদিনের সাধনায় যে চিত্তশুদ্ধি, আত্মবিশ্লেষণ জেগে ওঠে অন্তরে, তারই কষ্ঠিপাথরে ধরা পড়ে যত খাদ। আজ যা আপনি ব'ললেন, তাইতো জাতির মর্ম্মকথা। জাতিকে প্রাণ ভ'রে ভাল না বাসলে এমন কথা কি আসে? মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, আমায় বুকে চেপে ধ'রে ব'ললেন, ঠিক চলেছো তুমি, এর মাঝে যেন থিতিয়ে যেও না। তোমার পথ চলার ছন্দ বজায় রেখে চল, দেখবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছন্দের মাঝে কত নূতনের, কত অমৃতের আস্বাদন পাবে। দেশের মাঝে চারণ হোয়ে, আমাদের কথা বলতে বলতে চ'লে যাবে, দেখবে জাতি তোমার মাঝে মনুষ্যত্বের হারানো সুর আবার ফিরে পাবে। ভয় পেয়ো না বা হতাস হোয়ো না। আমার আর সময় নেই, এখানেই আমার বাকি দিনগুলো কাটবে এই ভাবেই। বয়স আরো থাকলে হয়তো তোমার সাথে বেরিয়ে পড়তাম।

প্রণাম ক'রে চলে এলাম। তিনি বসেই রইলেন। যেন আজ বহুদিন পরে তাঁর মর্ম্মস্থানে কে হাত দিয়ে ফেলেছে। দেখলাম নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কোরেছেন। আমি আমার ছাত্রজীবনের আর একটি অধ্যায়ের পাঠ নিয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম, এখানে না এলে এসব দেখার বাকি থেকে যেত, তাতে চলবার পথে বাধা পেতাম পদে পদে।

এই ভাবে আমার জীবন কাটছিল এক নূতন অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়ে। এভাবের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তী জীবনে আমায় অনেক অপচয় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিন্ত জীবনের আশায়, দুটি খাওয়া-দাওয়া এবং একটু আশ্রয়ের জন্য যে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়, তা এখান থেকে—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাঝখান থেকে শিখলাম। এরপর—মানে এই রকম আরো কতকগুলি মঠের আশ্রয়ে কাটবার পর, এঁদের প্রকৃত জীবন জানবার পর, আর কখনও এদিকে আসিনি, না দেখবার আগে যে কৌতূহল ছিল, তা মিটে যাওয়াতে মনের কোন আকর্ষণই আর কখনও অনুভব করিনি। এতে আমার লাভই হোয়েছে। সাধুসঙ্গ পাবার জন্য প্রথম প্রথম এই সব জায়গার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম, মনে হোতো—সাধু তৈরী হবার বোধহয় এই সবই বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এদের মাঝে খুঁজতাম নিজেকে গড়বার মালমসলা। যার জন্য ঘর ছেড়েছি, তা এঁদের মাঝে পাওয়া যায় কিনা খুঁজতাম। দেখতাম তার সন্ধান এঁরাও পাননি বা পাবার জন্যে কোন আয়োজনও এদের নেই। যা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছে দেখলাম তা অনুভূতিহীন পুঁথির কথা—খেটে পাওয়া অনুভূতির কথা নয়।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক মহাত্মার সঙ্গে দ্যাখা হয় এবং তাঁকে ভালো লাগে। দলছাড়া বিরক্ত সাধু—সাধুসঙ্গে বিরক্তি। সব সময়ে একা থাকতেন। আসনেই থাকতেন। যা আসতো তাই খেতেন। বেশী কথা বলতে প্রায় দেখতাম না। চোখে মুখে দিব্য আনন্দের এমন একটা আলো দেখে ছিলাম, যাতে মনে হোয়েছিল ইনি কৃতার্থ হোয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন,—সাধু হবে তো পথে নেমে পড়, পথই তোমায় সাধু করবে। উপদেশ দিলে বা নিলেই হয় না। উপদেশের সময় হোলে, অন্তর শুদ্ধ হোলে, উপদেশ আপনি অন্তরে জেগে উঠ্‌বে। সময় না হোলে কোন উপদেশ দিলে কাজ হবে না। যার আকর্ষণে ঘর ছেড়েছো তাঁকেই ধর, পরের টুকু তিনিই করে দেবেন। পথে থেমে যেওনা, চলা বন্ধ কোরো না।

কথাগুলি ভাল লেগেছিল, তাঁর কথা নিয়ে চলতে চলতে অসংখ্য সাধু পেলাম। সাধু দেখলাম রয়েছে হাটে, বাজারে, গ্রামে, সহরে—সব জায়গায়। সংস্কারের গণ্ডীতে বদ্ধ হোয়ে চিনতে পারতাম না। শাস্ত্রেও অসংখ্য ভগবৎ-ভক্তের কথা রয়েছে, যাঁরা সংসারের মাঝখানে থেকেও ভগবদ্দর্শন ক'রে কৃতার্থ হোয়েছিলেন। পথ চলতে চলতে ক্রমশ আস্তে আস্তে তার পরিচয় পেলাম। যত পরিচয় পেতে লাগলাম ততই কৃতার্থতায় অন্তর ভ'রে যেতে লাগলো।

এই রকম পথ চলতে চলতে এক সময়ে ৺কাশীধামে আছি। এখানে আমার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত এক ব্রাহ্মণদম্পতির সাথে হঠাৎ সাক্ষাত হয়। ছেলেবেলায় তাঁরা আমায় অত্যন্ত স্নেহ কোরতেন এবং তাঁদের কাছে ব'সে বহু শাস্ত্রকথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ একজন বিদ্বান, নৈষ্ঠিক আচারী, ভক্তিমান, মহাশয় লোক। হঠাৎ গঙ্গাতীরে আমায় দেখে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি প্রণাম করলাম। বহুদিন পর আমায় দেখে কিছুতেই ছাড়তে চান না, কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমায় তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীও আমায় পুত্রাধিক স্নেহ কোরতেন। আমায় দেখে চোখের জলে স্নান করিয়ে, গায় হাত বুলিয়ে সে কি আদর! কিছুতেই ছাড়বেন না, যে ক'দিন তাঁরা থাকবেন, তাঁদের কাছেই থাকতে হবে। অনেক কষ্টে আমার ব্রতের কথা ব'লে তাঁদের শান্ত কোরলাম। প্রতিদিন এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরব বলে উঠবার উপক্রম করছি এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ ব'ললেন—"তুই তো এখানে অনেক দিন আছিস, আমায় ঈশ্বরজানিত মহাত্মাদের দর্শন করাতে পারিস? তাঁদের সঙ্গ পাবার জন্যে বড় লোভ হয়।" ব'ললাম,—এর আর কথা কি, আমার জানিত এমন বহু মহাত্মা আছেন। বলেন তো সঙ্গ করাতে পারি। শুনে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হোয়ে ব'ললেন, কখন তাহোলে দর্শন হবে? আমি বল্‌লাম—যখন বলবেন, তখন সুবিধা হবে। ব'ললেন কাল তিনটার পর তুই আসিস, আমরা সব কাজ শেষ করে প্রস্তুত হোয়ে থাকবো।

আমি স্বীকার করে বিদায় নিলাম। পরদিন কথামত আমি গিয়ে ঠিকসময়ে উপস্থিত হোয়ে দেখি, তাঁরা উদগ্রীব হোয়ে প্রতীক্ষা করছেন।

আমি যেতেই ব'ললেন ঠিক সময় এসেছিস। আমরা প্রস্তুত; চল বেরিয়ে পড়ি। আজ শুভ মুহূর্ত্ত, তাই দর্শন পাব। আমি বসে পড়লাম। ভাবলেন একটু জিরিয়ে নেবো; তাই ব'ললেন আচ্ছা একটু বসে নে, আহা কতটা পথ এলি! আবার ভিক্ষা ক'রে খেতে হয়। বোস বোস, একটু জিরিয়ে নে। আমি ব'ললাম আপনাদের কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখন কার সঙ্গ কোরবেন বলুন। শুনে ব'ললেন—সেকি, কোথায় তাঁদের রেখে এলি? তাঁরা আবার অপেক্ষা কোরবেন কি? আমি বললাম তাঁরা তো যুগ যুগ ধরেই অপেক্ষা ক'রে বসে আছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবে আমাদের সৎসঙ্গ করবার ইচ্ছা হবে এই আশায়। ক… আমরা তাঁদের ডাকবো, কবে উপদেশের জন্য তাঁদের কাছে বসবে… এই জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। তাঁদের আহ্বান করলে… আসেন। সব দুঃখ দূর কোরবেন বলেই তো তাঁরা ঈশ্বর দর্শনের মা… যে অমৃত পেয়েছেন, তা নিজেরা পান করে তৃপ্ত হননি, সকলকে পা… করাবেন বলে, সকলকে অমৃতত্ব দান কোরবেন বলে বসে আছে… তাপিত জীবের জন্য তাঁদের দুঃখ অনিবার। অমৃতত্ব লাভ কোরে… সুখ নেই, সকলকে অমৃত আস্বাদন করাতে না পারলে পরিপূর্ণতা… মাঝেও শান্তি পাচ্ছেন না। মহৎ হৃদয়ের করুণাই আমাদের মূলধন… এই-ই আমাদের শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালাময়ী সংসারের থেকে র… করছে যুগ যুগ ধরে। বলে ব'ললাম এখানে সমস্ত মহাত্মারা এ… অপেক্ষা করছেন। কার সঙ্গ কোরবেন বলুন?

কাদের এনেছো নাম কর—ব্যাকুল হোয়ে ব'ললেন। বললা… —ব্যাস, শুকদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, যাজ্ঞবল্ক, পরাসর, জড়ভর… বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিঋষি ভক্তগণ সকলে অপেক্ষা কোরছেন… বলে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বহির্বাসের ভিতর থেকে বার ক… সামনে ধ'রলাম। ব'ললাম এতদিন ধ'রে পথ চলতে চলতে এঁদে… সঙ্গ করছি, এর জন্য আমায় পাহাড় জঙ্গল পাড়ি দিতে হয়নি—যখ… চেয়েছি, তখনই অযাচিত ভাবেই এঁদের পেয়েছি। এঁদের অ… উপদেশে এঁরা আমায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অধুনাতন যুগে খুঁজ… গিয়ে কার ভগবৎ দর্শন হোয়েছে, কি হয়নি, বুঝতে গিয়ে হয়… গোলমাল হোতে পারে, কিন্তু এঁদের যে ভগবৎ দর্শন হোয়েছিল তা… আর সন্দেহ নেই। পাছে সাধু খুঁজতে গিয়ে অসাধুর পিছনে ঘুরি, পা… অপরিপক্ক সাধকের উপদেশে সর্ব্বনাশ হয়, তাই ভগবান ব্যাস ভবি… বংশধরদের রক্ষার জন্য তাদের জীবনকে প্রকৃত সাধুসঙ্গের মহি… কৃতার্থ করবার জন্য এইসব মহাত্মাদের চিরকালের জন্য রেখে গ্যাছে… ইচ্ছা করলেই সঙ্গ পাবেন। এঁদের একটি উপদেশ ঠিক ঠিক …

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন কোরতে পারলেই জীবন ধন্য হোয়ে যাবে। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে তো সব সাধুসমাজে, সব বিদ্বৎ মণ্ডলীতে, সব ভক্ত সমাবেশে এঁদেরই কথা হোচ্ছে। এঁদেরই জীবনাদর্শকে পাথেয় করে সবাই পথ চলেছেন। যাঁরা এঁদের ছেড়েছেন, তাঁরই দেখলাম বিপথগামী হোয়েছেন, প্রকৃত মঙ্গলকে হারিয়েছেন। তাই যেখান থেকে সাধু তৈরী হোচ্ছে, সমস্ত সাধুসমাজ যাঁদের আদর্শ নিয়ে জীবন গঠন কোরেছেন, যাঁদের জীবনে কোন ভুল নেই, সেই সব মহাত্মারাই বসে রয়েছেন আপনার ঘরে। পরম কারুণিক মহামুনি ব্যাস তাঁদের সকলকে আমন্ত্রণ করে আমাদের জন্য নিত্যকাল ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইচ্ছা করলেই এঁদের সঙ্গ পাওয়া যায়। প্রকৃত শ্রদ্ধা দিয়ে এঁদের সেবা কোরতে পারলে জীবন ধন্য হোয়ে যায়।

শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণ আমায় জড়িয়ে ধ'রলেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আমায় ব'ললেন—ঠিক বলেছিস, ঠিক পথের সন্ধান তুই পেয়েছিস। ঘরে সোনা থাকতে আমরা জগৎময় কাচ খুঁজে বেড়াই, হাতে কাছে বলে দেখতে পাই না। আত্মশুদ্ধির যে চোখ দিয়ে দেখতে হয় এঁদের, সে চোখ আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনুষ্ঠানের অভাবে। এত মহাত্মা থাকতে, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষ হাত্ড়ে বেড়াই উপদেশের জন্য। বাবা বড় সুখ পেলাম। জীবন ভ'র শাস্ত্র পাঠ কোরেও, শাস্ত্রের বাইরেই ছিলাম। আজ সত্যই তার ভিতরে প্রবেশ হোল। বাকী ক'টাদিন তোর মুখে যা' শুনলাম করতেই হবে। এই সব মহাত্মার সঙ্গ এবার নূতন ক'রে আরম্ভ করব।

প্রণাম ক'রে বল্লাম—এ তো আমার কথা নয়,—আপনাদের পায়ের তলায় ব'সেই শিখেছিলাম। সেই ভাগবত সভায় আপনাদের প্রণাম করতে করতে, আপনাদের জন্য আসন বিছাতে বিছাতে এ দৃষ্টি পেয়েছিলাম। এ তো আপনাদেরই দান। প্রতিদিনের সঙ্গ, একান্ত আপনার করে আত্মীয়তার মাঝে যাকে পাওয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে সব সময় ঠিক মূল্য দিতে পারি না বলেই পাওয়ার মা অতৃপ্তি থেকে যায়। সেই যে শুকদেবকে জ্ঞান দেবার পর ব্যাসে দেখলেন, শুকের তাঁহার উপর আত্মীয়বোধ থাকাতে জ্ঞান সম্ব সংশয় রয়ে গ্যাছে। তাকে পাঠাতে হবে নামজাদা কোন জ্ঞানী কাছে, তার কাছ থেকে শুনলে তবে এর সংশয় যাবে। ত পাঠালেন জনকের কাছে। জনক দেখলেন পূর্ণ জ্ঞানী ইনি, অব অবস্থা। কিছু না বলে জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলে শুনে শুকদেব ব'ল্লেন এ-তো আমার লাভ হোয়ে গেছে। এ কোরে সমস্ত বর্ণনা শুনে, শুকদেব শেষে বুঝলেন, এ তিনি পি কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আত্মীয় বলে ঠিক ঠিক প্র হয়নি। এখানে শুনে সে প্রত্যয় হোল। তাই পিতা আ অবস্থা বিবেচনা করে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনাদেরও শ হোল ঘরের জিনিষ, এই নিয়েই লোকে উপদেশ দিচ্ছে, এ কথা ধার কোরেই সবাই বড় লোক, সবাই বাহবা কিনছে, মহা হোচ্ছে। কিন্তু আপনাদের ঘরের জিনিস বলে একে আপন চিনতে পারছেন না। পথে না বেরুলে এর মূল্য ঠিক বোঝা যায় ন আমি পথে বেরিয়ে সব জায়গায় এঁদের জয়গান শুনতে শু শেষে এঁদের চিনলাম। এখন সাধু বলতে এদেরই বোধ হোয়ে এদের সঙ্গেই যাঁদের যোগ; তাঁদেরই মহাত্মা বলে বোধ হয়। শা কষ্টিপাথরে ফেললেই কার কতটা খাদ ধরা পরে যায়। এর জ আর কোথাও যাবার দরকার হয় না। এর জন্য তো আমি ঋণী আপনাদের কাছে। এই বলে প্রণাম করলাম।

ব্রাহ্মণ আনন্দে গর্ব্বে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশী ক'রে ব'ল্লেন,—এতদিন তোর সম্বন্ধে আমাদের একটা ভয় পথের দুর্গমাতার জন্য, তোর জন্য উদ্বিগ্নতাকে কিছুতেই ছা পারতাম না। আজ দেখছি তোর যাত্রাপথ সহজ হোয়ে এ সমুদ্রযাত্রায় যাঁদের তুই নাবিক করেছিস, তাতে নৌকা ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বানচাল হবে না। প্রকৃত সৎসঙ্গের আস্বাদন তোর হোয়েছে।

তিনি যে কৃপাময়, যে তাঁর নাম ক'রে নৌকা ভাষায়, তাকেই যে পার করেন, বলে আমার জন্য জোড়হাতে নীরব প্রার্থনা জানালেন। যেমন করে আমার জন্যে প্রার্থনা জানাতেন সেই বাল্যকালে প্রণাম কোরলে। অনেকক্ষণ ভগবৎ কথায় কাটলো। আসবার সময় বল্‌লেন—এবার থেকে নূতন করে যাত্রা সুরু ক'রব এঁদের নিয়ে আর কোথাও ঘুরবো না। ঘরে বসেই সৎসঙ্গ ক'রব।

ব্রাহ্মণদম্পতিকে প্রণাম ক'রে, তাঁদের আশীর্ব্বাদ সম্বল করে বিদায় নিলাম।

ছোট বেলায় ঘর ছাড়বার আগে ভগবৎ সভায় যখন যেতাম, তখন যেসব মহাত্মাদের দেখেছি; যে ঈশ্বর বিশ্বাস, যে স্থৈর্য্য, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য তাঁদের জীবনে দেখেছি, তা ঘর ছেড়েও খুব বেশী পায়নি। এঁদের সঙ্গে বসতে বসতে সংসার আলুনি লাগল। সৎসঙ্গে কি বুঝতে পারলাম। কোন জয়াগায় বসে সৎকথা হোলে আমার এঁদের কথা মনে হতো; ভগবৎ কথা বল্‌তে বল্‌তে সময়ের হিসাব থাকতো না। বাড়ীতে জামাই এসেছে—দোকানে যাবেন মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় সওদা কোরতে, এসে উপস্থিত হোয়েছেন আমার কাছে, ব'ললেন—"বৃথা কাজে পাঠিয়েছে তোমার কাকীমা। ব'ললাম আমার দ্বারা এ সব হবে না তুমি অন্য কাউকে দাও। কিছুতেই ছাড়লো না, তাই মনে কোরলাম একবার তোমার এখানটায় ঘুরে যাই, অনেক ভগবৎ কথা হয়।" কথায় কথায় জমে উঠলো সৎসঙ্গ, গেলেন ভুলে সব—কোথায় পড়ে রইলো জামাই এর জন্য খাবার কেনা, কোথায় রইলো অন্যকিছু। কথা কইতে কইতে বেলা একটা বাজে, ভাবে গদ্‌গদ্ অবস্থা, হঠাৎ কাকীমা মারমুখি হোয়ে এসে হাজির! তারপর সে কী বকুনি!

লজ্জিত হোয়ে ব'ললেন—"তখন তো বলেছিলাম, যে আমার দ্বারা আর এ সব হবে না, জীবন ভ'র পরের দাসত্ব ক'রলাম, জীবনটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে সব সময় ঠিক মূল্য দিতে পারি না বলেই পাওয়ার মা
অতৃপ্তি থেকে যায়। সেই যে শুকদেবকে জ্ঞান দেবার পর ব্যাসদে
দেখলেন, শুকের তাঁহার উপর আত্মীয়বোধ থাকাতে জ্ঞান সম্ব
সংশয় রয়ে গ্যাছে। তাকে পাঠাতে হবে নামজাদা কোন জ্ঞানী
কাছে, তার কাছ থেকে শুনলে তবে এর সংশয় যাবে। তা
পাঠালেন জনকের কাছে। জনক দেখলেন পূর্ণ জ্ঞানী ইনি, অবস্থা
অবস্থা। কিছু না বলে জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলেন
শুনে শুকদেব ব'ল্‌লেন এ-তো আমার লাভ হোয়ে গেছে। এ
কোরে সমস্ত বর্ণনা শুনে, শুকদেব শেষে বুঝলেন, এ তিনি পিতা
কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আত্মীয় বলে ঠিক ঠিক প্রত্য
হয়নি। এখানে শুনে সে প্রত্যয় হোল। তাই পিতা আ
অবস্থা বিবেচনা করে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনাদেরও শ
হোল ঘরের জিনিষ, এই নিয়েই লোকে উপদেশ দিচ্ছে, এঁ
কথা ধার কোরেই সবাই বড় লোক, সবাই বাহবা কিনছে, মহা
হোচ্ছে। কিন্তু আপনাদের ঘরের জিনিস বলে একে আপনা
চিনতে পারছেন না। পথে না বেরুলে এর মূল্য ঠিক বোঝা যায় না
আমি পথে বেরিয়ে সব জায়গায় এঁদের জয়গান শুনতে শুন
শেষে এঁদের চিনলাম। এখন সাধু বলতে এদেরই বোধ হোয়ে
এদের সঙ্গেই যাঁদের যোগ; তাঁদেরই মহাত্মা বলে বোধ হয়। শা
কষ্ঠিপাথরে ফেললেই কার কতটা খাদ ধরা পরে যায়। এর জ
আর কোথাও যাবার দরকার হয় না। এর জন্য তো আমি
ঋণী আপনাদের কাছে। এই বলে প্রণাম করলাম।

ব্রাহ্মণ আনন্দে গর্ব্বে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্ব্বা
ক'রে ব'ল্‌লেন,—এতদিন তোর সম্বন্ধে আমাদের একটা ভয়
পথের দুর্গমাতার জন্য, তোর জন্য উদ্বিগ্নতাকে কিছুতেই ছা
পারতাম না। আজ দেখছি তোর যাত্রাপথ সহজ হোয়ে
এ সমুদ্রযাত্রায় যাঁদের তুই নাবিক করেছিস, তাতে নৌকা ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বানচাল হবে না। প্রকৃত সৎসঙ্গের আস্বাদন তোর হোয়েছে।

তিনি যে কৃপাময়, যে তাঁর নাম ক'রে নৌকা ভাষায়, তাকেই যে পার করেন, বলে আমার জন্য জোড়হাতে নীরব প্রার্থনা জানালেন। যেমন করে আমার জন্যে প্রার্থনা জানাতেন সেই বাল্যকালে প্রণাম কোরলে। অনেকক্ষণ ভগবৎ কথায় কাটলো। আসবার সময় বল্‌লেন—এবার থেকে নূতন করে যাত্রা সুরু ক'রব এঁদের নিয়ে আর কোথাও ঘুরবো না। ঘরে বসেই সৎসঙ্গ ক'রব।

ব্রাহ্মণদম্পতিকে প্রণাম ক'রে, তাঁদের আশীর্ব্বাদ সম্বল করে বিদায় নিলাম।

ছোট বেলায় ঘর ছাড়বার আগে ভগবৎ সভায় যখন যেতাম, তখন যেসব মহাত্মাদের দেখেছি; যে ঈশ্বর বিশ্বাস, যে স্থৈর্য্য, নিষ্ঠা, বৈরাগ্য তাঁদের জীবনে দেখেছি, তা ঘর ছেড়েও খুব বেশী পায়নি। এঁদের সঙ্গে বসতে বসতে সংসার আলুনি লাগল। সৎসঙ্গে কি বুঝতে পারলাম। কোন জয়াগায় বসে সৎকথা হোলে আমার এঁদের কথা মনে হতো; ভগবৎ কথা বল্‌তে বল্‌তে সময়ের হিসাব থাকতো না। বাড়ীতে জামাই এসেছে—দোকানে যাবেন মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য কিছু অত্যাবশ্যকীয় সওদা কোরতে, এসে উপস্থিত হোয়েছেন আমার কাছে, ব'ললেন—"বৃথা কাজে পাঠিয়েছে তোমার কাকীমা। ব'ললাম আমার দ্বারা এ সব হবে না তুমি অন্য কাউকে দাও। কিছুতেই ছাড়লো না, তাই মনে কোরলাম একবার তোমার এখানটায় ঘুরে যাই, অনেক ভগবৎ কথা হয়।" কথায় কথায় জমে উঠলো সৎসঙ্গ, গেলেন ভুলে সব—কোথায় পড়ে রইলো জামাই এর জন্য খাবার কেনা, কোথায় রইলো অন্যকিছু। কথা কইতে কইতে বেলা একটা বাজে, ভাবে গদ্‌গদ্ অবস্থা, হঠাৎ কাকীমা মারমুখি হোয়ে এসে হাজির! তারপর সে কী বকুনি!

লজ্জিত হোয়ে ব'ললেন—"তখন তো বলেছিলাম, যে আমার দ্বারা আর এ সব হবে না, জীবন ভ'র পরের দাসত্ব ক'রলাম, জীবনটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথাই কাটালাম, শেষকালটায় গোনা দিনে দাড়িয়েছে, এখন আর তাঁকে যে ডাকবো তার ক্ষমতা নেই। তাই তাঁর কথা শুনে বেড়াই।” এই বলে উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেললেন। কাকীমা অপ্রস্তুত হোয়ে ব'ললেন, —ভুল হোয়েছিল আমার। আর কখনও এমন কাজ কোরছি না। আমি ভাবি গেল কোথায়! দোকান-গ্রাম তোলপাড় করে শেষে মনে হ'লো এখানে নেই তো! ছুটে এসে দেখি, ঠিক মিলেছে। যেমন তুমি পাগল, তেমনি ছেলেটাও পাগল। তোমরা সকলে মিলে এখন ছেলেটাকে দেখছি ঘরছাড়া কোরবে। ব্রাহ্মণ স্নেহমাখা চোখে আমায় দেখে স্ত্রীকে ব'ললেন—তুমি কেবল বক, এ ছেলেকে চিনতে পারলে না। বয়সে ওর মতন সঙ্গ পেলে তো আমিই ঘর ছাড়তাম।

কাকীমা ব'ললেন—ঘরে আর কবে রইলে, যে ঘর ছাড়বার কথা বোলছো? জীবন ভ'র তো তোমায় নিয়ে আমার প্রাণ যায়। এমন লোকনিয়ে কি সংসার করা যায়! আমার দিক চেয়ে ব'ললেন,—জান, অফিস বেরিয়ে সৎসঙ্গ পেয়ে অফিস কামাই হোতো। সাহেব জিজ্ঞাসা কোরলে বোল্‌তো,—সাহেব তাঁর কথা বড্ড ভাল লাগে, খেয়াল ছিল না! সাহেব ভাল, আর তাঁর কৃপা—তাই কোন রকম করে' পেনসন নিয়ে আসতে পেরেছেন। যে সময় প্রমোশন হোলো—অনেক টাকা মাইনে বাড়লো, সেই সময় দিলেন কাজ ছেড়ে। সাহেবকে ব'ললেন—সাহেব, ব্রাহ্মণের ছেলে পেটের দায়ে এসেছিলাম চাকরী কোরতে, ছেলেরা মানুষ হোয়ে গ্যাছে, আর আমি চাকরী কোরবে। না, তুমি আমায় ছুটি দাও। সাহেব এই মানুষটিকে ভালবাসতেন। এই ভোলা লোকটিকে তার সত্যনিষ্ঠার জন্য অফিস সুদ্ধ লোকই ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। সকলেই ধ'রে বসলো—না এথেকে তুমি তোমার সংসারকে বঞ্চিত কোরতে পাবে না, তোমায় আর কিছুদিন কাজ ক'রতেই হবে। মাইনে প্রায় ছ'শ টাকার মতন হবে। আর কিছুদিন কোরলে পেনসনটা বাড়বে।

ব্রাহ্মণ স্বীকার কোরলেন না,—কেবল ব'ললেন আমি এর পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকরী কোরলে লোভে পড়ে যাব। আমার সঙ্কল্পই ছিল ছেলেরা মানুষ হোয়ে গেলেই ছুটি নোব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অফিসে বসে কাজ কোরতাম আর সৎসঙ্গের জন্য প্রাণটা হাহাকার কোরতো। মনে হোতো আমার জীবন বৃথা কাটছে। তোমারা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন শেষের ক'টা দিন তাঁর নাম কীর্ত্তন শুনে কাটাতে পারি। এর পর গঙ্গাস্নান কোরবো, ছুটি প্রসাদ পব, আর নামগুণ কীর্ত্তন শুনবো—এখন আর সাধন ক'রবার শক্তি নেই।

তাঁর সেই ব্যাকুলতা দেখে সাহেব পর্য্যন্ত তাঁকে সেলাম করেছিলেন। আফিসশুদ্ধ লোকের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হোয়ে আছে। এখনও তারা কথা কইতে কইতে এই ব্রাহ্মণের কথা ব'লে মাথায় হাত ঠ্যাকায়।

সন্ধ্যাবেলায় ভাগবৎ সভা থেকে বেরিয়েছি। খুব কুণ্ঠিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরছেন,—তোমার কাছে গেলে কি তোমার কোন অসুবিধা হবে? ব'ললাম—সেকি! আপনি গেলে আমার ঘর যে ধন্য হোয়ে যাব। শুনে খুব আনন্দে ব'ললেন—যেটুকু কথা হোল, তা শুনে তৃপ্তি হয় না, আরো শুনতে প্রাণ চায়। তুমি তাঁর কথা ভালবাস, তাই তোমার কাছে থাক্‌তে ভাল লাগে। ভজন-সাধন তো কিছু জানি না, যদি তাঁর নাম নিয়ে তরতে পারি। সে ব্যাকুলতা, সে উচ্ছ্বসিত আবেগ এখনও মনে পড়ে।

কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ভাবসমাধিতে মগ্ন হোতেন। আমি অপেক্ষা কোরতাম, বসে বসে বিহ্বল হোয়ে দেখতাম, ঈশ্বরপ্রীতির এত বড় ছবি চোখের সামান দেখে ধন্য হোতাম। কোন উচ্ছ্বাস ছিল না, সব সময় আত্মগোপন, সকলের সঙ্গে তাঁর কথা,—কোন বড়-ছোট নেই। রাস্তায় হয়তো গাড়োয়ান দু'একটা ভগবৎ কথা বলেছে, অমনি বসে গ্যাছেন তার পাশে। আমায় দেখে বোলছেন—দেখছো এ লোকটি কি সাধুচরিত্রের! ব'সো ব'সো এ তাঁর কথা বলছে।

দোকানে গ্যাছেন, কথায় কথায় তাঁর কথা।—ব্যাস বসে গ্যাছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোকানী-খরিদ্দার মেতে গ্যাছে ভগবৎ কথায়। একখানি ময়লা কাপড় পরনে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুলগুলি অযত্নে তামাটে, গায়ে একটি ছেড়া গেঞ্জি, পায়ে শত তালি দেওয়া এক জোড়া জুতা। দেখলে পাগলাটে বলে বোধ হোত। সকলে তাঁকে একটু এড়িয়ে চলতো। জানতো একটু দাঁড়ালেই ঘণ্টার কম ছাড়ান পাওয়া যাবে না। এখুনি রাম-চরিত্র বা কৃষ্ণ চরিত্র, না হয় কোন মহাত্মার কথা সুরু হবে—ঘরকন্না পড়ে থাকবে। লোকে একটু এড়িয়ে চল্‌তো, কিন্তু এঁর শিশুর মতন সারল্য ও ভগবৎ প্রেমকে সকলেই শ্রদ্ধা কোরতো। ঘরেও কাকীমার ভয়ের সীমা থাক্‌তো না, কখন আরম্ভ হয় এই কথা। তা ছেলে, নাতি, পাড়া প্রতিবাসী যাকে হোক পেলে হয়। নইলে ভগবৎগীতাখানি নিয়ে বসে থাকতেন। আমি গেলে আনন্দে ফেটে পড়ে বোলতেন,—ভগবান কি বলেছেন দেখেছো? "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি" "তেষাং অহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"—এই সব শ্লোকগুলি কাগজ দিয়ে আলাদা করে রাখতেন। আর আনন্দে ডগ্‌মগ্‌ কোর্‌তে কোর্‌তে বোলতেন—ব্যাস আর কোন চিন্তা নাই, আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের পারের উপায় নিজে বলে গেছেন। বলে কি আনন্দ, আর কি সে রোমাঞ্চ, আনন্দাশ্রুপাত।

বসে বসে দেখতাম, কৃতার্থতায় ভ'রে গ্যাছেন। দেখে নিজেও কৃতার্থ হোতাম। প্রকৃত সাধু বলে তাঁকে শ্রদ্ধা কোরতাম, প্রণাম কোরতাম। বলতাম আশীর্ব্বাদ করুন—আমার জীবনে যেন এ প্রেমের আস্বাদন পাই। তাতে লজ্জিত হোয়ে ব'লতেন,—আমাকে এ কথা তুমি বোলো না, তুমি কত বড় সংসারত্যাগী, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর,—যেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, তাঁর নাম কোরতে কোরতে আমার বাকী দিনগুলো কাটে।

এমন বিনয়নম্র ভাব, এমন দৈন্য দেখবার জিনিষ। সকলের ছোট হোয়ে থাকতেন। সেই যে 'তৃণাদপি শুনিচেন' ভাব—তা প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেছি। ছোট বেলায় এই সব মহাত্মার সঙ্গ পেয়ে মনে হোতো তিনি কৃপা করে এই সব মহাত্মাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। এঁদের চেনা বড় কঠিন, তিনি কৃপা না ক'রলে চেনা যায় না। জীবনে মহাত্মাদের মাঝে দু'পাঁচটি যা দেখেছি যাদের সঙ্গে জীবন কৃতার্থ হোয়েছে তাঁদের সঙ্গের সুখ মেলাতে গিয়ে ছোট বেলায় যেসব সঙ্গ ঘরে বসে পেয়েছিলাম, সেই সব কথা মনে পড়তো। মনে হোতো—যে সঙ্গ এখানে পাচ্ছি, তা আমার জীবনে আস্বাদন হোয়েছে, অযাচিত ভাবে পেয়েছিলাম ব'লে ঠিক মূল্য দিতে পারিনি, বহু ঘুরে, চলতে চলতে ক্রমশ এঁদের মূল্য বুঝতে পারলাম। কত লিখব্? লিখতে গেলে পৃথক করে মহাভারত লিখতে হয়।

গঙ্গাতীরে ছোট ছোট পল্লীর মাছে যে সব সাধু দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে বসে যে সুখ পেয়েছি, তাতে অন্তর ভ'রে গ্যাছে। ভাগবত সভায় যিনি পাঠ কোরতেন, সেই মোটাসোটা বেঁটে বুড়ো মানুষটি। শ্রীমদ্ভাগবত সব কণ্ঠস্থ। ভাগবত আলোচনা কোরতে কোরতে উচ্ছ্বসিত হোয়ে কেঁদে উঠতেন। কোন সভ্য যদি অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু আলোচনা কোরতে যেতেন, অমনি বোলতেন—বাবা, আমাদের এ শেষ সম্বল। জীবন ভোর খেটে সংসারের কাছ থেকে মার খেয়ে বাকি সময়টুকু এবার এতেই দিয়েছি। জীবনের অনেক অপচয় হোয়েছে, আর নয়। ভাল না লাগে অন্য কোথাও যাও, আমাদের এ সম্বলে ব্যাঘাত কোরোনা। আমার একটু অমনোযোগা হবার উপায় থাকতো না। একটু অমনোযোগী হোলেই শাসন—"তুমি সর্ব্বত্যাগা, তাঁরজন্য সব ছেড়েছো, তুমি অমনোযোগী হোলে, আমরা কি নিয়ে পথ চলব? তোমায় দেখে যে আমরা প্রেরণা পাই।" একদিনের ঘটনা, পণ্ডিত মশাইকে কোন কাজের জন্য কলিকাতায় যেতে হয়। আমরা ভাব্‌লাম বোধ হয় আজ পাঠ বন্ধ থাকবে, মনে করে সকলে ব'সে আছি। সৎসঙ্গও চলছে। ঠিক যেন জমছে না।

এমন সময় দরজায় মোটর এসে দাঁড়ালো। দেখি পণ্ডিত মশাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত। তাঁর সেই হাতকাটা জামার পকেট থেকে ঘড়িটি বার করে ব'ললেন তবু পাঁচ মিনিট দেরী হোয়ে গেল। সকলে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। তাঁদের ব্যস্ততা দেখে ব'ললেন এসব কথা এখন থাক—এখন এস তাঁর কথা আরম্ভ করি। পাঠ শেষ হোলো বলব। ব'লে পাঠ আরম্ভ কোরলেন। পাঠ শেষ হ'লে বললেন,—দেখ, আজ বাড়ীতে কিছুতেই ছাড়লো না, এক বিশেষ কাজে আমায় পাঠালোই। আমি ব'ললাম, আমি শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করি, ও সময় আমি কিছুতেই যেতে পারব না। তারা কিছুতেই ছাড়লো না। ব'ললাম বেশ এর পর আমায় কিন্তু তোমরা দোষ দিতে পারবে না, তা ব'লে রাখছি। ব'লে কাজে গেলাম। কাজ সেরে দেখলাম আর মাত্র একঘণ্টা কুড়ি মিনিট সময় আছে। রেলে ফিরলে আজ আর পাঠ হবে না। ভাবলাম, জীবনে তো অনেক বাজে জিনিষের মূল্য দিয়েছি, অনেক জঞ্জালকেও অর্থের বিনিময়ে ঘরে তুলেছি, আজ সৎসঙ্গের মূল্য দিতেই হবে। সকলের চেয়ে বড় ব'লে যখন সৎসঙ্গকে মনে হোয়েছে, তখন এ সময়কে আমায় যে-কোন মূল্যে কিনতেই হবে। ট্যাক্‌সী ডাকলাম। ব'ললাম—আমায় গন্তব্য স্থানে এই সময়ে পঁহুছে দিতে পারবে? ব'ললে—পারি, তবে বিশেষ ভাড়া নোব। ব'ললাম,—তাই দোব আর দেরী কোরোনা, ঠিক সময়ে পাঁহুছাতে পারলে যা চাইবে তাই দোব। বলে বসে পড়লাম। ঠিক সময়ে পঁহুছে দিয়েছে। তাকে তার প্রার্থনা মত পঞ্চাশ টাকা বার ক'রে দিয়ে আজ কী আনন্দ পেলাম, তা তোমাদের কি বলব!

সত্যই প্রাণে যে সুখ আজ পেলাম, তা এতদিনের এত ভোগের মাঝেও পাইনি। উঠে গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম। একটু হেঁসে ব'ললেন,—কিরে আজ যে বড় ভক্তি! ব'ললাম—ভক্তিতো আছেই, তবে আজ যে মহত্ত্বের প্রেরণা যোগালেন তার জন্য বিশেষ প্রণাম। ব'ললেন—ঠিক হয় নি? সংসার আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় চুরী কোরবে, আমায় বাজে খাটাবে, আমিও সংসারের পয়সা চুরি ক'রে আমার আদর্শ রক্ষা ক'রব। ভবিষ্যতে কখনও আমার সৎসঙ্গে বাধা দিতে তারা ভয় পাবে।

আমিও যাচাই কোরতে পেলাম সৎসঙ্গের ইচ্ছার মাঝে খাদ আছে কিনা। রাস্তা দিয়ে আমার কোন বন্ধুবান্ধবের সাথে বেড়াতে যাবার উপায় ছিল না। সব সময় কি করে আমি এ পথের উপযুক্ত হোয়ে গ'ড়ে উঠবো তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। সকালে যেতে হোতো এঁর প্রাতর্ভ্রমণের সময়। সমস্ত রাস্তা আমি নাম শোনাতে শোনাতে যেতাম, আর ফেরবার সময় পণ্ডিত মশায় শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় বা ভগবদ্গীতার কোন স্মরণীয় অংশ বা কোন ভক্তকৃত স্তব শোনাতে শোনাতে আসতেন। সমস্ত দিন ব'সে ভগবত সেবা, পূজা, শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় কাটাতেন। নিজে কৃষ্ণলীলার কথা নিয়ে সংস্কৃতে শ্লোক রচনা কোরতেন। একদিন পূজা সেরে রন্ধন ক'রতে যাব, দেখি খুব ব্যাস্ত হোয়ে একখানি বাঁধান খাতা হাতে ক'রে এসে হাজির।

ব'লূলেন, তোমার একটু সময় হবে, আমি আজ এইটি রচনা কোরেছি। তোমায় না শুনিয়ে থাকতে পারলাম না, শুনবে একটু,— এখুনি হোয়ে যাবে। কৃতার্থ হোয়ে বোললাম, এমন কুণ্ঠিত হোয়ে বোলছেন কেন ? কোথায় পাব এ অমৃত। তাঁর কৃপা, তাইতো আপনাদের পাচ্ছি। তারপর প'ড়তে থাকলেন, কি সুললিত মধুর সে ছন্দ, কী সে আবেগ তাঁর কণ্ঠে! প'ড়তে প'ড়তে গদ্‌গদ হোয়ে পোড়লেন। শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে আমিও বিহ্বল হোয়ে পোড়লাম। সময়ের হিসাব থাকলো না। শেষে তাঁর বাড়ীর থেকে লোক এসে তাড়া দিলে তবে হোঁস হোলো। বেলার দিকে তাকিয়ে বোললেন, ইস্! বেলা যে অনেক হোয়ে গেল! ছি-ছি! কি করলাম, কখন রাঁধবে, কখন খাবে? বুড়ো মানুষ আমি এটুকু খেয়ালও নেই, ব'লে লজ্জিত হোয়ে উঠে প'ড়লেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেঁসে বোলতেন, তোমাকে পেয়ে আমাদের জীবনে অবলম্বন হেয়েছে। তোমায় দেখে মনে হয় কি—ক'রলাম জীবন ভোর। এতটুকু ছেলে সব ত্যাগ ক'রলে তাঁর জন্যে, আর আমরা জীবন ভোর শাস্ত্র ঘেঁটেও কোরতে কিছুই পারলাম না। তাই ছুটে আসি তোমার কাছে। এসব আর কাকেও শুনিয়ে তৃপ্তি পাই না।

প্রণাম ক'রে ব'ললাম এই-ই তো কৃপা; আমায় কৃপা করে এ অমৃত আস্বাদন করাচ্ছেন, আপানাদের আশীর্ব্বাদই যে আমার সম্বল। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোরতেন, বোলতেন আশীর্ব্বাদ তো কোরছিই তোমায়, তুমিও আমাদের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রো। তোমার প্রার্থনা তিনি শুনবেন। সেই সারল্য, সেই ভগবত-ব্যাকুলতা সেই একান্ত নিষ্ঠা,সেই অগাধ পাণ্ডিত্যের সাথে নিরভিমানতা—যা এঁদের জীবনে দেখেছি, তাই আমার আজো এ পথের পাথেয় যোগাচ্ছে। কত জায়গায় কত পাঠ শুনলাম, মনে হোল এ পাঠে প্রাণ নেই। সেই আবেগ কম্পিত স্বর, সেই কন্টকিত দেহ, সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠে তুষ্ণীম্ভাব, এখনও আমার মানসপটে উজ্জ্বল হোয়ে আছে। সেই অম্বরীশ উপ্যাখ্যান, সেই প্রহ্লাদচরিত্র, সেই গোপীদের কৃষ্ণান্বেষণ, সেই সুদামা ব্রাহ্মণের কৃষ্ণপ্রীতি যেন চোখের সামনে ভাসছে। পণ্ডিত মশায়ের পাঠ শুনতে শুনতে, মনে হোত, আমরাও যেন ডুবে গেছি, আমরাও যেন সেই লীলা প্রত্যক্ষ ক'রছি। নেশার মতন আমাদের সময় কাটতো। সমস্ত সভা যেন ভগবৎ ভাবে গম্ গম্ কোরতো। সকলে উঠবার সময় ভাব তন্ময়তা নিয়ে উঠতেন।

আজ আর এঁরা নেই। প্রায় সকলেই পরমধামে. বিশ্রাম কোরছেন। কিন্তু পথচলার মাঝে যেটুকু সঞ্চয় এঁরা দিয়ে গ্যাছেন, তাকেই অবলম্বন করে চলেছি। এ দুর্গম যাত্রাপথ এঁদের কৃপায় সুগম বলে মনে হোয়েছে। যাত্রাপথে, পথের মাঝে বহু মণি-মাণিক্য কুড়াতে পেরেছি এঁদেরই কৃপায়।

আর একজন ব্রাহ্মণকে পেয়েছিলাম এই সময়ে। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজনানন্দ। আমি যখন এঁর সঙ্গ পাই তখন এঁর বয়স ৮-এর কোঠা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম ক'রেছে। সর্ব্বদাই বসে থাকতেন। একখানি মৃগচর্ম্মের আসন পাতা থাকৃতো। যেমন শাস্ত্রীয় নিয়মে বলা আছে—কুশ, তার উপরে মৃগচর্ম্ম, তার পরে নরম কম্বল। মাথার উপরে মশারি খাটানো। আমায় বলেছিলেন—পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত সংসার করি, তারপর ছেলেদের ব'ললাম—আমি আর সংসারে থাকবো না—তোমরা মানুষ হোয়েছো, তোমরা সংসার কর। আমি উপরে ঘর করেছি তাতে এবার বস্‌বো, আমায় দু'টি খেতে দেবে। পাশেই শৌচাদির জায়গা। মহাপণ্ডিত, জ্যোতিষে বিশেষ পারদর্শী। শরীরটি দেখলে মনে হয় যেন আগুনের ভাঁটা—জ্যোতির্ম্ময়। বহু মহাত্মার মাঝেও এমন শরীর খুব কম দেখেছি। আজ্ঞাচক্রটিতে যেন মনে হোতো আগুন জ্বালা আছে। সর্ব্বদা আসনে তাঁকে দেখতাম। আমার পিতৃদেব এঁকে খুব শ্রদ্ধা কোরতেন। আমার সংসারে বৈরাগ্য দেখে এঁর কাছে আমায় পাঠান উপদেশ নিতে—যাতে সংসার করি। এঁর ছেলেরা বাবার বন্ধু ছিলেন এবং আমার বাবাকে ইনি ছেলের মতন স্নেহ কোরতেন। আমরা এঁর নাম শুনেছিলাম এবং ইনি একজন মহাপণ্ডিত, সাধক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—এই বলে জানতাম। বাবা এঁকে বলেছিলেন—যাতে আমার সংসারে মতি হয় এমন উপদেশ দিতে। আমি গিয়ে এঁকে প্রণাম ক'রলাম। ইনি আশীর্ব্বাদ ক'রে একথা-সেকথার পর আমায় সংসার ক'রবার কথা ব'ললেন। আমি ব'ললাম—দেখুন, সহজেই লোকের সংসার প্রবৃত্তি হয়, এর জন্য কোন রকম ব'লবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে যখন সে বিষয়ে ইচ্ছা নেই, তখন এ তাঁরই কৃপা ব'লতে হবে। এমন ক্ষেত্রে কি আপনি আমায় সংসার কোরতে বলেন? এই রকম খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উনি ব'ললেন—না, দেখছি তোমার বাবা স্নেহবশতঃ ভুল কোরেছে। সংসার তোমার হবে না। একথা আমিও তাঁকে বলেছি, তবু আমায় অনুরোধ করেছিল বা এখনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছে। পিতৃস্নেহ কিনা! আমি তোমার ঠিকুজী তৈরী করেছিলাম। তোমাকে তা বলবো না, তোমার বাবার বারণ আছে। তবে সংসার তোমার নেই, তোমার জীবন অপূর্ব্ব। এই বলে তিনি আমায় ভজন সম্বন্ধে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা কোরতে লাগলেন। শুনে বুঝলাম এসব অনুভূতির কথা। মনে বড় আনন্দ হোল। ভাবলাম— ভাল হোল, এতদিন এ বিষয়ে কাকেও জিজ্ঞাসা কোরতে পেতাম না বা কোরলেও ভাল উত্তর পেতাম না। এর জন্যই এ মঠ-সে মঠ ঘুরতাম, কথা কয়ে সুখ পেতাম না, ভিতরের কথা নিয়ে কথা বলতে খুব কমই দেখতাম। ভবিষ্যতে পরিব্রাজক জীবনে চলতে চলতে দু'দশটি মহাত্মা যা পেয়েছি যাঁরা অনুভূতির কথা নিয়ে কথা বলেছেন তাঁদেরও খাঁটি বলে মনে হোয়েছে। এ পথে না এগুলে তা বোঝা মুস্কিল।

তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগলাম। অনেকক্ষণ অনেক ক'রে দেখে ব'ললেন—আরে, তুমি তো ডবোল প্রমোশন পেয়েছো! যা তিনি প্রশ্ন কোরলেন, তা আমার জানা বলে মনে হোল। আমিও তাঁকে অসঙ্কোচে সব কথা জিজ্ঞাসা কোরতে লাগলাম। সেদিন প্রায় তিনঘণ্টা আলাপের পরে তিনি আমায় প্রতিদিন দু'টার পর আসতে ব'ললেন। এর পর দীর্ঘ ছ'সাত বৎসর কাল প্রায় প্রতিদিন আমি তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর সঙ্গে বসে আলোচনা করতাম। কখনও তিনি শাস্ত্র খুলে অনুভূতির পর্য্যায়গুলি দেখিয়ে দিতেন। আমায় খুব উৎসাহ দিতেন এবং ভজনের বহু আবশ্যকীয় কথা তাঁর কাছে শিখেছিলাম। ভজন কোরতে গেলে কি ভাবে থাকতে হয়, শরীরের গ্লানি এলে কখন কিভাবে বাঁচতে হয়। আহার নিদ্রা কি ভাবে কতটা কোন সময় কোরতে হয়, এই সব অতি-প্রয়োজনীয় উপদেশ আমায় দিতেন। আর বলতেন—পথ ঠিক পেয়েছো, খেটে যাও—সব পরিষ্কার হোয়ে যাবে। বলতেন ভিতরের থেকে পাপড়ি খোলার মতন সব খুলে যাবে। আমার জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এঁর সঙ্গলাভ ভগবৎ কৃপা। আমার উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গেল এবং কথা কইবার লোক পেয়ে বেঁচে গেলাম।

এই সময় ভজন করতে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ইনি আমায় বুঝিয়ে দিতেন, শাস্ত্র বার করে দেখিয়ে নিঃসংশয় করে দিতেন। আর বোলতেন—"কোথাও ছুটাছুটি কোরো না। আমি অনেক ঘুরেছি, দেখলাম কেউ কিছু বিশেষ পায় নি, আর যারা পেয়েছে তারা চুপ সাধারণে যারা পাওয়ার বড়াই করে, তারা কিছু পায় নি জানবে। বাবা, বহু ঘুরে শেষে বসেছি। এই বসে খাটতে খাটতে আর তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরতে কোরতে কিছু আনন্দ পেয়েছি। খাটো—খাটতে খাটতেই বুঝতে পারবে এর মধ্যে কি আছে।"

রাস্তায় বেরিয়ে খাঁটি দু'চারজন যা পেলাম, তা এঁর পর্য্যায়ের বলে মনে হোল। ইনি ফল খেতেন। এক থাবা ভাত দুধ দিয়ে একবার খেতেন। বাইরের লোকসঙ্গ একেবারে কোরতেন না। বহু রাজা মহারাজা শিষ্য ছিল। তারা আস্‌তো। ব'লতেন—কি করেছো বল, যদি জানি তো বলবো, নইলে বলবো—জানিনা। আর সময় নেই, আমার এ অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট কোরো না। বোলতেন—কণ্ঠস্বর শুনে লোকটাকে বুঝতে পারি। লাণ্ঠান আর চিমনীর ব্যবধান রয়ে গেল, এটাকে আর ভাঙ্গতে পারলাম না। আর একজন্ম নেবে।

অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আমি যা বলতাম মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সময় সময় বলতেন—বাবা, তাঁর কৃপা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আজ ৬০ বছর খেটে যা পেলাম, দেখছি তুমি এ বয়সে তা পেয়েছো।

ঈর্ষা শূন্য, সরল, ভগবৎ-বিশ্বাসী এই ব্রাহ্মণকে গুরুর মতন শ্রদ্ধা করতাম। যা আমার মঙ্গলের জন্য, তা সব সময় আমায় উপদেশ দিতেন। সংসার করবার উপদেশ দেবেন কি জন্য? ব'ললেন— ঠিক করেছো, এই তো ঠিক! সংসার করে যা দুঃখ পেয়েছি! সমস্ত দিন সংসারের জন্য খাটতাম আর রাত ভ'র ভজন করতাম। বাবা, সমস্ত দিন যেন প্রাণটা হাহাকার কোরতো। এমনি করে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কেটে গেল। শেষ বয়সে বসে আর কি করবো। তুমি ঠিক সময়ে ধরেছো—খেটে যাও, দেখবে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শাস্ত্র বেশী পড়তে বারণ কোরলেন, ব'ললেন—সব শাস্ত্রই খাটতে খাটতে বুঝতে পারবে। শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? কিছুই বুঝতে পারবে না, অনুভূতির সঙ্গে শাস্ত্র পড়লে তখন বুঝতে পারবে শাস্ত্র কি বলছেন। তখন বৃথা সংশয় আসবে না, প্রকৃত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে। তাই ভজন কর আর শাস্ত্র অল্পসল্প নিজের মতন পড়, তাতেই হবে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চিত্তকে একাগ্র করে বস্তুকে ধর, দেখবে সব সমাধান হয়ে যাবে।

এঁদের সঙ্গ করতে করতে যখন এঁরা গত হোলেন, তখন বড় ফাঁকা মনে হোতে থাকে, তখন আমার পরিব্রাজক জীবনে চলেছি। এঁদের মৃত্যুসংবাদ আমার জীবনে একটা ক্ষতি বলে মনে হোয়েছিল। এই সব মহৎ জীবনের সঙ্গে পরিচয় বহু লোকের হয়নি। সকলের চোখের আড়ালে বসে যে কী, আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী এঁরা হয়েছিলেন, তা জানবার অবসর সকলের হয়নি। সকলে এঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এড়িয়ে চলে যেতো। তারা বুঝতো ইনি প্রণম্য, সঙ্গ করবার সাহস কারো হয়নি। ইনিও যে আনন্দ আস্বাদন করতেন, তা থেকে উঠে এসে মেশবার ইচ্ছাও হোতো না, আপনার আনন্দে আপনি ভরপূর হয়ে থাকতেন। ইনি হঠযোগের সাথে রাজযোগ অভ্যাস করতেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। যে-কোন লোক তাঁকে দেখতো, সে-ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। সে জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় রূপ দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়ে থাকতো, শ্রদ্ধায় আপনি সকলের মাথা নুয়ে পড়তো---ইনি যে সকলের বরেণ্য, তার আর পরিচয় দেবার প্রয়োজন হোতো না। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিই তাঁর গাঢ় অনুরাগ ছিল এবং মনে হোতো এই মন্ত্রে ইনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

আমার পরিব্রাজক জীবনের কথা লিখতে বসে যাঁদের কথা ব'ললাম সেটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে, কিন্তু সৎসঙ্গের কথা বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে এঁদের কথা না বলে পারলাম না, আমার সৎসঙ্গের সঙ্গে পরিচয় এঁদের কৃপাতেই হয় এবং এ জীবনের প্রেরণা এঁরাই যোগান। তাই পথচলার মাঝে এঁদের কথা নিয়ে এলেও তা বেমানান হবে না। এঁদের কথা পৃথক করে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল এবং এঁদের মতন যেসব মহাত্মাদের সঙ্গ পেয়েছিলাম, তাও সকলের কাছে তুলে ধর্‌বো পৃথক করে। তাতে পাঠকের এঁদের অপূর্ব্ব জীবনের সাথে পরিচয় হবে এবং পাঠক লাভবান হবেন।

তারপর মঠে থাকবার সময় হঠাৎ সেদিকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যে মঠে আমি ছিলাম সেখান থেকেও সেবার কাজ সুরু হোল। কেন্দ্রের থেকে ৫।৭ জন কর্ম্মী ও একজন মহারাজ এলেন। কাজ আরম্ভ হোল, চারিদিক থেকে কাপড়, টাকা, ঔষধ এসে পড়তে লাগলো। এঁদের সেবার কাজ এখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জায়গায় জায়গায় অস্থায়ী ঘাঁটি করে সেবা দেওয়া হোত। এই রকম সেবা হোতে হোতে কর্ম্মীর অভাব পড়ে। অধ্যক্ষ অমায় সেবার জন্য ডাকেন এবং বলেন এ সময় তোমায় পেলে বড় ভাল হয়। আমি সানন্দে স্বীকৃত হই। আমি জানাই—আমি সব সময়েই প্রস্তুত। আমি যদি এ কাজে লাগতে পারি তবে ধন্য হয়ে যাব; তবে আমি পাক করেই খাব। অধ্যক্ষ ব'ললেন—তোমার সম্বন্ধে যা বলবার তা এ কাজের যিনি প্রধান, তাঁকে বলে দোব, আর তোমার বেশ একটা অভিজ্ঞতাও হবে। তিনি এক কর্ম্মীর সাথে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

যেখানে ছিলাম সেখান থেকে এ কেন্দ্র বোধ হয় ১০।১২ মাইল হবে। মঠ থেকে তিনটে-সাড়ে তিনটার পর রওনা হলাম, দণ্ড-কমণ্ডলু ও একখানি কম্বল যা এরা দিয়েছিলেন আমার ব্যবহারের জন্য তাই নিয়ে। গরুর গাড়ী করে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যা অনেকটা পেরিয়ে গেলে হাজির হলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি সুদৃশ্য বাগানবাড়ী। চারিদিকে অজস্র ফুল ফুটে আছে। কেয়াড়ি করা রাস্তা। মনোরম পবিবেশে বাড়ীটিকে খুব ভাল লাগলো। আমায় দেখে এখানকার ভারপ্রাপ্ত মহারাজ খুশী হোলেন। আমাকে একখানি পৃথক ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। দেখি, যাঁর বাড়ী তিনি আছেন এবং মহারাজ ও অন্যান্য কর্ম্মীদের সব ভার তিনিই নিয়েছেন। যিনি এখানে সেবার ভার নিয়ে এসেছেন তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন।

গিয়ে দেখি রাজকীয় পালঙ্কে, অপূর্ব্ব শয্যার উপরে মহারাজ বসে আছেন। আমি যেতেই বস্‌তে ব'ললেন পাশের বেঞ্চে। আমায় ব'ললেন মঠের অধ্যক্ষ তোমার জন্য অনেক কথা লিখেছেন। তুমি কি নিজেই পাক করে খাবে?—তাতে অসুবিধা হবে না? আর তাতে মঠের প্রেসটিজে লাগবে না? আমি ব'ললাম—আমি তো বরাবর এই ভাবেই থাকি, খাওয়াদাওয়ায় আমার মাত্র একঘণ্টা সময় যায়, তাতে অসুবিধা হোলে অন্য ব্যবস্থা করে নোব। ছাতু, চিড়েঁ যা-হোক হোলেই আমার কেটে যাবে। ওর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সেবার কোন রকমে অসুবিধা হবে না, আর আমায় কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবো—আমি এখন স্বেচ্ছায় এই নিয়মে আছি। মহারাজ খানিক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—বেশ, কিন্তু তোমার বিছানাপত্র কৈ? আমি ব'ললাম মহারাজ ঐতো একখানি কম্বল আর বর্হিবাস রয়েছে—ওতেই হবে। গায়ে দেবার সুতির চাদর আছে। আমার এই ভাবেই তো বরাবর কাটে। আর আমার এ রকম থাকার অভ্যাসও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কাল আমাকে কি করতে হবে? ব'ললেন কাল ৮ টা থেকে কাপড়, চাল, চিড়েঁ, গুড়, কম্বল বিতরণ করা হবে। ছোট ছেলেদের গুঁড়া দুধ দেওয়া হবে। একটা জায়গা দেখিয়ে ব'ললেন ঐখানে ওরা সব জমা হবে। এখনই সব আস্‌তে সুরু কোরেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি চাল, কাপড় সব মজুত হয়ে আছে একটা টালীর ঘরে। কর্মীরা সেখানে বসে কি যেন করছে। আমি ব'ললাম,—মহারাজ, আমায় এখন কিছু করতে হবে? ব'ললেন—না, তুমি এখন বিশ্রাম কর। রাতে কি খাবে? আমি ব'ললাম ছাতু-চিঁড়া যা-হয় হলেই হবে। তিনি দুঃখিত হলেন। ব'ললেন এঁদের এখানে খেলেই পারতে। অতি সজ্জন। বোল্‌লাম—মহারাজ, যদি একান্ত অসুবিধা বোধ করি আপনাকে জানাব।

তারপর আমি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শয্যা পাতবার আয়োজন করতে লাগলাম। কর্ম্মীদের মধ্যে দু'চার জন এসে আমার কাছে বসে পড়লো। দেখি তারা মঠের স্থায়ী কর্ম্মী কেউ নয়। সকলকেই দেশের নাম করে ডাকা হয়েছে।

দু'জন স্কুলে পড়ে দশম মানে। চমৎকার ছেলে, দেশের প্রতি দরদ আছে। কিছু করে দেশের দুঃখ মেটাবার প্রেরণা নিয়ে এসেছে। আরো দুটি আছে তারাও এই ভাবের। আর তিন জন মঠের স্থায়ী কর্ম্মী। এদের সঙ্গে বসে কথা হোল। এরা আজ ৪।৫ দিন এসেছে, কাজ কাজই শুনছে, কিন্তু কোন কিছু এখনও দেখতে পাচ্ছে না। কাল নাকি কাপড়, চাল, কম্বল, ওষুধ—এই সব দেওয়া হবে। এরা খানিক খানিক ঘুরে যা দেখে এসেছে তাতে—অবস্থা খুব খারাপ, এখানে বহু পরিবার উপবাস করে আছে। চাষী লোকই বেশী, বৃষ্টির অভাবে ফসল কেউ ঘরে তুলতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে কখনও এ সব কাজে এসেছো? ব'লল—না, এই প্রথম। এঁদের কেন্দ্রে আমরা যেতাম মাঝে মাঝে, সেইখান থেকেই সেবার জন্য আমাদের এঁরা ডাক দেন, আমরা আহ্বান পেয়েই আসি। আরো আমাদের বন্ধুবান্ধবদের অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠান হোয়েছে, আমরা ১০।১২ জন এসেছি। ব'ললাম—তোমরা এখানে আছ কেমন? ব'ললো—রাজার হালে, খাওয়া দাওয়ার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলবেন না—বাড়ীতে এসব চোখেও দেখতে পাই না। তার উপর কি খাতির!

বুঝলাম সেবা করবার যে প্রেরণা নিয়ে এরা এসেছিল, তার মাঝখান দিয়ে এরা প্রকৃত ভাবে গড়ে উঠতে পারতো; কিন্তু এদের দৃষ্টি সরিয়ে এনে সুবিধা ও আরামের গণ্ডিতে বাঁধা হোচ্ছে। যখনই দরকার পড়বে তখনই যেন এই সব সুবিধার কথা মনে হয় এবং তার প্রয়োজনেই যেন আসে।

তারপর যে-যার বিশ্রামের জন্য আমরা বিদায় নিলাম। মনে হোল সেবার মাঝে এসব ছেলেদের আরাম দিয়ে সেবটাকেই নষ্ট্যাৎ করা হোচ্ছে। যে দুঃখ দেখে এদের প্রাণ কাঁদবে, যার প্রেরণায় এরা মুখের গ্রাস তুলে দেবে অভুক্তের মুখে, সেখানটায় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে এদের দৃষ্টিভঙ্গিমাকে আদর্শভ্রষ্ট করা হোচ্ছে। ভাবলাম—দেখি কি হয়। সেই যে মহারাজ বলেছিলেন—যদি কখনও পার তবে এদের সেবার মাঝখানে নেমে দেখো সেবার প্রকারটা কি।

সকাল হোল। মহারাজ তখনও তাঁর বিশ্রামে। এদিকে দেখি পাশেই আমবাগান, সেখানে বহুলোক জড়ো হোয়েছে। মানুষগুলো কঙ্কালসার, পেটে-পিঠে ঠেকে আছে। পরণে যে কাপড় আছে, তা লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আরো লজ্জা পাচ্ছে। ১০।১২ বছরের ছেলেরা প্রায় সবাই নেংটা বা কৌপীন পরনে। মেয়েদের দিকে তাকানো যায় না। সে শতছিন্ন বাসে শরীর ঢেকে তারা যে কি করে দাঁড়িয়েছিল, তা না দেখলে বোঝা যায় না। কোলের ছেলেগুলো নিৰ্জ্জীব হোয়ে পড়েছে। বহুদূর থেকে যে অনেকে এসেছে তা তাদের ক্লান্ত মুখ দেখেই বোঝা গেল। সকলে সেই বাগানবাড়ীর দিকে আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে,—কখন এঁদের দয়া হবে। কতকগুলি দরওয়ান-চাকর শ্রেণীর লোক তাদের আগলে রেখেছে এবং মাঝে মাঝে যে সম্বোধন করেছে, তাতে নিজের লজ্জাবোধ হোতে লাগলো। কৰ্ম্মী ছেলেরা দেখি বেড়াতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেরিয়েছে। এর মধ্যেই তারা বুঝেছে যতটা পারা যায় ততটা মধু ভোগ করে নেওয়া যাক তো!

আস্তে আস্তে বেলা হোতে লাগলো, আমি আমার বন্দনা সেরে এসে হাজির হোলাম। জানি, ৮টার থেকে বিতরণ হবে। কাপড়, চাল, কম্বল প্রভৃতি প্রচুর জমা হোয়ে রয়েছে। মনে হোল এসব তো আজ এদের মধ্যেই দেওয়া হবে। এই সব যে সংগ্রহ করে এনে এদের কাছে পহুঁছে দেওয়া হোচ্ছে, এই-ই বা কম কি? এতগুলি লোকের জন্য যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরাও প্রণম্য। না হয় একটু আরাম করছেন—তা' করুন। রোজ যাদের এমন কোরতে হয়, তাদের কখনও কখনও একটু বিশ্রাম ও আরাম দরকার হয়। এঁদের সেবার কথা ভেবে মনটা ভ'রে উঠলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ৮টা—৯টা—১০টা বাজলো। মানুষগুলোর সেকি অনুনয়-বিনয়! কে কার কথা শুন্‌ছে!

একবার মহারাজ ও কর্ম্মীদের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি মহারাজ পূজা ক'রে উঠে প্রাতরাশ করছেন। বাড়ীর মালীক ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সকলে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াচ্ছেন। সে কী আয়োজন! টিফিন কেরিয়ার থেকে যা বেরুচ্ছে তাতে কী নেই তা' বুঝলাম না। সিঙ্গারা, কচুরী, আলুর দম, ডালমুট, রসোগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া, লীচী, চা—আরো হয়তো দু'চার পদ আছে। সকলে দেখি পরম তৃপ্তিতে আহার কোরছেন, আর ওদিকে লোকগুলো যোড়হাত করে সেই দরওয়ান-জমাদার-চাকরদের ব'লছে—ওগো, আজ তিনদিন পেটে কিছু নেই, আমাদের একটু শীঘ্র ব্যবস্থা করে দাও বাবা, যেন শুধু হাতে না ফিরে যাই। আবার তার মধ্যে কেউ জমাদারের কানে কানে কিছু বল্ল, হাতে কি দিল, জমাদার তাকে তোয়াজ করে বসিয়ে বল্‌লো কোন চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা করে দোব।

দেখলাম এ লোকটা ঠিক এদের শ্রেণীর নয়, পেশাদার। যেখানেই এইরকম দেওয়া হয়, সেখানেই এরা ছিদ্রপথে ঢুকে দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেয়। অন্যান্য লোকগুলো অসহায় ভাবে দেখছে। কেউ কেউ জমাদারকে হাতযোড় করে দয়া ভিক্ষা করছে, জমাদারের কোনদিকে চোখ নেই। সে খুঁজছে এই রকম লোককে—যাতে তার ট্যাঁক ভারী হয়। যাই হোক, এর পর মহারাজের ভোজনপর্ব্ব শেষ হোল। মুখ মুছে বেশ হেলতে তুলতে এসে বসলেন এক চেয়ারে।

এখন প্রায় এগারটা বাজে। আমায় দেখে ব'ললেন—তুমি জল খেয়েছো? আমি ব'ললাম আগে এদের দেওয়া হোক, এতগুলি লোক অভুক্ত। বল্লেন ও তো আছেই, বলে একটু তাচ্ছিল্যের হাঁসি হাঁসলেন।

তারপর খাতা বার করা হোল। মহারাজ নাম ডাকৃতে লাগলেন, আর আমরা টিকিট দিতে থাকলাম। টিকিটে কে কম্বল পাবে, কে কতটা চাল পাবে, দুধ পাবে—তা লেখা হোতে থাক্‌লো।

দেখলাম, যাদের নাম ডাকা হোল, তাদের নাম যারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝে নেই। এ সব বাড়ীর মালিকের অনুগৃহীত যারা—তাদের এবং চাকর-বাকর ও তাদের আত্মীয়দের। তারপর জমাদার এসে সুপারিশ করতে লাগলো যাদের নাম তাদের,—মানে যারা জমাদারকে প্রণামী দিয়ে সন্তুষ্ট করেছে।

বাড়ীর মালিক একজন ব্যবসাদার। তিনি দেখলাম খাতির বা খাওয়ানো বৃথা করেন নি। তাঁর অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে অনেক লোক আছে—যারা ২৷১ টাকায় কাপড় তাঁর কাছে বিক্রী করবে এবং সেই কড়ারেই তারা কাপড়-কম্বল পাবে।

তখন সেই অপেক্ষমান জনতার মাঝে পাবার জন্য কি বুককাটা চিৎকার! ওগো বাবাগো, আমার ছেলে মরে গেল গো, আমার স্বামী আজ তিনদিন উঠতে পারে না, আমাদের বাঁচাও! কেউ চিৎকারও আর করতে পারে না, স্বর ভেঙ্গে গ্যাছে, চোখ গ্যাছে ঢুকে, ব'লবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে বসে পড়েছে। কোন স্ত্রীলোক লজ্জাসরম ভুলে একেবারে গেটের ভিতর ঢুকে প'ড়ে সে কি কান্না!—ও বাবা, আমায় বাঁচাও, একখানা কাপড় দাও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাগো, তোমাদের অক্ষয় স্বর্গ হবে! দারোয়ানের দল গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দিলো। মহারাজ বা তাঁর দল একবার প্রতিবাদও করলেন না। থাকৃতে না পেরে ব'ললাম—কেন এভাবে এদের অপমান কোরছো? ওরা এসেছে পেটের জ্বালায়, ইজ্জতের দায়ে। এ সমস্ত দেশের লোক দান করতে দিয়েছে। যার প্রয়োজন তাকে দাও, না দিতে পার ছুটো মিষ্টি কথা বল।

আমার কথা শুনে মহারাজ একটু লজ্জিত হোলেন। ব'ললেন তুমি নূতন কিনা তাই এমন লাগছে, ওরা সব শয়তান, এ-সব কপটতা, আদায় করবার ফন্দি। ব'ললাম মহারাজ আমার অভিজ্ঞতা না থাকৃতে পারে এসব কাজের বা এই সব বিতরণের, কিন্তু আমার পথচলার অভিজ্ঞতা আছে। যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে ওর ভিতরে একজনও কপট বা জুয়াচোর নয়। জুয়াচোর যদি কেউ থাকে তা এই সব দারোয়ান-জমাদারের দল। ওরা ঘুঁষ খেয়ে পেশাদারদের কাপড়-কম্বল দিচ্ছে। মহারাজ দেখলেন হাওয়া উল্টো বইছে; মুস্কিল! কর্ম্মীদের মধ্যেও দেখি আমার কথায় সায় দিয়ে কেউ কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কচি প্রাণের দরদ চেপে রাখতে পারেনি, তাদেরও বিরক্তি আপ্যায়নের গণ্ডি ভেঙ্গে এদের জন্য দরদে ভেঙ্গে পড়েছে। একজন তো রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে বলেই বসলো,—আরে রাম রাম! একি সেবা, এ তো জুয়াচুরী!

মহারাজ দেখলাম একটু ভোড়কে গ্যাছেন। তখন অর্দ্ধেকের উপর মাল পাচার হোয়ে গ্যাছে। তিনি তখন এক-একজন করে বাকী লোকগুলিকে ডাকৃতে ব'ললেন। ব'ললেন—ওদের নাম লেখা হয় নি কিনা। ব'ললাম—নাম লিখলেই তো পারতেন, ওদের জন্যই তো এ আয়োজন। মহারাজ অপ্রস্তুত হয়ে ব'ললেন,—ডাক, এবার এদেরই, দেওয়া হবে। তারা তো কৃতার্থ হয়ে গেল। জোড়হাত করে মহারাজের জয় দিয়ে উঠ্লো।

তারপর এক-একজন করে লোক আস্তে লাগলো এবং নাম-ধাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখে তাদের দেওয়া হোতে লাগলো। আগে যা দেওয়া হোয়েছে তার তুলনায় এদের খুব কমই দেওয়া হোল। এর আগে কাকে দু'খানা কম্বল, দুখানা কাপড়, দশসের চাল! আর এদের বেলায় /২॥ সের চাল, একখানা কাপড়। কম্বল বড়-বড় পরিবারপিছু একখানা। দিতে দিতে বেলা প্রায় ৪টা বাজলো। দেখি মহারাজ বসে বসেই ঘাঁমছেন। যাবার সময় এদের কি উল্লাস, সবাই প্রণাম করে, আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো আজ খুব মিলেছে, ছোট বাবারা বলাতে দারোয়ানরা আর কিছু করতে পারলো না। বুঝলাম আজ চিরচরিত কাজের ব্যতিক্রম হোল। দেখলাম, মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গ্যাছেন। আমাদের ছেলে-ছোকরাদের ভিতরে দেখি সাড়া পড়ে গ্যাছে।

চারটার সময় ছাতু মেখে খেতে বসেছি, কর্মীদের মধ্য থেকে একটি ছেলে এসে ব'ললো,—মহারাজ আমায় একটু ছাতু দিন। আর ওসব ফাঁকি দেওয়া জিনিষ, বঞ্চিত করা ভোগ খাব না—খেতে গিয়ে সত্যই লজ্জা পেলাম। এতগুলো মানুষ অনাহারে, আর আমরা এই ভোগ করছি! অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু বলতে পারতাম না। আপনি মুখপাত ধরিয়ে দিলেন, তাই সাহস পেলাম। আমাদের এসব ভাল লাগে না। সেবা করতে এসে এ যেন বিড়ম্বনা বলে মনে হয়।"

একজন চুপি চুপি ব'ললে—একবার এদিকে আসুন। গিয়ে দেখি মালিকের একটি ঘরে আমাদের বিতরণ করা কাপড়-কম্বল সব গাদা করা রয়েছে। সকলে দান নিয়ে মালিকের ঘরে জমা দিয়ে গ্যাছে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এ গুলি আবার টিকিট ছিঁড়ে ফেলে বিক্রী করা হবে। দেখি ছেলেরা জানে এবং ঘৃণাও করে, কিন্তু একা কিছু করবার বা বলবার সাহস নেই, একজন এগিয়ে গেলে সবাই যাবে, কিন্তু মুখপাত্র একজন না হোলে হবে না। খারাপ ভাল সবতাতেই আছে। এদের সামনে যা ধরবে তাই এরা অনুসরণ করবে। আদর্শের অভাবে এরা সুবিধাবাদীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিকারে পরিণত হোয়ে, তাদের শিকার পাকড়াবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। যদি সৎসঙ্গ পায়, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে—কোন-কিছুকেই এরা গ্রাহ্য করে না। শুধু চালকের অভাবেই এদের এই সর্ব্বনাশ।

কর্ম্মী যাঁরা মঠের, তাঁরাও দেখি সুখী। মনুষ্যত্বের প্রেরণা সকলের মাঝেই রয়েছে দেখলাম। তাঁরাও ব'ললেন আজ বড় সুখ পেলাম। এ রকম করে কিছু বলবার অধিকার আমাদের নেই; কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার মাঝে বদ্ধ হয়ে হয়ে আমাদের স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলেছি। আপনার প্রাণের সে প্রবাহ এখনও অব্যাহত হোয়ে বইছে, দেখে ঈর্ষা হয়। বহু ভিতরের কথা আবেগের মাঝে বলে ফেল্লেন, তাতে জানলাম এরকম বহু বহু ঘটনা প্রায়ই ঘটছে, দেখে শুনেও চুপ করে থাকতে হয়। একটু বিরুদ্ধাচরণের ফল হবে বিষম।

তারপর দেখি জমাদার, বাড়ীর মালিক বেশ একটু সন্ত্রস্থ সাবধান হয়ে উঠেছে। সে অমায়িক ব্যবহার আর নেই, খাতির-যত্নও অনেকটা কমেছে। চার-পাঁচদিন পরে দেখি আমার ডাক পড়েছে এবং সেই চারজন নবাগত কর্ম্মীরও আমার সাথ ফেরবার হুকুম এসেছে। সব দেখে তখন আমার অবস্থা হ'য়েছে—ফিরতে পারলে হয়! এই আবহাওয়ায় থাকতে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে উঠছিল। বুঝছিলাম এর সাথে প্রাণের কোন যোগ এদের নেই। এ কেবল নিছক একটা আদর্শ খাড়া করে নিজেদের ক্ষুধা মেটানো। এখানে আমরা অবাঞ্ছিত। তুমি সায় দাও সুবিধার অংশ কিছু পাবে, না পার সরতে হবে।

আমরা ক'জনে একদিন আবার গরুর গাড়ী ক'রে রওনা হলাম। মহারাজ সৌজন্যভরা হাঁসি হেঁসে ব'ললেন, তোমার ডাক পড়েছে, এ ক'দিন বেশ কাটলো। তোমায় দিয়ে অনেক কাজ হবে! তুমি কি মঠে যোগ দিয়েছো? ব'ললাম—না মহারাজ, আমি বিদ্যার্থী। সেখানে পড়াশুনা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আছি। এ দুটি কাজ শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লেই আমি বিদায় নোব। আমি রাস্তার সাধু, রাস্তাতেই থাকা অভ্যাস, এই সব লোকের দরজাতেই ভিক্ষা করে খাই, তাই এদের সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড়। মহারাজের মুখে দেখলাম কালি ঢেলে দিল। আমার নামে রিপোর্ট পাঠিয়ে কিছু করতে পারবেন না ভেবে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ ভাব। ব'ললাম—মহারাজ, পথ চলতে চলতে মনে হোত এই সব সেবার মাঝখান দিয়ে দেশ কী উপকৃতই না হোচ্ছে, আজ প্রত্যেক্ষ দেখে সে ভুল ভাঙ্গলো। এবার পথ চলার সময় এই সত্যতা উপলব্ধি করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হোলাম। দেখলাম দেশের লোক ঠিক আছে। তারা দরদ দিয়েই এদের কথা চিন্তা ক'রে, এদের দুঃখে ব্যথা পায়, পরনের কাপড় গায়ের জামা খুলে দেয় এদের জন্য, কিন্তু তা যে এমন ভাবে লুট নেওয়া হয়, নিজেদের স্বর্থসিদ্ধির জন্য, তা সকলে জানেনা। এবার চলবার সময় এই কথাটা বলতে বলতে যাব। তাদের বলবো—যা দেবে তোমরা হাতে ক'রে দাও, নয়তো দরদী বলে যাকে মনে হয়, তোমাদের মাঝখান থেকে বেছেনিয়ে তার মারফত দাও। দালালের মারফত দিতে গিয়ে তোমাদের জিনিষের বা যাদের দেবে তাদের অপমান কোরো না। আর যে সব কাঁচা-তাজা ছেলের দল আসে জীবনে কিছু পাবার আশায়, সেবা করতে তাদের বলবো—সেবার নামে সুবিধাকে কখনই বরদাস্ত কোরো না, যাদের সেবা করতে গ্যাছ, তাদের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে প্রাসাদে ব'সে সেবা করতে গেলে, সেবার অপমান হবে, প্রাণে নিবেদনের পুরিপূর্ণতা পাবে না।

এই ভাবে সেই ২০।২২ বছর যে মহারাজ সেবার কাজে চুল পাকিয়েছিলেন তিনি প্রত্যক্ষ করতে বলেছিলেন, তাঁর কথার সত্যতা বুঝতে পারলাম। তাঁর সেই সত্যকে স্বীকার করবার সৎসাহস, নিজের দৈন্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, তাঁর সেই প্রকৃত সেবার ব্যাকুলতা মনে ভেসে উঠলো। আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—"এই অপচয় থেকে যদি পার দেশকে বাঁচিও। পথচলার সময় তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে সত্যকে প্রকাশ করে যেও। তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগলো, তাই এসব কথা ব'ললাম।"

লিখ্তে বসে তাঁর সেই অশ্রুসজল চোখের, দরদী হৃদয়ের হাহাকার আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। যে কথা স্বীকার করেছিলাম তাঁর কাছে, আজ দেশের কাছে বলতে পেরে প্রাণে শান্তি পেলাম। এই লেখবার সময় পাঠকের মনে হবে বুঝি সব সাধু-সমাজে, বুঝি সব মানুষের মাঝে এমনই সব; সেবা মানেই বুঝি জুয়াচুরি, তাই আজ আনন্দের সঙ্গে বলছি—না, সবাই এমন নন, বহু বহু দেখেছি, তা লিখবো—যা দেখে সেবা কাকে বলে বুঝেছি, যাঁদের কথা আজও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের কথাও বলবো। ভালমন্দ যা পেয়েছি, সব অভিজ্ঞতা দেশের কাছে তুলে ধরবো, তার মাঝে মানুষ গ'ড়বার মালমসলা কিছু থাকলে নিজের এই শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

ফিরলাম আশ্রমে। অধ্যক্ষ একটু স্নেহের সুরে ব'ললেন,—তোমাকে পাঠান আমার ভুল হয়েছিল, এই সব সেবার মাঝে তো তুমি উপযুক্ত নও। কেমন লাগলো? ব'ললাম—মন্দ কি মহারাজ, নূতন পরিবেশে নূতন অভিজ্ঞতা। একটু হেঁসে ব'ললেন,—তাজা প্রাণ কিছুতেই দমে না। ব'ললেন—আবার কি পথ ডাক দিচ্ছে? ব'ললাম—মহারাজ আমি তো পথেই বসে আছি, ঘরে আর উঠলাম কোথায়। এখানে বসে বসে পথ চলার দুর্গমতাকে আয়ত্ত কোরছি, কোথায় চোরা বালি, কোথায় অন্ধকূপ, এ সবের সন্ধান নিচ্ছি, পথ চলার পথ এবার আরো সুগম হয়ে যাবে। ব'ললেন—বড় ভাল লাগে তোমায়, তাই একটা কথা বলি, কেন্দ্রের থেকে বোধ হয় শীঘ্রই তোমাকে পথে নামাবার আদেশ আসবে। ব'ললাম—পোষ-মানা পিঞ্জরে জঙ্গলের জন্তু মানাবে কেন? এতো ঠিকই মহারাজ। আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি। সুবিধার বেড়াজালে তো আটকে পড়িনি। ব'ললেন—তাতো দেখতে পাচ্ছি। তোমার স্বাতন্ত্র্য তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বজায় রেখেই চলেছিলে বলে বেঁচে গেলে, নইলে যদি পোষ মানতে, তবে অদৃষ্টে দুঃখ ছিল। দেখলাম এ মানুষটি আমায় ভালবেসে ফেলেছেন। প্রতিদিন কাছে কাছে থেকেও এঁর স্নেহ এতটা বুঝতে পারিনি। আজ যাবার বেলায় দেখি আমার জন্য অনেকটা স্নেহই ইনি দিয়ে ফেলেছিলেন। ব'ললেন—সাধু জীবনে তোমার কোন্ বাধাই আসবে না, রাস্তা তুমি ঠিকই ধ'রেছো। তোমার সম্বন্ধে সব খোঁজই কেন্দ্রের কর্ত্তৃস্থানীয়রা রাখেন, তাঁরাও চেয়েছিলেন তোমায় বাঁধতে। তাই এতটা সুবিধা-স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝেছেন তোমায় ধরা যাবে না। তুমি পথের সাধু, ঘর দেখে বেরোও নি, তোমায় দেখে যদি সবাই পথে নেমে পড়ে, তবে মঠ সামলাবে কারা? তাই ভয়, তোমায় এঁরা এড়িয়ে যেতে চান। ব'ললাম—তবে আর কেন মহারাজ, একদিন অভিজ্ঞতার জন্য পথের মাঝেই এ স্থানকে বেছে নিয়েছিলাম, আজ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, আবার পথেই নেমে পড়বো। কালই যাত্রা করবো। যা আপনাদের সকলের কাছে পেলাম, তাও তো কম নয়। এর মাঝখানে বসে জীবনের যে অধ্যায়টার পাঠ নিলাম তার জন্য আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। হঠাৎ কালই চলে যাব শুনে দেখি মহারাজের অন্তরে ব্যথা লেগেছে। আমায় বুকে টেনে নিয়ে ব'ললেন—এত শীঘ্রই যাবে! ব'ললাম, পথ আমায় ডাকছে। আরো কত নূতনের সে সন্ধান দেবে, কত অভিজ্ঞতার আলোয় সে আমায় ভরিয়ে দেবে। পরিচয় তাই হয়েছে তার সাথে, যত চলছি ততই তাকে ভালবাসছি। তাই কাজ শেষ হলেই ও আমায় ডেকে নেয়। পথের মায়া আমায় হাতছানি দেয় দিনরাত। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমার চলা কখনও সুবিধাবাদের ছোঁয়া লেগে থেমে না যায়। বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—জীবনে অনেক ফাঁকিই দিলাম, অনেক সত্যের থেকে মুখ ফিরালাম, কিন্তু সত্যকে এখনও ভালবাসি, তাকে গ্রহণ করবার সামর্থ হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তাকে অস্বীকার ক'রতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিনি। তাই আজ তোমায় ভাল লাগে অন্তরে সব সময় চেয়েছি—তুমি এ সান্নিধ্য ত্যাগ কর। আমার অক্ষমতা নিয়ে সব সময় তাঁর চরণে এই প্রার্থনাই করেছি। যাও, সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হয়ে সত্যের পূজা কর। জীবনে তোমার সব অন্ধকার নাশ হয়ে যাক। এ চিন্তাতেও সুখ পাব। এই রকম বিহ্বল ভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর, ব'ললেন,—যাও কেউ দেখে ফেলবে। তোমার কোন ক্ষতিই হবে না, কিন্তু আমার পক্ষে অনেক কিছু হতে পারে। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় আস্তে আস্তে চলে গেলাম।

নিম গাছের তলায় বাঁধান বেদীটির উপর বসে পড়লাম। কাল চলে যাব, মনে করতেই মন আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠলো। আকাশে তখন আস্তে আস্তে চাঁদ উঠছে, মালতীর গন্ধ আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তখনও দিনের আলো বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের শ্রেণী যেতে যেতে অন্ধকার ঘেরা সন্ধ্যায় দিগন্তের মাঝে মিশে গ্যাছে। ইউকালিপটাস গাছের মসৃণ ঋজু দেহ আকাশের গায়ে হাত মেলে যেন সন্ধ্যাকে বিদায় নমস্কার জানাচ্ছে। আম্রের শাখে শাখে পাখীদের কাকলী সেই ঘনশ্যাম গাঢ় স্নিগ্ধশীতল অন্ধকারকে স্বাগত জানাচ্ছে, চাঁদের ম্লান আলোর মাঝে মাঝে জোনাকির চিকিমিকি সন্ধ্যাকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

বসে বসে আজ এক বৎসরের কিছু উপর এখানে বসে যা সঞ্চয় করলাম তার হিসাবনিকাশ মিলিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। তখন ঠাকুরঘরে রোজকার মতন শাঁখ বাজছে। আরতি-প্রদীপের ছন্দোবদ্ধ ওঠানামার তালে তালে ঘন্টানিনাদ বড় মধুর, বলে মনে হচ্ছিল। সকলের সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা মনের মাঝে সাড়া জাগাচ্ছিল। আর কার যেন মৃদুমধুর আহ্বান ব্যাকুল করে তুলছিল। যার আহ্বানে এই পথের মাঝে বেরিয়ে পড়েছিলাম, যার স্পর্শ গাছে, লতায়, পাতায়, আকাশে, বাতাসে আমায় হাতছানি দিতো, যার আশায় পাগল হয়ে ছুটতাম। তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব'ললাম—তোমায় যে ভালবেসেছে, তাকে তো এমনি করেই ডাক দাও! হে প্রিয়, এই ডাক যেন বন্ধ ক'রো না, হাতছানি দিয়ে আমার আগে আগে তুমি এমনি করেই চ'লো, রাস্তায় যেন থেমে না যাই।

এখানকার পড়াশুনা ও দেখা দুইই আমার শেষ হয়েছিল, তাই আর কোন আকর্ষণই ছিল না। এখানে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, এঁদের জীবনযাত্রা আমার প্রাণে কোন সাড়াই জাগায় নি। তখনও প্রভাতের শুকতারা ভোরের আলোয় ম্লান হয়ে যায়নি। তখন আকাশ ভ'রে জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছে। ভোরের ছোঁওয়া লেগে পূর্ব্বাকাশের কেবল রং ফিরছে, শিউলি আসন বিছিয়ে দিয়েছে। গাছে গাছে পাখীদের প্রথম জাগরণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দূর পাহাড়ের গলায় অপরূপ আলোর মালা। ধানক্ষেতের মাঝখান থেকে কচি ধানের গন্ধ আকাশ-বাতাসকে আমোদিত করে তুলেছে। মঠের মাঝেও জাগরণের সাড়া পড়ে গ্যাছে।

আমি চলে যাব শুনে সকলেই দুঃখিত। এতদিনের এত কাছাকাছি থাকার মাঝে কখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছিলাম তা বুঝতেই পারিনি। যাবার বেলা দেখি সকলেই এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের চোখেই একটা বিচ্ছেদের বিষণ্ণতা। বিশেষ বলবার কিছু নেই, আমি দলছাড়া। পথ চলার মাঝে বসে পড়েছিলাম, আবার বিশ্রাম অন্তে পথের মাঝে নেমে পড়ছি। সবাই শুভেচ্ছা জানালেন, পথের বাধা দূর হয়ে যাক বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। অধ্যক্ষ এসে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। যে সাধুটিকে সেবা করতাম—বৃদ্ধ, পীড়িত, তিনিও এসেছেন দেখলাম। আমার জন্য সকলেই দুঃখিত, সকলের মাঝেই আত্মীয়তার সুর। সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে, দণ্ডকমণ্ডলুকে সাথী করে আবার আমার যাত্রাপথে নেমে পড়লাম। পথের মাঝে তখন বাতাস বইছে জোরে, গেরুয়া ধূলি দিয়ে পথ আমাকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানালো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়টায় কোন মহাত্মার কথা শুনলে তাঁকে দেখতে যেতাম। মনে হোতো এ জীবনের অনেককিছু এঁদের কাছ থেকে পাব। এর পর নানা অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে ক্রমশ বুঝতে পারলাম—যার জন্য বেরিয়েছি তার খবর সকলে রাখেন না। ঘর অনেকে ছেড়েছেন, হয়তো মহাত্মা বলে খ্যাতিও চারিদিকে হয়েছে, কিন্তু আসলে তিনি পেছিয়েই পড়েছেন। এ বুঝতেও আমার বহুদিন লেগেছিল, এ জীবনের প্রথম দিকটায় মঠে সাধুসমাজে ঘোরবার, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। সুযোগ পেলেই এই সময় মঠে বা কোন মহাত্মার কাছে থেকে যেতাম। অবশ্য আমার স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে। এই যে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলতাম, এটা ভগবাৎ কৃপা; গোড়া থেকেই এটা আমার মধ্যে ছিল। সব সঙ্ঘে মিশতাম, সকলের মাঝে খুঁজতাম—কি তাঁদের বৈশিষ্ট, কি সাধন প্রণালী তাঁরা অনুসরণ করেছেন। তাঁদের জীবন যাপনের সঙ্গে আদর্শের কতটা মিল আছে লক্ষ্য করতাম, তাতে আমার খুব উপকার হোত।

একটা সঠিক ধারণা এদের সম্বন্ধে করবার আমার সুবিধা হোত। অবশ্য ক্রমশ এ কৌতূহল আমার চলে যায়। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে দু'পাঁচটি মহাত্মার সঙ্গ যা হয়, তাতেই বুঝতে পারি আমায় কি ভাবে চলতে হবে। তাঁদের সঙ্গে বসে প্রকৃত সৎসঙ্গ পাই। সে সব কথা পৃথক করে বলবার ইচ্ছা রইল। এখানে মোটামুটি একটা চিত্র ধরে দিতে চেষ্টা করবো—যাতে বহুরকমের জীবনের অভিজ্ঞতার মাঝে পাঠক খাঁটি জীবনের একাটা ধারণা করতে পারবেন এবং আমাদের প্রকৃত চ্যুতি কোনখানে, তাও বুঝতে বেশী কষ্ট হবে না। বহু শিষ্য, কিম্বা রাজা-মহারাজা, বড় লোক পিছনে ঘুরলেই যে মহাত্মা হয় না, তা বুঝতে পারবেন। প্রায়শই মহাত্মাদের দর্শন ভগবৎ কৃপাতে হয়, এবং জীবনে মহৎ সঙ্গ হ'লে জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হবেই। সাধারণতঃ আমরা যা ঘুরি তার মাঝে এক 'জয় দেওয়া' ছাড়া জীবনে বিশেষ কিছু মেলে না। যেখানে যাই সেখানেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি এবং ঐশ্বর্য্যের জন্যই খাতির করি তাঁদের। আসল জীবন গড়ার প্রকৃত পথ এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এর আর একটা দিকও আছে, আমরা তো কোন ক্ষুধা নিয়ে যাই না, প্রকৃত বস্তু সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা নিয়ে গেলে তবু কিছু বোঝা যায়—কার কতটা আছে ; কিন্তু তা না নিয়ে শুধু লোকের কথায় নেচে তাদের অলৌকিক প্রচারে মোহগ্রস্ত হয়ে গেলে দেখবার চোখ আর থাকে না, যা দিয়ে মেলাবো খাঁটি কিনা,তা নষ্ট হয়ে যায়।

তাই দোষ আমাদেরও আছে, নিজেরা যদি খানিকটা খেটে যাই, তবে বুঝতে পারি কথার মূল্য—নইলে ঘোরাই বৃথা হয়। বহু লোককে কোন মহাত্মার জায়গান দিতে শুনে জিজ্ঞাসা করেছি—"আচ্ছা আপনি যে তাঁর জয় দিচ্ছেন, তাঁর মহিমা প্রচার করছেন, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর সাথে মিশেছেন, আপনি তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় নিশ্চয়ই নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছেন।" এইরকম কথার মাঝখানে তিনি শেষে বলে ফেলেছেন,—"দেখুন, আমি মহত্ত্ব বা তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানিনা বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু এখন পর্য্যন্ত পাইনি, যাতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা চলে ; তবে দেখি বন্ধু-বান্ধব বড় বড় লোক সবাই বল্‌ছে, তাই আমিও বলতে আরম্ভ করেছি ; এতে একটা পজিসন পাওয়া যায়, আর বল্‌তে বল্‌তে আমার কথা লোক শোনে, তাতে সুখ পাওয়া যায়। যেভাবে আপনি আজ জিজ্ঞাসা ক'রলেন এভাবে কেউ কখনও আমাদের জিজ্ঞাসা করে না বা আমরা এ সব চিন্তাও করি না। কিছু পাব বা পাওয়া যায় বা কি পেলাম—এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে আসি একটু উত্তেজনার জন্য, তা সে যেভাবেই হোক, সেটুকু পেলেই আমাদের তৃপ্তি।

আমাদের জীবনে কি হোলে বা কি পেলাম বা কিসের জন্য আসা—এ সব আমাদের কারুর মাঝেই দেখিনি। আমাদের দরকার গুরুর, মহাত্মার—প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এ যদি পাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাস। তা হোলেই হোল। দেখুন, এ সব জায়গায়, যেখানে যাই সেখানে হাসি, গান, আড্ডা—প্রয়োজন মেটাবার সব দরজা খোলা, অথচ তার সাথে একটু ধর্ম্মের যোগ ; এ লাগে ভাল। বেশী আদর্শ ঘেঁষা, কি জবরদস্ত গুরুকে বা মহাত্মাকে আমরা এড়িয়ে চলি, তাঁদের সঙ্গ করতে আমাদের ভয় লাগে। মনে হয় সব জুয়াচুরি, সব দৈন্য আমাদের এখুনিই ধরা পড়ে যাবে। এখানে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের খোরাক পাই, তাই আসি। বাবা, আমাদের ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য—এসবের তো প্রয়োজন নেই, তাই দুঃখও নেই। আমরা খুঁজছি আমাদের মহাত্মা—যিনি আমাদের সবকিছু মেটাতে পারবেন, আমরা তাঁর স্মরণ নোবো। ভগবানকে কে চাইছে বাবা! চাইবে তো তবে পাবে? যার ভগবানকে দরকার, সে এ-সব জায়গায় আসবে কেন? ভুল তো হয় এই খানটায়। এ-সব আমরাই আমাদের জন্য সৃষ্টি করি—গুরু পর্য্যন্ত। ক'রে আমাদের মাঝে পরিবেশন করি।”

এই ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে বড় ভাল লেগেছিল। এমন খাঁটি কথা খুব কমই শুনেছি, তাই তাঁকে এখনও মনে আছে। তাঁর কথায় সত্যের যে স্পর্শটুকু পেয়েছিলাম তা আমার জীবনের মূলধন হয়ে আছে। এমন অকপটে নিজেদের আসল পরিচয়টি তুলে ধরলেন—যা মনে বিস্ময় জাগালো। বল্লাম—বড় ভাল লাগলো আপনার কথা। একটু থেমে ব'ললাম—যদি জানেন এই দৈন্য নিজেদের, তবে তাকে এভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন? ভদ্রলোক ব'ললেন,—বাবা, আপনার কাছে বলে সুখ পেলাম, আমরা সকলেই জানি কি করছি বা কি চাই। তাই সকলেই চেপে যাই আসল জায়গাটা—যেখানটায় সকলেরই ক্ষত। এমনি করে ক্ষত চাপা দিতে দিতে হয়েছে আমাদের এই দলের সৃষ্টি। এ অনেকটা নেশা করার মতন। নিজেদের দুর্ব্বলতা খুব ভাল ভাবে জানি, জানি খেটে কিছু পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বা সত্যকে ধরতে গেলে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, চরিত্রের যে দৃঢ়তার দরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা আমাদের নেই। অথচ সস্তায় খানিকটা বাহবা পাবার লোভও ছাড়তে পারি না। এ বিষয়ে আমাদের মাঝে যদি লক্ষ্য করেন তবে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে দেখতে পাবেন। এই যে সব জয়, উচ্ছ্বাস, মহিমা-প্রচার দেখছেন, বা চুপি চুপি অনুভূতির কথা নিয়ে আলোচনা হোচ্ছে—এ সবই আত্মপ্রচারের রকম ফের মাত্র। এর মাঝে টেঁকসই বলে কিছু নেই।

নিজেদের দাঁড় করাতে গেলে যে ব্যক্তিত্বের দরকার – তা কারু নেই, অথচ প্রতিষ্ঠার, যশাকাঙ্ক্ষার চাহিদা সকলেরই আছে, তাই এঁরা খুঁটি ধরে কাজ হাঁসিল করছেন। যা-কিছু এঁরা করছেন—দেখবেন তার মূলে রয়েছে আত্মপ্রচার। বাবা, এত সব বই বেরুচ্ছে, মহাপুরুষের জীবনকথা নিয়ে, লক্ষ্য করে দেখবেন সেই লেখার মাঝে মহাপুরুষকে যতটা না প্রচার করা হোয়েছে, তার চেয়ে যিনি লিখছেন তাঁর প্রচার বেশী হোয়ে গ্যাছে! এই দেখে আর একজন লিখ্‌তে বস্‌লো, সে ভাবলো – বটে! তুমি অমুককে খাড়া করে বেশ খানিকটা নিজের দলের প্রচার করে নিলে, আচ্ছা আমিও দেখছি কতটা পারি।

কোন মহৎ জীবন আলোচনা করতে বসে তাঁর মহত্ত্বকে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় এ জ্ঞান নেই, বা যাঁর কথা লিখবো তাঁকে বুঝতে গেলে যে সাধনার দরকার, জীবনে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তার কিছুই নেই, শুধু শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে চলেছি। তাতে উপকার না হোয়ে অপকার হোচ্ছে। মহৎ জীবনের যেখানটা তুলে ধরলে দেশ কিছু পাবে, সেখানটার কোন হদিসই পাওয়া যায় না।

সমস্ত বইটা পড়ে কেবল সত্যের অপলাপ আর অলৌকিকত্বের ছড়াছড়ি। তাই প্রায়ই হয়—মহৎ জীবনের কথা পড়তে বসে, কি করে তিনি মহৎ হোলেন তার কোন হদিসই মেলে না। কি করে উত্থান-পতনের মাঝখান দিয়ে, কি করে বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি জয়ী হলেন এসব খবর খুঁজে পাওয়া যায় না। আগাগোড়া কেবল অবান্তর কথা—যা কোন কাজে লাগবে না কারুর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়ই লোকে মহাপুরুষের এ রকম জীবন পড়ে তাঁকে মন্দিরে বসিয়ে পূজা দেয় এবং তাঁকে পৃথক করে সকলকে দেখিয়ে বলে—এ রকম কি হওয়া যায়। এঁদের ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা কর, এঁদের কৃপা হলে তোমার সকল দিকে মঙ্গল হবে। এরকম কি আজকাল হয়? কিন্তু খুঁজলে আজকালের মাঝেও বহু মহাত্মা রয়েছেন নজরে পড়ে, তাদের প্রতিদিনের ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করলে মহাপুরুষ হবার রাস্তা পাওয়া যায়। তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা, সংযম, ঈশ্বরবিশ্বাস, ছোট ছোট দৈনন্দিন জীবনের মাঝে সত্যনিষ্ঠা আমাদের জীবন গড়বার পাথেয় যোগায়।

পথ চলতে চলতে এঁরাই চোখ ফুটিয়ে আমার পথ সুগম করে দিয়েছেন। এঁদের মাঝখান থেকেই পেয়েছি অপূর্ব্ব স্বীকৃতি, যাতে জাতির এই সব দৈন্যের—এই সর্ব্বনাশের সন্ধান পেয়েছি তাই এই সব মানুষের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এঁরা অস্বীকার করেননি, নিজেদের দৈন্য অকপটে বলে গ্যাছেন। কত সাধুমহাত্মার কাছেও এমন স্বীকৃতি পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করাতে অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মহত্ত্বকে এখনও প্রণাম করি। নিজেদের চ্যুতিকে অস্বীকার করেননি, নিজেদের পদগৌরব দিয়ে তাকে ঢাকবার চেষ্টাও করেননি, অকপটে আমার মতন সামান্য একজন পথিকের কাছে স্বীকার করেছেন নিজের দৈন্যকে, আমার পথকে সুগম করে দেবেন বলে। সেদিন তাঁদের পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে বলেছিলাম—সত্যের আলোয় তোমাদের মহিমা কিছুমাত্র ম্লান হয় নি, আত্ম-অনুশোচনার মাঝে তোমরা শুদ্ধ রয়েছো, নিজেদের কথা বলে আমায় সাবধান করে দিয়েছো। বল্‌তে বসে পাঠকের কাছে এই রকম দু'চারটি কথা বলবো। পাঠক বুঝতে পারবেন চ্যুতির মাঝখানেও সাধুত্ব কেমন করে বেঁচে থাকে।

এই রকম চল্‌তে চল্‌তে এক সময় এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে উপস্থিত হই। সেখানে এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে একজন সদাশয় ভদ্রলোক স্থান দেন। আস্তে আস্তে সংসঙ্গের মাঝখান দিয়ে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। তিনি আমায় একজন মহাত্মার কথা বলেন। তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা হয়।

একদিন তাঁর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হই। আশ্রমটি রাজ-প্রাসাদকেও হার মানায়। বহু লোকজন। একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করি—মহাত্মাজীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চাই। তিনি আমার বেশভূষা দেখে ও মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে ভাবলেন আমি কিছু ভিক্ষার জন্য এসেছি। আমায় বললেন—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এখন হবে না, যা বলবার আমার কাছে বলুন। আমি বললাম, আমি তাঁকেই দর্শন করতে এসেছি এবং তাঁর সাথেই আমার প্রয়োজন। তাঁর নাম শুনে তাঁকে দেখতে এসেছি, অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন আমার নেই। সেই সাধু খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কি জানি কি ভেবে বললেন, এ দিক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে হলঘরে তাঁকে পাবেন।

আমি তাঁর কথামত গিয়ে দেখি মহাত্মাজী বসে আছেন। দু'চারজন অন্তরঙ্গও পদমর্য্যাদা মত বসে আছেন। আমি গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম। আমায় দেখে বললেন—কোথা থেকে আস্‌ছো? বললাম, আমার নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান নেই। চল্‌তে চল্‌তে এসে পড়েছি। বললেন—কতদিন এখানে এসেছো? বললাম—খুব বেশীদিন নয়, দিন কুড়ি-বাইশ হবে। কোথায় আছ? বললাম, অমুক স্থানে। খাও কি ক'রে? ব'লালম, মাধুকরী ক'রে খাই। শুনে ব'ললেন নিজে পাক কর, না তৈরী অন্ন খাও? বললাম—যখন যেমন সুবিধা হয় সেই ভাবেই থাকি। বললেন—এখানে কি মনে করে? বললাম—আপনার কথা শুনে আপনাকে দর্শন করতে এলাম। এ জীবনের অনেক পথতো মাড়ালেন, তাই কিছু পথের সন্ধান পাব বলে এসেছি। বললেন—বেশ, ব'সো।

তারপর পাশের অন্তরঙ্গদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবর্ত্তায় সময় কাটতে লাগলো। কে এক বড় ব্যবসাদার ভক্ত কবে আসবে, তারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় থাকবে, কি রকম করে রাখতে হবে, সঙ্গে তাদের কে কে আসবে। কোন মহারাজের মা আসবেন, তাঁকে কিভাবে খাতির-যত্ন করতে হবে। তাঁর রন্ধনের কি ব্যবস্থা হবে, কোন্ মটরখানা তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। কে নূতন একজন রাজা মন্ত্র নেবে ব'লে লিখেছে তাঁর কোন শিষ্যের আত্মীয়। তার একটা ফর্দ্দ তৈরী করতে হবে—এই ভাবে চললো প্রায় তিন ঘণ্টা। আমি দেখলাম এখন মহাত্মার সময় হবে না, অন্য সময় চেষ্টা করবো।

মহাত্মার বয়স হয়েছে। সব চুলই সাদা, মাংসও প্রায় ঝুলে পড়েছে। গায়ে দামী সিল্কের গেরুয়া জামা, পরণে অতি মিহি সিল্কের বহির্বাস। যে পালঙ্কে বসে আছেন তার মূল্য কয়েক হাজার টাকা হবে। খড়মে সোনার গুলি, রূপার কমণ্ডলু—ধরবার জায়গা সোনার। চোখে সোনার ফ্রেমের মূল্যবান চশমা, ঘরের প্রত্যেক আসবাবটি রাজা-রাজড়ার ঘরেই মানায়—সাধুর আস্তানায় গেরুয়ার সঙ্গে খাপ খায় না। অনেকক্ষণ থেকে বসে উঠলাম। আমার দিকে চেয়ে বললেন বড় ব্যস্ত আছি অন্য সময় এসো। বললাম—কখন আস্‌বো মহারাজ, কখন এলে সুবিধা হবে? বললেন—বৈকালে এসো, ৪টার পর।

অভিবাদন করে বিদায় নিলাম, ভক্তেরা একবার চেয়ে দেখলো। মনে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না, আমি এখানে কেন? কিছু প্রার্থী হবে বলে মনে করেছিল, কিন্তু আমার নিঃসংকোচ কথাবার্ত্তা শুনে এবং ভক্তদের আমল না দেওয়াতে ঠিক ধরতে পারছিল না—কেন এসেছি। তাদের ভাবগতিক দেখে আমারও বুঝতে দেরী হয় নি যে এখানে কিছু প্রাপ্তির আশায় এলে এদের না ধ'রলে কার্য্যসিদ্ধি হবার উপায় নেই। তাই কেউ কিছু পাবার আশায় এলে প্রথমেই এদের আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে এবং এরা সন্তুষ্ট হলেই আর কোন গোলমাল থাকে না। তাই আমি যখন কেবল মহাত্মার সঙ্গই চাই এবং আর কোন প্রয়োজন নেই বললাম—তখন এরা একটু অবাক হোল। যাবার সময় সেই সাধুটি বললেন—কি, দেখা হোল? বললাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন হয়েছে তবে এখনও স্পর্শন হয় নি। তবে আশা আছে। একটু হেসে বললেন, অনুমতি পেলেন? বললাম—কার? বললেন—সকলের। বললাম—মহাত্মা তো সকলের, তাকে দর্শনের জন্য আবার অনুমতির অপেক্ষা আছে নাকি? একটু হেসে সাধু বললেন—এখনও পাক ধরেনি কিনা তাই বুঝবেন না। আরো দিনকতক এপথে চলুন, তখন সব বুঝতে পারবেন।

কিছু না বলে চলে এলাম। এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু ব'ললাম না। ভাবলাম দেখাই যাক না, নূতন একটা অভিজ্ঞতা তো হবে!

এই ভেবে সেই ৪টায় গিয়ে আবার হাজির হলাম। আমায় দেখে বললেন—এসো। বলে বসতে ব'ললেন। আমি অভিবাদন করে ব'সলাম। তারপর দু'চার কথা জিজ্ঞাসার পর সেই সকালের পুনরাবৃত্তি। কথার মাঝে কোন বিরক্তি নেই, কেবল খবরদারির কথা। যেসব লোকের খবরদারি করতে হয় তারা সব অভিজাত শ্রেণীর লোক। এঁর আশ্রমটি দেখলে মনে হয় কোন রাজার বাড়ীতে এসেছি। এদিনও বসেই রইলাম নির্ব্বাক শ্রোতা হয়ে কিছু সৎসঙ্গের আশায়। সেদিনও উঠলাম ২।৩ ঘণ্টা পরে। আবার আসতে বললেন।

আমি ভাবলাম দেখতে হবে ব্যাপারটা। এ এক নূতন অধ্যায়ের নূতন পাঠ পড়া হচ্ছে। আমিও ঠিক নিয়মিত ভাবে যেতে থাকলাম। ক্রমশ ৭।৮ দিন হয়ে গেল এক ভাবে। আমার প্রতি কারো কোন কৌতূহল নেই বা গ্রাহ্যও নেই। তবে দেখি মহাত্মাজী যেন আস্তে আস্তে একটু একটু করে লজ্জিত হয়ে পড়ছেন। অনেক চেষ্টা করেন ভক্তদের সরাবার; কিন্তু একজন যায় তো আর একজন আসে, বিশ্রাম বড় একটা নেই। কথা সেই এক ধাঁচের। কি সুখে যে এই সোনার শৃঙ্খল ইনি পরেছেন, বুঝতে পারলাম না। মহাত্মার দেখলাম কোন স্বাধীনতা নেই। যেন একজন কর্ম্মচারী, বসে আছেন সকলের তত্ত্বাবধান করবার জন্য। শেষের দিন স্থির করেই এসেছিলাম আজ মহাত্মাজীকে দু'চারটি কথা বলে বিদায় নোব। এখানকার যা দেখবার তা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ হয়ে গ্যাছে। এই রকম শিষ্য-সেবক দালান-কোঠা নিয়ে সাধু জীবনের কি সর্ব্বনাশ হয়, তা দেখে কয়েকদিনে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আর ওখানে বস্‌তে প্রাণ চাচ্ছিল না। ভাবলাম, মহাত্মাকে আজ যা আমার বলবার, তা বলে বিদায় নোব।

এই ভেবে অন্য দিনের চেয়ে বেশিক্ষণ বসেই রইলাম। শেষে দেখলাম ভক্তও কর্ম্মচারীরা প্রায় সব চলে গেল। মহাত্মা প্রায় একলা। একজন কেবল তখনও বসে আছে। সেদিন আমায় উঠতে না দেখে মহাত্মাও একটু বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, হ'য়তো এখানে আজ প্রসাদ পেতে চাই। তাই বললেন—আজ এখানে প্রসাদ পেয়ে যাও না, ক'দিন আসছো—দেখি, আস আর চলে যাও, একবার বলতে মনেও হয় নি ; বলে আমার দিকে তাকালেন সম্মতির জন্য। যে ভক্তটি বসেছিল সেও তাকালো যেন কৃতার্থ করবার জন্য। আমি ব'ললাম—মহারাজ, আমি আর আসবো না বলে আজ আপনার সাথে দু'একটা কথা ব'লবার জন্য বসে আছি। শুনে মহাত্মা ও ভক্তটি দু'জনেই চমকে উঠলেন। মহাত্মা ব'ললেন—কেন, কি হোল ? আর আসবে না কেন ? ব'ললাম—মহারজ এ ক'দিন ধরে বসে বসে আমার যা দেখবার, যা পাবার তা পেলাম। আর এখানে আসবার প্রয়োজন হবে না। মহাত্মা চমকে উঠে বললেন—কেন, কি দেখলে ? ব'ললাম—মহারাজ, আপনার মতন একজন প্রবীণ মহাত্মাকে আমার কি বলা শোভা পায়। যা দেখলাম বা শিখলাম তা আমারই থাক। দেখি মহাত্মার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ভক্তটির আর সে অবজ্ঞার ভাব নেই, বেশ খাড়া হয়ে বসে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমায় দেখছে। বললাম—মহারাজ আমি রাস্তার সাধু, রাস্তাকেই বরণ করেছি। রাস্তায় চলি, রাস্তায় থাকি, রাস্তার মাঝেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। এই ভাবেই আমার দিন কাটে। অভিজ্ঞতার জন্য যতদিন প্রয়োজন দাঁড়াই, প্রয়োজন শেষ হলে আবার চলি। এখানেও এসেছিলাম শিখতে। শেখার তো শেষ নেই। পথ চলতে চলতে কত দেখছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত শিখছি, আবার কত শিখবো। আপনার কাছেও এসেছিলাম শিখতে। প্রাচীন মহাত্মা ব'লে মনে হয়েছিল, কত সৎসঙ্গ পাব, কত কথা পাব এ পথের, যা আমার পথচলাকে সুগম ক'রে দেবে।

এসে দেখলাম আপনার মুখ বন্ধ, জাঞ্জল ঠেলে সৎসঙ্গ পাওয়া কঠিন। তাই বসে বসে আপনার জীবনের ঠেক খাওয়াটা দেখছিলাম আজ এতদিন ধরে। সঙ্গ আপনি না করলেও আমি আপনার সঙ্গ পাচ্ছিলাম, আপনার এতদিনের জীবনের ছবি আমার কাছে ফুটে উঠেছে। মহাত্মা অত্যন্ত বিচলিত ও শ্রদ্ধানম্র ভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—কি দেখলে বল; সঙ্কোচ কোরো না, দ্বিধা রেখো না। তুমি সাধু আমাকে খাঁটি কথাটা বলে যাও। খাঁটি কথা আজ ভুলে গ্যাছি। বল, কোন ইতস্ততঃ কোরো না। ব'ললাম—মহারাজ, আপনি তেমাথা রাস্তার থেকে ফিরেছেন। তপস্যা যা করেছিলেন সর্ব্বদুঃখ নাশের জন্য, তা এতেই খেয়ে গ্যাছে, বাকী আর খুব বেশী কিছু নেই। তপস্যার মাঝে মনে জেগেছিল বড় বড় শিষ্য হোক, ভক্ত হোক, এই রকম গাড়ী-বাড়ী-টাকা হোক, লোকমান্য হোক। তাই হয়েছে। হয়ে আপনাকে সত্য থেকে—তপস্যা থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। যা ছেড়ে এসেছিলেন, তাই আপনাকে ঘিরে ধরেছে। শুনে মহাত্মা অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আমায় বুকে টেনে নিলেন।

ব'ললেন—ঠিক বলেছো, আমি তেমাথার থেকেই ফিরেছি। বাবা, খুব কষ্ট করে খেটেখুটে কিছু আনন্দ পেতে পেতে এই সব বাসনা —যা তুমি ব'ললে, আসতে লাগলো। বড় বড় লোক খাতির করতে লাগলো। ক্রমশঃ তাদের মাঝখান থেকে শিষ্য হ'তে লাগলো। তারপর তাদের আত্মীয়-স্বজন সব ভক্ত হোল। এইভাবে আস্তে আস্তে শিষ্যসংখ্যা ভক্তসংখ্যা যেমন যেমন বাড়তে লাগলো তেমনি আমিও এক এক ধাপ ক'রে নামতে লাগলাম। আগে কখনও কখনও মন বিদ্রোহ ক'রতো, আবার সেই কঠোর বৈরাগ্যের মাঝে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে যেতে চাইতো, কিন্তু দেখতাম যে-বাঁধনে স্বেচ্ছায় একদিন বাঁধা পড়েছি, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যেখানেই গেছি এই সব 'বড়লোকের দল' পিছনে ছুটেছে, আমাকে গণ্ডিবদ্ধ করে আমার সে স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছে। সুবিধার মাঝখানে আমি অমৃতকে হারিয়েছি। যেমন যেমন বিষয় বেড়েছে, তেমনি তেমনি তপস্যার সর্ব্বনাশ হয়েছে। এরা—যারা পাশে আছে তারা বলেছে—বাবা, এ-তো সকলের কল্যাণের জন্য করেছেন, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি এ আমারই বাসনা-কামনার ফল। ভগবানকে ডাকতে বসে তাঁকে ভুলে শেষে এদেরই ডেকে বোসলাম, ফলে পেলাম কি, না দাসত্ব। কোথায় গেল সে স্বাধীনতা, সে বৈরাগ্যের সুখ! তোমার মতন এমন ক'রে আমায় যদি কেউ আঘাত কোরতো অন্ততঃ কিছু সময় থাকৃতে, তবে হয়তো ফের হুঁস হোতো।

মহাত্মা দেখি অনুশোচনায় ভ'রে গ্যাছেন, দু'চোখ বেয়ে অনুতাপ অশ্রু ঝরে প'ড়ছে। অন্তরের বৈরাগী মানুষটি উঁকি মারছে। দেখলাম তপস্যা এঁর অন্তরে যে দাগ কেটে গ্যাছে, যে আনন্দের সন্ধান রেখে গ্যাছে, তা এত ভোগের মাঝেও একেবারে ডুবে যায়নি। সৎসঙ্গের গঙ্গাজলে ধুতে পারলে আবার তার শুভ্রতা ফুটে ওঠে।

ভক্তটি দেখি আমাদের কথাবর্ত্তা শুনে চমকে উঠেছে। যে আসনে সে বসেছিল, তা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, শ্রদ্ধায় তার চোখেও জল এসেছে।

আমি মহাত্মাকে প্রণাম করে ব'ললাম—আজ যে সৎসঙ্গ পেলাম বহুদিন আমার তা পথচলার পাথেয় হয়ে থাকৃবে। আশীর্ব্বাদ করুন আমার যাত্রাপথ যেন সুগম হয়। আমায় বুকে চেপে ধরে মহাত্মা আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'ললেন—আশীর্ব্বাদ করি সার্থক হোক তোমার ঘর-ছাড়া, যে ভুল আমার বা আমাদের জীবনে হোল, তা যেন তোমার জীবনকে না অন্ধকার করে দেয়। বৈরাগ্যের রাজপথ ধ'রে সত্যের বিজয় তোরণের সিংদরজায় গিয়ে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হও। সুবিধার সর্ব্বনাশা কুহক থেকে সব সময় দূরে থাকবে, এই সুবিধার মাঝেই সাধুত্বের বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। তোমাকে দেখে ভিক্ষুক বলেই মনে হয়েছিল। আজ নিজের দৈন্য দেখে ভিক্ষুক যে কে, চিনতে পেরেছি। যেমন যেমন দৈন্য দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রাণ হাহাকার করে উঠছে। বাবা, আমার এ পতন হোয়েছে লোকসঙ্গে। একটা কথা তোমায় বলে দি, যা কাজে লাগবে। পথ চলার সময় বড় লোকের সঙ্গ সব সময় এড়িয়ে চলবে, যাদের সঙ্গে থাক্‌লে তুমি পরিচিত হয়ে পড়বে এমন সঙ্গ সাবধানের এঁড়িয়ে চলবে। যে সাধু এ শুনবে না, তাকে পড়্‌তেই হবে। সাধু জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ট সম্পদ হোল আত্মগোপন, এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। আজ এই আত্মগোপন মন্ত্রকে ভুলে আমি পড়েছি। যারা একথা শুনবে না তারাও পড়বে।

দেখি আমাদের কথাবার্ত্তা মঠের মাঝে জানাজানি হয়ে গ্যাছে। পাশের বারান্দায় বহু গণ্যমান্য লোক জড়ো হয়েছেন। সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখছেন। সকলের মুখেই শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছে। প্রকৃত সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না দেখলাম। কাল যারা তাচ্ছিল্যের ভাবে তাকিয়েছিল, আজ দেখি তাদের মাঝে আত্ম-শুদ্ধির অনুশোচনা। মহাত্মার আশীর্ব্বাদ মাথায় করে ফের তাকে প্রণাম করে আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লাম।

দু'এক দিনের মাঝে দেখি আমি বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছি। বহুলোক আমার পিছন নিয়েছে। ভাবলাম মন্দ নয়, এবার এ জঞ্জাল এল আমার ঘাড়ে। যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দেখি তিনিও খাতির করতে আরম্ভ করেছেন। তার কথার মাঝে সে স্বচ্ছন্দ গতি নেই, বেশ একটা ব্যবধান বাঁচিয়ে চলছেন। ভাবলাম—আর নয়, এবার সরতে হবে। এ মোহ, এ নাম-যশের নেশা যদি একবাব ধরে তবে আর হুঁস থাকবে না, মহাত্মার উপদেশ স্মরণ হোল,—"সাধুর সম্পদ হোল আত্মগোপনতা। বাবা, তাই হারিয়ে আজ আমার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা"। কাকেও কিছু না বলে একদিন রাতের আঁধার থাকতে থাকতে শঙ্কাকুল চিত্তে বিদায় নিলাম সেই তীর্থস্থান থেকে।

যাবার সময় মনে মনে মহাত্মার চরণে প্রণাম জানালাম। ব'ললাম যে শিক্ষা তুমি দিলে, তা যেন মনে থাকে। এমনি করে যেন তোমার মতন মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি, কোন পদগৌরবই যেন তাতে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। সেদিন সেই রাতের আঁধারে মনে হয়েছিল যেন কারা আমার বৈরাগ্যধনকে কেড়ে নিতে আস্‌ছে। সম্মান মদিরায় একবার ডুবলে আর উঠতে পারবো না। শীতের হাওয়া তখন হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে, আকাশের সমস্ত আঙ্গিনায় তারার দীপালী নিয়ে কে যেন অপেক্ষা করে বসে আছে যুগ যুগ ধরে কার প্রত্যাগমনের আশায়। আকাশের কোলে ঢ'লে পড়েছে পঞ্চমীর চাঁদ, তার ম্লান আলোয় নদীতীর, গাছপালা এক অপরূপ মহিমায় ভরে উঠেছে।

চল্‌তে চল্‌তে পথের মায়া কতবার হাতছানি দিল। বেশ তো পাচ্ছিলে, এখান থেকে চলে যাচ্ছ কেন। কঠোরতার তপস্যার এই তো উপহার। কতলোক আস্‌তো তোমার কাছে, তাদের কর্‌তে কল্যাণ। দেখি একটু অসতর্ক হলেই মায়া ফেলতো তার কুহকে। অন্তরের বিবেক শাসিয়ে ব'লল—দেখছো মহাত্মা কোথায় পড়েছিলেন, সাধবান এ কুহকিনীর ডাকে সাড়া দিও না। সমস্ত বাহবাকে দূরে ফেলে আত্মবিচারের আলোকিত রাস্তা মাড়িয়ে চলো, দেখবে কি অমৃতের সন্ধান পাবে! প্রাণের মাঝে সেই ঘর-ছাড়ার সুর বেজে উঠলো, একলা চলার ছন্দে ছন্দে তা হৃদয় ভরিয়ে আমায় এগিয়ে নিয়ে চল্‌লো। শরীর আজ দীর্ঘকাল অসুস্থতার মাঝে পঙ্গু হয়ে পড়েছে এখন আর সে স্বাধীনতা নেই, কিন্তু আজও সবার মাঝে বসেও সুখ পাই না, পথের মায়া আকুল করে তোলে। যে একবার পথকে ভালবেসেছে, যাকে সে একবার ডাক দিয়েছে, তার জীবনে আর কিছু ভাল লাগে না। তাকে তখন আকাশ, বাতাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী, পাহাড়, ঝরণা, ফল, ফুল ডাক দেয়, সবার মাঝে ফেলে সে নিজেকে হারিয়ে, প্রিয়ের পানে সে চেয়ে থাকে প্রেম-বিহ্বল চোখে। সব বাধাই তখন যায় তার আলগা হয়ে ; তখন ঝরণা ধারার মত সব কিছু বাধাকে ঠেলে ভাসিয়ে সে ছুটে চলে দুর্দ্দমনীয় বেগে অসীমের পানে শান্ত, স্তব্ধ, মৌন প্রকৃতির অন্তরের ভাষা তখন বুঝতে পারে, এই ভাষা শেখবার জন্যই বুদ্ধ ঘর ছেড়েছিল, শঙ্কর মাথা মুড়িয়েছিল, চৈতন্য পাগল হয়েছিল। যাকে সে ডাক দেয়,যার পানে সে চোখ মেলে চায়, সে গাগল হয়ে যায়। প্রতি পল্লবে, প্রতি মঞ্জুরিত কিশলয়ে পাগল-করা দখিণা হাওয়ায়, রাত্রি শেষের উষার প্রভাতী আলোকে, কুলু কুইলু গানে বয়ে যাওয়া নদী-তরঙ্গের মাঝে সে তখন শুনতে পায় আহ্বান। সবাই ডাকে, সবাই কথা বলে, সবাই ঘরে ফেরার আহ্বান জানায়। এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুনতে শুনতে বাইরের চোখ যায় বুজে, ইন্দ্রিয় হয়ে যায় বিকল। বাইরে মরে ভিতরে জাগে। যুগ যুগ ধ'রে—অনন্ত কাল ধরে চলেছে এই খেলা।

এই রকম চল্‌তে চল্‌তে এক মহাত্মার কথা শুনি। সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে দেখলাম। শিষ্য ও গুণমুগ্ধের দলও কম নয়। জায়গাটি পছন্দ হওয়াতে এবং আমার তপস্যার অনুকূল বোধে সেখানে কিছুকাল থাকবার ইচ্ছা হয়। সেখানে এক বাগান-বাড়ীতে আসন করি। দু'চার জনের সাথে আলাপ হ'তে হ'তে তাঁরাও মহাত্মার কথা বলেন, তাঁদের কথা শুনে মহাত্মাকে দেখবার ইচ্ছা হয়।

মহাত্মা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধু, ইতিঃপূর্ব্বেও তাঁর নাম শুনেছিলাম। বহু আশ্রম তাঁর আছে অনেক জায়গায়। এখানে বেশ একান্ত নিরালায় এঁর স্থানটি। পরিবেশটিও মনোরম। ইনি থাকেন একটু পৃথক আবেষ্টনে। শিষ্য-ভক্তরা তাঁর কাছাকাছি থাকে ; তবে পৃথক ভাবে। মহাত্মার জন্য পৃথক ব্যবস্থা। সেখানে তাঁর ৪।৫ জন অন্তরঙ্গ সেবা করবার লোক থাকে। তাঁরাই দেখলাম সব তত্ত্বাবধান করেন। তাঁদের কাছে গিয়ে ব'ললাম—একবার মহাত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। শুনে একজন বললেন—দেখা তো তাঁর সাথে—যখন-তখন হয় না, নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। বলে আমায় বৈকালে আসতে বললেন এবং কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। ব'লালাম—অন্য কোন প্রয়োজন নেই, মহাত্মা তিনি, তাই দর্শন করতে চাই। শুনে আমায় আর কিছু বললেন না, কেবল বললেন—আস্‌বেন।

বৈকাল বেলায় গেলাম। তাঁরা আমায় বসিয়ে রেখে খবর দিতে গেলেন। ভাবলাম মহাত্মা ভজনানন্দ; নইলে লোকসঙ্গে এমন সাবধান থাকেন! খানিকক্ষণ পরে আমায় নিয়ে গেলেন। পহুঁছে দিয়ে সেবক বিদায় নিলেন।

আমি ঘরে ঢুকে দেখি ৫।৬ জন স্ত্রী-পুরুষ বসে আছে। আমায় দেখে মহাত্মাজী বস্‌তে বললেন, আমি অভিবাদন করে বসলাম। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কোথা থেকে আস্‌ছো? এখানে কোথায় আছ? কতদিন ধ'রে এ ভাবে ঘুরছো? সব জানার পর বললেন—বেশ তোমার মাঝে স্বাধীন ভাবটি তো সুন্দর! ভিক্ষা করে খাই শুনে বড় খুশী। দেখি যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মাঝে একজন এসেছেন মন্ত্র নেবার জন্য। মহাত্মাজী কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না, ভক্তও ছাড়বেন না। শেষে বললেন—আচ্ছা আরো কিছুদিন দেখি তারপর বল্‌বো। বড় ভাল লাগ্‌লো তাঁকে। কথার মাঝে কেমন একটি দরদ এবং সব সময়ে কেমন একটি উদাসীন ভাব। দেখলাম সকলকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, দিলেনও। তারপর আমায় ডেকে কাছে বসিয়ে স্বস্নেহে বললেন—ছ'টো যে তাঁর কথা কব তার উপায় নেই। এরা কিছু করবে না অথচ মন্ত্র দিতে হবে। বললেন—গুরুমহারাজ আমায় এখানে বসিয়ে গ্যাছেন; ভাল লাগে না এসব। বেশ ছিলাম কোনো ঝামেলা ছিল না। এখন—মানে তাঁর দেহত্যাগর পর এই সব করতে হচ্ছে। ব'ললাম—আপনাদের মতন লোক যদি এ সব জায়গায় না থাক্‌বে তবে আমরা এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াবো কোথায়, কার কাছে এ পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করবো? একটু হেসে বললেন—সন্ধান জানলে তো সন্ধান দেবো। যে সময়ে সন্ধান করবো সেই সময়টাতেই তো আটকে পড়লাম, দিনরাত যদি এই সব সঙ্গ হয়, তবে আর সন্ধান পাব কোথা থেকে? নিজেকে পৃথক করে রাখ্‌তে পারলে তো আমায় পাব। দিনরাত যদি স্তবস্তুতি আর মহাপুরুষ মহাপুরুষ শুনতে হয়, তবে আর আত্মবিচার থাক্‌বে কি করে?

দেখলাম প্রকৃত মহাত্মা, অন্তরে বৈরাগ্যের দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয়নি, সকলেই বেশ শ্রদ্ধা নিয়ে এর সঙ্গে চলেন। একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন। প্রাসাদের মত বাড়ী, কিন্তু থাকেন তার মাঝে প্রকৃত বৈরাগীর বেশে। তু'খানি কম্বল, একখানি চৌকীতে পাতা তার উপরে গেরুয়া চাদর, কাঠের একটা কমণ্ডলু, পাশে জলের একটি মাটির পাত্র। খানকতক গ্রন্থ একপাশে সাজান। পাশে আর একটি ঘর, তাতে ভজনের আসন পাতা। দেওয়ালে গুরুদেবের ফটো ও তু'-একখানি দেব-দেবীর মূর্ত্তি। বড় ভাল লাগ্‌লো মহাত্মাকে। আমায় বললেন—মাধুকরী করে খাও শুনে বড় আনন্দ হোল, সাধু-জীবনের কিছু দিন এ অবশ্য-করণীয়। কেমন করে মাধুকরী করি জিজ্ঞাসা করলেন। শুনে ভারী খুশী হয়ে বললেন— এই ঠিক হচ্ছে, অনেক সময় আমরা মাধুকরীর নামে জুয়াচুরি করি। রোজ ঘর বেঁধে মাধুকরীর করতে গিয়ে মাধুকরি করার ফল পাই না। মাধুকরী সাধুকে নিশ্চিন্ত স্বাধীন করে দেয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁর উপরে নির্ভরতা এনে দেয়। বাতাসের মত স্বাধীনভাবে গড়ে দেয় সাধুকে। মহাত্মার বয়স মনে হোল প্রায় ষাটের উপরেই হবে। চমৎকার জ্যোতির্ম্ময়, সৌম্যমূর্ত্তি, তাতে একটা বৈরাগ্যের দীপ্তি রয়েছে। মনে হোল যেন আত্মীয়ের কাছে এসে বসেছি। একটি কথাও বাজে কইলেন না—আমার জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা বললেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন তাঁর কাছে ব'সে বড় সুখ পেলাম। জিজ্ঞাসা কোরলাম,—মহারাজ, এসে বড় সুখ পেলাম, যদি মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসি, তাতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো ? হেসে ব'ললেন,—তোমাদের জন্যই তো ব'সে আছি, তোমরা সকলে আসবে, তোমাদের কাছে বসে তাঁর কথা ব'লব, তোমাদের মুখে তাঁর কথা শুনব। ব'ললেন, বহুদিন তোমাদের মতন চলেছিলাম, উত্তরাখণ্ডে বহুদিন ছিলাম। একলা থাকতাম, মাধুকরী কোরতাম আর সৎসঙ্গ ক'রে ঘুরে বেড়াতাম। বড় আনন্দে ছিলাম! গুরু মহারাজ ডাকাতে আসতে হোয়েছে। তাঁকে অনেক বলেছিলাম, কিন্তু তিনি ছাড়লেন না ; আমায় এই ভার দিয়ে গেলেন। এখনও প্রাণ চায় সেই রকম ভাবে ঘুরে বেড়াতে।

সেদিন চলে এলাম, তার পর ক্রমান্বয়ে ছ'মাস ধ'রে তাঁর কাছে যেতে থাকলাম। সৎসঙ্গ ক'রে যে কী সুখ পেতাম তার তুলনা হয় না। ক্রমশ আমারও সঙ্কোচ কেটে গেল। অসঙ্কোচে সব কথা বোলতাম। তিনি অতি আগ্রহভ'রে শুনতেন। কখনও বোলতেন—কী ভগবত কৃপা! এই অল্প বয়সে এসব বস্তু পেলে কি কোরে ? যেতে একটু দেরী হোলে দেখতাম, আকুল হোয়ে অপেক্ষা কোরছেন। আমায় একবার কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি তাতে বলি—না মহারাজ, তাতে সৎ সঙ্গের ব্যাঘাত হবে। আমি হয়তো সুবিধার মাঝে ব'সে পড়ব আদর্শ হারিয়ে, ঠিক এভাবে সৎসঙ্গ হবে না। তা' ছাড়া এখানে বহু প্রকারের লোক আছেন, তাঁদের মাঝে আমার সুবিধা হবে না। আমার সেই কথা শুনে পিঠ চাপড়ে, সেকি আনন্দ! "বেটা এহি তো শেরকো মাফিক বাত হ্যায়। বড় আনন্দ হুয়া তুরে বাত শুন্‌কর। যিসকো বৈরাগ মে আনন্দ মিলা, উতো সংসার-আনন্দকো, সুবিধাকো থু কর দিয়া।"

বলে আমায় আশীর্ব্বাদ কোরলেন। আমি প্রণাম ক'রে ব'ললাম,—আপনি মহাত্মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন তাই যেন পারি। এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর ক্রমশ আরো ঘনিষ্ঠ হোয়ে উঠলাম আমরা পরস্পরের কাছে। কথা বোলতে বোলতে আর সময়ের হিসাব থাকতো না। ভজনের নিগূঢ় কথা, অকপটে আলোচনা চোলতো। কখনও মহাত্মার কথার প্রতিবাদও ক'রে ফেলতাম। তাতে কখনও বিরক্ত হোতেন না, অতি আগ্রহে মনোযোগের সাথে সব কথা শুনতেন। কখনও হয়ত' গিয়ে বোলতাম,—মহারাজ এই রকম যা হোচ্ছে তার কথা কি শাস্ত্রে কোথাও আছে? শুনে গ্রন্থের থেকে সেই জায়গা বার ক'রে দেখাতেন এবং শাস্ত্র যে অনুভূতিরই কথা, তাই ব'লে আমায় আশ্বাস দিতেন। যে সময়ে আমাদের আলাপ হোতো, সে সময়ে দেখতাম আস্তে আস্তে আশ্রমের সাধু-মহাত্মা, ভক্তরা এসে বসতেন এবং তাঁরাও আলোচনায় যোগ দিতেন। ভগবত মহিমার কথা বোলতে বোলতে তাঁদেরও মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠতো। মহাত্মা সকলের কথা আগ্রহ ভরে শুনতেন। কখনও কখনও উচ্ছ্বসিত হোয়ে ব'লে উঠতেন—"আরে ই কেয়া অমৃত হ্যায়!" সেই সময় তাঁর মুখ প্রেমে, অনুরাগে অপরূপ হোয়ে উঠতো। এই যে আমাদের এতো কথা হোতো, তার মাঝে একটি কথাও বাজে হোতো না। বাজে কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধবিহীন কথা মনেও কারো উঠতো না। সময় সময় আমরা ভুলে যেতাম, আমরা কোথায়; ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধও থাকতো না। ইদানীং মহাত্মা আমায় যে-কোন সময় আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমিও থাকতে পারতাম না, কখন গিয়ে ব'সে সৎসঙ্গ হবে তার জন্য মন ছটফট কোরতো। হয়তো মাধুকরী কোরতে বেরিয়ে ভাবলাম একটু সৎসঙ্গ করে যাই, এখন তো সময় আছে, ব্যাস—একেবারে বেলা ৩টা! ঠাকুরের ভোগ দিয়ে সেবকরাও এসে বসেছে, খাওয়া দাওয়ার কথা কারুর মনে নাই। শেষে ঠাকুর তোলবার সময়, হুঁস হোল। তখন সকলেই লজ্জিত। মহাত্মাজী, স্নেহমাখা সুরে বোলতেন, আজতো মাধুকরী গেল, শরীরটা থাকবে ক্যামন ক'রে? ব'ললাম—মহারাজ, যা খেলাম তাতে অন্য কিছু খাবার প্রয়োজন নেই, ওবেলা মাধুকরী ক'রব। মহারাজ হয়তো কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলমূল দিতেন, তাই খেয়ে সেখানে বর্হির্বাস বিছিয়ে শুয়ে পড়তাম। ঘণ্টাখানেক পরে আবার জমে উঠতো, ভাঙ্গতো সেই রাত্রি ৯ টায়। আসনে ফিরতাম যেন নেশা করে। আমার জীবনে দেখেছি সং সঙ্গে যে ভজন হয়, তা আসনে বস্‌লেও হয় না। এ যেন গাঁজার কলকে—হাত ঘুরছে,—যত টান্‌ছি তত নেশা। এই রকম সৎসঙ্গে মনকে রাঙ্গিয়ে নিয়ে, আসনে বস্‌লে অতি অল্প সময়েই কাজ হয়ে যায়। কেবল ভজন করলে, তাতে প্রথম অবস্থায় শুষ্কতা আসে, কিন্তু সৎ সঙ্গের সঙ্গে ভজন করলে অতি অল্পদিনের মধ্যে অপূর্ব্ব স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে যাঁরা সৎসঙ্গ পেয়েছেন তাঁরা আমার কথার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। কোন পণ্ডিতের কাছে বসে টীকা-টিপ্পনি সমেত শাস্ত্রব্যাখ্যার কথা আমি বল্‌ছি না, যাঁর জীবনে প্রেম এসেছে, যিনি জীবনে কিছু পেয়েছেন, তাঁদের মুখ থেকে যখন কথা বেরোয়, তখন তা তাঁদের অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে বেরোয়, অতি পুরাতন সাধারণ কথাও তখন অসাধারণ বলে মনে হয়। মনে হয়—এ কথা জানি, শুনেছি, কিন্তু এমন ভঙ্গিমায় এমন হৃদয়স্পর্শী ক'রে শুনিনি। এ যেন জীবন্ত—এ যেন নূতন। হাজার লোক যাক তাদের কাঁদতেই হবে, তাদের বিহ্বল হয়ে বস্‌তেই হবে। যে কেঁদেছে সে কাঁদাতে পারে, যে পেয়েছে সে পাওয়াতে পারে। এ সঙ্গ না ক'রলে বোঝা যায় না। যার জীবনে একবার এ সঙ্গ হয়, সে আর এর লোভ ছাড়তে পারে না, এর জন্য সে ঘুরে বেড়ায়। কথা কইতে বসে যে কি সুখ, তা এ না-পেলে বোঝা যায় না। সৎসঙ্গের কি মহিমা তা সামান্য আমি কি বলবো। তবে যাঁদের ভজনে চিত্ত বসেনি, যাঁরা এ পথে প্রথম পা দিচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে সৎসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। সৎসঙ্গ করতে করতেই ভজনের মাঝে কি আছে বুঝতে পারবেন এবং অল্প দিনেই কৃতার্থতা লাভ করবেন।

এই রকম হ'তে হ'তে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। দেখলাম সে স্থানটি ছাড়তে পারছি না, আর মহাত্মার প্রতিও একটা আকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভব করছি। তাঁর কাছ থেকে যখনই যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, তখনই বলেছেন—আর কিছুদিন থাক, কথা ঠেলতে পারতাম না, শ্রদ্ধা করতাম।

ক্রমশঃ আমার সুবিধার দিকে স্নেহ বশতঃ নজর দিতে আরম্ভ করলেন! খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসার দিকে নজর দিতে আরম্ভ করলেন। আমার প্রতি তাঁর একটা স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। হয়তো তাঁর বিশ্রামের সময়ে গিয়ে পড়তাম, তিনি অবাধে উঠে আসতেন। কখনও ভজনের সময় গিয়ে পড়তাম, তিনি ব'লে উঠতেন—ব'সো ব'সো, এই আমার হয়ে এলো। সময় সময় লজ্জিত হোতাম। মনে হোতো মহাত্মার স্নেহের উপর অত্যাচার করছি। নিজেও অনুভব করলাম তাঁর স্নেহের মাঝে একটা দুর্ব্বলতা বোধ করছি। আমার গুণকীর্ত্তন মহাত্মাজী আজকাল সকলের কাছে ক'রতে সুরু ক'রেছেন, তাতে রাস্তা-ঘাটে লোকের ভীড় হ'তে সুরু হয়েছে। কখনও রাস্তার মাঝে কথা হোতে সুরু হোল, লোক জমে গেল। সকলে আমায় সম্মান করতে লাগলো।

ভাবলাম চমৎকার, আত্মগোপন করতে গিয়ে আত্মপ্রচার করে বস্‌লাম,—তাঁর কথার মাঝে নিজের প্রচার হ'তে সুরু হ'ল। আর নয়, এবার চলতেই হবে। মহাত্মাকে গিয়ে ব'ললাম। দেখি তাঁর চোখে জল। ব'ললেন— না, আর নয় এ বাঁধনে তোমায় বাঁধবো না। সত্যই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি, কাছেই রাখতে তোমায় মন চাচ্ছে। কোন বন্ধন আমার নেই, কিন্তু আজ তুমি চলে যাবে শুনে প্রাণ মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছে। বাবা, সৎসঙ্গের মাঝে বসে তাঁকে ভালবাসতে গিয়ে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। তুমি যাও, এর পর এই সৎসঙ্গের কথা মনে করে আনন্দ পাব—প্রেরণা পাব। তোমার জন্য বহু লোক অপেক্ষা করছে। আমার জন্য তোমায় ধরে রাখ্‌বো না। মনে হয়েছে ধরে রাখি, কিন্তু এ দুর্ব্বলতা ধরা পড়েছে, বুঝতে পেরেছি এ আমার দুর্ব্বলতা। নিজের জন্য এ সুখকে রাখবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা সেও তো চ্যুতি। বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। প্রণাম করে ব'ললাম—মহারাজ এ জীবনের কিছুই জানি না, কেবল আপনাদের মুখে তাঁর কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। এই-ই আমার পথের সম্বল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন পথ চলবার সময় এ থেকে বঞ্চিত না হই। যে অমূল্য সম্পদ পেলাম, তাকে যেন ঠিকমত ব্যবহার করতে পারি। পাছে এর অমর্য্যাদা করে ফেলি, পাছে ভগবৎ কথার মাঝে, এ আনন্দের মাঝে, কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব এসে পড়ে, তাই চলে যাচ্ছি। সৎসঙ্গ খুব বেশী দিন এক জায়গায় করবারও বিপদ আছে, ক্রমশঃ লোকে ভগবানকে ছেড়ে দিয়ে মানুষকে ধরে। ভাবে এ আনন্দ বুঝি এই-ই দিচ্ছে, এই-ই বুঝি উদ্ধারকর্ত্তা, তাই তার জয় দিতে আরম্ভ করে। সামান্য অধিকারী আমরা, শুনতে শুনতে মোহগ্রস্ত হয়ে ভাবি, সবটুকুই বুঝি আমার পাওনা। যাঁর নামের মহিমায় এ অমৃত পাচ্ছিলাম, পরিবেশন করছিলাম, তার জয় দিতে ভুলে গিয়ে নিজেরা জয় কুড়াতে আরম্ভ করি। পিছনে জঞ্জাল জমতে থাকে—শিষ্য, ভক্ত, টাকাকড়ি। যায় সে বৈরাগ্যের, সে প্রেমের সুখ শেষ হয়ে, শেষে সব হারিয়ে দাসত্ব করতে থাকে। এই ভাবেই হয় পতন। তাই চলে যেতেই হবে, আনন্দ ভোগ হয়ে গেলে লোকের দৃষ্টি পড়লেই পালাতে হবে, নইলে জঞ্জাল জমে রাস্তাকে দুর্গম করে চল্‌তে দেবে না—থামিয়ে দেবে।

কথা ব'লতে ব'লতে বাড়বে তাঁর প্রতি প্রেম, সংসারটা লাগবে আলুনি, সকলে গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর দরজায়, দেবে তাঁর জয়—এই পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ। তারপর যখনই সে জয় এসে পড়বে সাধুর পায়ে, সকলে যখন এসে দাঁড়াবে তার দরজায়, তখন বুঝতে হবে, আর নয়—এবার চলবার সময় এসেছে। তাই আজ পথ ডাক্‌ছে, কিন্তু মনের মাঝে আপনাদের স্নেহপ্রীতির পরশটুকু থামতে বল্‌ছে। এর পরে সৎসঙ্গ তো মহারাজ আর হবে না। মহাত্মা উচ্ছ্বসিত আবেগে মাথায় হাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে বলে উঠ্‌লেন—না, তা তোমার হবে না, আমাদের সকলের শুভেচ্ছা তোমায় রক্ষা করবে।

সেইদিন মহাত্মার পায়ে প্রণাম করে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম। আজও আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তাঁদের সেই দরদী চোখের ব্যথাতুর চাহনি সমান ভাবে জাগ্রত আছে, এখনও আমার জীবনে তা প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। কোন সৎসঙ্গে বস্‌লেই এ দের কথা মনে হয়।

একবার এই রকম চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে এক বৈরাগ্যবান মহাত্মার দর্শন পাই। কেবল সেইমাত্র একটি দিনই তাঁর সঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কথা এখনও মনে আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস, বৈরাগ্যের কথা হলেই এর কথা মনে হয়। এক সময় পশ্চিমাঞ্চলে চল্‌বার সময় রাস্তার ধারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি। অনেক পথ হেঁটে গায়ে তখন ঘাম ঝরছে, কাছাকাছি কোন গ্রামও নজরে পড়্‌ছে না—যা নজরে পড়ছে তা নাগালের বাইরে—৫।৬ মাইলের কম নয় বলে মনে হ'ল। এত পথ একটু না জিরুলে পাড়ি দিতে পারবো বলে মনে হ'ল না।

সেই সময় এ অঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ চল্‌ছে, লোকের দুর্দ্দশার শেষ নাই। যাদের মাঝখান দিয়ে চলি তাদের দুঃখ দেখে অনেক সময় এড়িয়ে যাই, অনেক সময় সুবিধা পেলে কোন জমিদার বা সহৃদয় গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা করি, করে এদের দিই। যে ক'দিন এই ভাবে পারি থাকি, তারপর আবার চলি। কখনও কখনও সঙ্গে দু'চারজন মহাপ্রাণ লোকও জুটে যায় এই সেবার জন্য। এইভাবে চ'লতে চ'লতে শরীর খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, দিনকতক ভালভাবে বিশ্রাম না নিলে নয়। যে গ্রামে ছিলাম সেখানে প্রায় এক-দেড় মাস যাবৎ এই ভাবে খেটে বড় সুখ পেয়েছিলাম। যারা আমার মুখে অন্ন যুগিয়ে এসেছে নিজেরা না খেয়ে, তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পেরে, তাদের লজ্জা নিবারণ করতে পেরে মনে হোল জীবন সার্থক হোল।

এই ভাবে সেখানকার কাজ শেষ করে আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি গ্রামের দিকে। সেখান থেকে আমায় খবর পাঠাচ্ছিল—বাবা আসুন, এ দিকে ভয়ানক অবস্থা। এ সময় কোন দল গড়তাম না, জানতাম—এ কাজ আমার নয়। আমি কোন সম্পন্ন লোকের দরজায় যেতাম, এদের নাম করে চাইতাম, যা পেতাম এদের এনে দিতাম। প্রথম দিন হয়তো ২।৪ বাড়ী দিতাম। তারপর ৮।১০ বাড়ী, তারপর যেমন যেমন বাড়তো, সকলে আমার পাশে এসে দাঁড়াতো। ক্রমে কাজ বেশ হোতো। এরা নিজেরা কাজ আরম্ভ করলেই আমি বেরিয়ে পড়তাম। সব কাজ এরাই করতো, কেবল প্রথমটা আমি মুখপাত ধরিয়ে দিতাম। এ কাজ করতে নেমে দেখেছি এই সব সাধারণ মানুষের কি অসাধারণ ত্যাগ, দেশপ্রেম, ঈশ্বর বিশ্বাস! আপনাপন ঘরের থেকে কাপড়, টাকা, চাল—যা থাক্‌তো এরা বার করে দিতো। নিজেরা উপোস করে এরা অভুক্তকে খাওয়াতো। মজুরী করে এনে অভুক্তকে দিতো।

একজন ছিল—তার কথা এখনও মনে আছে, নাম তার শুকুয়া। সামান্য মানুষ, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী। সামান্য কিছু জমি। আর সুকুয়া দিন-মজুরি কর্‌তো, তার স্ত্রী মহাজনের ঘরে ধান ভেনে আটা পিসে ও অন্যান্য কাজ করে কিছু পেতো, ছেলেটাও ফাইফরমাস খাট্‌তো সেখানে। এতে দুঃখেকষ্টে চলে যেতো। আমি এখানে আসাতে সে বললো—বাবা, সব লোক মরে গেল, এদের বাঁচাও। লোকটার বুকে সে কি দরদ! ব'ললাম—তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? ব'ললো—হাঁ বাবা, মানুষ হ'য়ে এ যদি না-করলাম তো জীবনই বৃথা। বাবা, এ জীবন দিয়ে যা হবে হুকুম কর। বললাম—এখানে ভাল অর্থবান লোক কে বা কারা আছেন আমায় তাদের কাছে নিয়ে চল। আমি তাঁদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবো, করে যাদের নেই তাদের দোব। সে মহাখুশী! আমায় নিয়ে ঘুরতে লাগলো। প্রায় সব জায়গা থেকেই সাড়া পেলাম। তাঁদের মাঝখান থেকেও আমার সঙ্গে দু'একজন নেমে পড়লেন। ক্রমশঃ কাজ হ'তে লাগ্‌লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুকুয়া সব বাড়ীর খবর নিয়ে আস্‌তো। কে ক'দিন খেতে পায় নি, কে কাপড়ের অভাবে বাড়ী থেকে বেরুতে পার্‌ছে না, কার যা-তা খেয়ে বেমারী হয়েছে। আমি তার হাত দিয়ে সাহায্য দেওয়াতে লাগলাম। দেখলাম সে দিনরাত খেটে চলেছে। কিছু-দিনের মধ্যে তার মতন আরো দু'চারজনকে পেলাম। গ্রামের রূপ বদলে গেল, যেন হাঁফ ছেড়ে সকলে বাঁচলো। জমিদার, মহাজন তাঁদের ধানের, বাজরার, গমের গোলা খুলে দিলেন এবং সবাইকে অনাহার থেকে বাঁচাতে লাগ্‌লেন। দেখলাম এরা মহাপ্রাণ—নামিয়ে দিতে পারলেই কাজ হয়। একদিন মনে আছে শুকুয়াদের জন্য দু'খানি কাপড় দিয়েছি। তার পরনে শতছিন্ন বাস, তার বউ-এরও তাই। দেখে দু'খানি কাপড় তাকে দিলাম। সে হাত পেতে নিলো।

তারপর একদিন গেল, দু'দিন গেল, দেখি সে বা তার বউ সে কাপড় আর পরে না। একদিন ব'ললাম—সুকুয়া, কাপড় পেলে পর না কেন? তোমার বউও তো পরে না। মনে করলাম হয়তো তুলে রেখেছে, কোন উৎসবে পরবে। এ রকম এদেশে করে। নূতন কাপড় হঠাৎ পরে না, একেবারে উলঙ্গ হবার মতন না হোলে প্রায়ই তুলে রাখে কোন উৎসবের সময় পর্‌বে বলে। দুই খানা কাপড় প্রায় সকলের থাকে না। একখানা বাইরে বেরুবার জন্য আর একখানা বড় গামছা। পুরুষদের গামছা হোলেই হয়। কাপড়ও সকলের থাকে না। এ যা বল্‌ছি তা পল্লীগ্রামের চাষা-মজুরদের কথাই বল্‌ছি। একবার এদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেই এ কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। আমরা যেখানে থাকি, যে ভাবে জীবন কাটাই তা এদের কাছে স্বপ্নের কল্পনা। সুকুয়া একটু কুণ্ঠিত হয়ে ব'ললো—বাবা, সে কাপড় আর ঘরে নিয়ে যেতে পারি নি, অমুকের বাড়ীতে দিয়ে এসেছি, তার বউ বাইরে বেরুতে পারতো না। সোমত্ত বয়স, তার লজ্জা আমাদের সকলের লজ্জা বাবা। আর আমারটা দিয়েছি অমুককে, তার কেউ নেই, বুড়ো মানুষ, আজ ক' বছরে একখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন কাপড় সে পায় নি। লোকের পরা ছেঁড়া কাপড় তার জুটতো, বড় ইচ্ছা ছিল তাকে দেবার, তা এতদিনে বাবা তাকে একখানা নূতন কাপড় দিতে পারিনি, তাই আমারটা পেয়ে মনে হোল—আমার তো হবে, অনেকদিন থাকবো. কিন্তু ঐ লোকটা আমাদের মতন এতগুলি শক্ত সমর্থ মানুষের মাঝে থেকে যে একখানা নূতন কাপড় আজ ক'বছর পেলো না, এর লজ্জা রাখবো কোথায় বাবা, ওর কেউ নেই ও এখন আমাদের সকলের।

এক সময় এর সবাই ছিল। সকলকে ও করেছে। কত লোককে খাইয়েছে নিজে গতরে খেটে। সকলের জন্য বুক দিয়ে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ বসন্তে ওর সবাই গেল মরে। ও ক্যামন হোয়ে গেল। গ্রামের সবাই অনেক করে ওকে শান্ত করলো। কিন্তু এখন ও আর কিছু করতে পারে না। ওকে সবাই দেখে। তাই বাবা, কাপড় পেয়ে ওকে দিলাম। কাপড় পেয়ে বুড়ার কি আনন্দ, কত আশীর্ব্বাদ কর্‌লো। ব'ললাম তোমার কথা, তাতে বুড়া বললো, ভগবান আমাদের বাঁচাতে এসেছে রে!

সুকুয়ার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কাপড় পেয়ে এর নিজেদের কথা মনে হোল না, শতছিন্ন বাসে কোন দুঃখ নেই, কার লজ্জা নিবারণ হচ্ছে না, দেশের কোন বউ-ঝি ঘর থেকে বেরুতে পার্‌ছে না—সুকুয়ার ইজ্জত যায়। কার জীবনের শেষ হয়ে এসেছে, নূতন কাপড় তাকে না দিতে পার্‌লে বাঁচার কি সার্থকতা। কাপড় সামান্য জিনিষ, কিন্তু সুকুয়াদের কাছে নয়। একখানা নূতন কাপড় তাদের কাছে রাজত্ব। পেটপুরে দু'-বেলা খাওয়া তাদের স্বপ্নের রূপকথা। এতটুকু নিজের জন্য চিন্তা নেই, দেওয়ার মাঝেই এদের কৃতার্থতা!

একদিন হন্তদন্ত হ'য়ে এসে কেঁদে ব'লল—বাবা, একবার আসতে হবে, গোপাল বুঝি আর বাঁচে না! মনে হোল গোপাল বুঝি তার কোন আত্মীয় হবে। ব'ললাম—গোপাল কে? ব'লল, এক অনাথার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলে। কাল থেকে হাগ্‌ছে, বমি করছে। বাবা, তার আর কেউ নেই। বলে আমার পা দুটো ধ'রে লুটিয়ে পড়্‌লো। গেলাম তার সাথে। পোয়াটাক গিয়ে একটা খড়ের ঘরের মাঝে দেখি একজন মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। কাল রাত থেকে হাগ্‌ছে আর বমি করছে। ক'দিন না খেয়েই কাটছে তাদের, এই স্থকুয়া মাঝে মাঝে এসে যা দিয়ে যেতো তাতে একবেলা কোন রকমে চল্‌তো। ছেলেটা বড় খাব-খাব করতে লাগ্‌লো, তাই তাকে মহুঁয়ার ভাত রেঁধে খেতে দিয়েছিল। তাই খাওয়ার পর থেকে বাহ্য আর বমি। আমার পা দুটো ধরে মেয়েটির সে কি কান্না! ব'ললাম—কেঁদোনা মা, তোমার গোপাল ভাল হয়ে যাবে। স্থকুয়াও বোঝায়—মা, তুই কাঁদিস নি, বাবা যখন এসেছে তখন নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তার গ্রামে কেউ নেই, দেখলাম ডাক্তর ডাক্‌তে গেলে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়্‌তে পারে, এখনই একটা কিছু করা দরকার। তারপর গিয়ে ডাক্তার পাবে কিনা তারও ঠিক নেই।

মহাত্মাদের কাছে এর চিকিৎসার কথা শুনেছিলাম। পাথর কুঁচীর গোটা পাতা ১২টা গোলমরিচ দিয়ে খাইয়ে দিলে এ রোগ সেরে যায়। প্রথম বারে না কমলে আর একটি পাতা ঘণ্টাখানেক পরে দিতে হয়, তারপর আধখানা। কদাচিৎ তিনিটে পাতা দেবার দরকার হয়। দু'এক জায়গায় দিয়ে উপকার পেয়েছিলাম। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ির সময় কখনও দিই নি।

স্থকুয়াকে আমি ব'ললাম—স্থকুয়া আমার জানা একটা ঔষধ আছে, দেব কি? তবে সে ঔষধ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব ভাল নয়। শুনেছি মাত্র মহাত্মাদের কাছ থেকে। সামান্য পেটের গোলমালে দু'এক জায়গায় দিয়েছি, উপকারও হয়েছে, যদি তোমরা বল তবে দি। গোপালের মা পা থেকে মাথা তুলে ব'লল বাবা, তুমি যা দেবে তাতেই আমার গোপাল ভাল হয়ে যাবে, তুমি ভগবান। বাবা, তুমি যখন এসেছো, তখন কোন ভয় নেই। আমি সন্ধান করে সেই পাতা এনে বেঁটে খাইয়ে দিলাম। মনে মনে ব'ললাম এই অক্ষমকে তো এদের কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এনে ফেলেছো, এরা তো জানে না আমার দৈন্য, এরা আমায় মহাত্মা বলেই জানে, তোমার দোহাই দিয়েই পথ চলি, দেখো আজ যেন তোমার মহিমায় না কালি দিয়ে ফেলি, আমার এ লজ্জা তুমিই রক্ষা কোরো। মনের সমস্ত আবেগ দিয়ে ডাকলাম। ঔষধ খাইয়ে বসে রইলাম সেখানে, ঘণ্টাখানেক পরে দেখি রোগী একটু সুস্থ বোধ কর্‌ছে। তার মার সে কি কান্না, আকাশের দিকে চেয়ে সে কি আকুল প্রার্থনা আমার জন্য। মনে হোল প্রকৃত কল্যাণ এই মার কাছ থেকে পেলাম, বিশ্বজননীর আশীর্ব্বাদ আজ গোপালের মার চোখের জলের মাঝখান দিয়ে নেমে এল। সুকুয়ার সে কি আনন্দ, একবার আমায় প্রণাম করে আর একবার গোপালকে দেখে এসে আমায় জানায়। বুঝলাম আমার লজ্জা তিনি রক্ষা করেছেন।

এই রকম ভাবে কিছুদিন কাট্‌বার পর চারদিক থেকে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, সরকারও সাহায্য করতে লাগলেন, আমি যেন বাঁচলাম। এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে যে পরিচয় পেয়েছিলাম এদের হৃদয়ের, তা আমায় 'কি করে সর্ব্বস্ব দিয়ে সেবা করতে হয়' শিখিয়ে গেছে। অনাহারে থেকে, উলঙ্গ অবস্থাতেও দান করা যায়, এদের দেখে বুঝলাম। অন্তরের দরদ কতটা থাক্‌লে তবে এমন হয় তা প্রত্যক্ষ করলাম। কোন দিন কোন চুরি বা প্রতারণা এদের মাঝে দেখিনি। বাড়ীতে বেশী লোক বলে বেশী চাল আদায়ের চেষ্টা কখনও করে নি। সকলের জন্যই দেখতাম এদের দরদ। কেউ গেলে এরা খুশী হোতো। এরা পেশাদার ভিক্ষুক নয়, এরা গৃহস্থ। নিরুপায় হোয়েই হাত পাত্‌তো—যতটুকু দরকার পেলেই দেখতাম আর চাইতো না। যা পেতো তা থেকেও দান কর্‌তে দেখ্‌তাম।

মহাত্মার কথা বল্‌তে বসে এদের কথা এসে গেল, একটা আঁকতে বসে সহস্রটা ছুটে আসে। মহাত্মার সঙ্গে কি পটভূমিকায় আমার দেখা হয় সেটা না দিলে পাঠক বুঝতে পারবেন না আমার কথা। আবার লিখতে বসে এদের কথা না বলেও ছাড়তে পারি না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বল্‌তে ব'সে মনে হয়—যা পেয়েছি, যা দেখেছি তা সকলকে না পরিবেশন করে কেবল একলা এ সম্পদ ভোগ কর্‌বো কেমন করে। জাতির প্রকৃত পরিচয়টুকু না তুলে ধরলে যে সকলের কাছে অপরাধী থেকে যাব, দেশের এত সর্ব্বনাশের মাঝেও কি মূলধন রয়েছে তার সন্ধানটুকু না দিয়ে গেলে যে আমার চলাই বৃথা হবে। তাই যারা বড় হবে, দেশকে চিনবে, গড়বে, তাদের জন্য, অক্ষম আমি এটুকু রেখে গেলাম। এরপর মনুষ্যত্বের এই মূলধন নিয়ে সমর্থ যারা, তারা দেশকে জগৎ-বরণ্যে করে গড়ে তুলবে। দেশকে গড়বার সামান্য কিছু মাল-মসলা তাদের জন্য আমি রেখে গেলাম।

ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে অনেকটা সময় কেটে গেল। পথের ঝির-ঝিরে হাওয়ায় শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো। তখন বেলা প্রায় তিনটা-সাড়ে তিনটা বা আরো কিছু বেশী হবে। হেমন্তকাল। ঠাণ্ডার ভাব দেখা দিয়েছে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ, দূরে দূরে পাহাড়। বসে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে হোল, অনেকটা দূরে একটা গাছতলায় যেন আগুন জ্বল্‌ছে। যেখানে আগুন জ্বল্‌ছে সেটা পথ থেকে অনেকটা দূরে। তবে যে দিকে আমি যাব সে পথের পাশেই পড়্‌বে, আমাকে পিছনে ফিরতে হবে না। ভাবলাম হয়তো চাষারা ক্ষেতে কাজ করতে কর্‌তে মকাই পুড়িতে খাচ্ছে। গেলে দু'চারটা মকাই পাওয়া যাবে, তাতে ক্ষুধার শান্তি হবে, চল্‌বার বলও পাব। আর গ্রাম তো এখনও বড় দূর; পহুঁছাতে রাত হয়ে যাবে। ওদিককার গ্রামের দূরত্ব সব সময়ে বুঝা যায় না, পাহাড়ী গ্রামকে অনেক সময় কাছে মনে হয়, কিন্তু হেঁটে আর শেষ করতে পারা যায় না—এমন জীবনে বহুবার হয়েছে। তাই ভাবলাম পথের মাঝে যদি কিছু পাওয়া যায় তো মন্দ কি! ভিক্ষাই তো করি, কোথায় কখন কি ভাবে জুটাবেন তার তো ঠিক নেই। হয়তো আজ এখানেই ভিক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

এই মনে করে বেশ একটু আশা নিয়ে জোরে চলতে লাগলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে জায়গাটা লক্ষ্য করে চলছিলাম তাকে পেতে গিয়ে আমায় পথ ছেড়ে মেঠো পথ ধরতে হোল। সে পথে স্থখার সময় গরুর গাড়ী, সাইকেল যেতে পারে। বর্ষায় সেখানে যা কাদা হয় এখনও তার চিহ্ন রয়েছে, তাতে এক পায়ে হাঁটা ছাড়া চলা কষ্টকর।

এই রকম প্রায় আধ ঘণ্টা চলে গিয়ে এক গাছতলায় উপস্থিত হোলাম। অশ্বত্থ ও বটে জড়াজড়ি করে বেশ ছাউনি করেছে, অনেকটা জুড়ে তার পরিধি, একটা উঁচু জমির উপরে বেদীর মতন জায়গাটা। তার নীচে ধানক্ষেত। এক বাবাজী—পরনে সাদা কাপড়, কপালে সম্প্রদায়ের চিহ্ন তিলক, এক মুখ দাড়ি, মাথায় ছোট ছোট জটা, ধুনীর পাশে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন। পাশে ক্ষেতে কোন লোক-জন নেই। অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল সব শুকিয়ে গ্যাছে। ক্ষেতে কাজ করবার কিছুই ছিল না। দূরে ক্ষেতের মাঝে সব গরু চরছিল।

আমাকে দেখে বাবাজী বললেন—বৈঠিয়ে। আমাকে বলবার কোন দরকার ছিল না, আমার শরীর ব'সতেই চাচ্ছিল। মনটা খচ্ করে উঠ্লো। ভাবলাম তা হোলেই হয়েছে। ইনি তো আমারই দ্বিতীয় সংস্করণ। বসে আছেন যেখানে, সেখানে তো কোন লোক-জনের বালাই নেই। মনে হয় মহাত্মা ভোজন পর্ব্ব শেষ করে এসে বসেছেন। যাই হোক একটু বসে যাই ভেবে ব'সলাম। মহাত্মার আর কোন কথা নেই, বেশ বসেই আছেন নিশ্চিন্ত ভাবে। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম ধূনীতে একটি লোটা, তাতে জল ফুট্ছে। ভাবলাম হয়তো মহাত্মার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিছু না বলে বসে আছি, ভাবছি এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে শরীরও স্থবিধার নয়।

দেখি দূরে রাস্তার উপর দিয়ে দু'খানা গাড়ী যাচ্ছে। গরুর গাড়ী—তাতেসব বস্তা রয়েছে। এদিকে মহাত্মার লোটার জল ক্রমান্বয়ে ফুটেই যাচ্ছে, দেখে কৌতূহল হ'ল, বললাম—বাবাজী, আপনার লোটার জল তো গরম হ'য়ে গ্যাছে, ওতে কি দেবেন? বাবাজী তেমনই নিশ্চিন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে বললেন—মহারাজ, আমি এই সময়ে প্রতিদিন খাই, তাই প্রতিদিনের মত জল চাপিয়ে দিয়েছি, এখনই আমার চাল এসে পড়বে। এই রকমইতো চল্‌ছে! বাবাজীর কাছে দেখলাম এক আসন ছাড়া আর কিছু নেই। উঠে বসলাম। ভালকরে লোকটাকে দেখলাম। দেখি সাধারণ সাধু, কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল মুখে একটা নিশ্চিন্ততা, একটা আত্মতৃপ্তির ভাব। খাড়া হয়ে বসে রইলাম। ভাবলাম—মন্দ নয়, এই দুর্ভিক্ষের সময়, এই তেপান্তর মাঠের মাঝে খাবার নিয়ে লোকে ছুটে আসবে। জিজ্ঞাসা করলাম কতদিন এখানে আসন করেছেন বাবা? বললেন—আজ দু'দিন।

ভাবলাম, তবে জানাশুনাও এখনও হয় নি। ক্ষুধা-তৃষ্ণা গেল চলে; ভাবলাম, দেখতে হবে—লোকটা তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, এমন ভাবে কথাগুলো বললো যেন এ তার জানা, চাল আসবেই। চালতো কদাচিৎ পাওয়া যায় এমন জায়গায়। কেন না সকলে তো চাল খায় না, পাবে কোথায়?—তায় এ সময়। তাও রাস্তার ধারে হোলেও হোত—সমস্ত দিনের মাঝে কেউ-না-কেউ দেখতো, তার মধ্যে কেউ না-কেউ কিছু দিয়ে যেতো। এ মতলব থাক্‌লে তো বাবাজী আসন করতো রাস্তার ধারে, এ তেপান্তর মাঠে—কাছেপিঠে গ্রামের কোনো বালাই নেই, একেবারে লোক চলাচলের বাইরে আনাড় জায়গায় থাকবে কেন! মেঠো পথ যা চলে গ্যাছে তা' ছেড়ে আধপো'টাক এলে তবে এখানে আসা যায়। নেহাৎ দায়ে না প'ড়লে কেউ আসবে বলে তো বিশ্বাস হয় না। মনের মাঝে কৌতূহল তোলপাড় করতে লাগলো, মনে করলাম, আজ রাত যদি এখানে কাটাতেও হয়—তাও স্বীকার, এ না-দেখে যাওয়া হবে না। ভেবে বেশ জেঁকে ব'সলাম। বাবাজীর কোন কথা নেই, নিশ্চিন্তে বসে মাঝে মাঝে ধুনীর কাঠ ঠেলে দিচ্ছেন।

এমন সময় দেখি এদিকে দু'জন লোক আস্‌ছে। ভদ্রলোক বলেই মনে হোল। দেখি আস্তে আস্তে এ দিকেই আস্‌ছে। ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ ছেড়ে আমাদের দিকে, শেষে গাছতলায় বাবাজীর আসনের পাশে! দেখে তো ভাবছি—বা! এই তো মিল্‌ছে, কোথা রাস্তা, কোথা বাবাজী, কোথা আমি, আর কোথা এরা। সেই ত্'জন ভদ্রলোক দেখলাম বেশ সম্পন্ন। পরনে সূক্ষ্ম ধুতী. গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, তাতে সোনার বোতাম, হাতে সোনার মূল্যবান আংটি, পায়ে দামী জুতা, সবই অর্থভাগ্যের পরিচয় দিচ্ছে। এসে দাঁড়িয়ে বাবাজীকে ব'লল বাবা একটু আগুন কি দেবেন? বাবাজী কোন কথা না বলে ধূনী থেকে একটু আগুন বার করে ফেলে দিলেন। দেখলাম লোক তু'টির সিগারেটের নেশা আছে। তারা দামী সিগারেট বার করে ধরিয়ে টান্‌তে লাগ্‌লো। বুঝলাম অনেকক্ষণ ধরে ধূম তৃষ্ণায় আর্ত্ত হয়ে ছিল এরা। সিগারেট ধরাবার সময় আমাদেরও দিতে চাইলো, বাবাজী অস্বীকার করলেন, আমিও অস্বীকার করলাম। খানিকক্ষণ টানতে টনেতে তাদের নজর পড়লো লোটার উপরে। একজন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—বাবা, আপনার লোটার জল তো পড়ে যাচ্ছে, ওতে কি করবেন? জলতো গরম হয়ে গ্যাছে। বাবাজী যেমন আমায় উত্তর দিয়েছিলেন সেই ভাবে ব'ললেন ওতে চাল দোব, তা এখনও আসেনি। এ সময় আমি খাই, তাই জল গরম করতে দিয়েছি, চাল এলেই চাপিয়ে দোব। আর কোন কথা নয়, লোক তু'জন চমকে উঠ্‌লো। একজন কিছু না বলে হাঁটা সুরু করলো এবং বেশ জোরে। যেখানে আমরা বসে আছি সেখান থেকে রাস্তা বেশ দেখা যায়, ঘুরে না আসতে হ'লে পোয়াটাকের মধ্যে।

দেখি ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা বস্তা থেকে চারটি কি ঢাল্‌লো ও একটা লোকের হাতে দিয়ে সঙ্গে আস্‌তে ব'লল। দেখি ভদ্রলোক হন্তদন্ত করে আস্‌ছে। আমার কৌতূহল তখন বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নির্ব্বাক হ'য়ে দেখছি। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি এসে ব'ললেন—বাবা, আপনার চাল এসে গ্যাছে, আজ আমাদের দিয়েই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলে ধপ করে লোকটা বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়লো। চালের গামছাটা মহাত্মার দিকে ধরে দিল লোকটার হাত থেকে নিয়ে। মহাত্মা কোন কথা না বলে তাদের কোন আপ্যায়ন না করে তার থেকে পাঁচমুঠি চাল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—"মহারাজ, আপ হি ভুখ হ্যায়, আপকো লিয়ে ভি ভোগ লাগাই"। ভাবলাম এ ভোগ তো আর মিলবে না, আজ আমাকেও তাই ডাক দিয়েছেন ভুখা দেখে। ভেতর বাইরের ক্ষুধা মেটাবেন বলে। ব'ললাম, হাঁ মহারাজ প্রসাদ পাব। তিনি আর পাঁচমুঠা চাল তার থেকে নিয়ে লোটায় ফেলে দিলেন। দিয়ে ধূনীর কাঠ খুঁচিয়ে দিয়ে সেই রকম নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন। লোকগুলোর দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা দুটো কথা বলা—কিছুই না। যেন এ তাঁর জানা। আমি ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলাম একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে, আপনারা কি এদিকে প্রায়ই আসেন ? ব'ললেন—হাঁ মহারাজ, হামেশাই আসি। আমাদের কারবার আছে এ দিকে। চাল কিনতে এসেছিলাম। আরো সব গাড়ী কাল-পরশু আসবে। এ রকম গাড়ীর সঙ্গে আমরা প্রায় আসি না, কিন্তু এবার বিশেষ প্রয়োজনে আজই কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে, তাই সঙ্গে করেই আনতে হয়েছে। আসবার সময় তাড়াতাড়িতে দেশলাই ফেলে এসে সিগারেট ধরাতে না পেরে বড় কষ্টে পড়েছিলাম। গাড়োয়ানদের কাছেও দেশলাই নেই। ভাব্‌ছি কোথায় দেশলাই পাই, এমন সময় দূরে দেখি ধোঁয়া উড়ছে, নেশার ঝোঁকে গাড়ী থামিয়ে এখানে আসি। এসে নেশা মিট্‌লো তো বাবাজীর লোটায় জল দেখে কৌতূহল হোল। যা শুনলাম তাতে বুঝলাম এই বাবাজীর জন্যই আজ আমাদের এ ভাবে আসা—দেশলাইয়ের অভাবে নেশার কষ্ট। তিনিই বাবাজীর জন্যই আমাদের টেনে এনেছেন। তাই ছুটে গেলাম। বাবা এ পথ দিয়ে এ ভাবে চাল নিয়ে কখনও তো যাই না, কর্ম্মচারীরাই যায়। কখনও এ ভাবে দেশলাই ফেলেও আসি না! বাবাজীর চাল আজ আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণ্ডারে দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন। বল্‌তে বল্‌তে সে ভদ্রলোক কেঁদে ফেললো। আমিও বিহ্বল হয়ে পড়লাম। ভদ্র লোকরা বাবাজীকে প্রণাম করে বিদায় নেবার জন্য উঠ্‌লো। ব'লল—বাবা, চাল আপনি নিয়ে নিন, গামছা এ নেবে—চাকরকে দেখিয়ে ব'লল। বাবাজী ব'ললেন—বাবা, আমার তো আর প্রয়োজন নেই, ব্যস হয়ে গ্যাছে; কাল এখান থেকে চলে যাব। তিনদিনের বেশী কদাচিৎ একস্থানে থাকি। কাল যেখানে আসন করবো সেখানে এইভাবে ভোজন আসবে। কথাক'টা এমন ভাবে ব'ললেন যেন কিছুই নয়। তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লো। শেষে বিরক্ত হয়ে ব'ললেন—আমি তো সাধু—মুটিয়া তো নই, যে মোট বইব।

তারা আর কিছু না ব'লে প্রণাম করে বিদায় নিলো। তারা চলে গেলে বাবাজীকে ব'ললাম—বাবা, আপনি কি এই ভাবেই বসে থাকেন? ব'ললেন—না, মহারাজ, আমি তীর্থযাত্রায় চলেছি। এ সময় এই ভাবে থাকবার আদেশ আছে। বার বৎসর এই নিয়মে থাক্‌বো। তারপর গুরুমহারাজের যেমন আদেশ হবে। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় গুরুস্থান? ব'ললেন—গুরুজীর বারণ আছে! তাতে সুবিধা পেতে পারি, লোক খাতির করে সঙ্গ নেবে বলে গুরুমহারাজের বারণ আছে বলবার। একস্থানে তিনদিনের বেশী থাকি না। তীর্থ-স্থানে সাত দিন পর্য্যন্ত থাক্‌তে পারি। ব'ললাম—কতদিন হল? বললেন—সাত বরষ কেটে গেল। ভারতের প্রায় সব তীর্থ হয়েছে, এক-বার অমরনাথ যাবার ইচ্ছা। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে ব'ললেন—মহারাজ, এ সবই গুরু মহারাজের কৃপা। যখন বেরুই তখন আমায় আশীর্ব্বাদ করে বলেন, "যা বেটা, তুরে ভোজন তুরে আসন পর আ যায়গা; অউর কৈ ঝঞ্ঝাট মে নহি গিরেগা"। বাবা, উনি তো ভগবান। তাঁর কৃপাতে আমার কোন কষ্ট নাই। ব'ললাম—গুরুর কথা কিছু বলুন। ব'ললেন—আমি তাঁর কথা কি বল্‌বো মহারাজ। তাঁকে প্রকাশ করতে গিয়ে ছোট করে ফেল্‌বো। তাঁর কথা কারো কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি না, ভয় হয় পাছে ছোট করে ফেলি। বয়স খুব বেশী নয় ৪০।৪৫-এর মধ্যে। অপূর্ব্ব সুন্দর শান্ত সমাহিত ভাব।

সন্ধ্যার কাছাকাছি বাবাজীর অন্ন নামলো। ভগবানকে অর্পণ ক'রলেন। কাঁচা শালপাতা কাঠি দিয়ে গেঁথে খাবার জায়গা করে ফেললেন। অন্নের অর্দ্ধেক আমার পাতে দিয়ে বাকী নিজে নিলেন। প্রসাদ পেলাম। লবণ একটু দিলেন, লঙ্কাও দিলেন। অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তির মাঝে ভোজন শেষ হোল। সেই রাত্রি সেখানেই রইলাম। বাবাজীর কোন আপত্তি নেই, সাধুর কাছে সাধু থাকবে এর আর কথা কি! তখনই আমার জন্য ধূনী জ্বেলে পৃথক আসনের বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি বহির্বাস বিছিয়ে আসন পাতলাম, বাবাজী, একটা চ্যাটাই দিলেন। রাত হয়ে এলে দেখি বাবাজী তাঁর ধূনী খুঁচিয়ে দিয়ে ভজনে বসেছেন। আমিও বসলাম। এ দেখে থাকা যায় না। সেই রাতটি কোনখান দিয়ে যেন কেটে গেল!

ভোর হোলে দেখি বাবাজী তাঁর সামান্য বহির্বাসখানি ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বুঝলাম এখন একটু বিশ্রাম করে নেবেন। আজ এঁর আসন উঠবে, সকালেই যাত্রা করবেন। আমিও শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাদু'য়েক পরে দেখি বাবাজী ধূনী নিভিয়ে ধূনীর ছাই কিছু সংগ্রহ করে রাখছেন ঝুলিতে। মাথার চুলগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুঁটির মতন করলেন, তারপর কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কমণ্ডলুটি হাতে তুলে 'গুরুমহারাজ কি জয়' বলে যাত্রার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। একবার কেবল আমার দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে ব'ললেন,—"চলতে হেঁ মহারাজ, আশীষ দিজিয়ে"। আর কোন কথা না ব'লে পথে নেমে পড়লেন।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম বাবাজীর দিকে, তাঁর সেই ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, আগুন বলেই মনে হোল; বৈরাগ্যের দীপ্তিতে যেন চারদিক আলো করে জগৎ পবিত্র করতে করতে চললেন। সেই একটি রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জীবনের সুখস্বপ্ন হয়ে আছে। যা দেখলাম তার আর তুলনা পেলাম না। বৈরাগ্য কাকে বলে, তার ছবি হৃদয়ে কেটে ব'সে গেল। আজও পথের মাঝে এই রকম ভস্মমাখা সাধু দেখ্‌লে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে, এদের মাঝেই যা দেখেছি, তা ভেবে অন্তরে পুলক জাগে।

আমার পথ চলার মাঝে সময়-সময় বড় মজার ঘটনাও ঘটতো; তারও দু'চারটি না দিলে একটা দিকের কিছু বাকী থেকে যাবে। এতটুকু বইয়ে সব কথা বলবার সুবিধা হয় না, কেবল বেছে-বেছে চাখ্‌বার মতন কিছু দিয়ে যাচ্ছি, যাতে সকলে বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। অনেকে জানেন সব, কিন্তু এক জায়গা করে সাজিয়ে পান না ব'লে আলোচনার সুবিধা হয় না—জানাটা না জানাই থেকে যায়। তাতে অনেকের জানা থাক্‌লেও তা সকলের অজ্ঞতা দূর করতে পারে না।

একবার একজায়গায় বেশ সৎসঙ্গ জমেছে, লোকজনও আসা-যাওয়া কর্‌ছে, যেমন অন্যান্য জায়গায় হোতো। একদিন সৎসঙ্গ শেষ হয়ে গ্যাছে, একজন লোক দেখি বসেই আছে, জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কি বাবা, কিছু প্রয়োজন আছে? মনে ক'রলাম, কিছু জিজ্ঞাসা ক'রবে। ব'লল—হাঁ মহারাজ, আমার কিছু প্রয়োজন আছে। ব'ললাম—বল, সঙ্কোচ কেন? ব'লল—মহারাজ, আমার মন্ত্র হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল পাচ্ছি না। আপনার কথাবার্ত্তা শুনে আর এ-ক'দিন দেখে বড় ভক্তি হোয়েছে, আমায় যদি মন্ত্র দেন তবে ধন্য হই। ব'ললাম—যিনি তোমায় মন্ত্র দিয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রের কি সাধন কর? তাতে যা ব'লল, তাতে বুঝলাম কিছুই করে না। ব'ললাম—তোমার কি এই একজনই গুরু? কেবল তাঁর কাছ থেকেই আজ পর্য্যন্ত মন্ত্র নিয়েছো? ব'লল—না মহারাজ, আমার কুলগুরু ছাড়া তিনজনের কাছ থেকে মন্ত্র নেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু দেখ্‌ছি এঁদের কারু কিছু হয় নি—সব বাজে। ব'ললাম—কি ক'রে বুঝলে বাজে? এঁদের উপদেশ মত কি ক'রেছো? ব'লল—মহারাজ, করবো কি, কথা শুনে মনে বিশ্বাসই আসে না। ব'ললাম—তবে মন্ত্র নিলে কেন? ব'লল—মন্ত্র কি আর আমি নিয়ে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলাম, সকলে নিচ্ছে দেখলাম, সকলে খুব ভাল বল্‌তে লাগ্‌লো—ব'লতে লাগলো এমন আর হবে না, এই সব। ভাবলাম, এত লোক যখন নিচ্ছে, তখন আমিও নিই। তারপর দেখি তাঁর এত শিষ্য যে, কখন কাকে কোথায় কি মন্ত্র দিয়েছেন তা খাতা দেখে বার ক'রতে হয়। দেখ্‌লে চিনতেই পারেন না। তার পরেরটি, তাঁর কাছে গিয়ে ভক্তি হোল, সাধক ব'লে মনে হোল। আমার দীক্ষার কথা শুনে ব'ললেন—আরে ওকি দীক্ষা হোয়েছে, তোমার দীক্ষাই হয় নি। আচ্ছা, আমি তোমায় মন্ত্র দোব। মশাই, তাঁর কাছে মন্ত্র নিলাম, তারপর কেবল এটা দাও—ওটা দাও, তোমার এই করে দোব, তাই করে দোব। দেখে ভাবলাম, এখানেও হবে না। তারপর আর এক জায়গায় গিয়েছি। সেখানেও কিছু পেলাম না। কুলগুরু মন্ত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর তেমন বিদ্যাবুদ্ধি নেই, সাদামাটা ব্রাহ্মণ। কিছু ব'ললে বলতেন—বাবা, আমার বাপ-ঠাকুদ্দা এই শিব-নারায়ণ পূজা করে গ্যাছেন, আমিও তাই করি আর তোমাদের যে মন্ত্র বংশানুক্রমে দিয়ে এসেছেন, তাই তোমাকেও দিয়েছি। ভগবানকে আমি দেখিনি বা আমার প্রেমভক্তিও হয় নি, আমি আমার নিত্যকর্ম্ম করি, তাতে প্রাণে শান্তি পাই। শিষ্য নিয়ে পেট ভরে না, তাই বাইরে কিছু কাজ করে পেট ভরাতে হয়। ব'ললাম—বাবা, তোমার ক্ষুধা নেই, তাই ফল হোচ্ছে না। মন্ত্র যেখানেই নাও, সেখান থেকে খুব একটা ভয়ানক কিছু পাবে এ আশা করেই সর্ব্বনাশ হোয়েছে। যিনিই তোমায় মন্ত্র দিন, তিনি তোমায় পথ দেখাতে পারেন, কিন্তু চলতে হবে তোমায়। তাই তুমি যদি নিজে খাটতে, তবে আজ এই রকম বৃথা ঘুরতে হোতো না। গুরু কিছু জানুন বা না-জানুন মন্ত্রের দাম তাতে কমে যায় না। তাই নিয়ে খাট্‌তে খাট্‌তে মন্ত্র কি বস্তু বুঝতে পারা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবটুকু নির্ভর করে নিজের উপরে। আমরা আলৌকিকত্বের মোহ নিয়ে ভেল্কী দেখতে যাই, গিয়ে জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ি, শেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। মহাপুরুষ সঙ্গ যারা পান, তাঁরা ভাগ্যবান। কিন্তু জীবনে আর ক'জনের সে সৌভাগ্য হয়। সাধারণতঃ আমাদের এ জীবনে উন্নতি নিজেদের খেটেই ক'রতে হয়। তার জন্য রয়েছে শাস্ত্র-গ্রন্থ। যার মাঝে অমূল্য সব উপদেশ রয়েছে, যা সব শ্রেণীর সাধকের কল্যাণ ক'রবে। একখানা গীতা, একটি রামায়ণ, একটি মহাভারত ধর্ম্মজীবন গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। তাতে এত উপদেশ আছে—যার দুটো-একটা পালন করতে পারলেই জীবন ধন্য হয়ে যায়।

গুরুর কাছে মন্ত্র নেবার পর খাট্‌তে হয়। আর এই সব গ্রন্থ আলোচনা করতে হয়। কোন জিজ্ঞাস্য থাক্‌লে কোন সৎসঙ্গে গিয়ে সমাধান করে আসতে হয়। প্রকৃত জিজ্ঞাসা থাক্‌লে তার মীমাংসা আসবেই। আমরা কতকগুলো বাইরের কথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুখ পাই না, জীবন গঠনের কোন উপকারও তাতে হয় না। খাট্‌তে খাট্‌তে তবে প্রশ্ন আসে এবং তার মীমাংসা খাট্‌তে খাট্‌তে পাওয়া যায়। এই রকম সময় মহাত্মাদের পেলে বা কোন ভাল সাধককে পেলে সহজ হয়ে যায়। বাবা, প্রকৃত ব্যাকুলতা এলে ভগবান তার সমাধান করে দেন। ভজন করতে করতে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত আলোচনা ক'রে দেখো, দেখবে তোমার মত কথা পাবে! তোমার মতন ক'রে বুঝতে পারবে। তোমার মন্ত্র ঠিকই হয়েছিল সেই কুলগুরুর কাছে। কিন্তু খাটনি ব'লে, ক্ষুধা ছিল না ব'লে এমন হয়েছে। মন্ত্রের কোন ভুল হয় নি। পুনরায় এবার থেকে খাট্‌তে থাক।

লোকটি ব'ললো—খাটবো কি নিয়ে, গুরুতো কেবল জপ করতে বলেছেন। ব'ললাম—সবাই তো তাই ক'রতে বলেন। সব সম্প্রদায়, সমস্ত শাস্ত্র ঐ কথাই তো বলেছ। বাবা, ভাল ক'রে দেখনি বলে বুঝতে পারনি। খেটে যা পাবার তা কি করে মুখে বুঝবে। জপ মানে তো কিছুক্ষণের জন্য অন্য শব্দ বা রূপকে ভুলে ঈশ্বর-বাচী একটি রূপ ও শব্দে চিত্ত একাগ্র করবার চেষ্টা—মানে মনকে পালাতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ধরবার-বাঁধবার চেষ্টা। এরই নাম জপ। চোখ বুজে আসনে বস্‌লেই দেখবে গুরু যা দিয়েছেন তা স্মরণ করতে গেলে, চিত্ত ইষ্ট-বস্তুতে একাগ্র করতে গেলেই নানা রকম চিন্তা এসে বাধা দিচ্ছে, ঠিক একভাবে স্মরণ করতে দিচ্ছে না, মন যে কোথায় তা এতদিন তুমি জানতে না, বা তার খোঁজ করনি। মনের একাগ্রতা যে কি বস্তু, তা জানতে না, তাই গুরু ব'ললেন মনকে আগে পাও, তবে তো তা দিয়ে ধ্যান করবে, তবে তো সমাধি হবে। তাই অন্য কিছু না বলে ব'ললেন, জপ কর। এতদিনের বহু বিষয়ের মাঝে পড়েছিল মন, কোন খোঁজই তার রাখিনি, মনের মাঝে তাদের রং ধরে গ্যাছে, এখন মন্ত্র নিয়ে আসনে বস্‌তেই সেই সব সঙ্গ যা করেছিল তা আস্‌তে আরম্ভ করে। মনের আসল রূপ তখন ধরা পড়তে থাকে। এই দেখেই শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন লোক দৌড় দেয়। ভাবে—এই মনকে স্থির করে আর বস্তু লাভ হয়েছে! মনের সংস্কারের ছবি দেখে ভয় পেয়ে যায়, উঠে পড়ে—যেমন তুমি উঠেছো। এরা মনে করে কৃপা করে কেউ কিছু করে দেবে। প্রায়ই এদের হতাশ হ'তে হয়। জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষে প্রায় নাস্তিকে পরিণত হয় বা সুবিধাবাদী হয়ে সুবিধা কুড়াতে থাকে। কিন্তু যদি এই সময়টা সমগ্র চিত্তকে একাগ্র করে, দৃঢ় পণ করে, একাগ্রতা সাধন নিয়মিত ভাবে সাধ্যানুসারে অভ্যাস করা যায়, তবে অবশ্যই ভাল ফল পাওয়া যায় এবং উপদেশের প্রকৃত মানে বুঝতে পারা যায়। দৃঢ়ভাবে মন্ত্রে বা ইষ্টে চিত্ত রাখ্‌তে-রাখ্‌তে এবং নিয়মিত ভাবে সাধন করতে-করতে আস্তে আস্তে চিত্তের একাগ্রতা বাড়তে থাকে। আর যেমন-যেমন একাগ্রতা বাড়তে থাকে, তেমনি-তেমনি অন্য চিন্তার প্রবাহ সে সময়ের জন্য কমতে থাকে। যেমন বহিঃচিন্তার স্রোত কমে, অমনি অন্তরে পরমানন্দের স্পর্শ জেগে ওঠে, তখন সাধক নিজেই বুঝতে পারে—জপ করে কি হয় এর জন্য কাকেও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। বাবা, সমস্ত সম্প্রদায় এই জপ সাধনই এক প্রকারে না এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে করতে বলেছে। ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে এসে এক জায়গায় বাঁধবার যে চেষ্টা—তার নাম জপ। বেশ করে লক্ষ্য করে দ্যাখো আমাদের মন সব সময়ে কোন-না-কোন নাম ও রূপে আছে। নাম-রূপ ছাড়া জাগ্রত স্বপ্নে কিছুতেই থাক্‌তে পারে না। এক মুহূর্ত্ত এর থেকে আমাদের বিরাম নেই। এক এক সময় এক-এক ভাবে মনের মাঝে এই নাম-রূপ খেলছে, লক্ষ্য করি না বলে বোধ হয় না, এরই নাম চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্য উঠ্‌ছে পরমানন্দ স্বরূপ-ব্রহ্মের উপরে। ব্রহ্মকে, আনন্দকে এই চাঞ্চল্য রেখেছে ঢেকে। যে মুহূর্ত্তে এই চাঞ্চল্য শান্ত হবে, সেই মুহূর্ত্তেই হবে দর্শন। তাই নাম-রূপকে শান্ত করতে হোলে নাম-রূপ দিয়েই আরম্ভ করতে শাস্ত্র ব'লেছেন। দেখবে প্রত্যেক নাম-রূপের সঙ্গে তার শক্তি আছে। কোন মিষ্টান্নের কথা মনে কর, অমনি তার ক্রিয়া তোমার রসনায় হবে। রূপের কথা চিন্তা কর অমনি তার ক্রিয়া চক্ষে হবে ও মনে তার বোধ জেগে উঠ্‌বে। এমনি প্রত্যেক নাম-রূপের সাথেই হোচ্ছে ভোগ, মানে সেই-সেই অনুভব ভাল বা মন্দ আকারে। তাতে হোচ্ছে সুখ-দুঃখ বোধ, এর নাম সংসার। এরই নাম মায়া। এই মায়ার কোন আকার দেখতে পাবে না, তবে এর কার্য্য দেখতে পাবে। এর কাজ ব্রহ্মকে, পরমানন্দকে আবরণ করে রাখা, এও ব্রহ্মের ইচ্ছায় ঘট্‌ছে। তাই একে শান্ত না করতে পারলে, এই চাঞ্চল্যকে সরাতে না পারলে, কি করে ব্রহ্মদর্শন হবে? তাই যে নাম-রূপের মাঝে অনন্ত শক্তি রয়েছে, তার প্রতি চিত্ত একাগ্র করতে-করতে, তার মহিমা চিত্তে প্রকাশ হয় এবং একবার এই মহিমার অনুভব হোলে চিত্ত সাধারণ নাম-রূপকে আর ধ'রতে চায় না। তখন এর প্রতিই সে আকৃষ্ট হয়, এমনি করে আস্তে আস্তে অন্য নাম-রূপের তরঙ্গ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ক্রমে ক্রমে চিত্ত একমাত্র একেই অবলম্বন করে ডোবে—মানে পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। এই যে অনন্ত শক্তি, তা রয়েছে ঈশ্বরবাচক শব্দে, এরই নাম মন্ত্র। মন্ত্র নিয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রে—ইষ্টে চিত্ত একাগ্র করতে অভ্যাস করলেই বুঝতে পারা যায় মন্ত্রের শক্তি কেমন এবং কেন শাস্ত্র জপ করতে বলেছে। এইরূপ করতে ক'রতেই এ-কথার উপলব্ধি হয়। জপ করার অর্থ সাধনের সব কিছু করা। তাই তোমার সেই মূর্খ গুরু ঠিকই বলেছিলেন, তুমি খাটনি, তাই পাওনি ; খাট—পাবে। এর জন্য তোমার নিত্য নূতন মন্ত্র নেবার প্রয়োজন হবে না। আমার কথা ভদ্রলোকের মনে লাগ্‌লো, এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করলেন। ভবিষ্যতে তিনি এইভাবে চলবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে ব'ললেন—মহারাজ, যদি কেউ একটু এই ভাবে আগে বলতেন, তবে এতদিন বৃথা কাট্‌তো না, কিছু করবার চেষ্টা অন্ততঃ ক'রতাম। যার কাছে গেছি তিনিই ব'লেছেন—কিছু ভাবনা নাই, সব আমি করে দোব। মনে করতাম হবেও বা, এইভাবে বৃথা সময় কেটেছে, শাস্ত্রও সেভাবে দেখিনি। তার থেকে কিছু নিয়ে কিছু করবো বলে তো পড়িনি, পড়লে হয়তো পেতাম। মন্ত্র নিয়ে মনেও হয় নি এ দিয়ে ভগবান লাভ হবে, আর এটুকু ধরিয়েও কেউ দেয়নি।

দোষ আমাদেরই ; প্রকৃত ব্যাকুলতা না আস্‌তেই মন্ত্র নিয়ে বসি। মন্ত্র নিয়ে কিছু করি না কেবল চেখে বেড়াই। লোকের কথার যে কি দাম, তা মেলাতে গেলে যে খাটুনির, যে মোটামুটি শাস্ত্র-জ্ঞানের দরকার, তাও তো নেই আমাদের, তাই তো সুবিধা হয়েছে এ রাস্তায় ব্যবসা করবার। তারপরে এঁর জীবনে পরিবর্ত্তন দেখেছি, ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, একটু পথ পেয়ে বেশ উন্নতি করেছিলেন।

এই রকম বহু লোককে মন্ত্র ত্যাগ করে মন্ত্র নিতে আসতে দেখেছি এবং তাঁদের আশ্বস্ত করে ফিরিয়ে দিয়েছি। সকলেরই তাতে কল্যাণ হয়েছে। অনেকের দেখেছি মন্ত্র নেওয়া বাতিকে দাঁড়িয়ে গ্যাছে। আমাদের অজ্ঞতার সুযোগেই এমনটা হয়, তাও দেখেছি। সহজ সত্যকে ছেড়ে অলৌকিকত্বের মোহে পড়ে আমাদের এ সর্ব্বনাশ হয়। নিজের জীবনের দৈন্য দেখে, মনের ময়লার পরিমাণ দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় পেয়ে আসনে বস্‌তে পারি না, কেবল এখানে-ওখানে দেখে বেড়াই, এমনি করে ঘরে ময়লা জমেই ওঠে—সে ঘরে যে ঠাকুর আছেন, সন্ধান পাই না। আত্মবিচারের কষ্টিপাথরে ফেলে নিজেকে যাচাই করে না নিলে প্রায়ই ভজনে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রায়ই চোরা বালিতে পা বসে যায়। নিজের অন্তরের ভাল-মন্দ বোধকে ধ'রেই রাস্তা চলতে হয়। এই বোধকে জাগ্রত রাখতে পারলেই পথ সুগম হয়ে যায়। যত উপদেশই দেওয়া হোক, আমি যদি গ্রহণ না করি, তবে কারুর সাধ্য নেই আমার ভাল করে। তাই কোন্‌খানটায় আমি মন্দ—এ এক আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি যদি আমার খারাপটার উপর নজর রাখি এবং তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করি, তবে আমার উন্নতিতে বাধা কেউ দিতে পারে না। তার জন্য লোকের দরজায়-দরজায় ঘুরতেও হয় না। কেবল 'ভাল হব'—এই ইচ্ছাবোধই গুরুর কাজ করে। এ ইচ্ছা ছাড়া মহাপুরুষ এলেও কিছু কোরতে পারবেন না। তাই শাস্ত্রে বলেছে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। জীবনে যাঁরাই বড় হয়েছেন বা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁরাই এই আত্মবিচারকেই ধ'রে ছিলেন। অন্যের মহৎ জীবন থেকে আমরা প্রেরণা পেতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা থাক্‌লে তবে তো প্রেরণা আস্‌বে। তাই সব সময় জাগ্রত হয়ে থাক্‌তে হবে। নিজের বিচার নিজে করতে হবে, কোন জায়গায় অসাবধান হলে হবে না। বৈষ্ণবরা তাই বলেন—'সাধু সাবধান'। এই রকম বহু লোককে দেখে মনে হয়েছে এঁরা একটু অলস প্রকৃতির। মন্ত্র নেবার সময় হয় নি, অসময়ে লোকের কথা শুনে মন্ত্র নিয়ে এই অবস্থা। মন্ত্র নিয়েছে, কিন্তু মন্ত্র হয় নি—এমন বহু দেখলাম। যে মন্ত্র নিয়েছে তাতে বিশ্বাসও নেই বা তা নিয়ে বসেও না। এমন লোক সব আলোচনা-সভাতেই যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার মন্ত্র নেয়। সেটা ছাড়তেও সময় লাগে না, আবার ঘোরে—আবার মন্ত্র নেয়। এই রকমে মন্ত্র নেওয়া একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। যিনি মন্ত্র দেন তিনিও দ্যাখেন না এর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় হোয়েছে কি না,—তাঁর শিষ্যসংখ্যা বাড়লেই হোল। এই ক'রে ক'রে দেশের লোকের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বনাশ হয়েছে এবং প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। শহুরে ভদ্রশ্রেণীর মাঝেই এই রকম নজরে পড়েছে বেশী। যারা গরীব, মুটে-মজুর, চাষী-গৃহস্থ তাদের মাঝে এ রকম প্রায় চোখে পড়ে নি। তারা যা করে প্রাণ দিয়েই করে, তাদের কাছে সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ জীবন্ত দেবতা। তাদের ভক্তি-বিশ্বাস দেখে মনে হয়েছে—এই ছিল, আর শহরের এঁদের দেখে মনে হয়েছে—এই হোল। এই সব মূর্খ গেঁয়ো চাষীদের যে ভক্তি-বিশ্বাস দেখেছি তাতে মুগ্ধ হয়েছি। গুরুর কথা বল্‌তে বল্‌তে চোখে জল এসেছে। সে গুরু হয়তো কিছু জানে না, মূর্খ বা এই নিয়ে ব্যবসা কোরছে, কিন্তু তাতে এদের কোন ক্ষতি হয়নি, যা পেয়েছে তাঁর মুখ থেকে খাঁটি জীবনের মাঝে পড়ে তা থেকে সোনা ফলেছে দেখতে পেয়েছি। এদের সরলতা, বিশ্বাস, প্রেমই এদের এ পথের মূলধন যুগিয়েছে। বিচার করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজের জীবনে যে দৈন্য নেমে এসেছে তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এদের মাঝে কোন লোককে মন্ত্র ত্যাগ করবার কথা বলতে কখনও শুনিনি। মন্ত্রে, গুরুতে যে বিশ্বাস এদের দেখেছি, তা অনুকরণের যোগ্য। দুরারোগ্য রোগ সাধুর পায়ের ধুলায় এদের সেরে যায়, কঠিন বিপদ থেকে এরা সাধুর আশীর্ব্বাদে বেঁচে ওঠে।

এক সময়কার কথা বলি, একজন দেহাতী চাষী লোক হঠাৎ এসে হাজির। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা। তার সঙ্গে তার বৌ তাকে ধরে-ধরে নিয়ে এলো। ব্যাচারা এসে বসে পড়্‌লো চোখ কপালে তুলে। উঠে গিয়ে তার বৌকে বকতে লাগলাম, এই রোগা লোকটাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে এমন করে আনে! তার বৌ প্রণাম করে বল্‌লো—বাবা, আপনি মহাত্মা, আপনার পা ধোয়া জল খেয়ে আমার স্বামী সেরে যাবে। রাত থাকতে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। অনেকটা পথ আস্‌তে কষ্ট হয়েছে কিনা, তাই এমন কোর্‌ছে, এখুনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল হয়ে যাবে। বাবা, একটু কৃপা করুন। ব'ললাম—কি রোগ? ব'ল্‌লো—শূল রোগ। কিছু হজম হয় না, দিনরাত যন্ত্রণা। লোকটিও লুটিয়ে পড়ে ব'ল্‌লো—বাবা, কৃপা করে আমায় ভাল করে দাও। ব'ললাম—বাবা, সত্য বল্‌ছি আমার এমন কোন শক্তি নেই যে তোমায় ভাল করি। বিশ্বাস কর। এই পথ যে তুমি এসেছো এই কষ্টে, তাতে আমি আমাকে অপরাধী বলে মনে কর্‌ছি। যোড় হাত ক'রে তাদের এই কথা ব'ললাম। তখন কি জানি ছাই, যে তারাই তাদের ডাক্তার—বিশ্বাসই তাদের মূলধন—আমি একটা উপলক্ষ্য। লোকটা বিহ্বল হয়ে হাতযোড় করে ব'লল—বাবা, তুমি তো ভগবান, আমাদের মতন লোককে উদ্ধার করতে, আমাদের দুঃখ দূর করতেই তো এসেছো। কৃপা কর বাবা। দেখলাম বৃথা চেষ্টা, এরা বুঝবে না। তার স্ত্রী একটা ছোট বাটি বের করে আমার পা ধুইয়ে স্বামীকে খাইয়ে দিল। কি বিশ্বাস শ্রদ্ধায় সে খেলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। ভাবলাম, আমি না-হয়ে একটা পাথরকেও যদি এই বিশ্বাসে ধরা যায় তবে তাতেও কাজ হয়। দেখলাম তাদের কি আনন্দ। আজ তাদের দুঃখ দূর হোল, মেয়েটি মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে ব'লল—কোথায় পাব ডাক্তার, গরীব লোক আমরা, আমাদের ডাক্তার তোমরা।

তারপর খোঁজ করে গিয়ে একদিন হাজির হলাম তার ঘরে। দেখি লোকটা সুস্থ, হয়ে গ্যাছে। এই রকম একটা-দুটো নয়—বোধ হয় দশটি প্রত্যক্ষ করেছি। মনে হয়েছে এই বিশ্বাসেই ভগবানকে নেমে আসতে হয়, এই বিশ্বাসেই পাথরের ঠাকুর জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আর একবার এক তীর্থস্থানে আছি—জায়গাটি খুব স্বাস্থ্যকর, বহুলোক জল-হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য আসে। ঘটনাচক্রে একটি লোকের সাথে পরিচয় হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বাড়ী। সরল চাষী লোক। কথা কয়ে বড় সুখ হোত। আমায় ধরে বস্‌লো—বাবা, আমায় একটু স্থান দেখে দিন, বড় গরীব, শরীরটা সেরে যাব। ব'ললাম আমি তো মাধুকরী করে খাই, যেখানে-সেখানে থাকি, আমি কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ব্যবস্থা করবো, তবে এখানে অনেক মঠ-আশ্রম আছে, কিছু কাজকর্ম্ম করে থাক্‌তে পার কিনা দ্যাখো না, অনেক তো আছে, পেয়ে যেতে পার। লোকটা প্রণাম করে হাঁটা দিল। মনে হোল কথাটা তার প্রাণে লেগেছে।

তার দু'-একদিন পরে দেখি কে ডাক্‌ছে—বাবা, বাবা! ফিরে দেখি সেই লোকটি। পরণে বহির্বাস, কপালে ইয়া বড় এক তিলক, একেবারে বাবাজী! দেখে হেসে ফেল্লাম। ব'ললাম—আরে, একি! চেঞ্জ করতে এসে, এ যে একেবারে চেঞ্জ! সংসার থেকে একেবারে পাড়ি!

তার বৌ-ছেলেমেয়ে আছে, আমায় বলেছিলো। শরীরটা সেরে গেলেই ফিরবে এ কথা আমায় জানিয়েছিল। তাই ব'ললাম—এ কি হোল, ঘর ছাড়লে নাকি? হেসে প্রণাম করে ব'ললো—না বাবা। আপনার কথা শুনে গেলাম মঠে দু'-এক জায়গায়। ভাগিয়ে দিল। ভাবলাম, বাবা যখন বলেছেন একবার দেখি। বলে একটার পর একটা মঠে চেষ্টা করতে লাগলাম, শেষে বিদায় হতে-হতে এক জায়গায় ঠেকে গেলাম। তাঁরা ব'ললেন—তোমায় রাখতে পারি, তবে মন্ত্র নিতে হবে। ব'ললাম—মন্ত্র আমার হয়ে গ্যাছে; দেশে গুরু আছেন। ব'ললেন—ওসব ছেড়ে এখানে মন্ত্র নিতে হবে। ভাবলাম, এ কি রকম বাবাজী, গুরু ত্যাগ করতে বলে! এতদিন গেল আমাদের সমাজে তো এমন কথা কখনও শুনি নি। ভাবলাম—মন্ত্র তো আমার হয়ে গ্যাছে, আর সেই মন্ত্রই আমার থাক্‌বে, তাই জপ করি ও কর্‌বো এরা সুবিধার জন্য যেমন আমায় দলে টানতে চাচ্ছে, তেমনই আমিও কাজ হাঁসিল করবার জন্য মন্ত্র নোব। নইলে থাক্‌বো কোথায়? এঁরা যখন শুধু-শুধু একটু কাজ দেবেনা তখন এই ভাবেই কার্য্যসিদ্ধি করতে হবে। বলে আমায় প্রণাম করলো। ব'ললে—বাবা, এরা কি সাধু, গুরু ত্যাগ করতে বলে, এদের সাথে এমন করলে কোন পাপ নাই। তার ভাব দেখে হেসে বাঁচি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি তার সে চেহারা আর নেই, একটু চেক্‌নাই হয়েছে। ব'ললাম—কি কাজ ক'রতে হয়? ব'ল্‌লো—ঐ ফাই-ফরমাসটা খাঁটি, মহান্তের গা-হাত ড'লে দি। ভারী কাজ কিছু করতে পারবো না, বলে দিয়েছি। শরীর সারলে তখন করবো। আরে শরীরও সারবে আমিও সরবো!

লোকটাকে লাগ্‌তো ভাল। একবার দেখা হ'লে ঘণ্টার কম আর ছাড়বে না। সংসারের যত কথা—তা সে মুদীর দোকান থেকে আরম্ভ ক'রে মেয়ের বিয়েতে কি কি রান্না হয়েছিল তা পর্য্যন্ত। বৌ-এর সঙ্গে ইদানীং বনিবনা' হচ্ছিল, না। বলে—মিনসে মরদ না ছাই, ভাল করে খেতে দিতে পারে না। শুনতে-শুনতে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে প'ড়লাম। আরে মাগী, শরীরটা কি আমার কিছু নয়। আমি যে মরি, তা কি দেখেছিলি। কিন্তু বাবা, মনটা ঠিক বস্‌ছে না, ছেলেটার জন্য প্রাণটা খাঁ-খাঁ করে। যা দেখি তাই নিতে ইচ্ছা করে তার জন্য। আহা বাবা, কি সব সাড়ীই দোকানে সাজান রয়েছে, কেষ্টর মার জন্য একখানা যেমন করে পারি নোব, মাগীকে একখানা ভাল কাপড়ও দিতে পারিনি, তা ব'লবে বৈ কি। আরে, আমাদের বলে কি না বাবাজী হোতে! রাতে শুয়ে ছেলেটার জন্য প্রাণটা কাঁদে বাবা। বুকের কাছটায় শুতো, ঘুমুতে-ঘুমুতে মনে হয় বুঝি কেষ্ট শুয়ে আছে। বাবা, ঐ আমাদের স্বর্গ, কি বল বাবা? চুরি করবো না, মিথ্যা বল্‌বো না। গুরু যা দিয়েছেন সকাল-সন্ধ্যা একবার করে প্রণাম করতে পারলেই ঢের হোলো। ও-সব কি করছে বুঝতে পারি না, এ্যাতো আছে কাউকে দেবে না। কেবল জমাই হোচ্ছে। এরা কি সাধু? বাবা যতটা পারি খেয়ে-পরে নিয়ে শরীরটা সেরে নিয়ে পাড়ি দোব। বাবা, কেষ্টর মা কি কান্নাই কাঁদছে।

দেখলাম জেঁকে বসেছে। ব'ললাম এবার ওঠ, আমার কাজ আছে। জিব কেটে ব'লল—তা আর থাকবে না, তুমি তো আসল সাধু। আমার গাঁয়ে হোলে কি তোমায় ভিক্ষে করতে দি। ঘর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেঁধে আমরা সকলে তোমায় রাখতাম। অহো এমন সোনার চাঁদ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাচ্ছে, আর ওরা সব গোলা গোলা জমিয়ে রাখছে। হেসে ব'ললাম—ওঁদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে নেই, ওঁরা সাধু, যাকে দিয়ে যেমন করাচ্ছেন তিনি তাই ক'রছেন। এমন বোল না, রেগে ব'লল—তুমি থাম বাবা, সাধু আমি খুব চিনি। ব'লে প্রণাম করে বিদায় নিল।

তারপর কিছুদিন তাকে দেখিনি, তার সেই সরল ব্যবহার, সেই আমার জন্য দরদ, মাঝে মাঝে মনে হোত।

একদিন দেখি এসে হাজির, ইতিমধ্যে বেশ একটু গায়ে সেরেছে, তবে তিলক ব'দলেছে। হেসে ব'ললাম—কি হোল? সে তিলকের কি হোল? এযে দেখ্‌ছি আর এক জায়গায় ঘর বদল করেছো। হেসে ব'লল—শরীরটা সারাতেই যখন এসেছি, তখন ও খাওয়া খেয়ে হবে না, রাস্তা যখন পেলাম তখন খোঁজ করতে দোষ কি। খুঁজতে-খুঁজতে এখানে এলাম। এঁরা তিলক বদলালে জায়গা দেবেন। ছু'-একদিন যাতায়াত করে দেখলাম খাওয়া-দাওয়াও ভাল, আর কাউকে দলছাড়া করবার জন্য বেশ কিছু সুবিধা এঁরা দেন। তবে আর কি, 'জয় গুরু' ব'লে দিলাম লাফ। এখানে খাওয়া-দাওয়া, যত্ন খুব। দল ছেড়ে এসেছি বলে আমার বিশেষ আদর। সব সময় উপদেশ—ওদের ওখানে কিছু নেই, ছি করেছিলে কি? জীবনটা বৃথায় যেতো। সকলকে দেখাচ্ছে আমায় নিয়ে, এই লোকটিও সম্প্রদায় ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমাদের সম্প্রদায়ে সার আছে বলে না এসেছে, এই বলে প্রচারও চল্‌ছে। ভক্ত যারা আসে তাদের পিছনে খেটে কিছু পয়সাও হাতে আস্‌ছে, আর কিছুদিন হোলে বাবা কেষ্টর মায় জন্য শাড়ী আর কেষ্টর জন্য খেলনা কিনে নিয়ে পাড়ি দোব। বাবা আমার যা গুরু দিয়েছেন তাই করি। প্রণাম করে বলি বাবা অপরাধ নিও না, আমি তো গরীব লোক, দায়ে পড়েই এ কাজ কর্‌ছি। কিন্তু এরা যে এইভাবে এ সব কর্‌ছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে কিছু হয় না।

তারপর দেখি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, সমাজে বেশ নামও। বুদ্ধিমান কর্ম্মঠ লোক।

একদিন দেখি এসে দাঁড়িয়েছে। তেলোক-টেলোক কিছু আর নেই। পরণে নূতন কাপড় গায়ে হাতকাটা জামা। গামছায় বাঁধা কেষ্টর মার জন্য শাড়ী, কেষ্টর খেলনা, আরো কত কি। প্রণাম করে ব'লল—চললাম বাবা, তোমার কৃপায় সেরে যেতে পারলাম। মনটা আর বাগ মানছে না, একটা মেয়েলোকের ঘাড়ে সব ফেলে বেরিয়ে এসেছি রাগের বসে—ঠিক হয়নি, কি বলেন বাবা? —উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে যেতে লাগ্‌লো—কি করে গিয়ে চাষ করবে, ঘরের চাল সারাতেই হবে, নইলে আর থাকৃবে না, খাজনাও দিয়ে আসিনি; মাগী কি করছে কে জানে! গামছা খুলে কি নিয়ে যাচ্ছে দেখালো। দেখি মাগীর জন্য একটা সেমিজ, একখানা চওড়া নক্সাপাড়ের কাপড়, মেয়ের জন্য সিঁদুর কৌটা, তার বিয়ে হয়েছে! কেষ্টর জন্য বাজারের সস্তাদরের কোন খেলনা আর বাদ নাই। তার জামা, প্যাণ্টও বাদ যায় নি। ট্যাক থেকে অনেকগুলো টাকা বার করে ছাখালো। বলল—এখানে থাকৃতে পারলে আরো কিছু হত, কিন্তু আর থাকৃতে পারছি না, বাবা, এবার চলি—কি বল? দেখি কোথা থেকে একটি ঠোঁঙা বার করে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'লল—এটা তোমার জন্য এনেছি বাবা, তুমি খেয়ো। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো—ব্রাহ্মণ দেবতা, তুমি খেয়ো, নইলে যে আমি সেখানে খেয়ে শুয়ে সুখ পাব না। এই বয়সে এই ভিক্ষা করে খাওয়া। বাবা, আমি গরীব, কিন্তু আমার সঙ্গে চল, তোমায় আমি খাওয়াব। আমার কেষ্ট, মাগী, গ্রামের লোক —সবাই তোমার সেবা করবে।

বল্‌তে বল্‌তে দেখি তার চোখ ছাপিয়ে জল। বাংলার মানুষের হৃদয়টাও বাংলার মাটির মত নরম। ক্ষণিকের জন্য তার স্নেহ-কাতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়খানি দেখতে পেলাম। দেখলাম আমাকে সে অনেকখানি আপনার করে নিয়েছে। এই প্রবাসে আমার কাছে বসে তার কেষ্টর কথাও তার মার কথা, তার গ্রামের কথা বলবার সময় আমাকেও আপনার করে নিয়েছে। ভালবাসার মাঝে কোথাও খাদ নেই। তার কাছে বসে, তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পেয়েছি, তাকে ভাল লেগেছে। আজ যাবার বেলায় সে আমাকে ভুলতে পারেনি, আমার জন্য দরদ ভরা হৃদয় নিংড়ে স্নেহের দানটুকু নিয়ে এসেছে।

তার হাত থেকে তা তুলে নিলাম। ব'ললাম—এ খাবো বৈ কি! আমার ঠাকুরকে দিয়ে প্রসাদ পাব। একটু অভিমানের সুরে বলল—কিছু তো নেবে না, নইলে কত কি করে দিতে পারতাম। ভাই তোমার জন্যও আর থাকতে পারলাম না। এ দেখতে পারবো না বাবা। হঠাৎ বলে বস্‌লো—আমার সঙ্গে যাবে, বাবা? চলোনা? আমাদের ওদিকে তোমায় পেলে সবাই কৃতার্থ হয়ে যাবে। আমরা মন্দির ক'রে দোব, তুমি থাক্‌বে, সবাই মিলে তোমার কাজ আমরা করে দোব। ব'ললাম—তুমি যাও, আমি যাব বৈ কি। তোমাদের দরজায়-দরজায় তো ঘুরছি। তাতে যে ভিক্ষা পাচ্ছি তা জাতির জীবনে জোয়ার এনে দেবে। কিছু বুঝলো না, বললে—জানি তুমি যাবে না বাবা, একটু যত্ন কোরো শরীরটাকে। এমন চাঁদপনা শরীরটা কি করে ফেলেছো। বলে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে প্রণাম করে ব'লল—তবে চলি বাবা, যে ক'দিন বাঁচবো তোমার কথা ভুলবো না। বলে কিছু আর শোনবার অপেক্ষা না রেখে জোর করে পা দু'খানা মাথায় ঠেকিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

লোকটার সরলতা আমায় মুগ্ধ করতো। তার অকপট ব্যবহার, তার ঐকান্তিকতা, গুরুভক্তি আমায় আকর্ষণ করতো। দেখলাম সে যে ধর্ম্মপালন এতদিন করে এসেছে, সেটাই তাকে এত বিরুদ্ধ আবেষ্টনেও রক্ষা করলো। এত প্রচারেও তার গুরুনিষ্ঠা টল্‌লো না, যা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে কথায়-কথায় একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুঁ দিলে উড়ে যায়। গৃহস্থ জীবনের যেটুকু সে সমাজের মাঝে বসে পেয়েছে, তাই-ই তার ধর্ম্মপালনের পক্ষে যথেষ্ট। কোন বই না পড়েই সে প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তা বুঝেছে। খানিকক্ষণের জন্য মনটাকে সে নাড়া দিয়ে গেল। যাবার সময় যে অকপট খাঁটি হৃদয়খানির পরিচয় দিয়ে গেল, তা' বহুদিনেও মনের মাঝে গেঁথে আছে। কোন লোক মন্ত্রত্যাগ করবার কথা ব'ললে এর সেই কথা মনে হয়—"বাবা, গুরুমন্ত্র আবার ত্যাগ করবে কি, গুরু কি দশটা হয়? যা দিয়েছে তাই আমার ঢের, ওতেই আমি তোরে যাব। এরা সব কি করছে বাবা, রোজ মন্ত্র পাল্‌টাচ্ছে, রোজ গুরু পাল্‌টাচ্ছে—এদের কি মন্ত্র হয়েছিল!" তখন এর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, মূর্খ-চাষী যে-কথাটা বুঝেছে, এত শিক্ষার মাঝেও এরা তা বোঝেনি। জীবনে যারা সবটাই ফাঁকি দিয়ে দিয়ে ফাঁকের সৃষ্টি করলো, তারা ধর্ম্মজীবনের মাঝে সত্যকে খুঁজবে কি দিয়ে!

আর একবার এক মহাত্মাকে দেখেছিলাম। তাঁর মাঝেও দেখেছিলাম গুরুনিষ্ঠা—যা আজও আমার জীবনে প্রেরণা যোগায়। এক সময়ে গঙ্গার মাঝে একটি পাহাড়ে কিছুদিন কাটাই। তার মাঝে এক শিব মন্দির। তীর্থ ব'লে স্থানটির খ্যাতি আছে। শিব আছেন, আরো দেব-দেবী আছেন। গঙ্গার মাঝে যে পাহাড়, কূল থেকে অনেকটা গিয়ে তবে তাতে পহুঁছুতে হয়। দৃশ্য বড় মনোরম। যাবার জন্য নৌকা আছে, সাধুসন্ত গেলে কোন ভাড়া নেয় না। যাত্রী, দর্শনার্থীর ভীড় মন্দ হয় না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে স্থানটি বড় পছন্দ হোল। দেখলাম এখানে একজন সাধু তাঁর হু'চারজন চেলা নিয়ে থাকেন। পাহাড়ের উপরটা একটু সমতল; ভজন করবার জন্য অনেকগুলি গুহার মতন ঘরও আছে। আবার তাতে জানলা-দরজা থাকাতে খুব সুবিধা—ঝড়-বৃষ্টি ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা যায়। এ পথ দিয়ে আসবার সময় এখানকার কথা শুনেছিলাম অনেকের মুখে। এসে দেখলাম প্রকৃতই স্থানটি সাধুর উপযোগী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবলাম নৌকা পারাপার তো ক'রছেই, যখন হোক গিয়ে গ্রাম থেকে মাধুকরী করে আস্‌বো। এই ভেবে সেই সাধুমহাত্মার কাছে গেলাম। তাঁকে বলাতে তিনি ভারী খুসী হলেন—"আরে ই তো মহাত্মা লোককো লিয়ে বানা হুয়া হ্যায়; হামারা গুরুমহারাজ আউর উনকো গুরুমহারাজ ভজনকো লিয়ে ই সব বানায়া হ্যায়। বহুত সাধু-মহাত্মা আতা হ্যায় ভজনকে লিয়ে। ই তো বড়ী ভারী তীর্থ হ্যায়। রহিয়ে যেত্‌না দিন আপকো খুসী, ভোজন ভি মিল যায়গা।" ব'ললাম—আমি মাধুকরী করে খাই। ব'ললেন—তাও পাবেন, এখানে বহু ভাল ভাল যাত্রী আসে বাবাকে দর্শন পূজা করতে। কোন সাধু এখানে ভজন করছে জানালে তাঁর সেবার ব্যবস্থা—কাঁচা পাকা যা চান তারাই করে দেবে। এক-এক মুঠি দিলেও আপনার বহুত হোয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত হোলাম।

দেখলাম মহাত্মার ভারী উৎসাহ। চেলাগুলিও সুন্দর। তারা ব'লল—থাকুন না মহারাজ, আমরা সবকিছু করে দোব। আমাকে নিয়ে গিয়ে এক-একখানি ক'রে ঘর দেখাতে লাগলো—যেখানা পছন্দ হয়। প্রত্যেক ঘরখানিই গঙ্গার ধারে, ওঠবার সুন্দর সিঁড়ি। ঘরে বসলে চারি দিকটার দৃশ্য বেশ দেখা যায়। বাইরে লোকজন আসলেও এ দিকটায় কোন গোলমাল আসে না। আমাকে একখানা চেটাই, ছুটো থোলে ও একখানা কম্বল তারা দিল, আমার কিছু নেই দেখে কিছু কাঠ দিয়ে ধুনী জ্বেলে দিল, তার জন্য একটি জায়গা আছে ঘরে দেখলাম। যাঁরা স্বপাকে আহার করেন, তাঁরা ধুনীতেও পাক করে নিতে পারেন। পাশেই গঙ্গায় নামবার জন্য সুন্দর সিঁড়ির মতন করে পাথর সাজান, এদিকটায় পাকা সিঁড়ি নেই, পাথর সাজিয়ে সিঁড়ির মতন করা হয়েছে। বাইরে বস্‌লে মন মনোরম দৃশ্যে ডুবে যায়। ঘরে আসন বিছিয়ে বড় সুখ পেলাম, এ রকম আবেষ্টনে যে তপস্যা ফলবতী হয়, তা বুঝলাম। এখানে দেখি সেই মহাত্মার কথামত যাত্রীরা আমার আসনে মাধুকরী দিয়ে যেতো, যা দিতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে আমার হোয়েও আরো ৪।৫ জনের মত হোত ; আমি আমার প্রয়োজন মত নিয়ে বাকী সব মহাত্মার কাছে দিয়ে আস্‌তাম। সেখানেও তাঁর সাধু-অতিথি সেবা হোত। মহাত্মা বড় গ'প্পে লোক। প্রাণটি বড় স্নেহমাখা। সকলের সুখদুঃখের মাঝে মিশে থাকতেন। দুধ, মালাই, পেঁড়া বা অন্য কিছু পেলেই আমায় পাঠিয়ে দিতেন। দিনের মধ্যে দশবার আমার সংবাদ নিতেন। আমি একান্ততা ভালবাসি দেখে খুব খুসী। তাঁর চেলারাও একবার এসে কাঠ দিয়ে যেতো এবং কোন প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রতো। দুপুরবেলা সব সেবা হয়ে গেলে আমার কাছে এসে খানিকটা বস্‌তো। তাদের কথা শুনতাম, তারাও আমার পথ চলার কথা শুনতো। বেশ লাগতো মহাত্মাকে—ঠিক মায়ের মত। ভজন সাধনের কোন বালাই নেই ; বোল্‌তেন—আরে, বাবার সেবাতেই মুক্তি ; আবার ভজন কি ? সকালবেলায় খুব নিষ্ঠার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতেন, তারপর ভস্ম মেখে কৌপীন বোদলে ছোট একখানি বহির্বাস—তা কেবল কোমর ঢাকা যায় মাত্র, প'রে বাবার পূজায় ব'স্‌তেন, চেলারা সব যোগাড় করে দিতো। মহাত্মা বসে পরমানন্দে প্রেমে গদগদ হয়ে বাবার পূজা করতেন। সে পূজা অনেক সময় দেখতাম। দেখতাম এ পূজা তাঁর জীবনের সাথে গেঁথে গ্যাছে। তারপর স্তবস্তুতি শেষ করে আসনে এসে ব'স্‌তেন। সেখানে বসে ইয়া এক রূপার ক'লকেয় করে চেলারা মহাত্মাকে গাঁজা সেজে দিতো। মহাত্মা বাবাকে নিবেদন ক'রে তাতে টান দিতে দিতে শেষ টান টেনে দম বন্ধ করে এক চেলার হাতে দিতেন, সে টেনে আর একজনের হাতে। এই ভাবে যারা যেতো প্রায় সকলেই প্রসাদ পেতো। প্রায় মহাত্মার হাতে আর ফিরতো না, তবে কোন দিন টানবার লোক কম থকেলে মহাত্মা বলতেন—আরে শালারা প্রসাদ টানতে পারলি না, ছি ! দে। বলে আর একবার এমন টান দিতেন যে তাতে ক'লকে দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌তো এবং তা থেকে আগুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকখানি লাফিয়ে উঠে মহাত্মার গাঁজা টানাতে সিদ্ধি লাভকে প্রত্যক্ষ করতো। ভক্তের দল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌তো। যেন এটুকু না হোলে জীবনই বৃথা। অনেকে প্রণাম করতো এই বলে—'বাবা আপ তো বাবাকো ভৃঙ্গী হ্যায়। মহাত্মা সেই যে শেষ টান টান্‌তেন—টেনে হুস করে এমন একটা শব্দ করতেন যেন সবটুকু গাঁজার রস তিনি নিঃশেষ করে ফেললেন আর কি, তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ক'লকে একজনের হাতে তুলে দিয়ে খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে চোখ বুজে বসে থাক্‌তেন, সেই সময় দেখে মনে হোতো যেন সমস্ত জগৎ তুচ্ছ হয়ে গ্যাছে, পরমানন্দের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে থাক্‌তেন—বোধ হয় তাও কয়েক মিনিট ধ'রে। তাঁর দাঁড়ি-মুখ ছেপে সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এমন ভাবে উঠ্‌তে থাক্‌তো যা দেখে মনে হোতো ভিতরে কি কোন উনানে আঁচ দেওয়া হয়েছে! সেই ধোঁয়া স্থানটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলে গাঁজার গন্ধে ভরিয়ে তুলতো। সমস্ত ভক্তমণ্ডলী ও গাঁজার ধূমপিপাসুরা তা উপভোগ কর্‌তো। কেউ কেউ এমন কথা পর্য্যন্ত বোল্‌তো—আরে বাবা, গাঁজা তো অনেকে খায়, নেশাও করে, কিন্তু এমন টান টানতে কাউকে দেখিনা, কোথায়ও টেনে সুখ হয় না, তাই তো ভোর হোতে না হোতে এসে হাজির হই। এ টান কি গৃহস্থ লোকে নিতে পারে? এ সব বাবার কৃপা না হলে হয় না। চেলারাও বাবাজীর মতন টান দেবার কসরৎ করতো এবং কখনও বাবাজী তাদের টান দেখে ব'লে উঠ্‌তেন—সা-বাস্ বেটা। মানে প্রায় মেরে এনেছে আর কি!

তারপর সকলে যে-যার চলে যেতো, মহাত্মা ঘণ্টাখানেক পরে বাবাকে কাঁচা দুধ নিবেদন করে প্রসাদ পেতেন, সে সময় যে-যে থাক্‌তো সবাই প্রসাদ পেতো। এ বিষয়ে মহাত্মাকে দেখ্‌লে ভক্তি হোত। কোন জিনিষ অপরকে না দিয়ে গ্রহণ করতেন না। দুপুরে একটা ডাল—যা যাত্রী ভক্তরা দিতো, সব আনাজ তরকারী তাতে দিয়ে। আর ভাত ও রুটি হোত। কখনও একটা তরকারীও হোত। দুধ, মালাই, রাবড়ী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা আস্‌তো তাও সকলকে সমান ভাবে বেঁটে দেওয়া হোত। দিনে-রাতে ঐ রকম গাঁজা তিনচার বার চল্‌তো। আবার কোন ভক্তের দল গাঁজা ভোগ বাবাকে দিতে এলে তো হরদমই চল্‌তো। রাতে রুটি-হালুয়া হোত, যে-যে থাকৃতো প্রসাদ পেতো। যার যতদিন ইচ্ছা থাকো—মহাত্মার কোন বিরক্তি নেই। রান্না না করো তো প্রসাদ পাও। মাধুকরী কর, যাত্রীদের বলে দেবেন—আরে মহাত্মা আছেন তাঁকে মাধুকরী দিয়ে এস, তিনি এখান থেকে নেবেন না—মাধুকরী নেবেন। দুধ, মালাই যা আস্‌তো পহুঁছে দিতেন সকলকে। সদানন্দ লোক। চরিত্র অতি নির্ম্মল, সকলেই মহাত্মাকে খুব শ্রদ্ধা করে দেখলাম। রাত্রে বাবার আরতি খুব ঘটা করে হয়, পূরা প্রায় একঘণ্টা কাল মহাত্মা আরতি ক'রতেন, সেই আরতিতে প্রাণ ঢেলে দিতেন। মহাত্মার কাছে থেকে বড় ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌লো এবং এখানে যে ক'মাস ছিলাম বড় শান্তিতে, আনন্দে ছিলাম।

এইখানে থাকবার সময় এক মহাত্মা এলেন। বয়স হোয়েছে। মহাত্মার চুল সব পাকা, কিন্তু শরীরের বাঁধুনি এতটুকুও আল্‌গা হয় নি। বেশ হাসিখুসী মানুষটি। মহাত্মাকে ব'ললেন—এখানে কিছুদিন কি থাকা চলবে? ব'ললেন—স্বচ্ছন্দে; সেই জন্যই তো এ স্থান। গুরুমহারাজ বল্‌তেন, আরে "বাচ্চা ভজন যতটা করতে পার বা না-পার ভজনের সুবিধা করে দিও—তাতেই ভজনের ফল পাবে। সাধু-মহাত্মাদের সেবা কর, তাতেই ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। বাবা, আমার তো ভজন নেই, সেই গুরুবাক্য ধ'রে পড়ে আছি, আপনারা সকলে কৃপা ক'রলে তোরে যাব। মহাত্মার শিশুর মতন সেই সরলতা, সেই নিরভিমানতা সকলকে মুগ্ধ করতো। যিনি থাকবেন বলে এলেন তিনিও মুগ্ধ হোলেন ও আমার গুহার পাশের গুহায় আসন করলেন। তিনি রামায়েত সাধু—তাঁর তিলক দেখে বুঝলাম। এখানকার যিনি মহাত্মা, তাঁর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল না, সাধু হোলেই হোল—সকলকে সমান আদর। যেমন ভাবে তুমি থাক, তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর কোন আপত্তি নেই। যতদিন ইচ্ছা থাক আবার যখন ইচ্ছা যাও। বাবার সেবার কোন কাজ কর বহুত আচ্ছা, না কর বহুত আচ্ছা। ভোগ লাগ্‌লে চেলারা ডাক্‌বে—মহারাজ চলিয়ে পঙ্গত হোতা হ্যায়। যদি আসনে ব'সে প্রসাদ পেতে চাও, তাও চেলারা এনে দেবে। কোন বিরক্তি নেই।

মহাত্মা আসন করলেন। কোন বালাই এঁরও নেই। কেবল একটি কাপড়ে বাঁধা একটি পুঁটলীর মত কি রয়েছে দেখলাম, আর লোটা-কম্বল। ধুনী আমার মতন করে জ্বেলে দিয়ে গেল চেলারা। ইনি প্রসাদ পাবেন ব'ললেন পঙ্গতে। মহাত্মাকে দেখে ক্যামন আমার ভাল লাগ্‌লো। মনে হোল এঁর সঙ্গে একটু মিশতে হবে। অপেক্ষা করতে লাগলাম—দেখি বাবাজীকে পাওয়া কঠিন। সব সময়েই আসনে বসে থাকেন—তার সেই পুঁটুলীটি খুলে পাতা ওল্টান। কখন কখন দেখি চোখ বুজে বসে থাকেন। কদাচিৎ পাথরের উপর এসে বসেন, কিন্তু তাও যে সময়ে লোকজন থাকে না সেই সময়ে। কাউকে আস্‌তে দেখলেই আবার আসনে চলে যান। পঙ্গতে গিয়ে বসেন, যা এরা দেয় তাই, কোন জিনিষ চাওয়া বা কোন গল্প করা, কথা বলা—কিছু না। ক্যামন একটি পরমানন্দ আত্মতৃপ্ত ভাব। দেখে দেখে লোভ হোল, মনে হোল এ আস্বাদন কর্‌ছে, এ আত্মগোপন তারই লক্ষণ। এত কাছে এমন জিনিষ—এ ছাড়া চলবে না, যেমন করে হোক সঙ্গ করতেই হবে।

তখন প্রায় ১৫।২০ দিন হোয়ে গ্যাছে। ভোরে স্নান সেরে তিলক ক'রে বাবাকে একবার প্রণাম করে আস্‌তেন আর সন্ধ্যায় একবার আরতি দর্শন করতে যেতেন। তা ছাড়া আর কোন সময় ওদিকে যেতে দেখিনি তাঁকে। সব সময় প্রায় আসনে থাকতেন। আমি পাশের গুহাতেই থাকি। যাচ্ছি-আস্‌ছি দেখছেন বা তিনি যাচ্ছেন-আস্‌ছেন, দেখছি। কোন দিন কোন আলাপ বা পরিচয় করবার কোন আগ্রহ দেখতে পাই নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রকম কৌতূহল বাড়তে বাড়তে একদিন আর থাকতে না পেরে একেবারে মহাত্মার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। মনে হোল কাজটা ঠিক হোলো না, ইনি সঙ্গ ত্যাগ করে পরমানন্দর উপভোগ করছেন, তাতে ব্যাঘাতই হয়তো হবে। কিন্তু এত কাছে থেকে এমন বস্তুকে ছাড়িই বা কি করে। এই সাত-পাঁচ ভেবে ঢুকে পড়লাম। মহাত্মাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার দিকে চেয়ে আশীর্ব্বাদ করে বস্‌তে ব'ললেন। আমি বসতে গেলাম মাটিতে, তাড়াতাড়ি একখানি কম্বল আমায় দিয়ে ব'ললেন—বৈঠিয়ে মহারাজ, তাঁর কম্বলটি মাথায় ঠেকিয়ে ব'ললাম—মহারাজ, এ কম্বলে বসবার আমার যোগ্যতা হয় নি, আমি এখানেই বসি—ব'লে বসে পড়লাম। ব'ললাম—মহারাজ, কি পড়েন রোজ আর কি নিয়েই বা থাকেন দিনরাত। এতদিন দেখতে দেখতে আর থাকতে না পেরে এসে পড়েছি, এতে আপনাকে বিরক্ত করাতে যে অপরাধ হোয়েছে ক্ষমা করবেন।

মহাত্মা হাতজোড় করে প্রণাম করে বললেন—মহারাজ, আমি মুর্খ লোক কিছুই জানি না, কি কথা বলবো কি-ই বা জানি। ভজন-সাধন কিছুই তো জানি না। আমি জীবন ভর এক গুরুসেবা করেছিলাম তাতে বড় সুখ পেতাম। গুরুমহারাজ দেহ রাখার পর আর থাকতে পারলাম না, তাই বেরিয়ে পড়েছি।

মহারাজ, জীবনে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু,—গুরুই সব। বলতে বলতে দেখি মহাত্মার মুখ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে, তিনি পরমানন্দে ডুবেছেন—চোখ দিয়ে ঝরছে প্রেমাশ্রু। চুপ করে বসে রইলাম, এই গুরুসেবী মহাত্মার পরমানন্দ যেন আমাকেও স্পর্শ করতে লাগ্‌লো—খানিকক্ষণ পরে পুনরায় বহির্চেতনা লাভ করে বলতে লাগলেন—"আমার গুরুমাহরাজ খুব অল্প বয়সে বাপ-মার কাছ থেকে আমায় চেয়ে নেন চেলা করবার জন্য। তাঁর আরো ৫।৭ জন চেলা ছিল। তাঁরা সবাই খুব পণ্ডিত—ভজনানন্দী। আমার পড়াশুনা বা ভজনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আসক্তি নেই দেখে গুরুমহারাজ আমাকে সেবার ভার দিয়েছিলেন। গুরুভাইরা আমাকে সাধনভজন করাবার জন্য, পড়াশুনা করাবার চেষ্টা করলে আমি গুরুমহারাজের কাছে পালাতাম। তাতে গুরুভাইরা তাঁর কাছে অনুযোগ করতো—বাবা, এ তো সম্প্রদায়ের নাম খারাপ করবে, এ তো পেট-বৈরাগী হবে—এ তো সাধন-ভজন, পড়াশুনা কিছুই করে না। তাতে গুরু মহারাজ তাদের বল্‌তেন—আরে ছেড়ে দে, ওর কিছু ক'রবার দরকার নেই, সেবাতেই ওর সবকিছু মিলে যাবে। ওর যখন হবে না ও সব, তখন আর কেন ওকে টানাটানি করছো। ভগবানের কৃপা হোলে কিছুর অভাব থাকবে না। গুরুমহারাজ আমায় বড় স্নেহ করতেন। মায়ের মতন সব সময় আমায় আগ্‌লে আগ্‌লে রাখতেন। গুরুভাইরাও স্নেহ করতো, আমার অল্প বয়স দেখে তারা আমার এ জীবনের প্রস্তুতির জন্য যত্ন করতো যেমন বড় ভাইরা করে থাকে। আমিও সব সময় তাদের এড়িয়ে চলতাম। গুরু মহারাজকেই আমার ভাল লাগ্‌তো এবং তারই সেবা প্রাণপণে করতাম। অন্য গুরুভাইরা আমার সেবার ভাব দেখে ও গুরুমহারাজেরও ইচ্ছা জেনে আমার উপর সেবার সব ভার ছেড়ে দিল। আমিও সকলের সেবা করতাম এবং তাতে খুব আনন্দ পেতাম। গুরু মাহারাজ আমায় এ কাজে উৎসাহ দিতেন। এবং সেবাতেই সব হয়, তাই বলে আশ্বাস দিতেন। এমনি করতে করতে কখন বয়স হয়ে গেল, কখন আস্তে আস্তে গুরু মহারাজ বুড়ো হয়ে পড়লেন খেয়াল ছিল না। ক্রমশঃ তাঁর সমস্ত কাজ আমায় কোরতে হোত। সমস্ত রাত তাঁর সেবা করতে হোত, বাহ্যে-প্রস্রাব আসনেই করতেন—সব আমিই সাফ করতাম। গুরুমহারাজ বড় সন্তুষ্ট ছিলেন আমার উপর। গুরুভাইয়েরাও আমায় খুব স্নেহ করতেন। এই ভাবে গুরু মহারাজের শেষ সময় এসে উপস্থিত হোল। এতদিন আমি কিছু ভাববার-দেখবার সময় পাইনি, দিনারাত সেবা নিয়ে থাকাতে কোনদিকে তাকাবার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকতো না। এখন নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হোল। জীবনে এক গুরুমহারাজকে ছাড়া জানতাম না ; তাঁর সেবাই ছিল আমার জীবনের সান্ত্বনা, কিন্তু তাও তো আজ যায়—এই ভেবে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। তাঁর পায়ে মাথা রেখে ব'ললাম—মাহরাজ, সকলের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, সাধন-ভজন আছে, শাস্ত্রজ্ঞান আছে, দিন কাটাবার কোন চিন্তা নেই, কিন্তু মূর্খ সাধন-ভজনহীন আমি, আমার তো আপনি ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই, আপনি গেলে আমি কি নিয়ে দিন কাটাব? আমার যে আর কিছু নেই মহারাজ!

সেই মৃত্যুকালে মহাত্মা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে ব'ললেন—বাচ্চা, আমি তোমার পরে সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার জীবনে পরমানন্দ লাভ হবে। রামজী তোমায় কৃপা করবেন। কোথাও তোমার অভাব হবে না। আজ তোমায় এক অমূল্য নিধি আমি দিয়ে যাব, ঐ সিন্দুকের থেকে পুঁথি বার কর। তাঁর আদেশমত বার করলাম। বললেন—বাচ্চা সমস্ত শাস্ত্রে —বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে যত কথা আছে, তার সার এর মাঝে আছে। আমি জীবন ভ'র গুরুসেবা, মহৎ সেবা, সৎ সঙ্গ, ভজন, তপস্যায় যা পেয়েছি, তা এই গ্রন্থে আছে, এই গ্রন্থে দশ হাজার "ওঁ রাম" এই মন্ত্র লেখা আছে। তোমাকে যাবার সময় এই অমূল্য নিধি দিয়ে গেলাম। তুমি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এর প্রথম থেকে শেষ আবৃত্তি করবে। এতেই তুমি কৃতার্থ হবে।

সেই দিনই তাঁর দিব্য ধাম লাভ হয়। তিনি সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন মহারাজ।

তারপর আমার আর সেখানে থাকতে প্রাণ চাইলো না। গুরুভাইরা বহু চেষ্টা করলেন, অনেক বোঝালেন, কিন্তু গুরু শূন্য আশ্রম আমার কাছে মরুভূমি বলে মনে হোল।

একদিন গুরুভাইদের চরণে প্রণাম করে তীর্থ ভ্রমণের নাম করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেরিয়ে পড়লাম। সকলেই চোখের জলের মাঝে বিদায় দিলেন। তারপর আজ ৩০ বছর ধরে ঘুরছি। এই পুঁথিই আমার সম্বল। ব'ললাম—একবার দেখান না পুঁথিটি মহারাজ। আমার কথায় পুঁথি দিলেন আমার হাতে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় ঠেকিয়ে কোলের উপরে রাখলাম। ব'ললাম এই-ই তো তোমার শরীর, নামরূপী তুমি ভগবান! হে প্রভু, আমায় কৃপা কর। ধন্য আমি—যে আজ তোমায় স্পর্শ করতে পেলাম। প্রাণ আনন্দে ভ'রে গেল। অনেকক্ষণ গেল সামলাতে, বুঝলাম মহাত্মার প্রেমে এতে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সেটি স্পর্শ করে আমি ভ'রে গেলাম।

আস্তে আস্তে পাতা উল্টে দেখি বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখা আছে "ওঁ রাম"। এই কথা ক'টি লাল কালি দিয়ে হলদে কাগজের উপর লেখা আছে। আর কিছু নেই।

ভাবলাম, এই তো ঠিক। বৃথা না ঘুরে গুরুর মুখ থেকে তো সব শাস্ত্রের পাঠ এঁর হয়ে গ্যাছে। সব পড়ে সাধন-ভজন তপস্যা করে যা পাবে, তা তো গুরুর সেবার মাঝখান দিয়ে এঁর হোয়ে গ্যাছে! সামনে যা দেখছি তাতে তো আর কোন সংশয় নেই। ব'ললাম—মহারাজ, এখন কেমন আছেন? ব'ললেন—মহারাজ, গুরু মহারাজের কৃপায় ও তাঁর আশীর্ব্বাদে বড় শান্তিতে আছি। এ পাঠ করতে করতে আমার দিনরাত জ্ঞান থাকে না, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ পাই। বল্‌তে বল্‌তে দেখি মহাত্মাজীর প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ছে। ভাবলাম তোমায় জিজ্ঞাসার কিছু নেই, তোমায় দেখবার। তোমায় দেখলেই সব শাস্ত্র অধ্যয়ন আপনি হয়ে যায়। সমস্ত শাস্ত্রের সারতত্ত্ব তোমার মাঝে প্রকাশ হয়েছে। ব'ললাম—মাঝে মাঝে আস্‌বো কি? তাতে বল্লেন—আমায় কৃপা করতে আসবেন বৈ কি মহারাজ!

কথার মাঝে এমন একটি শ্রদ্ধানম্র বিনয় যে ছাড়তে পারা যায় না। তারপর মাঝে মাঝে যেতাম, ব'স্‌তাম। কত কথা হোত, লীলাকথা শুনতে শুন্‌তে কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। রামচরিত্র শোনবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য সে কী আগ্রহ! তাঁকে শোনাতে শোনাতে আমিও কৃতার্থ হ'ভাম।

এই সময়টি আমার জীবনের সুখস্মৃতি। বোধ হয় এ আনন্দ মাস-দু'য়েক ছিল। তারপর একদিন দেখি মহাত্মাজী চলেছেন। যাবার আগে তাঁর সেই সদানন্দ হাসি হেসে আমার দরজায় এসে ব'ললেন—চললাম মহারাজ, বড় আনন্দ পেলাম, কৃপা রাখবেন—বলে চললেন। ছুটে গিয়ে প্রণাম করলাম, মাথায় হাত দিয়ে অশীর্ব্বাদ করলেন, ব'ললেন—মহারাজ বড় তাঁর কৃপা আপনার উপরে, বড় মিঠা আপনার মুখে তাঁর কথা। এক জায়গায় এতদিন থাকি না, আপনার মুখে লীলাকথা শুনে যেতে পারি নি। পথ চলবার সময় মনে হবে আপনাকে। ব'ললাম—আমায় যদি স্মরণ করেন তবে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। আমার জন্য প্রার্থনা করবেন। দেখি মহাত্মার চোখে জল। আমায় বুকে চেপে ধরে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌লেন—"কোন ডর নাই বাচ্ছা, তেরা পথ সাফ হো যায়গা, উ তো তোরে সাথ সাথ চলতে হেঁ, কুছুদিন পর সব কুছ্ মালুম হো যায়গা।" বলে আর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন।

দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে অনেকক্ষণ। একটা ব্যথার সাথে আনন্দ যেন দেহটাকে অবশ করে ফেললো। তখন আকাশের গায়ে প্রভাত-সূর্য্যের অপরূপ মূর্ত্তি আকাশের বুক চিরে প্রকাশ হয়েছে, গঙ্গার কল-কল নাদে, পাখীদের কাকলীতে, যাত্রীদের 'হর হর মহাদেব' রবে আকাশ-বাতাস ভ'রে উঠছে। দূরে গঙ্গার তীরে তীরে বনের অপরূপ শোভা, পাহাড়ের কোলে কোলে তখনও আঁধার উঁকি দিচ্ছে। কুয়াসার ঘোমটা টেনে তখনও প্রকৃতি রাণী রাতের পানে নিদ্রাজড়িত চোখে চেয়ে আছে। ঘরের পাশের শিউলি গাছের থেকে শিশিরের সঙ্গে শিউলি ঝরে পড়ছে। প্রাণের মাঝে জেগে উঠেছে এক ভুলে যাওয়া অতি পুরাতন পরিচিত সুর। তার গুমকে প্রাণে মোচড় দিয়ে উঠছে যেন নূতন চোখে সব কিছু দেখ ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর পর যে ক'টা দিন ছিলাম মহাত্মার কথা মনে হোতো। তাঁর সদাতৃপ্ত পরমানন্দ আপন-ভোলা ভাবটি ভুলতে পারতাম না। গুরু-সেবার দ্বারা কি হয়, তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে পথ চলার সময় এক জায়গায় এক মহাত্মা কীর্ত্তন করেন শুনতে পাই। ক্রমশঃ লোকমুখে তাঁর জনপ্রিয়তা ও কীর্ত্তনের মাধুর্য্যের কথা শুনে একবার কীর্ত্তন শুনবার ও তাঁকে দেখবার ইচ্ছা হয়। তাঁর জন্য চল্‌তে চল্‌তে থেমে যাই। এক বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে স্থান পাই। পথের মাঝে আলাপ হোতে-হোতে বেশ লাগে। তিনিই আমায় তাঁর ওখানে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর বাড়ীতে আমার থাকবার মতন পৃথক স্থান আছে আমায় জানান। অযাচিত ভাবে এমন প্রস্তাব ভগবৎ কৃপা বলেই আমার মনে হয়। সেই স্থানেই মহাত্মার কীর্ত্তন হোচ্ছে। ভাবলাম এখানে থাক্‌লে মহাত্মাকে দর্শন ও তাঁর কীর্ত্তন শোন্‌বার সুবিধা হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম, গিয়ে স্থানটি পছন্দ হোল। পাহাড়ী জায়গা, অনেকটা পরিধি নিয়ে তাঁর বাড়ী। বাগান অনেকখানি জুড়ে। তাতে আম, জাম, শাল, শেগুন, নিম, দেবদারু অনেক বৃক্ষ, যা স্থানটিকে ছায়াশীতল মনোরম করে রেখেছে। তাঁর বসতবাটীর পাশে অনেকটা ফুল বাগান। তার পর এই সব বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে বেদী করা। চাঁপা গাছের তলায় মনোরম বেদী। চমৎকার টুকটুকে লাল রাস্তা—বাগানের শেষ পর্য্যন্ত চলে গ্যাছে। সবটুকু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, এরই মাঝে দেখি সুন্দর বাংলো। বসতবাটির থেকে অনেকটা দূরে। ভদ্রলোকের একটু সাধন-ভজনের সখ আছে, তার জন্য এখানি ক'রেছেন। সাধু-মহাত্মা এলে তাঁকে রাখেন এবং কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাটান। সাধু-সেবী ভজনানুরাগী লোক। আমায় নিয়ে গিয়ে তুল্লেন একেবারে সেই বাংলোয়। চারিদিকে বারান্দা; ঘরখানি সুন্দর। আলো-হাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচুর, গাছের আবেষ্টনে জায়গাটি একটু পৃথক হয়ে আছে। চারিদিকটার দৃশ্যও মনোরম। দূরে দূরে কেবল পাহাড় আর পাহাড়।

আমায় ব'ল্‌লেন—বাবা, এখানে আপনার ভালই লাগ্‌বে। দিনকতক ইচ্ছামতন থাকুন না আমাদের কাছে, আমরা একটু সঙ্গ করে নিই। বল্‌লাম—বড় সুন্দর আবেষ্টনটি, আপনার বৈরাগী মনের পরিচয় এর থেকে পেলাম। কথায় কথায় সেই মহাত্মার কথা ব'ললাম ও তাঁর কীর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, দেখলাম ভদ্রলোক এড়িয়ে গেলেন, বিশেষ কোন মন্তব্য করলেন না। ব'ল্‌লেন—থাকুন, যাবেন যখন খুসী। আমার হয়ে ওঠে না। এর বেশী কিছু ব'ল্‌লেন না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে বেশ লাগ্‌তে লাগ্‌লো। দেখলাম কর্ম্মী লোক, নিয়মিত ভাবে খাটেন এবং খাট্‌তে খাট্‌তে ভিতরের রস কিছু পাচ্ছেন। কথা হোলে বেশ ধরতে পারেন। ক্রমশঃ আমরা পরস্পর আকৃষ্ট হোতে লাগ্‌লাম। তাঁদের বাড়ীর সকলেই সাধু-সেবী, বিশেষ করে ভদ্রলোকের বিধবা মা তো উঠতেই চান না, ভগবৎ কথা হোলে কেঁদেই ভাসান। আমার কাজকর্ম্ম শেষ হোলেই দেখতাম বুড়ী এসে হাজির। আমার রান্নার তত্ত্বাবধানের নাম করে ভগবৎ কথা শোন্‌বার সে কি আগ্রহ! ভাবলাম—এমন মা না হোলে কি এমন ছেলে হয়!

এই ভাবে ৭।৮ দিন গেল। বড় আনন্দে শান্তিতে কাট্‌ছে। ভজনে বড় সুখ পাচ্ছি। আরো সব লোক চারদিক থেকে আস্‌তে সুরু করেছেন। এ ক'দিনে দেখি আস্তে আস্তে বেশ লোক সমাগম হ'তে আরম্ভ হয়েছে এবং তা ক্রমশঃ বাড়্‌ছে। বুঝলাম এ সব আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের কাজ। সৎসঙ্গ করে আনন্দ হচ্ছে, তাই সকলকে ডাক্‌ছেন। ভাবলাম বেশীদিন থাকা হবে না, এর মাঝে আমার কাজ সেরে নিতে হবে।

এই ভেবে সেদিন মহাত্মাকে দর্শন করতে বেরিয়ে পড়লাম। যারা আস্‌ছিলেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এঁর সম্বন্ধে। কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ দেখি তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করছেন, আবার কেউ কেউ তাঁর মহত্ত্বের কথাও বল্‌লেন। যাই হোক, দেখতে হবে ভেবে তাঁর কীর্ত্তনের সময় জেনে নিলাম এবং সেখানে গেলে কোন বাধা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম উপস্থিত ভদ্রলোকদের। তাঁরা বল্‌লেন—না, সেরকম কোন বাধা নেই, তবে যা দেখছি, আপনি সেখানে কি করবেন। সৎসঙ্গ—যা সেখানে পাবেন ভাবছেন, সে-সব বালাই কিছু নেই। এতে আমার দেখবার ইচ্ছা প্রবল হোল। ভাবলাম, দেখতে হবে একবার কি ব্যাপার। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক অভিজ্ঞতাই তো হোল, এর মাঝেও কিছু পাব।

এই ভেবে বৈকালবেলা এখানে যাঁরা আসেন, তাঁদের আসবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। এঁদের নির্দ্দেশ মত মহাত্মার আস্তানা বার করতে খুব বেগ পেতে হোল না। গিয়ে দেখি মহাত্মা যেখানে আছেন, সে এক রাজপ্রাসাদ এবং সেখানকার যাঁরা, তাঁরাও তারই উপযোগী। দেখি প্রকাণ্ড হলঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়ে গ্যাছে। আমি গিয়ে উপস্থিত হোয়ে দেখি মহাত্মা বসে কীর্ত্তন করছেন। চমৎকার সুন্দর কমনীয় রূপ। দেখ্‌লে তাকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে হয়। পরণে অতি সূক্ষ্ম সিল্কের গেরুয়া সুন্দর করে পরা। মাথার চুলগুলি সুন্দর ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঘাড়ের উপরে। চোখে সোনার ফ্রেমের মূল্যবান চশমা, হাতে আংটি। দু' হাতের সব আঙ্গুলেই আংটি। মাথার চুলগুলি সাবানের ছোবায় ছোবায় তামাটে ভাব ধরেছে। ঘর গন্ধদ্রব্যের গন্ধে ভ'রে রয়েছে। পিছনে তাকিয়া—ভেলভেট দিয়ে মোড়া। যে আসনে বসে নাম করছেন তাও ভেলভেটের। মহাত্মার সঙ্গে ৫।৭ জন তাঁরই দলের গায়ক। তার মধ্যে একজন দেখলাম বেশ সুকণ্ঠ। চারিদিক ঘিরে বসেছে যুবতীর দল—নিখুঁত রূপসজ্জা করে, তারপর দু' চার জন প্রৌঢ়া, তারপর বসেছে তরুণের দল। যতদূর মেক-আপ করতে পারা যায়—তা সকলেই আপ্রাণ করছে। সকলেই এসেছে নিখুঁত রূপ-সজ্জা ক'রে। এদের পরে—মানে পেছনে, সাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রশ্রেণীর লোক। ঘরে লোকের স্থান নেই—ভরে গ্যাছে। বাইরে, যিনি বাড়ীর মালিক, তিনি একখানা চিয়ারে বসে সকলকে আপ্যায়ন করছেন, অবসর মত এঁর মহিমা কীর্ত্তন করছেন। আমায় দেখে একটু বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন। মানে এ রকম লোক এখানে কেন ?

তারপর বল্‌লেন—কীর্ত্তন শুনতে এসেছেন ? বল্‌লাম—মহাত্মার নাম শুনে তাঁর কীর্ত্তনের রসপিপাসু হয়ে তাঁকে দর্শন করতে ও তাঁর মুখের নাম গুণগান শুনতে এলাম। শুনে ভারী খুসী হয়ে আমায় নিয়ে গিয়ে আসন দিলেন। ভিতরেই বসাতে চাচ্ছিলেন, আমি আপত্তি করাতে আমার জন্য পৃথক আসন করে আমায় বসালেন এবং আমি বস্‌লে সকলের দিকে চেয়ে একটু তৃপ্তিমাখা গর্ব্বের হাসি হেসে বাইরে গিয়ে বস্‌লেন। তাঁর আগমনে সকলে—মানে সেই তরুণ-তরুণীর দল, একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমায় দেখে নিজেদের কাজে মন দিল। কীর্ত্তনে কান দিতে শুনলাম মহাত্মা নাম-সংকীর্ত্তন ক'রছেন। একজন ভদ্রলোক ব'ললেন ওঁর নাম হোলে তারপর আসল কীর্ত্তন আরম্ভ হবে। ওঁর দলের লোক প্রথমে করবে, তারপর অনেকে গাইবে। দেখি মহাত্মা কীর্ত্তন যা ক'রছেন তার মাঝে কোন রস নেই, রস যা তা দেখলাম তাঁর রূপে। যত মেয়ের দল সমস্ত মনপ্রাণ এক ক'রে তাঁকে দেখ্‌ছে। মহাত্মার হাতনাড়া, কীর্ত্তনের গলা যেন মাপা, তাতে কোন আবেগের চিহ্ন পেলাম না। তরুণের দল মেয়েদের পাণে অনিমেষ চোখে চেয়ে আছে। তাদের আকর্ষণ কি বুঝলাম। এত সেজেগুজে কীর্ত্তন শোনবার এই আগ্রহ কোথা থেকে এতগুলি তরুণের মাঝে এল, তা দেখতে পেলাম। মাঝে মাঝে বাড়ীর গিন্নী যিনি, তিনি এসে লবঙ্গ, এলাচ, কাবাবচিনি দিয়ে যাচ্ছেন—যেমন গানের আসরে হয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ চ'ললো। তারপর মহাত্মা নাম শেষ করলেন। সকলে ছুটে এসে তাঁকে হাওয়া করতে লাগ্‌লো, তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। খানিক্ষণ সেবা চ'লল, প্রত্যেক মেয়েই এগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়ে নিজের প্রাধান্য খাটাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো, মানে মহাত্মার সামনে পড়বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো ; আর অন্য মেয়েরা তাকে সরাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। ছেলেরা—যারা একটু বেশী সাহসী তারা কেউ কেউ এগিয়ে এসে মহারাজের মাথায় হাওয়া করতে লেগে গেল, অন্য যারা পারলো না তারা তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে তাকিয়ে রইলো। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটলে মহাত্মা আস্তে আস্তে একটি ছেলেকে ডেকে তাঁর দলের কি ব'ললেন, অমনি দেখি সবাই চলে গেল যার-যার স্থানে। সকলে প্রস্তুত হয়ে বস্‌লো। মন্দিরা বেজে উঠ্‌লো, খোলের আওয়াজে ঘর ভরে গেল।

খানিকটা এই ভাবে খোল-করতাল, হারমোনিয়াম বাজবার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। পালা কীর্ত্তন। সুন্দর সুকণ্ঠ। অপূর্ব দখল কীর্ত্তনে। চেহারাটিও সুন্দর। বসে শোনবার মতন কীর্ত্তন। পরে শুনলাম মহাত্মা পয়সা দিয়ে একে রেখেছেন আসর জমাবার জন্যে এবং আনুষঙ্গিক যারা গায় তারাও পয়সা পায়। সেদিন মাথুর হোল ; বেশ লাগ্‌লো, অন্ততঃ খনিকক্ষণ সেই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন হোল। সুন্দর কণ্ঠের সুললিত পদবিন্যাস উপভোগের সামগ্রী ব'লে মনে হোল। ভাবলাম কীর্ত্তন তা-হোলে মহাত্মার নয়—এদের, এবং তা শোনবার মতন বটে। এ আকর্ষণের। এ দিয়ে মহাত্মার প্রচার ও শিষ্য ধরবার কাজ হয়। কিছুক্ষণ শুনলাম, ভালও গাগ্‌লো। কিন্তু তাতে পেশাদারী সফলতা পেলাম, সাধুর প্রাণমাতানো সে কীর্ত্তন পেলাম না। কীর্ত্তন শেষ হোল, তারপর আরম্ভ হোল মেয়েদের গান—মানে জলসা। মাঝে মাঝে তরুণদের ডাক পড়তে লাগ্‌লো। বেশ মাখামাখি মেশামেশির ব্যবস্থা। এরই জন্য এতক্ষণ এরা অপেক্ষা করছিল বুঝলাম। মাঝে মাঝে মেয়ের আত্মীয়ের দল মহাত্মা ডাক্‌ছেন না দেখে হয়তো নিজেই বলে বস্‌লেন—বেলা, সেইখানা মহারাজকে শোনা না ? আর পায় কে ! বেলা অমনি এক লাফে গিয়ে বস্‌লো আসরে, তারপর আরম্ভ কোরলো। কোন প্রৌঢ়া হয়তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আত্মীয় তরুণকে কৃপা করে ডাক্‌লেন—সুজিত, মহারাজকে একখানা ভজন শোনাও না ? অমনি সুজিত উঠে এল, এসে ব'স্‌লো। জানে, একটু অসাবধান হলে বা অস্বীকারের একটু ছোঁয়া পেলে আর একজন এ সুযোগ কেড়ে নেবে। তার মাঝে যারা শিষ্যমণ্ডলীর মাঝখান থেকে আস্‌ছে তাদের অগ্রাধিকার। বুঝলাম এতো প্রচারের একটা প্রকার। মন্ত্র নাও, শিষ্য হও, তবে এ মধুচক্রে স্থান হবে। তরুণ-তরুণীর দলও দল বেঁধে প্রতিযোগিতা করে মন্ত্র নিতে লেগে গেছে, এর জন্য মহাত্মার প্রতিদিন খানিকটা সময় ঠিক করা আছে। সব হোয়ে গেলে প্রসাদ বিতরণ। তাও মহাত্মার ও এখনকার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন তরুণী বিতরণ করবেন। তিনি তাঁর আলাপী, বন্ধু, আত্মীয়ের মাঝে ঢেলে দিতে লাগলেন প্রসাদ। এটি বিশেষ ভাগ্যের পরিচয় ; এর জন্য দেখলাম সকলেই লালায়িত। যে আজ এ সৌভাগ্য পাবে, সে হবে উৎসবের মধ্যমণি। তার জন্য তার রূপ, যৌবন, মিষ্ট ব্যবহার, আভিজাত্য থাকা চাই। এর আত্মীয়েরা গর্ব্বভরে দেখতে লাগ্‌লেন মেয়েকে। হাঁ, যার জন্য এ সমাজে আনা তা' এ পেয়েছে। এর জন্য তো তাঁদের কম পরিশ্রম করতে হয় নি ! সকলেই—মানে অন্য তরুণীরা, ঈর্ষ্যার দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মহারাজ খুব আস্তে আস্তে তার সাথে হেসে হেসে কথা বল্‌ছেন। আজ তার সৌভাগ্যের শেষ নেই। তরুণের দল তাঁর একটু মিষ্টি হাঁসি, একটু কৃপাকটাক্ষের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। সকলেই তাকাচ্ছে পরস্পরের পাণে—কোথাও রূপসজ্জার মাঝে কোন ত্রুটি আছে কিনা। মহাত্মা বসে বসে উপভোগ করছেন। দেখছেন তাঁর এ পণ্য তরুণী যে-ভাবে নিয়ে চলেছেন তাতে লাভের কড়িতে বোঝাই হয়ে যাবে নৌকা। যারা এসে এখানে ভীড় করছে, তার মধ্যে গণ্যমান্য কেউ আসতে বাদ পড়েনি। অভিজাত ঘরের সব গৃহিণীরা এসেছেন, এবং তাঁরাই করেছেন এঁকে গুরু, তাঁদেরই প্রচারের ফসলে ভরে উঠ্‌ছে জমি। আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র নিল, কাল কমিশনারের, পরশু সিভিল সার্জ্জনের। এই ভাবে যে চক্র তৈরী হয়েছে, তাতে আসতেই হবে সকলকে। সকলে আস্‌ছে, প্রসাদ নিচ্ছে, প্রণাম করছে মহাত্মাকে ; মহাত্মা পদমর্য্যাদা বুঝে দু'একটি কথা কইছেন কারো সঙ্গে। আবার যে তাঁর প্রয়োজন মেটাচ্ছে, তাকে হেসে আপ্যায়ন করছেন। এই ভাবে শেষ হোল। তারপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। দেখি সেই মেয়েটি তখন সরে পড়েছে, তার স্থলে একজন প্রৌঢ়া এসেছেন। মধ্যবিত্তের দল আস্‌ছে, তাদের হাতে তাচ্ছিল্যের সাথে প্রসাদ পড়ছে, কথাবার্ত্তা আপ্যায়ন নেই বল্লেই চলে।

এইভাবে তাঁর নাম সংকীর্ত্তন, পালা, জলসা, ভজন, প্রসাদ বিতরণ শেষ হোতে বেশ সময় লাগলো। আমি আস্তে আস্তে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লাম।

যা দেখবার দেখা হয়ে গিয়েছিল, তাই মনে করে কোন দুঃখ নেই। আকর্ষণটা কেন হয়—এখন বুঝলাম। লোকে ভাবে হোমরা-চোমরা বড় বড় অভিজাত শ্রেণীর যখন এখানে এত ভীড়, তখন নিশ্চয়ই ইনি সোজা লোক নন, তারপর তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রচুর খোরাক! উদ্দেশ্যসিদ্ধির স্থবিধাও কম নয়—যা এর আগে বলে এসেছি, তারই রকম ফের। স্থতরাং এতে কোন নূতন কিছু পেলাম না, তবে প্রকারটা ভিন্ন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন মেটাবার রকম হিসাবে অভিনব। বুঝলাম সেই যে বলেছিলেন মহারাজ—আমাদের দরকার এই সবের ; ভগবানকে তো আমরা চাই না, এ আমাদের নেশা করা। যেমন সিনেমায় যাওয়া, তেমনি এই রকম সৎসঙ্গে যাওয়া। এতে সব রকম আছে। চাখবার পক্ষে এ মন্দ নয়, এখানে সাধুর সৎসঙ্গ তো কোথাও দেখিনি। এরপর যেখানে এমন দেখেছি—বুঝছি এ আমার দেখা, এর আর কিছু নূতনত্ব নেই। তবে ছাপ আলাদা, নাম আলাদা—এই যা। জাতে সব এক।

সেদিন আমার আশ্রমে ফিরতে রাত হোল। বুড়িমা অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার এসে ফিরে গ্যাছেন, যাঁরা আসেন তাঁদেরও অনেকে এসে ফিরে গ্যাছেন ; দু'একজন তখনও ব'সে আছেন উদগ্রীব হয়ে, আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক তো ব্যাকুল। গিয়ে পড়তেই সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—'কোথায় ছিলেন বাবা ? এতক্ষণ ধরে কি করছিলেন ?' ভদ্রলোক তো আনন্দে ফেটে পড়ে ব'ললেন—পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলেন বোধ হয় ? সকলেই খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু পাত্তা না পেয়ে ভাবছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন বেড়াতে গিয়ে জমে গেছি কথায়। ব'ললাম—জমে গিয়েছিলাম, তবে কথায় নয়— কীর্ত্তনে। শুনে সকলে ব'ললেন—ও! আপনি ওখানে গিয়েছিলেন! আমাদের এ কথা কারো মনে হয়নি। ওখানে তো আপনাকে মানাবে না বাবা। ব'ললাম মানাবে না ঠিক, কিন্তু যাদের মানায় তাঁদের একবার দেখে এলাম। পথ চলার মাঝে সবই তো দরকারে লাগবে। আমার কাছ থেকে তাঁরা শুনতে চাইলেন আমার অভিজ্ঞতার কথা। ব'ললাম—মন্দ কি, যাঁরা অমন ভালবাসেন তাঁদের পক্ষে তো বেশ। অনেকেই তো বেশ আনন্দ পাচ্ছেন দেখলাম। রুচি যখন এক নয়, তখন সব রকমই তো থাকবে তাঁর দুনিয়ায়। কেউ কোন রস থেকে বঞ্চিত হবে কেন ? বেশ লাগ্‌লো। মন্দ কি! এঁরা যা আশা করেছিলেন তা না পেয়ে একটু হতাশ হলেন। শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বেশীক্ষণ তাঁদের না বস্‌তে দিয়ে আসনে এসে বসলাম—সকলে চলে গেলেন।

আসনে বসে কাজ শেষ ক'রে মনে মনে সংকল্প করলাম—কাল যাত্রা করবো। পরিচয়ের গণ্ডি আস্তে আস্তে চারপাশে জমছে, আর নয়—যা দেখবার তা তো হোল। দোষ কারুর নেই, সৎসঙ্গের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে এমন হয়, প্রকৃত বৈরাগ্য এরা ছাখেনি তাই কাঁচ কুড়ুচ্ছে। এরাই যদি মহৎ জীবনের স্পর্শ পেতো—তবে এরাই আবার পথ ছাখাতো। চিন্তা করতে করতে ব্যথায় মনটা ভরে গেল, সমস্ত রাত বসে বসেই কেটে গেল। রাতের আঁধার তখনও পৃথিবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকে সব আবরিত করে রেখেছে। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তারার সে চিকিমিকি, আঁধারের বুকে কি অপরূপ আলোর পরশ, সব ঢাকতে গিয়েও যেন সবটুকু ঢাকতে পারেনি—আঁধারকেই যেন আরো প্রকাশ করে, অপরূপ করে তুলেছে। চাঁপার মিষ্টি গন্ধে, আম্রমুকুলের সৌরভে মেতে উঠেছে চারদিক—পাগলা হাওয়া পাহাড়ের বুকে দিয়েছে আগুন জ্বেলে, তাতে মনে হোচ্ছে যেন অনাদিলিঙ্গ আলোর মালা পরে বসে আছে। প্রভাতের শুকতারা পূর্ব্ব আকাশের কপালে জয়তিলক। এখনি তার আঙ্গিনা মাড়িয়ে হেসে আস্‌বে দিনমনি প্রভাতের উত্তরীয় গায়ে দিয়ে। ঐ টুকটুকে লাল রাস্তা, গেরুয়া বর্হির্বাসে অঙ্গ ঢেকে আমায় ডাক দিচ্ছে। ঐ আমার সাথী, ওর রঙ্গেই আমায় সে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। উঠ্‌লাম আসন ছেড়ে, পথের মায়ার হাতছানি তখন আমার দুয়ারে করছে করাঘাত। দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে নিয়ে রাতের সেই শেষ অন্ধকারের মাঝে নেমে পড়লাম, মনের মাঝে তখন ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে সেই উপনিষদের বাণী "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

——:০:——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS